রামায়ণের
চরিতাবলী

শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ
অধ্যাপক,
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,
শান্তিনিকেতন

আনন্দধারা প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৭২

প্রকাশক
মনোরঞ্জন মজুমদার
আনন্দধারা প্রকাশন
৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
সুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট,
কলিকাতা-৪

খালেদ চৌধুরী

॥ দাম ষোলো টাকা ॥

সূচী

দশরথ … ১
রাম … ৩৬
ভরত … ১২৬
লক্ষ্মণ … ১৫৫
শত্রুঘ্ন … ১৮৬
সুমন্ত্র … ১৯৭
বানর-সভ্যতা … ২০৬
বালি (বালী) … ২১০
সুগ্রীব … ২২৩
অঙ্গদ … ২৩৭
জাম্ববান্ … ২৪৯
হনুমান্ (হনূমান্) … ২৫৬
রাক্ষস-সভ্যতা … ২৯১
দশগ্রীব (রাবণ) … ২৯৬
কুম্ভকর্ণ … ৩৪১
বিভীষণ … ৩৪৯
মেঘনাদ (ইন্দ্রজিৎ) … ৩৬৩
মারীচ … ৩৭২
কৌসল্যা (কৌশল্যা) … ৩৭৮
সুমিত্রা … ৩৯৬
কৈকেয়ী (কৈকয়ী) … ৩৯৯
সীতা … ৪১৫
লঙ্কায় সীতাদেবীর বন্দিনীদশার কালনির্ণয় … ৪৬৩

তারা	...	৪৭৪
মন্দোদরী	...	৪৮০
সরমা	...	৪৮৩
ত্রিজটা	...	৪৮৭
অহল্যা	...	৪৯১

শ্রদ্ধাস্পদ
স্বর্গত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়
মহাশয়ের উদ্দেশে
সমর্পিত।

নিবেদন

কূজন্তং রামরামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্।
আরুহ্য কবিতাশাখাং বন্দে বাল্মীকিকোকিলম্॥

মহর্ষি বাল্মীকিকে আদি কবি বলা হয়। তাঁহার রচিত অপূর্ব মহাকাব্যের নাম—'রামায়ণ'। রাম হইতেছেন অয়ন (প্রতিপাদ্য) যে কাব্যের, তাহারই সংজ্ঞা 'রামায়ণ'। রামায়ণ আদি মহাকাব্য। এই গ্রন্থ ব্যাসদেবের মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন। মহাভারতে রামায়ণের বহু ঘটনার উল্লেখ আছে, কিন্তু রামায়ণে মহাভারতের কোনও ঘটনার উল্লেখ নাই।

রাবণবধের পর রাম অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সকলই আপন আপন কর্তব্যপালনে রত। দেবর্ষি নারদ আপন আশ্রমে তপস্যা ও বেদাধ্যয়ন করিতেছেন। এরূপ সময়ে একদিন তপস্বী বাল্মীকি দেবর্ষির আশ্রমে যাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মুনিবর, বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে এরূপ কোন্ ব্যক্তি আছেন—যিনি সর্বগুণ-সম্পন্ন, অপরিমিত পরাক্রমের আশ্রয়, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাক্, দৃঢ়ব্রত, সচ্চরিত্র ও সকল প্রাণীর হিতকারী। এরূপ কে আছেন—যিনি বিদ্বান্, দক্ষ, প্রিয়দর্শন, ধীর, জিতক্রোধ, দ্যুতিমান্ ও অনসূয়ক। এরূপ কে আছেন—যিনি ক্রুদ্ধ হইলে দেবতারাও ভয় পান। আপনি এরূপ পুরুষকে জানিতে সমর্থ। অনুগ্রহপূর্বক আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করুন।'

মহর্ষি বাল্মীকি রামের অসাধারণ চরিত্রবল ও শক্তি-সামর্থ্যের কথা অবশ্যই জানিতেন। তথাপি নারদের ন্যায় সর্বজ্ঞ দেবর্ষির মুখে বন্ধুপুত্রের অলোক-সামান্য মাহাত্ম্য শুনিয়া পরিতৃপ্তি লাভের উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ দেবর্ষিকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

বাল্মীকির জিজ্ঞাসার উত্তরে দেবর্ষি নারদ ইক্ষ্বাকুবংশজাত রামের নাম করিয়া তাঁহার গুণ কীর্তন করিলেন। তারপর দেবর্ষি রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের আয়োজন হইতে আরম্ভ করিয়া রাবণবধের পর অযোধ্যায়

প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সংক্ষেপে বাল্মীকির নিকট বর্ণনা করেন। পরিশেষে নারদ ভবিষ্যতের কথা বলিতেছেন—রামরাজ্যে প্রজাবৃন্দ আনন্দিত, পুষ্ট, ধর্মপরায়ণ, নীরোগ ও দুর্ভিক্ষভয়শূন্য হইবে। কোন ব্যক্তি আপন পুত্রের মরণ দেখিবে না, নারীগণ নিত্য সধবা ও পতিব্রতা হইবেন। রাম অনেক যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন এবং বহু রাজবংশ স্থাপন করিবেন। আপন আপন ধর্মপালনের নিমিত্ত তিনি প্রজাগণকে নিযুক্ত রাখিবেন। এইভাবে এগার হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ করিবেন।

ইহাই নারদবর্ণিত সংক্ষিপ্ত রামায়ণ। এই রামচরিতের আখ্যান অতি পবিত্র ও পাপনাশক। ইহা পুণ্যজনক ও বেদের সমান। যিনি এই আখ্যান পাঠ করিবেন, তিনি পাপমুক্ত হইবেন।

ইদং পবিত্রং পাপঘ্নং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্।
যঃ পঠেদ্ রামচরিতং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১।১।৯৮

মহর্ষি বাল্মীকিকে সংক্ষিপ্ত রামচরিত শোনাইয়া দেবর্ষি নারদ আকাশপথে স্বর্গে চলিয়া গেলেন। বাল্মীকিও শিষ্য ভরদ্বাজকে সঙ্গে লইয়া জাহ্নবীর সমীপস্থ তমসা-নদীতে স্নানার্থ যাত্রা করিলেন। তমসাতীরে উপস্থিত হইয়া তিনি চারিদিকের নিবিড় বনরাজি দেখিতে দেখিতে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন—অতি নিকটে এক কলকণ্ঠ ক্রৌঞ্চমিথুন (কোঁচবক) বিচরণ করিতেছিল, এক ব্যাধ আসিয়া ক্রৌঞ্চটিকে হত্যা করিল। তাহাকে রক্তাক্তকলেবরে ভূমিলুণ্ঠিত দেখিয়া ক্রৌঞ্চী অতি করুণ বিলাপ করিতেছে। ক্রৌঞ্চটির মাথায় ছিল লাল ঝুঁটি, মিলনের আকাঙ্ক্ষায় মত্ত হইয়া পক্ষদ্বয় বিস্তারপূর্বক সে প্রণয় প্রকাশ করিতেছিল। ব্যাধের এই নিষ্ঠুর কর্ম দেখিয়া ও ক্রৌঞ্চীর করুণ বিলাপ শুনিয়া মহর্ষির হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তখনই তাঁহার মুখ হইতে উচ্চরিত হইল—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥ ১।২।২৫

—নিষাদ, তুমি চিরকাল পতিত থাকিবে। যেহেতু তুমি ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে কামমোহিত অবস্থায় বধ করিয়াছ।

কথাটি উচ্চরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মহর্ষির মনে চিন্তা জাগিল—একি? এই ক্রৌঞ্চপক্ষীর শোকে কাতর হইয়া আমি কি কহিলাম? এই পাদবদ্ধ

সমান অক্ষরবিশিষ্ট বীণাদি যন্ত্রের সহযোগে গানের যোগ্য বাক্যটি আমার শোকাবেগে উচ্চরিত হইয়াছে। ইহা 'শ্লোক' নামে খ্যাত হউক। শিষ্য ভরদ্বাজ হৃষ্টচিত্তে গুরুর অনুমোদন করিলেন। বাল্মীকির হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ।

তারপর তমসা-নদীতে অবগাহন করিয়া সশিষ্য বাল্মীকি আশ্রমে ফিরিয়া যাইতেছেন। তিনি মনে মনে কেবল শ্লোকোৎপত্তির কথাই ভাবিতেছেন। আশ্রমে ফিরিয়া আসার পর প্রজাপতি ব্রহ্মা বাল্মীকির নিকট আবির্ভূত হইলে যথাযোগ্য অর্চনাদির পর মহর্ষি বাল্মীকি তমসাতীরের ক্রৌঞ্চবধ ও তাঁহার উচ্চরিত শ্লোকটির কথা ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন। ব্রহ্মা স্মিতমুখে কহিলেন—'তোমার এই বাক্যটি শ্লোক নামেই খ্যাত হইবে। আমার ইচ্ছাতেই এই বাণী তোমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে। হে ঋষি-সত্তম, তুমি সমগ্র রামচরিত রচনা কর। তুমি নারদের মুখে যেরূপ শুনিয়াছ, সেইরূপ রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও রাক্ষসদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সকল বৃত্তান্ত কীর্তন কর।

যচ্চাপ্যবিদিতং সর্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি।
ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি॥
যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্‌ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥ ১।২।৩৫,৩৬

—যাহা তোমার অবিদিত আছে, সেইসকল ঘটনাও বিদিত হইবে। তোমার এই কাব্যে কোন কথাই মিথ্যা হইবে না। যতকাল গিরি ও নদীসকল পৃথিবীতে অবস্থান করিবে, ততকাল রামায়ণকথাও পৃথিবীতে প্রচারিত থাকিবে। (তোমার কীর্তিও সমগ্র জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।)'

এই আদেশ দিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। মহর্ষি বাল্মীকি যোগাসনে উপবিষ্ট হইলেন। মহর্ষি যোগবলে রামসম্বন্ধী সকল বৃত্তান্তই দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন। তারপর

চতুর্বিংশৎসহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবানৃষিঃ।
তথা সর্গশতান্ পঞ্চ ষট্ কাণ্ডানি তথোত্তরম্॥ ১।৪।২

—ঋষি চব্বিশ হাজার শ্লোক, পাঁচ শত সর্গ এবং ছয় কাণ্ড, তথা উত্তর কাণ্ড রচনা করিয়াছেন।

উত্তরকাণ্ডে কাব্যের সৌন্দর্য পাঠককে তেমন আকর্ষণ করে না, ইহা যেন অনেকাংশে পুরাণশাস্ত্রের মত। লঙ্কাকাণ্ডের অন্ত্য ভাগে গ্রন্থের সমাপ্তি-সূচক প্রশস্তি এবং ফলশ্রুতি রহিয়াছে। উল্লিখিত শ্লোকেও 'ষট্ কাণ্ডানি তথোত্তরম্'—এই অংশে 'তথা' শব্দের দ্বারা উত্তরকাণ্ডের পৃথক উল্লেখ করা হইয়াছে। এইসকল কারণে উত্তরকাণ্ডকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনেকে মনে করেন। প্রক্ষিপ্ত হইলেও দীর্ঘকাল হইতে এই কাণ্ডটি মূল রামায়ণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বাল্মীকির রচনারূপে মর্যাদা পাইয়া অসিতেছে। কালিদাস, ভবভূতি প্রমুখ মহাকবিগণও উত্তরকাণ্ডকে বাল্মীকির রচনা বলিয়াই মনে করিতেন।

মহর্ষির আশ্রমে জাত রামের পুত্রদ্বয় সুকণ্ঠ মেধাবী কুশ ও লব মহর্ষির নিকট রামায়ণ-গীতি শিক্ষা করিয়া প্রথমতঃ রামের অশ্বমেধ-যজ্ঞে গুরুর আদেশে এই রামায়ণ গান করিয়াছেন।

রামায়ণের উপক্রমণিকা হইতে জানা যাইতেছে—মহর্ষি বাল্মীকি রামের সমকালীন। তিনি দশরথের সখা ছিলেন। পক্ষান্তরে 'রাম জন্মিবার আগে রামায়ণ' এই প্রবাদ-বাক্যটিও বহুল-প্রচলিত। এই বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। ইহা অবশ্যই সত্য যে, রামায়ণের বিষয়বস্তু কবিকল্পিত নহে।

ভারতীয় সাহিত্যে এবং ভারতের বাহিরে যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ প্রভৃতিতেও রামকাহিনী জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। অবশ্য কাহিনীগুলির মধ্যে গুরুতর পার্থক্যও দেখা যায়।

রামায়ণকে অবলম্বন করিয়া সংস্কৃতে ও বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় বহু গ্রন্থ ও অনুবাদ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কোথাও বাল্মীকিকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করা হয় নাই।

রামায়ণে ভারতবর্ষের যে রূপটি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অনবদ্য। মানুষের স্নেহ-প্রেম, বিরহ-মিলন, স্বার্থ-প্রবণতা ও পরার্থে আত্মত্যাগ প্রভৃতি কাব্যখানিতে উজ্জ্বল অক্ষরে বিধৃত এবং বিচিত্র কাব্যরসে জারিত। মানবিকতার গুণেই মহাকাব্যখানি ভারতের চিত্তভূমিতে চিরদিনের জন্য স্থান পাইয়াছে। পরবর্তী কোন ভাষার কাব্যগ্রন্থ এই আর্ষ মহাকাব্যখানিকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। মহাভারতে ভারতবর্ষ যেভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে, রামায়ণে সেইভাবে হয় নাই, পক্ষান্তরে রামায়ণই ভারতচিত্তে

প্রতিফলিত হইয়া ভারতের ইতিহাস গঠন করিয়াছে। এইহেতু রামায়ণ আমাদের চিরকালের ইতিহাসও বটে। রামায়ণ গার্হস্থ্য-ধর্মের সমুজ্জ্বল আদর্শ কীর্তন করিতেছে।

বল্মীকির রাম আদর্শ পুরুষ, স্বয়ং বিষ্ণু হইলেও নরাভিমানী, অবতার হইলেও সুখদুঃখাদির অতীত নহেন। তিনি দিব্যাদিব্য অদ্ভুতকর্মা। সীতা অযোনিসম্ভবা, তাঁহার জন্ম রহস্যপূর্ণ। রাক্ষস, বানর, ঋক্ষ, গোলাঙ্গুল প্রভৃতির আকৃতি-প্রকৃতিও বিচিত্র। এইসকল বিচিত্রতা কাব্যখানিকে রূপকথার মত আপামর জনসাধারণের চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের পার্বত্যাদি অঞ্চলের তৎকালীন গোষ্ঠীগুলির আকৃতি-প্রকৃতি ও সামাজিক ব্যবহারের পার্থক্য অপরাপর অঞ্চলের অধিবাসীদের কৌতূহলের উদ্রেক করিত। এই কারণেই সম্ভবতঃ তাঁহারা বানরাদি সংজ্ঞায় এই মহাকাব্যখানিতে বর্ণিত হইয়াছেন। পরন্তু বিদ্যাবুদ্ধি এবং চরিত্রবল তাঁহাদের কিছুমাত্র কম নহে। রাক্ষসেরা প্রধানতঃ কাঁচা মাংস ভোজন করিলেও তাঁহাদের সমাজ কোন অংশে ন্যূন ছিল না। মনে হয়—তাঁহাদের অস্বাভাবিক আকৃতির বর্ণনার দ্বারা মহর্ষি হাস্য, অদ্ভুত ও ভয়ানক রসের সৃষ্টি করিয়াছেন।

আমাদের বর্ত্তমান সমাজ আর তখনকার সমাজ সমান নহে। এখন যে সংস্কার লইয়া আমরা কাব্য ও উপন্যাসাদির সমালোচনা করি, রামায়ণের আলোচনায় সেই সংস্কার চলিবে না। রামায়ণের পাত্রপাত্রীর চরিত্র আমাদের কিরূপ লাগে, ইহাই বড় কথা নহে; ভারতবাসীর হৃদয়াসনে সেই পাত্রপাত্রীগণ কিরূপ স্থান পাইয়াছেন—ইহাই সংযম ও শ্রদ্ধার সহিত চিন্তা করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'ভারতবাসীর ঘরের লোক এত সত্য নহে, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা তাহার পক্ষে যত সত্য। পরিপূর্ণতার প্রতি ভারতবর্ষের একটি প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আছে। ইহাকে সে বাস্তব-সত্যের অতীত বলিয়া অবজ্ঞা করে নাই, অবিশ্বাস করে নাই। ইহাকেও সে যথার্থ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং ইহাতেই সে আনন্দ পাইয়াছে। সেই পরিপূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাকেই উদ্বোধিত ও তৃপ্ত করিয়া রামায়ণের কবি ভারতবর্ষের ভক্তহৃদয়কে চিরদিনের জন্য কিনিয়া রাখিয়াছে। ইহাতে যে সৌভ্রাত্র, যে সত্যপরতা, যে পাতিব্রত্য, যে প্রভুভক্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রতি যদি

সরল শ্রদ্ধা ও অন্তরের ভক্তি রক্ষা করিতে পারি, তবে আমাদের কারখানা ঘরের বাতায়নমধ্যে মহাসমুদ্রের নির্মল বায়ু প্রবেশের পথ পাইবে।'

সংস্কৃত সাহিত্যের কোন গ্রন্থই রামায়ণের ন্যায় সরল ও মধুর ভাষায় রচিত হয় নাই। রামায়ণের প্রসন্নগম্ভীর সরল ভাষার একটি অলৌকিক সম্মোহনশক্তি রহিয়াছে, যাহা অন্যত্র দেখা যায় না।

এই মহাগ্রন্থের অগণিত পাঠক ও শ্রোতা যদিও অনেক পাত্রপাত্রীর চরিতকথা ভক্তিভরে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, তথাপি চরিত্রবিশ্লেষণে মনুষ্যোচিত দোষত্রুটির বিচারকে একেবারে ঠেকাইয়া রাখা যায় না। মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার 'মহাভারতে' এবং মহাকবি ভবভূতি 'উত্তররামচরিতে' রামচরিতের সমালোচনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যেহেতু রামায়ণ কিয়ৎপরিমাণে ধর্মগ্রন্থ এবং ইতিহাস হইলেও প্রধানতঃ মহাকাব্য, বেদাদির ন্যায় প্রভুসম্মিত নহে, সেইহেতু ভরসা করি—ইহার পাত্রপাত্রীর চরিত্র-সমালোচনা পাঠকগণের নিকট ক্ষমার্হ হইবে।

খ্যাতনামা স্বর্গত অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের রামায়ণী কথা'য় মাত্র নয়টি প্রধান চরিত্র আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অনেক স্থলে বাল্মীকির বর্ণনার তাৎপর্য যেন অনুসৃত হয় নাই। আমাদের এই আলোচনা সম্পূর্ণরূপে বাল্মীকির রামায়ণকে অনুসরণ করিতেছে, কোনকিছুই লেখকের কল্পিত নহে।

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঁকারনাথ—প্রবর্তিত আর্যশাস্ত্রে প্রকাশিত রামায়ণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। উদ্ধৃতি-স্থলে কাণ্ডগুলির ক্রমিক সংখ্যার উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা. ১. আদিকাণ্ড, ২. অযোধ্যাকাণ্ড, ৩. অরণ্যকাণ্ড ৪. কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৫. সুন্দরকাণ্ড, ৬ লঙ্কাকাণ্ড, ৭. উত্তরকাণ্ড।

'কিষ্কিন্ধ্যা' শব্দটিকে য-ফলা-বর্জিতও দেখা যায়। সুন্দরকাণ্ডকে সুন্দরাকাণ্ডও বলা হইয়া থাকে। সাতটি কাণ্ডের মধ্যে সুন্দরকাণ্ড সংজ্ঞাটির অর্থ জানা যায় না। একটি প্রাচীন উক্তি আছে—'সুন্দরে সুন্দরং সর্বম্'—সুন্দরকাণ্ডের সব কিছুই সুন্দর বলিয়া এই সংজ্ঞা করা হইয়াছে।

আমার একান্ত শুভানুধ্যায়ী ও সর্ববিধ শুভ সঙ্কল্পে উৎসাহদাতা বিদ্যোৎসাহী স্বর্গত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার 'মহাভারতের চরিতাবলী' প্রকাশিত হইবার পর এই গ্রন্থরচনায় আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার

হাতে গ্রন্থখানি সমর্পণ করিতে পারিলাম না, আমার এই দুঃখ রহিয়া গেল।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্ররোচনায় গ্রন্থের বিষয়বস্তু সঙ্কলনের প্রারম্ভেই আমার 'মহাভারতের চরিতাবলী'র প্রকাশক সদাশয় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মজুমদার মহাশয়ও অনুরোধ জানাইলেন—'রামায়ণের চরিতাবলী'ও আমাকে লিখিতে হইবে। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই অনুরোধও আমাকে উৎসাহিত করিয়াছে। অধ্যাপনার অবকাশে দেড়বৎসরে গ্রন্থখানি রচনা করিয়া প্রকাশক মজুমদার মহাশয়কে দিয়াছিলাম। তিনি বিশেষ তৎপরতার সহিত গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন এবং আমার আশীর্বাদভাজন হইয়াছেন। প্রার্থনা করি—জগদীশ্বর তাঁহার কল্যাণ করুন।

বিগত একবৎসরের ভিতর এই গ্রন্থের অন্তর্গত কয়েকটি প্রবন্ধ সংক্ষিপ্তরূপে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ফলে অনেক বিদ্যোৎসাহী পাঠক মুখে এবং পত্রযোগে আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। আনন্দবাজারের সম্পাদক মহাশয় ও উৎসাহবর্দ্ধক মহোদয়গণের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

ভরসা করি—লেখকের ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলেও গ্রন্থখানি রামনামের মহিমাতেই ভারতবাসীর নিকট সমাদর লাভ করিবে।

বাল্মীকিগিরিসম্ভূতা রামসাগরগামিনী।
পুনাতু ভুবনং পুণ্যা রামায়ণমহানদী ॥

—বাল্মীকিরূপ পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া যে রামায়ণরূপ মহানদী রামরূপ সাগরে গমন করিতেছে, সেই পুণ্যা মহানদী ভুবনকে পবিত্র করুক। ইতি—

শ্রীসুখময় শর্মা

দশরথ

সূর্য-বংশের প্রখ্যাত মহারাজ ইক্ষ্বাকুর অধস্তন ত্রয়স্ত্রিংশ পুরুষ ছিলেন মহারাজ অজ। তাঁহার পুত্র—দশরথ।

উত্তর ভারতে সরযূ নদীর তীরে কোশল-নামে একটি দেশ আছে। তাহার উত্তরাংশে অবস্থিত অযোধ্যানগরী ইক্ষ্বাকুবংশের রাজধানী। এই নগরীর সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য তুলনা রহিত।[১]

কোন প্রতিপক্ষ এই নগরীকে আক্রমণ করিতে পারিতেন না বলিয়াই ইহার নাম দেওয়া হয়—অযোধ্যা।[২]

দশরথের বিদ্যাবুদ্ধি অনন্যসাধারণ। তিনি ছিলেন বেদবিৎ, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং ধনুর্বেদনিপুণ বীরগণের সংগ্রাহক ও পরিপোষক। তিনি অতিরথ (দশ হাজার মহারথ বীরের সহিত সংগ্রামে সমর্থ), যাজ্ঞিক এবং ধর্মশীল ছিলেন। তিনি ছিলেন—

মহর্ষিকল্পো রাজর্ষিস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
বলবান্নিহতামিত্রো মিত্রবান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ইত্যাদি।

১।৬।২-৪, ২।৩।২৬

—মহর্ষিতুল্য এবং রাজর্ষি বলিয়া ত্রিভুবনে তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। তাঁহার প্রভূত বল ও অসংখ্য সুহৃৎ ছিল, পরন্তু শত্রু ছিল না। তিনি ছিলেন—জিতেন্দ্রিয়। ঐশ্বর্যে তিনি ইন্দ্র ও কুবেরের সমান।

ন দ্বেষ্টা বিদ্যতে তস্য স তু দ্বেষ্টি ন কঞ্চন। ৪।৪।৭

—তাঁহাকে কেহ দ্বেষ করিত না, তিনিও কাহাকে দ্বেষ করিতেন না, অধিকন্তু পিতামহ ব্রহ্মার ন্যায় সকল প্রাণীকেই দয়া করিতেন।

দশরথ ছিলেন অগ্নিহোত্রী রাজর্ষি। তাঁহার নিজের অগ্নিহোত্রগৃহ ছিল।[৩]

মহারাজ দশরথের আটজন অমাত্য বা কর্মসচিব ছিলেন। তাঁহাদের নাম—ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্ধন, অকোপ, ধর্মপাল ও সুমন্ত্র। সকলই মন্ত্রণাকার্যে সুনিপুণ, ইঙ্গিতজ্ঞ, পূতচরিত্র, রাজকৃত্যে অনুরক্ত এবং রাজার প্রিয়হিত-সাধনে রত ছিলেন। বিশেষতঃ সুমন্ত্র অর্থশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ।

ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ও বামদেব ছিলেন মহারাজের পুরোহিত, আর সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন ঋত্বিক্ হইয়াও মহারাজকে সুমন্ত্রণা দিতেন। বংশানুক্রমিক অমাত্যগণ ও ঋত্বিগ্‌গণ এইসকল ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত মিলিত হইয়া মহারাজের সকল কার্য সম্পাদন করিতেন। ইঁহাদের সৌহার্দ অকৃত্রিম বলিয়া বহুধা সপ্রমাণ হইয়াছে।[৪]

মহর্ষি বশিষ্ঠ ও অমাত্য সুমন্ত্রের সহিত দশরথের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। (সুমন্ত্রের বিষয় পৃথক্ প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।) একস্থানে দেখিতে পাই, দশরথ বশিষ্ঠকে কহিতেছেন—

ভবান্ স্নিগ্ধঃ সুহৃন্মহ্যং গুরুশ্চ পরমো মহান্। ১।১৩।৪

—আপনি আমার প্রতি পরম স্নেহশীল, আপনি আমার সুহৃৎ ও মহান্ গুরু।

দশরথের ভার্যার সংখ্যা তিনশত বায়ান্ন। রামের অরণ্যযাত্রার সময় তাঁহাদের সহিত রামায়ণ-পাঠকের সাক্ষাৎকার ঘটে। সেইস্থলে বলা হইয়াছে—

অর্ধসপ্তশতাস্তত্র প্রমদাস্তাম্রলোচনাঃ
কৌশল্যাং পরিবার্যাথ শনৈর্জগ্মুর্ধৃতব্রতাঃ॥
২।৩৪।১২, ২।৩৯।৩৬

—রোদন করায় আরক্তলোচনা ব্রতচারিণী তিনশত পঞ্চাশজন রাজমহিষী কৌশল্যাকে বেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে মহারাজের নিকট গমন করিলেন।

আমরা বুঝিতে পারি—কৈকেয়ী নিশ্চয়ই তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন

না, আর যেহেতু মহিষীগণ কৌশল্যাকে বেষ্টন করিয়া যাইতেছিলেন, সেইহেতু কৌশল্যাকেও এই কথিত সংখ্যা হইতে বাদ দিতে হইবে। অতএব মহারাজের ভার্যার সংখ্যা তিনশত বায়ান্ন, তাঁহাদের মধ্যে বৈশ্যকন্যা ও শূদ্রকন্যাও ছিলেন।[৫]

দশরথ শুধু যে পুত্রকামনায়ই এতগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। মহর্ষি তাঁহাকে জিতেন্দ্রিয় বলিলেও অন্যরকম কথাও রামায়ণে পাওয়া যায়। সীতা রামের চরিত্র বর্ণনাপ্রসঙ্গে অত্রিপত্নী অনসূয়াকে কহিতেছেন—মহারাজ দশরথ একবারমাত্র যে স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, পিতৃবৎসল ধর্মজ্ঞ রাম সেই স্ত্রীলোকের প্রতিও সবিনয়ে মাতৃবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন।[৬] বৃদ্ধ মহারাজের এইপ্রকার দৃষ্টিপাত পুত্র এবং পুত্রবধূর নিকটও গোপন থাকে নাই।

রাজমহিষীগণের মধ্যে কৌশল্যাই প্রধান, সুমিত্রা দ্বিতীয় এবং কৈকেয়ী তৃতীয়। এই তিন রাজকন্যাই প্রধানতঃ দশরথের মহিষী।

মহারাজের বয়স হইয়াছে, কিন্তু তিনি পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত। অনেক তপশ্চরণেও কোন ফল হয় নাই। তাঁহার বাসনা হইল—অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিবেন। মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ সুমন্ত্রকে পাঠাইয়া তিনি বশিষ্ঠ বামদেবাদি গুরু-পুরোহিতগণকে আনাইয়াছেন এবং তাঁহাদের নিকট আপন বাসনা ব্যক্ত করিয়াছেন। দ্বিজগণ একবাক্যে মহারাজের অভিপ্রায়কে সমর্থন করিলেন। স্থির হইল যে, সরযূ-নদীর উত্তর-তীরে যজ্ঞমণ্ডপ নির্মিত হইবে। মহারাজ অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীগণকে এই সংবাদ দিয়া যজ্ঞের দীক্ষাগ্রহণে নির্দেশ দিলে তাঁহারাও পরম আহ্লাদিত হইয়াছেন।[৭]

মহারাজের অশ্বমেধের সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া সুমন্ত্র মহারাজকে গোপনে কহিলেন—"মহারাজ, ভগবান্ সনৎকুমার ঋষিগণের নিকট আপনার পুত্রলাভের কথা বলিয়াছিলেন। আমি ঋষিগণের নিকট

হইতে তাহা শুনিয়াছি। আপনি শ্রবণ করুন। 'কাশ্যপ ঋষির পুত্র ঋষি বিভাণ্ডক, বিভাণ্ডকের অতি তপস্বী একজন পুত্র জন্মিবেন। তাঁহার নাম হইবে—ঋষ্যশৃঙ্গ। সেই সময়ে অঙ্গদেশের রাজা হইবেন—রোমপাদ। তাঁহার দুষ্কর্মের ফলে অঙ্গরাজ্যে দারুণ অনাবৃষ্টি ঘটিবে। ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে আপন রাজ্যে আনয়ন করিয়া রাজা তাঁহার কন্যা শান্তাকে ঋষ্যশৃঙ্গের পত্নীরূপে দান করিলে অঙ্গরাজ্যে বারি বর্ষিত হইবে। এই ঋষ্যশৃঙ্গই দশরথের পুত্রলাভের উপায় করিতে পারিবেন। ইক্ষ্বাকু-বংশের ধার্মিক রাজা দশরথ অঙ্গরাজ রোমপাদের সহিত সখ্য স্থাপন করিবেন। রোমপাদের নিকট দশরথ আপনার অভিপ্রায় জানাইলেই রোমপাদ সানন্দে তাঁহার জামাতাকে অযোধ্যায় পাঠাইবেন। ঋষ্যশৃঙ্গের অনুগ্রহে দশরথ চারিজন বিক্রমশালী পুত্র লাভ করিবেন।'

ভগবান্ সনৎকুমার অনেক পূর্বে সত্যযুগে এইসকল কথা বলিয়াছিলেন। অতএব মহারাজ স্বয়ং অঙ্গদেশে যাইয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে অযোধ্যায় আনিবার ব্যবস্থা করুন।"

সুমন্ত্রের মুখে এই পুরাবার্তা শ্রবণ করিয়া মহারাজ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। গুরু বশিষ্ঠকে সুমন্ত্রকথিত সমস্ত ঘটনা জানাইলে পর তিনিও সানন্দে মহারাজকে এই বিষয়ে অনুমতি দিয়াছেন। অন্তঃপুরের মহিলাগণ ও সচিবগণকে সঙ্গে লইয়া দশরথ অঙ্গদেশে রোমপাদ সমীপে উপস্থিত হইলেন। ঋষ্যশৃঙ্গও স্ত্রীপুত্রের সহিত শ্বশুরালয়েই অবস্থান করিতেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গপত্নী শান্তার কথা বলা প্রয়োজন। শান্তা দশরথের কন্যা। তিনি যে কোন্ মহিষীর গর্ভজাত, তাহা জানা যায় না। দশরথের সখা রোমপাদ তাঁহার নিকট কন্যাটি যাচ্ঞা করিলে পর দশরথ দত্তককন্যারূপে সখাকে এই কন্যাটি দান করিয়াছিলেন। একমাত্র সন্তানটি সখাকে দান করা দশরথের বদান্যতা হইলেও আমাদের দৃষ্টিতে বিসদৃশ ঠেকিতেছে। উত্তররামচরিতে মহাকবি

ভবভূতি এই দানের কথা বলিয়াছেন। কোন কোন রামায়ণেও পাওয়া যায়—রোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত দশরথের পরিচয় করাইয়া দিতেছেন—

অনেন মেঽনপত্যায় দত্তেয়ং বরবর্ণিনী
যাচতে পুত্রতুল্যৈষা শান্তা প্রিয়তরাত্মজা।
সোঽয়ং তে শ্বশুরো ব্রহ্মন্ যথৈবাহং তথা নৃপঃ ॥

১।১১।১৭-এর পরে।

—নিঃসন্তান আমি ইঁহার নিকট যাচ্ঞা করিলে পর ইনি তাঁহার অতি প্রিয় পুত্রতুল্যা শান্তানাম্নী এই সুলক্ষণা কন্যাটিকে (দত্তকপুত্রীরূপে) আমাকে দান করিয়াছেন। হে ব্রহ্মন্, আমার ন্যায় এই নৃপতিও তোমার শ্বশুর হন।

পরম আনন্দে সখার গৃহে সাত-আট দিন যাপন করিয়া দশরথ রোমপাদের নিকট নিজেদের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন। রোমপাদের কথায় ঋষ্যশৃঙ্গও শান্তা সহ অযোধ্যায় যাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। দশরথ পরম সম্মানের সহিত স্ত্রীপুত্র সহ ঋষ্যশৃঙ্গকে লইয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন।

দশরথ অনেক দিন ঋষ্যশৃঙ্গকে নানাভাবে সংকৃত করিয়াছেন। তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া বসন্তকাল আগত হইলে পর মহারাজ যজ্ঞের উদ্যোগ করেন। প্রথমতঃ দেবতুল্য তেজস্বী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া[৮] বংশরক্ষক সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিতে বরণ করেন।

এইখানে দেখা যাইতেছে—ক্ষত্রিয় শ্বশুর ব্রাহ্মণ জামাতাকে প্রণাম করিতেছেন।

বশিষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গ প্রমুখ মুনি-ঋষিগণ অশ্বমেধের অশ্ব প্রেরণের নির্দেশ দিলে মহারাজের আদেশে শক্তিশালী পুরুষগণ ও পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে অশ্ব মোচন করা হইল এবং যজ্ঞসম্ভার সংগৃহীত হইতে লাগিল। অশ্ব মোচনের ঠিক এক বৎসর পরে

পুনরায় বসন্ত কালে[৯] মহর্ষি বশিষ্ঠকে যথাবিধি অর্চনা ও প্রণাম করিয়া মহারাজ তাঁহাকে অশ্বমেধের প্রধান ঋত্বিকের পদে বরণ করেন। বশিষ্ঠের আদেশে সুমন্ত্র সকল দেশের রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই নিমন্ত্রিত নরপতিগণ নানাবিধ উপঢৌকন সঙ্গে লইয়া অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়াছেন। শত শত জ্ঞানী ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, শিল্পী, নটনর্তক, এবং অন্যান্য বহুশ্রেণীর ব্যক্তিগণও যজ্ঞে আহূত হইয়া সমুপস্থিত। বশিষ্ঠ সানন্দে দশরথকে সকল-কিছু দেখাইলেন। শুভ লগ্নে মহারাজ মহিষীগণ সহ দীক্ষিত হইয়াছেন। সেই যজ্ঞে প্রচুর দান-দক্ষিণা পাইয়া সকলই পরিতৃপ্ত হইলেন। দশরথ ঋত্বিগ্‌গণকে দক্ষিণাস্বরূপ সমগ্র রাজ্য দান করেন। দক্ষিণাপ্রাপ্ত ঋত্বিগ্‌গণ মহারাজকে কহিলেন—'মহারাজ, আমরা রাজ্যপালনে অসমর্থ, সর্ব্বদা বেদচর্চায় নিরত থাকি, আমাদিগকে রাজ্যের যৎকিঞ্চিৎ মূল্য প্রদান করিয়া আপনার রাজ্য আপনিই গ্রহণ করুন।' দশরথ তাঁহাদের কথায় রাজ্য পুনর্গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে দশলক্ষ ধেনু, দশকোটি সুবর্ণ ও চল্লিশকোটি রজত দান করিলেন। দুঃসাধ্য পাপনাশক ও স্বর্গপ্রদ এই অত্যুত্তম অশ্বমেধ-যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া দশরথ অতিশয় প্রীত হইলেন।

তারপর ঋষ্যশৃঙ্গ-সমীপে উপস্থিত হইয়া দশরথ নিবেদন করিতেছেন—'হে সুব্রত, যাহাতে আমার বংশ রক্ষা হয়, আপনি সেইরূপ কর্মের অনুষ্ঠান করুন।' ঋষ্যশৃঙ্গ উত্তর করিলেন—'তথাস্তু'।[১০]

দশরথ অশ্বমেধ-যজ্ঞে বরণ করিবার উদ্দেশ্যে অঙ্গদেশ হইতে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—সেবাযত্নে প্রসন্ন হইয়া ঋষ্যশৃঙ্গ স্বেচ্ছায় যে অনুষ্ঠান করিবেন—তাহাতেই তাঁহার বংশ রক্ষিত হইবে। অশ্বমেধের গৌণ উদ্দেশ্য যদিও পুত্রলাভ, তথাপি দশরথের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—যদি জন্মান্তরের বা এই জন্মের কোন পাপ থাকে, তবে সেই পাপের বিনাশ। পাপ থাকিলে

সৎপুত্রলাভ সম্ভবপর নহে মনে করিয়াই দশরথ অশ্বমেধের দ্বারা নিষ্পাপ হইয়াছেন। এইবার তাঁহার আসল উদ্দেশ্য সফল করিবার নিমিত্ত ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট প্রার্থনা করিলেন।

বেদবিৎ ঋষ্যশৃঙ্গ কিছুক্ষণ সমাধিস্থ হইয়া আপন কর্তব্য বিষয়ে চিন্তা করিলেন এবং সমাধি ভঙ্গের পর মহারাজকে বলিলেন—'রাজন্, আমি আপনার পুত্রলাভের নিমিত্ত অথর্ব-বেদোক্ত মন্ত্রের দ্বারা যথাবিধি পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব।'

যজ্ঞ আরম্ভ হইল। যজ্ঞভাগ গ্রহণের নিমিত্ত দেবতাগণ যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইয়াছেন। দুর্বৃত্ত রাবণের নিধনের নিমিত্ত সকল দেবতা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে তিনি নিজকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া মহারাজ দশরথকেই পিতৃরূপে স্বীকারপূর্বক মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইবার সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন। দেবতাগণ পুত্রেষ্টিযজ্ঞে আপন আপন ভাগ গ্রহণ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন।

অতঃপর সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে অতিশয় তেজস্বী দিব্যালঙ্কারভূষিত এক পুরুষ আবির্ভূত হন। তাঁহার দুই হাতে বিধৃত একটি দিব্য-পায়সপূর্ণ স্বর্ণভাণ্ড। সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ দশরথকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন—'রাজন্, প্রজাপতি আমাকে পাঠাইয়াছেন। দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে এই পায়স দিয়াছেন। আপনি অনুরূপ ভার্যাগণকে এই পায়স ভক্ষণ করাইলে তাঁহাদের গর্ভে পুত্র লাভ করিবেন। আপনার এই যজ্ঞ সফল হইবে।'

দশরথ সেই প্রাজাপত্য পুরুষকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া সুবর্ণপাত্রটি শিরে ধারণ করিলেন। সেই জ্যোতির্ময় পুরুষও অন্তর্হিত হইলেন।

পায়সপ্রাপ্তির সংবাদে অন্তপুরের মহিষীগণের আহ্লাদের অন্ত নাই। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া

কৌশল্যায়ৈ নরপতিঃ পায়সার্ধং দদৌ তদা।
অর্ধাদর্ধং দদৌ চাপি সুমিত্রায়ৈ নরাধিপঃ॥

কৈকেয়ৈ চাবশিষ্টার্ধং দদৌ পুত্রার্থকারণাৎ।
প্রদদৌ চাবশিষ্টার্ধং পায়সস্যামৃতোপমম্।
অনুচিন্ত্য সুমিত্রায়ৈ পুনরেব মহামতিঃ॥

১।১৬।২৭-২৯

—নরপতি পায়সের অর্ধাংশ কৌশল্যাকে দিলেন। অপর অর্ধাংশের অর্ধেক (সম্পূর্ণ পায়সের $\frac{১}{৪}$) সুমিত্রাকে দিলেন। অবশিষ্টের অর্থাৎ $\frac{১}{৪}$-এর অর্ধেক (সম্পূর্ণ পায়সের $\frac{১}{৮}$) কৈকেয়ীকে দিলেন। পুনরায় চিন্তা করিয়া মহামতি নরপতি অবশিষ্ট পায়স (সম্পূর্ণের $\frac{১}{৮}$) সুমিত্রাকে দিলেন।

এই পায়সের বিভাগ-বিষয়ক তিনটি শ্লোকের নানাপ্রকার অর্থ দেখা যায়। কেহ কেহ বলিয়াছেন—কৌশল্যা অর্ধাংশ ও কৈকেয়ী অর্ধাংশ পাইয়াছেন। পরে তাঁহারা উভয়ে আপন আপন অংশ হইতে এক চতুর্থাংশ সুমিত্রাকে দিয়াছেন। এই মতে কৌশল্যা $\frac{৩}{৮}$, কৈকেয়ী $\frac{৩}{৮}$ এবং সুমিত্রা $\frac{২}{৮}$ অংশ পাইয়াছেন। পরন্তু প্রথমোক্ত বিভাগই সমধিক যুক্তিসঙ্গত ও তাৎপর্যপূর্ণ। তাহার পক্ষে অনেক কথা বলিবার আছে—ভরত যখন রামকে অরণ্য হইতে অযোধ্যায় ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত চিত্রকূটে গেলেন, তখন ভরতের অনেক অনুনয়-বিনয়ের উত্তরে রাম বলিতেছেন—

পুরা ভ্রাতঃ পিতা নঃ স মাতরং তে সমুদ্বহন্।
মাতামহে সমাশ্রৌষীদ্ রাজ্যশুল্কমনুত্তমম্॥

২।১০৭।৩

—ভ্রাতঃ, পূর্বে আমাদের পিতা যখন তোমার জননীকে বিবাহ করেন, তখন তোমার মাতামহের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে—তাঁহার (তোমার মাতামহের) কন্যার গর্ভজাত পুত্রকেই রাজ্য দিবেন।

বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র, কৌশল্যা বা কৈকেয়ী—কাহারও মুখে এই কথা শোনা যায় না। দশরথ মুখে কখনও এই কথা কাহারও নিকট

প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার মনে যে এই প্রতিজ্ঞার কথা সতত জাগরূক ছিল—রামের অভিষেকের উদ্যোগের সময় তাহা বিশেষরূপে ধরা পড়িবে। ('রামায়ণী কথা'য় 'দশরথ'-প্রবন্ধের গোড়াতেই এই শ্লোকের যে তাৎপর্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যথার্থ হইলে এই পায়স-বিভাগ ও রামাভিষেকের আয়োজন সংক্রান্ত অনেক কথারই অসঙ্গতি ঘটে।)

মহাভারতে (আদি ৮২।১৬) আছে—

> ন নর্মযুক্তং বচনং হিনস্তি
> ন স্ত্রীষু রাজন্ ন বিবাহকালে।
> প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে
> পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি॥

—নর্মযুক্ত অর্থাৎ পরিহাস উপলক্ষে মিথ্যাভাষণ দোষের নহে। স্ত্রীর সহিত কথাবার্তায়, বিবাহের সময় আলাপ-আলোচনায়, প্রাণনাশের আশঙ্কাস্থলে এবং সর্বস্ব বিনাশের আশঙ্কাস্থলে মিথ্যাভাষণে পাপ হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতেও (৮।১৯।৪৩) আছে—

> স্ত্রীষু নর্মবিবাহে চ বৃত্ত্যর্থে প্রাণসঙ্কটে।
> গোব্রাহ্মণার্থে হিংসায়াং নানৃতং স্যজ্জুগুপ্সিতম্॥

কৈকেয়ী দশরথের নর্মবিবাহের ভার্যা। অতএব এই প্রতিজ্ঞার তেমন গুরুত্ব নাই।

অতএব শাস্ত্রানুসারেই সম্ভবতঃ দশরথের বিবাহকালীন এই প্রতিজ্ঞার উপর কেহই গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। কিন্তু দশরথের মনে এই প্রতিজ্ঞার জন্য একটা দুশ্চিন্তা ছিল। তাঁহার ইচ্ছা—প্রধান মহিষীর গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, তাহাকেই রাজ্য দিবেন। বিশেষতঃ ইহা তাঁহার কুলপ্রথা। এইহেতু সেই সন্তানটিকে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে কৌশল্যাকে পায়সের অর্ধেক দিয়াছেন। কৈকেয়ীর গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, তাহাকে অপেক্ষাকৃত হীনবল করিবার উদ্দেশ্যেই বুদ্ধিমান্ (মহামতিঃ) দশরথ পুনরায় চিন্তা

করিয়া (অনুচিন্ত্য) সুমিত্রাকেই অবশিষ্ট অষ্টমাংশ দিয়াছেন। মুনি-ঋষিদের আশীর্বাদ হইতে তিনি জানিয়াছেন, তাঁহার চারিটি পুত্র জন্মিবে। তিন মহিষী একসঙ্গে চারিটি পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিলে একজনের গর্ভে অবশ্যই যমজ পুত্র জন্মিবে। দশরথ চাহেন না যে, কৈকেয়ীর দুইটি পুত্র হউক। অতএব চিন্তা করিয়া সুমিত্রাকেই দুইবার পায়সের ভাগ দিয়াছেন। এইরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে। এইস্থলে 'অনুচিন্ত্য' ও 'মহামতিঃ',—এই দুইটি পদ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন উঠিবে—দশরথের এইপ্রকার বিভাগ দেখিয়া কৈকেয়ী কি রাগ বা অভিমান করেন নাই? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, দেবতার প্রসাদের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন ভক্তই কিছু মনে করেন না। উদরপূর্তি প্রসাদ গ্রহণের উদ্দেশ্য নহে। কৈকেয়ীর চরিত্রে মহানুভবতাও প্রচুর। তিনি এই ব্যাপারে কিছুই মনে করেন নাই।

দশরথের পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্ত্রীপুত্র সহ ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ যথাবিধি সংকৃত হইয়া আপন আপন গৃহে চলিয়া গিয়াছেন। যজ্ঞের পর দ্বাদশ মাসে মহারাজ কৌশল্যার কোলে একটি, কৈকেয়ীর কোলে একটি এবং সুমিত্রার কোলে দুইটি পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছেন। দ্বাদশ দিবসে পুত্রগণের নামকরণ হইল। পরম প্রীত বশিষ্ঠদেব যথাক্রমে নবজাতকদের নাম রাখিলেন—রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। মহারাজ এই উপলক্ষ্যে প্রচুর দানদক্ষিণা করিয়াছেন। পুত্রগণের মধ্যে রামই হইলেন পিতার বিশেষ আনন্দপ্রদ।

তেজস্বী পুত্রগণ অল্প বয়সেই শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ও খ্যাতনামা হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের বয়স তখনও বার বৎসর পূর্ণ হয় নাই। একদা দশরথ উপাধ্যায়, মন্ত্রিবর্গ ও বন্ধুগণের সহিত পুত্রদের বিবাহ সম্পর্কে পরামর্শ করিতেছেন—এমন সময় মহামুনি

বিশ্বামিত্র মহারাজের সমীপে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ পরম ভক্তিভরে মুনির পরিচর্যা করিয়া কহিলেন—

শুভক্ষেত্রগতশ্চাহং তব সন্দর্শনাৎ প্রভো।
ব্রূহি যৎ প্রার্থিতং তুভ্যং কার্য্যমাগমনং প্রতি॥
ইচ্ছাম্যনুগৃহীতোঽহং ত্বদর্থং পরিবৃদ্ধয়ে॥ ১।১৮।৫৬, ৫৭

—প্রভো, আপনার শুভাগমনে আমি পবিত্রতা লাভ করিয়াছি। আপনাকে দর্শন করিয়া পুণ্যতীর্থে গমনের ফল প্রাপ্ত হইলাম। আপনার আগমনের উদ্দেশ্য জানিতে পারিলে তাহা পূর্ণ করিয়া অনুগৃহীত হইতে ইচ্ছা করি।

দশরথের সবিনয় বচনে ও প্রতিজ্ঞায় বিশ্বামিত্র প্রীত হইয়া কহিতেছেন—'মহারাজ, আমি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছি। মারীচ ও সুবাহু-নামক দুইটি বলবান্ রাক্ষস মাংসরুধিরাদির দ্বারা আমার যজ্ঞবেদিকে অপবিত্র করে। যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় ক্রোধ-প্রকাশ অবিধেয়। এইহেতু তাহাদিগকে শাস্তি দিতে পারি না। মহারাজ, আপনার সত্যবিক্রম কাকপক্ষধারী (জুল্‌ফিযুক্ত) জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। রাম রাক্ষসদ্বয়কে বিনাশ করিতে পারিবেন। আমি তাহার নানাবিধ কল্যাণ সাধন করিব ও তাহাকে রক্ষা করিব।'

মুনির কথা শুনিয়া দশরথ ভয়ে মূর্ছিত হইয়া পড়েন। কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়াও তিনি নিজের আসনে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি কিছুতেই শিশু রামকে সমর্পণ করিতে রাজী নহেন। দশরথ কহিলেন যে, তাঁহার এক অক্ষৌহিণী সেনা সঙ্গে লইয়া তিনি স্বয়ং মুনির যজ্ঞ রক্ষা করিতে যাইবেন। রাম নিতান্ত বালক, অকৃতবিদ্য এবং যুদ্ধবিশারদ নহেন। তিনি মায়াবী রাক্ষসগণকে কিরূপে নিরস্ত করিবেন ?

দশরথ মুনিকে নানা প্রশ্ন করিয়া শুনিতে পাইলেন যে, মহাবিক্রমশালী রাক্ষস রাবণ যখন স্বয়ং যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাইতে বিরত হয়,

তখনই মারীচ ও সুবাহুকে পাঠাইয়া দেয়। রাবণের নাম শুনিয়াই দশরথের মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি ভীতির সুরে কহিলেন—

তেন চাহং ন শক্তোঽস্মি সংযোদ্ধুং তস্য বা বলৈঃ। ইত্যাদি।
১।২০।২৩-২৭

—আমিও রাবণ বা তাহার সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিব না। এই অবস্থায় সংগ্রামে অপটু বালক রামকে কিছুতেই আপনার হাতে সমর্পণ করিতে পারি না। আমি সুহৃদ্‌গণকে সঙ্গে লইয়া আপনার কথিত রাক্ষসদ্বয়ের মধ্যে একজনের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইব, অথবা বান্ধবগণের সহিত আমি অনুনয়-বিনয়ে আপনাকে প্রসন্ন করিব।

দশরথের পুত্রস্নেহ দেখিয়া বিশ্বামিত্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। মহারাজকে তাঁহার পূর্বপ্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া ভর্ৎসনা করিলেন। বিশ্বামিত্রের ক্রোধ দেখিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রমাদ গণিতেছেন। তিনি বিশ্বামিত্রের তপঃশক্তি ও বলবীর্যের কথা কীর্তন করিয়া দশরথকে কহিলেন—'মহারাজ, কোন ভয় নাই। বিশ্বামিত্র নিজেই রাক্ষসগণের নিগ্রহ করিতে সমর্থ, আপনার পুত্রের কল্যাণের নিমিত্তই তাহাকে লইতে আসিয়াছেন।' এবার দশরথের ভয় দূর হইয়াছে। তিনি বশিষ্ঠের দ্বারা রাম-লক্ষ্মণকে মাঙ্গলিক মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া আশীর্বাদপূর্ব্বক বিশ্বামিত্রের হাতে সমর্পণ করিলেন।[১১]

বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছে। কয়েক দিন পর বিশ্বামিত্র-শিষ্য রাম ও লক্ষ্মণ গুরুর সহিত মিথিলার রাজর্ষি জনকের যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছেন। রাম হরধনু ভঙ্গ করিয়াছেন। বিশ্বামিত্রের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া রাজর্ষি তাঁহার মন্ত্রিগণকে অযোধ্যায় পাঠাইয়াছেন। মন্ত্রিগণ রামের হরধনুভঙ্গ এবং রামের নিকট জনকের কন্যা-সম্প্রদানের সঙ্কল্পের কথা দশরথের নিকট সবিনয়ে নিবেদন করিয়া তাঁহাকে রাজর্ষির আহ্বান জানাইয়াছেন। পরদিন প্রত্যুষেই দশরথ বশিষ্ঠ বামদেব প্রমুখ মুনিঋষিগণকে পুরোবর্তী করিয়া চতুরঙ্গ

সৈন্য, আত্মীয়বান্ধব ও প্রচুর ধনরত্ন সঙ্গে লইয়া মিথিলায় যাত্রা করিয়াছেন। তিনি—

গত্বা চতুরহং মার্গে বিদেহানভ্যুপেয়িবান্।

১।৬৯।৭

—চারিদিনে পথ অতিক্রম করিয়া বিদেহনগরে (মিথিলায়) উপস্থিত হইলেন।

রাজর্ষি জনক সানন্দে ও সসম্মানে দশরথের এবং অপর সকলের অভ্যর্থনা করিয়াছেন এবং পরদিনই যজ্ঞাদি সমাপন করিয়া রাম-সীতার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন। দশরথ সবিনয়ে রাজর্ষিকে কহিতেছেন—

প্রতিগ্রহো দাতৃবশঃ শ্রুতমেতন্ময়া পুরা।
যথা বক্ষ্যসি ধর্মজ্ঞ তৎ করিষ্যামহে বয়ম্॥

১।৬৯।১৪

—হে ধর্মজ্ঞ, আমি পূর্বে শুনিয়াছি যে, দাতার ইচ্ছানুসারেই গ্রহীতা দান-গ্রহণ করেন। অতএব আপনি যেরূপ বলিবেন, আমরা তাহাই করিব।

এই উক্তিতে দশরথের সৌজন্য ও বিনয় প্রকাশ পাইতেছে। দশরথের এই সৌজন্য জনককেও বিস্মিত করিয়াছে। উভয় পক্ষের ইচ্ছায় রাজর্ষির দুই কন্যা ও তাঁহার ভ্রাতা কুশধ্বজের দুই কন্যার সহিত রামাদি চারি ভ্রাতার বিবাহ যথাবিধি সম্পন্ন হইল।

পরদিবসই বিশ্বামিত্র সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া উত্তর পর্বতে প্রস্থান করিয়াছেন। অতঃপর দশরথও বৈবাহিক রাজর্ষির অনুমোদনক্রমে অযোধ্যা-যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠাদি মুনিগণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দশরথ যাত্রা করিয়াছেন। পথিমধ্যে ঘোর অমঙ্গলের সূচনা লক্ষিত হইল। অকস্মাৎ স্কন্ধে কুঠার ও হাতে ধনুর্বাণ ধারণ করিয়া অতি ভয়ঙ্কর পরশুরাম আবির্ভূত হইয়াছেন। বশিষ্ঠাদি কর্তৃক যথাবিধি পূজিত হইয়া তিনি রামের

সহিত যুদ্ধের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তাঁহার কথা শুনিয়াই দশরথের প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি যুক্তকরে পুত্রগণের অভয় প্রার্থনা করিয়াও পরশুরামকে শান্ত করিতে পারিলেন না। রামের প্রতাপে পরশুরাম তেজোহীন হইয়া পড়িয়াছেন। রামের স্তবস্তুতি করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। এবার দশরথ

পুনর্জাতং তদা মেনে পুত্রমাত্মানমেব চ। ১।৭৭।৫

—(পরশুরাম চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া) নিজেকে ও পুত্র রামকে পুনর্জন্মপ্রাপ্ত মনে করিলেন।

পরম আনন্দিত দশরথ পুত্র ও পুত্রবধূগণ সহ অযোধ্যায় প্রবেশ করিয়াছেন। অযোধ্যানগরী যেন মহোৎসবে উচ্ছল হইয়া উঠিল। নানাবিধ সুখ-সৌভাগ্য ভোগ করিয়া দশরথের বার বৎসর কাটিয়া গেল। ভরত তাঁহার মাতামহের আহ্বানে মাতুলালয়ে গিয়াছেন। শত্রুঘ্নও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন।

সর্বপ্রকার সদ্‌গুণে ভূষিত রাম পিতার বিশেষ আনন্দপ্রদ, প্রজাগণের অতি প্রিয় ও লোকপূজ্য হইয়া উঠিয়াছেন। অতুলনীয় গুণবান্ পুত্রকে দেখিয়া দশরথ মনে মনে চিন্তা করিতেছেন যে, তিনি দীর্ঘকাল রাজ্যভার বহন করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছেন, এখন রামকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া নিশ্চিন্তমনে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবেন। অবশেষে তিনি মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া রামকে অভিষিক্ত করিতে স্থির করিলেন। তিনি মন্ত্রিবর্গকে কহিয়াছেন—

দিব্যন্তরিক্ষে ভূমৌ চ ঘোরমুৎপাতজং ভয়ম্।
সংচক্ষেঽথ মেধাবী শরীরে চাত্মনো জরাম্॥ ২।১।৪৩

—স্বর্গে, অন্তরীক্ষে ও ভূতলে নানাপ্রকার উৎপাত (অমঙ্গলের লক্ষণ) দেখিয়া ভয় হইতেছে। আমার শরীরও জরাগ্রস্ত।

এই কথায় বোঝা যাইতেছে যে, দশরথ স্বীয় মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছেন এবং এইজন্যই সত্বর রামের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে চান। দশরথ সকল প্রজা ও নানা দেশের

রাজন্যবর্গকে আহ্বান করিয়া রাজপুরীতে আনাইয়াছেন এবং তাঁহাদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়াছেন। পরন্তু

ন তু কেকয়রাজানং জনকং বা নরাধিপঃ।
ত্বরয়া চানয়ামাস পশ্চাৎ তৌ শ্রোষ্যতঃ প্রিয়ম্॥ ২।১।৪৮

—অতি সত্বর অভিষেক সম্পন্ন করিতে হইবে বলিয়া কেকয়রাজ (কৈকেয়ীর পিতা অশ্বপতি) ও জনককে (মিথিলাধিপতি) আনয়ন করেন নাই। তাঁহারা উভয়ে এই প্রিয় সংবাদ পরে শুনিতে পাইবেন।

ইহার কারণ কি? অযোধ্যা হইতে মিথিলা তো খুব দূরে নয়, মাত্র চারিদিনের পথ। আর পাঞ্জাবে অবস্থিত কেকয়রাজ্যই বা কত দূরে। বহু দেশের নৃপতিগণ আহূত হইয়া আসিতে পারিলেন, আর শ্বশুর ও বৈবাহিককে আমন্ত্রণ করা হইল না, যেহেতু সত্বর কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে? কৈকেয়ীর বিবাহকালে দশরথ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞা তিনি ভঙ্গ করিতেছেন বলিয়া পাছে রামের অভিষেকে কোনরূপ বিঘ্ন ঘটে—এই আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তাই এই দুই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে আমন্ত্রণ না করার কারণ বলিয়া মনে হয়।

কেকয়রাজ অশ্বপতিকে আমন্ত্রণ না করার কারণ অনেকটা সুস্পষ্ট। রাজর্ষি জনককে আমন্ত্রণ না করার কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায়—জনক ও অশ্বপতি উভয়ই ব্রহ্মবিদ্যাবিশারদ এবং উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। (দ্রষ্টব্য—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৫।১৪।৮ এবং ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৫।১০—১৬)। ধর্মনিষ্ঠ জনক উপস্থিত থাকিলে প্রতিশ্রুতিভঙ্গে দশরথকে বাধা দিতে পারেন, বিশেষতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতার জামাতা ভরতের প্রাপ্য রাজ্য আপন জামাতা রাম পাইতেছেন দেখিলে লৌকিক শিষ্টাচারবশতঃ তিনি ভরতের পক্ষ অবলম্বন করিবেন—ইহাই স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই দশরথ ইঁহাদিগকে আহ্বান করেন নাই।

উপস্থিত আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সহিত রাজসভায় বসিয়া দশরথ সকলকে সম্বোধন করিয়াও কহিতেছেন—

জীর্ণস্যাস্য শরীরস্য বিশ্রান্তিমভিরোচয়ে। ইত্যাদি।

২।২।৮-১০

—(আমি দীর্ঘকাল রাজ্যপালন করিয়াছি।) এখন এই জরাজীর্ণ শরীরকে বিশ্রাম দিতে চাই। এইখানে উপস্থিত দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া আমার জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করি।

অতঃপর রামের গুণাবলী ও শক্তিসামর্থ্যের উল্লেখ করিয়া মহারাজ কহিতেছেন—'আগামী কল্য প্রাতঃকালেই রামকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিতে বাসনা। এই প্রস্তাব যদি সঙ্গত বলিয়া আপনারা মনে করেন, তবে অনুমোদন করিবেন, অন্যথা আমার কি কর্তব্য, তাহা বলিবেন।'

এই প্রস্তাবে সভায় আনন্দসূচক কোলাহল উত্থিত হইল। সকলেই একবাক্যে দশরথকে অনুমোদন করিয়াছেন। এবার দশরথ যেন তাঁহার মনের দুশ্চিন্তার (অশ্বপতির নিকট প্রতিশ্রুতিজনিত) জন্যই পুনরায় সকলকে প্রশ্ন করিতেছেন—'আমি তো ধর্মানুসারে রাজ্যপালন করিতেছি, তথাপি আপনারা কেন রামকে যুবরাজরূপে অভিষিক্ত দেখিতে চান ? আপনারা স্পষ্টভাবে নিজ নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন।'

তখন সকলেই সর্বগুণসম্পন্ন রামের এমনই প্রশংসা করিলেন যে—রাম 'সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরিব স্বয়ম্'। মর্ত্যলোকে কাহারও এত গুণ দেখা যায় না! দশরথ পরম প্রীত হইলেন। [১২]

সম্ভবতঃ বিশিষ্ট ব্যক্তিগবর্গ ও প্রজামণ্ডলীর অনুমোদন গ্রহণও একটি রাজনীতির খেলা। উপযুক্ত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে এইপ্রকার অনুমোদন-লাভ অত্যাবশ্যক নহে। ইহাতেও আমরা যেন দশরথের সেই আশঙ্কারই আভাস পাইতেছি। পরে

যদি কেকয়রাজ বা ভরত কোন কথা উত্থাপন করেন, দশরথ বলিতে পারিবেন—বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রজামণ্ডলীর ইচ্ছাতেই তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

দশরথ সভাসদ্‌গণকে অভিনন্দিত করিয়া বশিষ্ঠ, বামদেব এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে সর্মসমক্ষে কহিতেছেন—'অতি শোভাময় শুভ চৈত্রমাস উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়েই আপনারা রামের অভিষেকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করুন।' সভায় পুনরায় আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। মহারাজ বশিষ্ঠের উপর সকল ভার অর্পণ করিলেন। যে-সকল দ্রব্যের প্রয়োজন, সেইগুলি পরদিন প্রাতঃকালে মহারাজের অগ্নিহোত্রের গৃহে উপস্থাপিত করিবার নিমিত্ত বশিষ্ঠ মন্ত্রিগণকে আদেশ দিয়াছেন। দশরথ সুমন্ত্রকে পাঠাইয়া রামকেও সেই সভায় আনাইলেন। পিতা পুত্রকে অনেক উপদেশ দিয়া পরে কহিতেছেন—'যেহেতু তুমি আপনগুণে প্রজাগণকে অনুরঞ্জিত করিয়াছ—

তস্মাত্ত্বং পুষ্যযোগেন যৌবরাজ্যমবাপ্নুহি। ২।৩।৪১

—সেইহেতু পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুভলগ্নে যুবরাজপদ লাভ কর।'

সভা ভঙ্গ হইল। সকলই স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গিয়াছেন। দশরথ স্থির করিলেন—আগামী কাল পুষ্যানক্ষত্রেই রামের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন। তিনি পুনরায় সুমন্ত্রকে পাঠাইয়া রামকে অন্তঃপুরে আনাইয়াছেন। প্রণত পুত্রকে ভূমি হইতে উঠাইয়া আলিঙ্গনপূর্বক মহারাজ কহিলেন—'বৎস, আমি সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া অশেষ বাঞ্ছিত বস্তু ভোগ করিয়াছি। বহু অন্নময় প্রচুর দানদক্ষিণাযুক্ত অনেক যজ্ঞ করিয়াছি। বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি এবং দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ প্রভৃতি হইতেও মুক্ত হইয়াছি। সম্প্রতি তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করা ব্যতীত আমার আর কোন কৃত্য বাকী নাই। তোমাকে যাহা আদেশ করিব, তাহা অবশ্যই তোমার পালন করা উচিত। প্রজাবর্গ তোমাকে নৃপতিরূপে পাইতে কামনা করিতেছেন।

এইহেতু আমি তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। বৎস, আমি অতি অশুভ স্বপ্ন দেখিয়াছি। দৈবজ্ঞগণ বলিতেছেন যে, আমার জন্মনক্ষত্র রবি, মঙ্গল ও রাহুদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। এইপ্রকার অশুভ যোগ মৃত্যুর সূচক। অতএব আমার চিত্ত মোহপ্রাপ্ত হইবার পূর্বেই তুমি অভিষিক্ত হও। যেহেতু প্রাণিগণের বুদ্ধি পরিবর্তিত হইয়া থাকে। আগামী কল্য পুষ্যানক্ষযুক্ত শুভ লগ্নে তুমি নিজেকে অভিষিক্ত কর। আমার মন যেন আমাকে অতিশয় ত্বরান্বিত করিতেছে। আজ প্রদোষ সময় হইতে তুমি সংযতচিত্তে কুশশয্যায় শয়ন করিয়া বধূর সহিত উপবাসপূর্বক রাত্রি যাপন করিবে। তোমার বন্ধুবর্গ সতর্ক হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন। এইরূপ কার্যে বহুবিধ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। সম্প্রতি ভরত দূরদেশে তাহার মাতুলালয়ে আছে। এই সময়েই সত্বর তোমার অভিষেক সম্পন্ন হওয়া উচিত বলিয়া মনে করি। যদিও ভরত ধার্মিক এবং তোমার অনুগত, তথাপি সজ্জনগণের চিত্তও সময়বিশেষে রাগ-দ্বেষাদিদ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে।'[১৩]

রাম পিতার আদেশ শিরে ধারণ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন। দশরথের এই ভাষণেও তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞার দুশ্চিন্তা যেন ধরা পড়িতেছে। সেই প্রতিজ্ঞার কথা যদি রাম শুনিয়া থাকেন, তথাপি মহাগুরু পিতার আদেশকে যেন অমান্য না করেন, সম্ভবতঃ এইজন্যই এরূপ ভূমিকার অবতারণা।

শঙ্কান্বিত মনে বিশেষ ত্বরান্বিত হইয়া দশরথ রামের অভিষেকে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে পূতচরিত্র ভরতকে তিনি সন্দেহ করিতেছেন, সেই ভরতকে মাতুলালয় হইতে বাড়ী আনিয়া এই শুভকর্মে প্রবৃত্ত হইলে সম্ভবতঃ তাঁহার বিপদ ঘটিত না। কিন্তু 'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে'? বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ।

মহারাজ সানন্দে কৈকেয়ীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন। কৈকেয়ীর প্রতি মহারাজের সর্বাধিক আসক্তি। কৈকেয়ী তরুণী

এবং সুন্দরী। সকলেই দশরথের এই দুর্বলতা বুঝিতে পারিতেন। ভরত একস্থানে কহিয়াছেন—

রাজা ভবতি ভূয়িষ্ঠমিহাম্বায়া নিবেশনে। ২।৭২।১২

—মহারাজ অধিক সময়ই আমার জননীর গৃহে অবস্থান করেন।

মন্থরার মুখেও শুনিতে পাই—

তব প্রিয়ার্থং রাজা তু প্রাণানপি পরিত্যজেৎ। ২।৯।২৫

—তোমার প্রীতির নিমিত্ত রাজা প্রাণও পরিত্যাগ করিতে পারেন।

সেই প্রিয়তমাকে প্রিয় সংবাদ জানাইবার নিমিত্ত মহারাজ কৈকেয়ীর ভবনে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে শয্যায় দেখিতে পাইলেন না। কামপীড়িত নরপতি প্রিয়তমা ভার্যাকে দেখিতে না পাইয়া বিষণ্ণমনে দ্বাররক্ষিণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, কৈকেয়ী অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া দ্রুতগতিতে ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়াছেন। ভীত বৃদ্ধ তখনই ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রিয়তমাকে ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। স্বহস্তে কৈকেয়ীর দেহে হাত বুলাইয়া মহারাজ কহিতে লাগিলেন—'দেবি, তোমার ক্রোধের কারণ আমি কিছুই জানি না। তোমাকে ধূলিধূসরিত দেখিয়া আমার চিত্ত ব্যথিত হইতেছে।'

স বৃদ্ধস্তরুণীং ভার্যাং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্। ইত্যাদি
২।১০।২৩-৩৯

—সেই বৃদ্ধ প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা তরুণী ভার্যাকে আরও কহিতেছেন—কে তোমাকে পরাভূত কিংবা তিরস্কৃত করিয়াছে, অথবা তোমার কি ব্যাধি হইয়াছে, বল। বহু অভিজ্ঞ চিকিৎসককে আমি পোষণ করিতেছি। তাঁহারা তোমাকে সুস্থ করিবেন। কোন্ ব্যক্তি অভীষ্ট লাভ করিবে, আর কোন্ ব্যক্তিই বা অতিশয় অনিষ্ট প্রাপ্ত হইবে—তাহা প্রকাশ করিয়া বল। কোন্ অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিতে হইবে, আর কোন্ বধ্যকে মুক্তি দিতে হইবে? কোন্

দরিদ্রকে ধনবান্, আর কোন ধনবান্‌কে দরিদ্র করিতে হইবে, তাহা বল। আমার প্রাণ দিয়াও তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিব।

কামাতুর ভূপতির বাক্য শুনিয়া কৈকেয়ী তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা করিতে বলিলে দশরথ প্রফুল্ল হইয়া প্রিয়তমার কেশগুচ্ছে হস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে কহিলেন—'সৌভাগ্যগর্বিতে, তুমি কি জান না যে, নরোত্তম রাম ব্যতীত তোমা অপেক্ষা প্রিয় আমার আর কেহ নাই। আমি প্রাণাধিক মহাত্মা রামের শপথ করিতেছি, আমি তোমার বাক্য অবশ্যই রক্ষা করিব। কৈকেয়ী ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে সাক্ষী রাখিয়া ও কামমোহিত পতিকে প্রশংসা করিয়া দেবাসুরের যুদ্ধে শম্বরাসুর কর্তৃক মহারাজের দেহে আঘাতের কথা স্মরণ করাইলেন এবং সেই সময় তাঁহার সেবাযত্নে সন্তুষ্ট মহারাজের দুইটি বরদানের প্রতিশ্রুতির কথাও শোনাইলেন। কৈকেয়ী এবার প্রাপ্য সেই দুইটি বর প্রার্থনা করিলে দশরথও বর দিতে সম্মত হইয়াছেন।

মন্থরার পূর্ব-পরামর্শ অনুসারে কৈকেয়ী ভরতের রাজ্যাভিষেক এবং বল্কল ও মৃগচর্ম ধারণপূর্বক চৌদ্দ বৎসরের ম্যাদে রামের দণ্ডকারণ্য-বাসের বর প্রার্থনা করিলেন।

কৈকেয়ীর এই দুইটি দারুণ প্রার্থনা শুনিয়াই দশরথ এক মুহূর্ত-কাল মূর্ছিত হইয়া রহিলেন। চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে ভাবিতে লাগিলেন—

কিন্নু মেঽয়ং দিবাস্বপ্নশ্চিত্তমোহোঽপি বা মম।
অনুভূতোপসর্গো বা মনসো বাপ্যুপদ্রবঃ॥ ২।১২।২

—ইহা কি আমার দিবাস্বপ্ন অথবা চিত্তবিভ্রম, কিংবা ভূতাবেশের জন্য মনের অস্বাভাবিক অবস্থা?

কিছুতেই স্বস্তিলাভ না করিয়া দশরথ পুনরায় মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া ব্যাঘ্রী দর্শনে হরিণের ন্যায় তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া ক্রুদ্ধ ভূপতি তেজের দ্বারা কৈকেয়ীকে দগ্ধ করিয়াই যেন কহিতে লাগিলেন—

'কৈকেয়ি, তুমি অতি নৃশংসা দুশ্চরিত্রা ও পাপীয়সী। রাম তোমার কি অপকার করিয়াছে, আর আমিই বা তোমার কি অপ্রিয় আচরণ করিয়াছি? রাম তোমাকে নিজের জননীর তুল্যই মনে করে। আমি না জানিয়া আত্মবিনাশের নিমিত্ত কালসর্পরূপিণী তোমাকে গৃহে আনিয়াছি। পাপীয়সি, তোমার চরণে মস্তক রাখিতেছি, তুমি এই দুরাগ্রহ পরিত্যাগ কর। শূন্যগৃহে বাস করার জন্য তুমি কি ভূতাবিষ্ট হইয়াছ? তুমি আমাকে বহুদিন বলিয়াছ যে, রাম ও ভরতকে তুমি সমান চোখেই দেখিয়া থাক, রামকে দীর্ঘকালের ম্যাদে বনবাসী করিতে তোমার ইচ্ছা কেন হইল? মহর্ষির ন্যায় তেজস্বী দেবচরিত্র রামের উপর কি কারণে তুমি বিরূপ হইয়াছ? আমার অন্তিমকাল আসন্ন, দীনভাবে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে কৃপা কর। পৃথিবীতে যাহা কিছু পাওয়া যায়, সেই বস্তুসমূহের মধ্যে তুমি যে-বস্তু চাহিবে, তাহাই দিব, আমার মৃত্যুস্বরূপ এই দারুণ অভিলাষ ত্যাগ কর। তুমি রামকে রক্ষা কর, অধর্ম্ম যেন আমাকে স্পর্শ না করে।'

কৈকেয়ী কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। তিনি নানাবিধ বাক্যবাণে পতিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ীর অশোভন বাক্যে দশরথ হতভম্ব হইয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহার প্রতি কিছুক্ষণ তাকাইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় পড়িয়া গেলেন এবং বিকৃতচিত্ত উন্মত্তের ন্যায়, বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায়, মন্ত্রনিরুদ্ধ বিষধরের ন্যায় দুরবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। পুনরায় ক্ষুব্ধচিত্ত দশরথ কৈকেয়ীকে কহিতেছেন—'নিষ্ঠুরহৃদয়ে, আমি রাম অপেক্ষাও ভরতকে অধিকতর ধার্মিক বলিয়া মনে করি। রামের প্রাপ্য সিংহাসনে ভরত কখনও বসিবে না। যদি তোমার পতি, প্রজাবর্গ এবং ভরতের কল্যাণ করিতে চাও, তবে এই পাপ সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। যাঁহারা রামের অভিষেকে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা আমার সম্বন্ধে কি বলিবেন? তাঁহারা কি বলিবেন না যে, এই চঞ্চলমতি বৃদ্ধ কি-

প্রকারে এতকাল রাজ্য পালন করিলেন ? আমি কি-প্রকারে লোক-সমাজে মুখ দেখাইব ? রামজননী কৌশল্যা সর্বপ্রকারেই আমার অনুগতা ও সমাদর পাইবার যোগ্যা। পরন্তু তোমার জন্যই তাঁহাকে উপযুক্ত সমাদর করিতে পারি নাই। এইরূপ অপ্রিয় কার্য্য করিলে তিনি কি বলিবেন, আর আমিই বা তাঁহাকে কি বলিব ? আমার এই দারুণ ব্যবহার দেখিলে সুমিত্রাও ভীত হইবেন এবং আমাকে বিশ্বাস করিবেন না। রামের বনগমন ও আমার মৃত্যুতে আমার স্নেহপাত্রী জানকীর কি দশা হইবে ? তুমি বিধবা হইয়া পুত্রের সহিত রাজ্যভোগ করিবে। কোন ব্যক্তি বিষমিশ্রিত মদ্য পান করিয়া শরীরে বিকার উপস্থিত হইলে যেরূপ সেই মদ্যকে বিষ বলিয়া জানিতে পারে, আমার দশাও সেইরূপ হইয়াছে। সতী মনে করিয়া যাঁহাকে এতকাল সমাদর করিয়াছি, আজ তাঁহাকেই অসতী বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। হায়, আমি অতিশয় মূর্খ। কণ্ঠসংলগ্ন মৃত্যুরজ্জুর ন্যায় এই পাপীয়সীকে এতদিন কণ্ঠে ধারণ করিয়াছি। বালক যেরূপ নির্জন স্থানে হস্তের দ্বারা কৃষ্ণসর্পকে স্পর্শ করে, আমিও সেইরূপ তোমাকে স্পর্শ করিয়াছি। আমি অতি পাপী ও দুরাত্মা। তাই জীবিত থাকিয়াই রামকে পিতৃহীন করিলাম। সকলেই বলিবে যে, আমি অতি নির্বোধ ও কামুক। এইজন্য স্ত্রীর কথায় প্রাণাধিক পুত্রকে বনে পাঠাইতেছি। রাম আমার অদেশ অবশ্যই শিরোধার্য করিবে। সে যদি বনগমনের আদেশ পাইয়া তাহা অমান্য করে, তবে খুব ভাল হয়। কিন্তু সে তো তাহা করিবে না। ইহার ফলে আমার মৃত্যু হইবে। কৌশল্যা এবং সুমিত্রারও জীবনের অবসান ঘটিবে।

প্রিয়ঞ্চেদ্ ভরতস্যৈতদ্ রামপ্রব্রাজনং ভবেৎ।
মা স্ম মে ভরতঃ কার্ষীৎ প্রেতকৃত্যং গতায়ুষঃ॥ ২।১২।৯২

—রামের বনগমন যদি ভরতের প্রীতিকর হয়, তবে আমার মৃত্যুর পর ভরত যেন শ্রাদ্ধাদি কার্য না করে।

রামকে এইপ্রকার বিপদাপন্ন দেখিয়া জগতে কেহই কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না। পিতা পুত্রকে ত্যাগ করিবে, পত্নী পতিকে ত্যাগ করিবে। নিখিল জগৎ ক্ষুব্ধ হইবে।

হে নৃশংসে, তুমি আত্মহত্যা করিতে চাহিলেও আমি তোমার এই অভিলাষ পূর্ণ করিব না। অনর্থকর প্রিয়বাক্য বলাই তোমার স্বভাব। স্ববংশ-ঘাতিনী তুমি শুধু রূপলাবণ্যে মনোহারিণী হইয়া আমাকে দগ্ধ করিতেছ। তোমার জীবিত থাকা আমার সহ্য হইতেছে না। দেবি, প্রসন্ন হও, তোমার পায়ে পড়িতেছি, আমাকে রক্ষা কর।'

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে দশরথ কৈকেয়ীর চরণ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। চরণ স্পর্শ করিতে না পারিয়া মূর্ছিত হইয়া তিনি ভূতলে পড়িয়া গেলেন।[১৪]

দশরথের এই করুণ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে যে কিরূপ আঘাত লাগিয়াছে, তাহা অনুমান করা যায়। লোকসমাজে ঘোরতর লজ্জা এবং প্রাণাধিক পুত্রের সহিত বিচ্ছেদ—এই দুইটি চিন্তায় তিনি মর্মাহত হইয়া পড়িয়াছেন। অথচ কৈকেয়ীকে বরদানের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেও তাঁহার ধর্মপ্রবণ চিত্ত সায় দিতেছে না। তাই কখনও কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করিতেছেন, কখনও তাঁহার পায়ে ধরিতে যাইতেছেন, নিতান্ত অসহায়ভাবে ছট্‌ফট্ করিতেছেন। বিলাপ করিতে করিতে দশরথ অতি কষ্টে সেই দিন অতিবাহিত করিলেন। বাসন্তী জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত রাত্রিও তাঁহাকে কিছুমাত্র শান্তি দিতে পারে নাই। রাত্রিকে সম্বোধন করিয়া তিনি কহিতেছেন—

ন প্রভাতং ত্বয়েচ্ছামি নিশে নক্ষত্রভূষিতে।
ক্রিয়তাং মে দয়া ভদ্রে মমায়ং রচিতোঽঞ্জলিঃ॥ ২।১৩।১৭

—হে নক্ষত্রশোভিতে রজনি, আমি তোমার অবসান কামনা করি না। যুক্তকরে তোমাকে নমস্কার করিতেছি, আমাকে দয়া কর।

পুনরায় কৃতাঞ্জলিপুটে তিনি কৈকেয়ীর নিকট দয়া ভিক্ষা

করিতেছেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, পুনঃ পুনঃ মূর্ছাপ্রাপ্ত হইতেছেন, কিন্তু নিষ্ঠুর কৈকেয়ী অচল অটল।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। স্তুতিপাঠক বৈতালিকগণ স্তুতিগানের দ্বারা মহারাজের প্রতিবোধনে উদ্যত হইলে মহারাজ তাহাদিগকে বারণ করিলেন। প্রতিজ্ঞা রক্ষায় দৃঢ়তা অবলম্বনের নিমিত্ত কৈকেয়ী নানা প্রাচীন ধর্মশীলদের নজির দেখাইয়া দশরথকে উত্তেজনা দিতেছেন। মহারাজ কৈকেয়ীর নিকট সত্যপাশে আবদ্ধ থাকায় মুক্ত হইতে পারিলেন না। ধাবমান চক্রদ্বয়ের মধ্যস্থিত উদ্‌ভ্রান্ত বিষণ্ণ বৃষের ন্যায় অতি কষ্টে চিত্ত স্থির করিয়া তিনি কৈকেয়ীকে কহিতেছেন—

যস্তে মন্ত্রকৃতঃ পাণিরগ্নৌ পাপে ময়া ধৃতঃ।
সংত্যজামি স্বজঞ্চৈব তব পুত্রং সহ ত্বয়া॥ ইত্যাদি। ২।১৪।১৪-১৭

—পাপীয়সি, আমি অগ্নিসমীপে মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক তোমার যে পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা ত্যাগ করিতেছি এবং আমার ঔরস-জাত তোমার পুত্রকেও তোমার সহিত পরিত্যাগ করিতেছি। সূর্যোদয় দেখিলেই সকলে আমাকে রামের অভিষেকের নিমিত্ত ত্বরান্বিত করিবেন। অভিষেকের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত দ্রব্যসামগ্রী যদি রামের অভিষেকে না লাগে, তবে তাহাদ্বারা রাম যেন আমার পারলৌকিক কৃত্য সম্পন্ন করে।

কৈকেয়ী পুনঃপুনঃ কঠোর বাক্যবাণে মহারাজকে বিদ্ধ করিতে করিতে কহিতেছেন যে, মনকে স্থির করিয়া মহারাজ যেন রামকে সেখানে উপস্থিত করেন। দশরথের অবস্থা তখন তীক্ষ্ণ চাবুকের দ্বারা আহত অশ্বের ন্যায়। তাঁহার চৈতন্য যেন লুপ্তপ্রায়। তিনি কহিলেন—

জ্যেষ্ঠং পুত্রং প্রিয়ং রামং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ধার্মিকম্। ২।১৪।২৪

—আমি জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয় ধার্মিক রামকে দেখিতে ইচ্ছা করি।

এদিকে বশিষ্ঠ অভিষেকের সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া অন্তঃপুরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন। সেখানে সুমন্ত্রকে দেখিতে

পাইয়া তিনি সুমন্ত্রের মুখে নিজের উপস্থিতির সংবাদ মহারাজকে জানাইলেন। সুমন্ত্রের মুখে অভিষেকের আয়োজনের কথা শুনিয়া এবং সুমন্ত্রের স্তবস্তুতিতে দশরথ সমধিক বিহ্বল হইয়াছেন। তিনি সুমন্ত্রকে কহিতেছেন যে, এই সকল স্তবস্তুতি তাঁহার নিকট পীড়াদায়ক। সুমন্ত্র কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। তখন কৈকেয়ী সুমন্ত্রকে কহিলেন যে, রামের অভিষেকের আনন্দে মহারাজ রাত্রি জাগরণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, সুমন্ত্র যেন শীঘ্র রামকে সেইস্থানে আনয়ন করেন। মহারাজের আদেশ ব্যতীত সুমন্ত্র তাহা করিতে পারিবেন না শুনিয়া মহারাজও রামকে আনিবার আদেশ দেন।

সুমন্ত্র রামকে লইয়া আসিয়াছেন। রামের দেহরক্ষিরূপে লক্ষ্মণও সঙ্গে আসিয়াছেন। রাম দেখিলেন—দশরথ ও কৈকেয়ী উৎকৃষ্ট আসনে বসিয়া আছেন, পরন্তু দশরথের চেহারা বিষাদমলিন। রাম পিতার চরণ বন্দনা করিলে পর পিতা শুধু 'রাম'—এই সম্বোধন করিয়াই আর কিছু কহিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষু দুইটি অশ্রুপূর্ণ। তিনি রামকে দেখিতে পাইলেন না। রাম ভীত হইয়া পিতার অচিন্তনীয় শোকের কারণ চিন্তা করিতেছেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। পিতার দুরবস্থা দর্শনে ব্যাকুল হইয়া তিনি কৈকেয়ীকে প্রণামপূর্বক তাঁহার নিকট হইতে মহারাজের বিষাদের কারণ জানিতে চাহিলে কৈকেয়ী নিতান্ত নির্লজ্জভাবে মহারাজের বরদানের পূর্বপ্রতিশ্রুতি এবং সম্প্রতি আপনার বরপ্রার্থনার বিবরণ রামকে শোনাইয়াছেন। তিনি রামকে আরও কহিয়াছেন যে, যতক্ষণ রাম দণ্ডকারণ্যে যাত্রা না করিবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মহারাজ স্নানাহার করিবেন না।

কৈকেয়ীর এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া—

ধিক্ কষ্টমিতি নিঃশ্বস্য রাজা শোকপরিপ্লুতঃ।
মূর্ছিতো ন্যপতত্তস্মিন্ পর্যঙ্কে হেমভূষিতে॥ ২।১৯।১৭

—শোকার্ত রাজা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া 'উঃ, কি কষ্ট! আমাকে ধিক্'—এই কথা বলিয়াই সেই স্বর্ণপালঙ্কে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

মূর্ছিত পিতা ও অনার্যা কৈকেয়ীর চরণে প্রণাম করিয়া রাম সেইস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন। পরম ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণও কাঁদিতে কাঁদিতে রামের অনুগমন করিয়াছেন।

এই দারুণ দুঃসংবাদ সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে বিলম্ব হইল না। সকলেই 'হায়, হায়' করিতে লাগিল। অতি কষ্টে জননী কৌশল্যাকে বনগমন হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেও সীতা ও লক্ষ্মণ কোনপ্রকারেই রামের সঙ্গ ছাড়িলেন না। পিতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের উদ্দেশ্যে সীতা ও লক্ষ্মণ সহ রাম পুনরায় কৈকেয়ীর ভবনে প্রবেশ করিতেছেন। সুমন্ত্র দশরথকে এই খবর জানাইলে পর মহারাজ সুমন্ত্রকে কহিলেন যে, তিনি সকল ভার্যার দ্বারা পরিবৃত হইয়া রামকে দেখিতে চান। সুমন্ত্রের দ্বারা রাজমহিষীগণ আনীত হইয়াছেন। দশরথ সুমন্ত্রকে পাঠাইয়া রামকে আনাইলেন। দূর হইতে কৃতাঞ্জলি পুত্রকে দেখিতে পাইয়াই তিনি দ্রুতগতিতে পুত্রের দিকে ধাবিত হইয়াছেন, কিন্তু রামের নিকট পর্যন্ত না যাইয়াই মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে তুলিয়া পালঙ্কে শয়ন করাইলেন। দশরথের চৈতন্য ফিরিয়া আসিতেই তিনি রামকে কহিতেছেন—

অহং রাঘব কৈকেয্যা বরদানেন মোহিতঃ।
অযোধ্যায়াং ত্বমেবাদ্য ভব রাজা নিগৃহ্য মাম্॥ ২।৩৪।২৬

—বৎস রঘুনন্দন, আমি কৈকেয়ীর বরদান বিষয়ে মোহগ্রস্ত হইয়াছি। তুমি আজ আমাকে নিগৃহীত করিয়া অযোধ্যায় রাজা হও।

রাম জোড়হাতে বনগমনের প্রার্থনা করিলে পর মহারাজ কাঁদিতে লাগিলেন। রামকে সত্বর অরণ্যযাত্রার আদেশ দিবার

নিমিত্ত কৈকেয়ী দশরথকে অপরের অলক্ষ্যে ইঙ্গিত করিতেছিলেন। অসহায় বৃদ্ধ যেন বিবশ হইয়া প্রিয়তম পুত্রকে কহিতেছেন—

শ্রেয়সে বৃদ্ধয়ে তাত পুনরাগমনায় চ।
গচ্ছস্বারিষ্টমব্যগ্রঃ পন্থানমকুতোভয়ম্॥ ইত্যাদি।

২।৩৪।৩১—৩৮

—তাত, তুমি ধার্মিক ও সত্যনিষ্ঠ। তোমার বুদ্ধিকে পরিবর্তিত করিবার সাধ্য আমার নাই। সর্বাধিক কল্যাণ লাভের নিমিত্ত এবং পুনরায় আগমনের নিমিত্ত নির্ভয় পথে তুমি নিরাপদে গমন কর। বৎস, এই রাত্রিটি তুমি আমার কাছেই অবস্থান কর। তোমার জননী ও আমি তোমার মুখখানি দেখিয়া অন্ততঃ একটি রাত্রি সুখে যাপন করি। বৎস, তোমার অরণ্যগমন আমার অভিপ্রেত নহে, কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত-অগ্নিসদৃশী কৈকেয়ী কর্তৃক আমি বঞ্চিত হইয়াছি। তুমি আমার সত্যরক্ষা করিবার নিমিত্তই এই দুষ্কর কার্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ।

শোকার্ত পিতার করুণ বচন শুনিয়া রাম অতি দীনভাবে সেইদিনই যাত্রার নিমিত্ত পুনঃপুনঃ পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। রামের প্রার্থনায় শোকে ও দুঃখে বিহ্বল দশরথ পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়াই অজ্ঞান হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। কৈকেয়ী ব্যতীত সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন। সুমন্ত্র কৈকেয়ীর উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দশরথের সম্মুখেই কখনও শান্ত কখনও বা অতি তীক্ষ্ণ ভাষায় কৈকেয়ীর দুরাগ্রহ পরিবর্তনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না।

এবার দশরথ তাঁহার সৈন্য-সামন্ত, ধনরত্ন প্রভৃতি সমস্তই রামের সঙ্গে দিবার নিমিত্ত সুমন্ত্রকে নির্দেশ দিয়াছেন। এই নির্দেশ শুনিয়া কৈকেয়ী ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি তীব্র ভাষায় ইহার প্রতিবাদ করিলে দশরথও উত্তেজিত হইয়া উঠেন। কৈকেয়ীর নানাবিধ অসঙ্গত কথায় ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি কৈকেয়ীকে ধিক্কার দিয়া

চুপ করিয়া রহিলেন। সিদ্ধার্থনামক একজন প্রবীণ ব্যক্তির কথায়ও কৈকেয়ী লজ্জা অনুভব করেন নাই। তখন দশরথ অতি ক্ষীণস্বরে কৈকেয়ীকে কহিতেছেন—'পাপীয়সি, কোন সঙ্গত কথাই তোমার কাণে যাইতেছে না। কি করিলে তোমার নিজের ও আমার হিত হইবে, তাহা বুঝিতেছ না। তোমার আচরণ অতি কুৎসিত। আমি আজ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া রামের সঙ্গে বনে যাইব। তোমার পুত্র ভরতের রাজ্যে তুমি সুখে বাস কর'।[১৫]

রাম ও লক্ষ্মণ চীরবল্কল পরিধান করিয়াছেন। সীতাও অনাথার ন্যায় চীরবল্কল ধারণ করিতেছেন দেখিয়া সকলেই উচ্চৈঃস্বরে দশরথকে ধিক্কার দিতেছেন। দশরথ নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া জীবন ধারণেও বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি কৈকেয়ীকে কহিলেন যে, সীতাও ভিখারিণীর ন্যায় বনে যাইবেন, এরূপ বর তো তিনি দেন নাই। আজ তাঁহার প্রতিশ্রুতিই তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছে। জনক-নন্দিনী রত্নভূষণ পরিধান করিয়াই রামের অনুগমন করিবেন। কৈকেয়ীকে এইসকল কথা বলিতে বলিতে তিনি ভূতলে পড়িয়া গেলেন। অবনতমস্তকে উপবিষ্ট মহারাজকে কৌশল্যার যথোচিত রক্ষণাবেক্ষণের কথা বলিয়া কৃতাঞ্জলি রাম পিতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। এত দুঃখেও তাঁহার প্রাণ বাহির হইল না বলিয়া দশরথ করুণভাবে বিলাপ করিতে করিতে সংজ্ঞা হারাইলেন। মুহূর্তকাল পরে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সজল নয়নে তিনি সুমন্ত্রকে আদেশ দিলেন যে, সুমন্ত্র যেন রাজোচিত রথে রামকে আরোহণ করাইয়া অযোধ্যা হইতে লইয়া যান। যাত্রাকালে মহারাজ চৌদ্দ বৎসর ব্যবহারের উপযোগী বসনভূষণ সীতার সঙ্গে দিয়াছেন।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা সকল গুরুজনকে প্রণাম করিয়া যাত্রা করিয়াছেন। অযোধ্যাবাসিগণ মূর্ছিত, সৈন্যগণ সংজ্ঞাহীন, হাতী ঘোড়া প্রভৃতিও যেন শোকাকুল। পুরবাসিগণের অশ্রুধারায় পথের ধূলিও প্রশান্ত।

দশরথ 'প্রিয় পুত্রকে দেখিব'— এই কথা বলিতে বলিতে বাহিরে আসিয়াই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তিনি উচ্চৈঃস্বরে সারথি সুমন্ত্রকে কহিতেছেন—'দাঁড়াও, দাঁড়াও', আর রাম কহিতেছেন—'চল, চল'। অবশেষে রামের রথ দশরথের দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল।[১৬]

ভূপতি যখন রামের যাত্রাপথে উত্থিত ধূলিকণাও আর দেখিতে পাইলেন না, তখন মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। মহিষী কৌশল্যা তাঁহাকে উঠাইবার নিমিত্ত দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়াছেন, কৈকেয়ী মহারাজের বাম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। মূর্ছাভঙ্গের পর কৈকেয়ীকে দেখিয়াই দশরথ কহিলেন—'পাপীয়সি, তুমি আমাকে স্পর্শ করিবে না। আমি তোমার মুখ দেখিতে ইচ্ছা করি না। তুমি আমার ভার্যা নহ, বান্ধবীও নহ। যাহারা তোমার আশ্রিত, তাহারাও আমার প্রতিপাল্য নহে। তুমি ধর্মত্যাগিনী, এইহেতু তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম। তোমার সহিত আমার ইহলোকের ও পরলোকের সকল সম্বন্ধই ছিন্ন করিতেছি। ভরত যদি রাজ্য পাইয়া সন্তুষ্ট হয়, তবে তাহার কৃত পারলৌকিক দানাদি যেন আমার ভোগে না আসে।'

রামের চিন্তায় মহারাজের অবস্থা যেন রাহুগ্রস্ত সূর্যের ন্যায় মলিন। মহারাজ ক্ষীণকণ্ঠে ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন যে, তাঁহাকে রামজননী কৌশল্যার গৃহে লইয়া যাওয়া হউক। কৌশল্যার গৃহে পালঙ্কের উপর বসিয়াও তিনি সেই গৃহকে যেন শূন্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। উচ্চৈঃস্বরে রামকে ডাকিয়া বিলাপ করিতে করিতে তাঁহার সেই দিন কাটিয়া গেল। কালরাত্রির ন্যায় রাত্রিকাল উপস্থিত হইয়াছে। অশান্ত শোকার্ত দশরথ ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। রাত্রিতে তিনি কৌশল্যাকে কহিলেন—

ন ত্বাং পশ্যামি কৌশল্যে সাধু মাং পাণিমা স্পৃশ।
রামং মেহনুগতা দৃষ্টিরদ্যাপি ন নিবর্ত্ততে॥ ২।৪২।৩৪

—কৌশল্যে, আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। তুমি হস্তের

দ্বারা আমাকে জোরে স্পর্শ কর। আমার দৃষ্টিশক্তি রামের অনুগমন করিয়াছে, এখনও ফিরিয়া আসে নাই।

কৌশল্যাও বিলাপ করিতেছেন, আর সুমিত্রা কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দিতেছেন। এইভাবেই দিনরাত্রি যাইতেছে। রামের অরণ্যযাত্রার ষষ্ঠ দিবসে অপরাহ্ণ সময়ে সুমন্ত্র শূন্য রথ লইয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। নিঃশব্দ নিরানন্দ অযোধ্যা যেন রামের বিচ্ছেদে শোকাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে। সহস্র সহস্র পুরবাসী 'রাম কোথায়' বলিতে বলিতে সুমন্ত্রের নিকট ধাবিত হইয়াছেন। গঙ্গাতীরে রাম কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন—এই কথা বলিয়াই মুখ ঢাকিয়া সুমন্ত্র দশরথের ভবনের দিকে যাত্রা করিলেন। সাতটি মহল অতিক্রম করিয়া অষ্টম মহলে প্রবেশ করিয়া সুমন্ত্র শোকাকুল দশরথকে দেখিতে পাইয়াছেন। রাম যাহা যাহা পিতাকে নিবেদন করিতে বলিয়াছিলেন, সুমন্ত্রের মুখে সেইসকল কথা শুনিবামাত্র মহারাজ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। কৌশল্যা ও সুমিত্রা তাঁহাকে ধরিয়া তুলিয়াছেন। এইসময়ে অসহ্য হৃদয়বেদনায় কৌশল্যা পতির প্রতি দুই একটি কড়া কথা প্রয়োগ করেন।

দশরথ আবার জিজ্ঞাসা করিয়া সুমন্ত্র হইতে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার কথা শুনিয়া কাঁদিতেছেন। বাষ্পগদগদস্বরে অতি দীনভাবে তিনি সুমন্ত্রকে কহিলেন—

কৈকেয্যা বিনিযুক্তেন পাপাভিজনভাবয়া।
ময়া ন মন্ত্রকুশলৈর্বৃদ্ধৈঃ সহ সমর্থিতম্॥ ইত্যাদি।২।৫৯।১৮-২২

—নীচবংশোদ্ভবা পাপচিত্তা কৈকেয়ীর কথায় তাঁহাকে বর দিবার সময় আমি মন্ত্রণাকুশল বৃদ্ধ অমাত্যগণের সহিত কোনরূপ পরামর্শ করি নাই। মোহগ্রস্ত হইয়া সুহৃৎ, অমাত্য ও বেদজ্ঞগণের সহিত পরামর্শ না করিয়াই আমি সহসা স্ত্রীলোকের কথায় এই কার্য করিয়া ফেলিলাম। সুমন্ত্র, আমি যদি তোমার কোনরূপ উপকার করিয়াছি মনে কর, তবে তুমি আমাকে শীঘ্রই রামের নিকট লইয়া চল।

আমার মৃত্যু আসন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। রামকে দেখিতে না পাইলে আমি বাঁচিতে পারিব না।

অতঃপর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার নাম ধরিয়া দশরথ কহিতে লাগিলেন—'হায়, হায়! আমি অনাথের ন্যায় মরণদশা প্রাপ্ত হইতেছি, তোমরা তাহা জানিতে পারিলে না।'

তারপর কৌশল্যার নিকট সকরুণ বিলাপ করিতে করিতে দশরথ সংজ্ঞাহীন হইয়া বিছানায় পড়িয়া গেলেন। সংজ্ঞালাভের পর পুনরায় শোকাকুল কৌশল্যার দুইচারিটি কটুবাক্য শুনিয়া অসহায়ভাবে তিনি স্বকৃত দুষ্কর্মের কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন। [১৭]

কাঁপিতে কাঁপিতে জোড়হাতে মহারাজ কৌশল্যার নিকট দয়া ভিক্ষা করিতেছেন। কৌশল্যাও অনুতপ্ত হইয়া পতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। তখন সূর্য অস্তাচলে গমন করিলেন। অনুতপ্তা কৌশল্যার শান্ত বচনে আশ্বস্ত হইয়া অবসন্ন দশরথ নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন। অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে।

স রাজা রজনীং ষষ্ঠীং রামে প্রব্রাজিতে বনম্।
অর্ধরাত্রে দশরথঃ সোঽস্মরৎ দুষ্কৃতং কৃতম্॥ ২।৬৩।৪

—রামের নির্ব্বাসনের দিন হইতে ষষ্ঠদিবসের রাত্রির মধ্যভাগে রাজা দশরথ আত্মকৃত দুষ্কর্মের বিষয় স্মরণ করিলেন।

তিনি শোকার্তা কৌশল্যাকে কহিতেছেন—"কল্যাণি, আমি নিতান্তই দুর্মতি। তাই আম্রবন ছেদন করিয়া পলাশবৃক্ষে জলসেচন করিয়াছি। (কৌশল্যা ও সুমিত্রা অপেক্ষা কৈকেয়ীর প্রতি অধিক আসক্তির জন্যই কি দশরথ এই অনুতাপ করিতেছেন?) দেবি, তোমার তখন বিবাহ হয় নাই। কুমার-অবস্থায় ধনুর্ধর ও শব্দবেধী বলিয়া আমার খ্যাতি ছিল। একদা বর্ষণমুখর রাত্রিকালে ধনুর্বাণ ধারণ করিয়া আমি সরযূতীরে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলাম। ঘোর অন্ধকারে সরযূর ঘাটে হাতীর বৃংহণের মত শব্দ শুনিতে পাইয়া সেইদিকে তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করি। তারপর মনুষ্যকণ্ঠের বিলাপধ্বনি

শুনিয়া নিকটে গিয়া দেখিলাম যে, আমার বাণে বিদ্ধ হইয়া একজন তাপস ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন। তিনি তাঁহার অন্ধ মাতাপিতার নিমিত্ত যখন কলসীতে জল ভরিতেছিলেন, তখন সেই শব্দকেই আমি হাতীর বৃংহণ বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম। তাপসকে দেখিয়াই শোকে দুঃখে ও ভয়ে আমার বুক কাঁপিতেছিল। তাপসের মুখেই শুনিতে পাইলাম যে, বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রকন্যার গর্ভে তাঁহার জন্ম হইয়াছে। তাঁহারই আদেশে মর্মস্থান হইতে আমি বাণ উদ্‌ধৃত করিতেই তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার পূর্ব-নির্দেশ অনুসারে পথ ধরিয়া আমি তাঁহার পিতার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অতি বৃদ্ধ মাতাপিতাকে দেখিতে পাইলাম। পুত্র তাঁহাদের নিমিত্ত জল লইয়া আসিতেছে—এই আশায় তাঁহারা বসিয়া রহিয়াছেন! আমার দুঃখ অনুতাপ ও ভয়ের কথা কি বলিব! অতিকষ্টে আত্মপরিচয় দিয়া আমার দারুণ দুষ্কর্মের কথা তাঁহাদিগকে জানাইলাম। তাঁহারা বিলাপ করিতে করিতে আমার সহিত মৃত পুত্রের নিকটে গিয়াছেন। শোকাকুল অন্ধ দম্পতীর হৃদয়বিদারক বিলাপ শুনিয়া আমি দীনবদনে স্তব্ধ হইয়া জোড়হাতে দাঁড়াইয়া রহিলাম। পুত্রের তর্পণাদিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া বৃদ্ধ তাপস আমাকে কহিলেন—'রাজন্ তোমার এই দুষ্কর্ম অজ্ঞানকৃত বলিয়া তোমাকে ভস্ম করিব না। আমি অভিশাপ দিতেছি—পুত্রশোকেই তোমার মৃত্যু হইবে'। অতঃপর সেই মুনিদম্পতী চিতায় আরোহণ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। দেবি, রাম যদি এখন একবার আমাকে স্পর্শ করিত, তবে আমি বাঁচিয়া যাইতাম। আমার স্মৃতিশক্তি লোপ পাইতেছে। যাঁহারা আমার রামের সুন্দর মুখখানি দেখিতে পাইবেন, তাঁহারা ধন্য।"

অতঃপর রামের জন্য বিলাপ করিতে করিতে অর্ধরাত্র অতীত হইলে পর দৈন্যদশাপ্রাপ্ত মহারাজ দশরথ প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার সকল শোক, দুঃখ ও লজ্জার অবসান ঘটিল। ১৮

কৌশল্যা ও সুমিত্রা মহারাজের প্রাণবিয়োগের বিষয় বুঝিতে

পারেন নাই। শোকতুঃখে অবসন্ন হইয়া তাঁহারা নিদ্রামগ্ন। পরদিন প্রাতঃকালে মহারাজের কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া অনেকেই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। মহারাজের যে-সকল মহিষী সেই শয়নগৃহের সন্নিকটে ছিলেন, তাঁহারা মহারাজের শয্যাপার্শ্বেই যাইয়া তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিয়াও কোন সাড়া পাইলেন না। নাড়ীজ্ঞান-বিশিষ্ট মহিষীগণ মহারাজের দেহ স্পর্শ করিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের অশুভ আশঙ্কাই যথার্থ ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। মহিষীগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কৌশল্যা ও সুমিত্রারও নিদ্রাভঙ্গ হইল। মহিষীগণের করুণ ক্রন্দনে অন্তঃপুর শোক-পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল।

সমগ্র অযোধ্যায় এই তুঃসংবাদ ছড়াইয়া পড়িতে বিলম্ব হইল না। বশিষ্ঠ প্রমুখ ব্যক্তিগণ স্থির করিলেন যে, যে-কোন একজন পুত্রের দ্বারাই মহারাজের শবদেহের সংস্কার করাইতে হইবে। অতএব আপাততঃ শবদেহকে একটি তৈলপূর্ণ কটাহে রাখিতে হইবে। তাহাই করা হইল। সকলের চক্ষুই অশ্রুভারাক্রান্ত।

পরদিন অর্থাৎ মৃত্যুর তৃতীয় দিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বশিষ্ঠ বামদেব প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া স্থির করিলেন—অতি শীঘ্র ভরত ও শত্রুঘ্নকে তাঁহাদের মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় আনাইতে হইবে। ভরত ও শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় আসিয়াছেন। মৃত্যুর দ্বাদশ দিবসে[১৯] মহারাজের অগ্নিহোত্রের অগ্নি দ্বারা যথাবিধি রাজোচিত আড়ম্বরে তাঁহার পার্থিব দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে।

শবদেহ দাহের পর দশদিন অশৌচ পালন করা হইল।[২০] একাদশ দিবসে অশৌচ ত্যাগ করিয়া ভরত—

দ্বাদশেঽহনি সম্প্রাপ্তে শ্রাদ্ধকর্মাণ্যকারয়ৎ। ২।৭৭।১

—দ্বাদশ দিবসে শ্রাদ্ধকর্ম সম্পন্ন করিলেন।

দশরথ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।[২১]

লঙ্কায় সীতার অগ্নিপরীক্ষার পর দশরথ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে

দর্শন দিয়া আশীর্বাদ করিয়াছেন। তখন তাঁহার মুখে রামের ঈশ্বরত্বের কথাও শোনা যায়।[২২]

মহারাজ দশরথের বহু গুণ ছিল। রাজোচিত মর্যাদা হইতে তিনি কখনও স্খলিত হন নাই। কৈকেয়ীরপ্রতি অত্যাসক্তিকে দুর্বলতা বলিয়াই মনে করিতে হইবে। কৈকেয়ীর রূপলাবণ্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। যদিও সত্য রক্ষা করিতে যাইয়াই তিনি অসহ্য ব্যথায় তিলে তিলে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন, তথাপি জনগণ এবং পরিবারস্থ সকলে তাঁহাকে রূপমুগ্ধ স্ত্রৈণ বলিয়া অপবাদ দিতে ছাড়েন নাই। রাজা যে অধিকাংশ সময়ই জননীর গৃহে অবস্থান করেন, প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ভরতের মুখেও এই কথা ব্যক্ত হইয়াছে। লক্ষ্মণ তো বহুবার এই বিষয়ে পিতার উপর বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। রামের মুখেও শোনা যায়—

স কামপাশপর্যস্তো মহাতেজা মহীপতিঃ। ২।৩১।১২

—মহাতেজস্বী মহীপতি কৈকেয়ীর কামজালে আবদ্ধ হইয়াছেন।

সীতার মুখেও শ্বশুরের এইপ্রকার বিশেষণ শোনা যাইতেছে।[২৩] অগণিত গুণের মধ্যে চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় তাঁহার এই একটিমাত্র দুর্বলতা সমালোচনার যোগ্য নহে বলিয়াই আমরা মনে করি। কায়মনোবাক্যে পূতচরিত্র না হইলে তিনি এরূপ পুত্ররত্নগণের জনক হইতে পারিতেন না।

---

১ ১।৫ম সর্গ

২ ১।৬।২৬

৩ ২।৩।১২

৪ ১।৭ম সর্গ। ১।৮।৬

৫ ১।১৪।৩৫

৬ ২।১১৮।৬

৭ ১।৮ম সর্গ

৮ ১।১২।২, ১।১৪।৬০

৯ ১।১৩।১

১০ ১।১৪শ সর্গ

১১ ১।২২।৩

১২ ২।২য় সর্গ। ২।৩।২

১৩ ২।৪র্থ সর্গ

১৪ ২।১২শ সর্গ

১৫	২।৩৬।৩৩
১৬	২।৪০শ সর্গ
১৭	২।৬১তম সর্গ
১৮	২।৬৪তম সর্গ
১৯	২।৭২।৮, ২।৭৬ তম সগ
২০	২।৭৬।২৩
২১	৬।১১৯।৮
২২	৬।১১৯ তম সর্গ
২৩	৩।৪৭।১২

রাম

রাম হইতেছেন— রামায়ণের প্রধান পুরুষ। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই অন্যান্য চরিত্রগুলি বর্ণিত হইয়াছে। রামের চরিত্র যেমন বিশাল, তেমন জটিল এবং তেমনই বিস্ময়কর। তিনি দিব্যাদিব্য পুরুষ। বিষ্ণুর অবতার হইয়াও আপনাকে মানুষ বলিয়াই মনে করেন। হিন্দুগণ তাঁহাকে দশাবতারের অন্যতমরূপে পূজা করিয়া থাকেন। 'রাম'-নাম জপ করিলে মুক্তি হয়।

মানুষের আদর্শ যে কতটুকু উচ্চে উঠিতে পারে, মহর্ষি বাল্মীকি রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়া তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

অপুত্রক মহারাজ দশরথের পুত্রেষ্টিযজ্ঞে আহূত দেবতাগণ যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইয়াছেন। ব্রহ্মার বরে লঙ্কাধিপতি রাবণ অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠায় দেবতারা সন্ত্রস্ত। সেই যজ্ঞভূমিতে সমবেত দেবগণ ব্রহ্মার নিকট রাবণের অত্যাচারের কথা জানাইয়া প্রতীকার প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, রাবণ মানুষের দ্বারাই নিহত হইবেন। এবার সকল দেবতা মিলিয়া নতশিরে বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা জানাইলে তিনি কহিলেন যে, মহারাজ দশরথের তিন পত্নীর গর্ভে চারিভাগে আপনাকে বিভক্ত করিয়া তিনি মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইবেন এবং দুষ্কর্মা রাবণকে বধ করিবেন।[১]

দশরথের যজ্ঞসমাপ্তির দ্বাদশ মাসে চৈত্রের শুক্লা নবমী তিথি ও পুনর্বসু নক্ষত্রের যোগে সৌর বৈশাখ মাসে কৌশল্যার কোলে রাম আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার আর্বিভাবকালে রবি ছিলেন মেষরাশিতে, চন্দ্র ও বৃহস্পতি কর্কট রাশিতে, মঙ্গল মকর রাশিতে, শুক্র মীন রাশিতে এবং শনি তুলা রাশিতে। কর্কটলগ্নে তাঁহার আর্বিভাব

বলিয়া অনুমিত হয় যে, দিবসের মধ্যাহ্নকালে তিনি কৌশল্যার কোল আলো করিয়াছেন। তিনি বিষ্ণুর অর্ধাংশসম্ভূত।[২]

তাঁহার বৈমাত্র কনিষ্ঠ তিন ভাই—ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন পর পর আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের জাতকর্মাদি সংস্কার যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছে। সকল ভ্রাতাঁই যথাকালে শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যায় নিষ্ণাত হইয়াছেন।

তেষামপি মহাতেজা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
ইষ্টঃ সর্বস্য লোকস্য শশাঙ্ক ইব নির্মলঃ॥১।১৮।২৬

—তাঁহাদের মধ্যে রাম সর্বাপেক্ষা তেজস্বী, সত্যবিক্রম, সর্বজনপ্রিয় ও চন্দ্রের ন্যায় নির্মল।

তাঁহার চেহারাও দেখিবার মত। অনেক জায়গায় তাঁহার রূপের বর্ণনা দেখিতে পাই—

বিপুলাংসো মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবো মহাহনুঃ। ইত্যাদি।
১।১।৯-১১, ৫।৩৫।১৫, ১৬

সুভ্রূরায়ততাম্রাক্ষঃ ·····।২।২।৪৩

রামমিন্দীবরশ্যামম্ ······।২।২।৫৩, ২।১৩।১০, ২।৮৮।১৯

দীর্ঘবাহুং মহাসত্ত্বং মত্তমাতঙ্গগামিনম্।
চন্দ্রকান্তাননং রামমতীব প্রিয়দর্শনম্।
রূপৌদার্যগুণৈঃ পুংসাং দৃষ্টিচিত্তাপহারিণম্॥
২।৩।২৮, ৩।১৭।৭-৯, ৬।১২৮।৯৬

কমলপত্রাক্ষঃ ······।২।১৩।৯

মেঘশ্যামং মহাবাহুং স্থিরসত্ত্বং দৃঢ়ব্রতম্।২।৮৩।৮

সিংহস্কন্ধং মহাবাহুং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্।২।৯৯।২৭

রামো নাম মহাস্কন্ধো বৃত্তায়তমহাভুজঃ।
শ্যামঃ পৃথুযশাঃ শ্রীমানতুল্যবলবিক্রমঃ॥ ৩।৩১।১০

ত্রিস্থিরস্ত্রিপ্রলম্বশ্চ ত্রিসমস্ত্রিষু চোন্নতঃ। ইত্যাদি।৫।৩৫।১৭-২৩

পূর্ণচন্দ্রাননঃ শ্যামো গূঢ়জত্রুররিন্দমঃ।২।৪৮।২৯

—রামের স্কন্ধদ্বয় সমুন্নত ও বাহুদ্বয় মহাবলযুক্ত। তাঁহার গ্রীবাদেশ শঙ্খের মত তিনটি রেখাদ্বারা শোভিত এবং গণ্ডের ঊর্ধ্বভাগ সুপুষ্ট। মহাধনুর্ধর রামের বক্ষঃস্থল সুবিশাল, বাহু আজানুলম্বিত ও ললাটদেশ সমুন্নত। সিংহের ন্যায় তাঁহার শোভন গতি বিশেষ বীরত্বব্যঞ্জক। রামের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গই সুবিভক্ত ও সুগঠিত। তাম্রবর্ণ আয়ত নয়নযুগলে মুখমণ্ডল অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। তাঁহার গাত্রবর্ণ নীলপদ্মের ন্যায় স্নিগ্ধ শ্যামল। সর্ববিধ শুভ লক্ষণে তাঁহার দেহচ্ছবি অপূর্ব। তাঁহার রূপ ও গুণ সকলেরই দৃষ্টি ও চিত্তকে হরণ করে। দূর্বাদলশ্যাম পূর্ণচন্দ্রসদৃশ রামের কণ্ঠদেশের মধ্যবর্তী অস্থিখণ্ড (জত্রু) মাংসে আবৃত। সৌম্যপ্রকৃতি শ্রীমান্ চন্দ্রের ন্যায় সুদর্শন। রূপ ও গুণের এইপ্রকার সমন্বয় অন্যত্র দুর্লভ।

রাম প্রমুখ চারিভ্রাতার পরস্পরের মধ্যে অকৃত্রিম সৌহার্দ ছিল। লক্ষ্মণ রামের প্রাণসম প্রিয় এবং লক্ষ্মণও ছায়ার ন্যায় সর্বথা রামের অনুগত ছিলেন।[৩] 'রামের মত দাদা আর লক্ষ্মণের মত ভাই'— এই কথাটি আদর্শ ভ্রাতৃপ্রেমের উদাহরণরূপে প্রয়োগ করা হয়।

রামের বয়স যখন প্রায় বার বৎসর, তখন মহামুনি বিশ্বামিত্র দশরথের নিকট উপস্থিত হইয়া রাক্ষসদের অত্যাচার হইতে যজ্ঞ রক্ষার নিমিত্ত রামকে লইয়া যাইতে চাহিলেন। তখনই রাম মহাধনুর্ধর লইয়া উঠিয়াছেন। (এই সময় দশরথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন—রামের বয়স মাত্র পনর বৎসর[৪], পরন্তু পরে অন্যত্র দেখা যায় যে, তখনও রামের বয়স বার বৎসর পূর্ণ হয় নাই।[৫] বিচারের দ্বারা 'উনদ্বাদশবর্ষ' পাঠটিই সমীচীন বোধ করি।)

স্নেহপ্রবণ দশরথ প্রথমতঃ মুনির বাক্যে ভীত হইয়া পুত্রকে মুনির সঙ্গে দিতে অসম্মত হইলেও মুনির অসন্তোষ ও ক্রোধ দেখিয়া এবং গুরু বশিষ্ঠের উপদেশে রামকে মুনির সঙ্গে যাইতে দেন। লক্ষ্মণও রামের সঙ্গী হইয়াছেন। উজ্জ্বলকান্তি কাকপক্ষধর (জুল্‌ফিযুক্ত) রাম

ও লক্ষ্মণ নানাবিধ অলঙ্কার, ধনুর্বাণ, অসি এবং গোধাচর্মনির্মিত অঙ্গুলীত্রাণ ধারণ করিয়া বিশ্বামিত্রের অনুগমন করিলেন।

ছয় ক্রোশ পথ অতিক্রমের পর সরযূর দক্ষিণতীরে উপস্থিত হইয়া বিশ্বামিত্র রামকে 'বলা' ও 'অতিবলা'-নামক মন্ত্রসমূহ দান করিলেন। এইসকল মন্ত্রের প্রভাবে ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হয়, কার্যান্তরে ব্যাপৃত কিংবা নিদ্রিত থাকিলেও রাক্ষসেরা কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারে না, শ্রান্তি বোধ হয় না এবং রূপের কিছুমাত্র বিপর্যয় ঘটে না। মন্ত্রের প্রভাব কীর্তন করিয়া গুরু বিশ্বামিত্র শিষ্য রামকে কহিতেছেন—

গৃহাণ সর্বলোকস্য গুপ্তয়ে রঘুনন্দন।১।২২।১৮

—হে রঘুনন্দন, সকল লোকের রক্ষার নিমিত্ত তুমি এই মন্ত্র গ্রহণ কর।

গুরু ও শিষ্য সরযূতীরেই তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া সেই রাত্রি কাটাইলেন। পরদিন তাঁহারা অঙ্গদেশে (বিহারে) অনঙ্গাশ্রমে রাত্রিযাপন করিয়াছেন। তৃতীয় দিবসে তাঁহারা গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গমের সন্নিকটে গঙ্গা পার হইয়া দক্ষিণতীরে মলদ ও করূষ জনপদের বিনাশে যে ভীষণ অরণ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই অরণ্য দেখিতে পাইলেন। এককালে সেই দুইটি জনপদ বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। সহস্র হস্তীর বলধারিণী সুন্দভার্যা যক্ষিণী তাড়কা সম্প্রতি সেই স্থানকে আপন অধিকারে রাখিয়াছে। তাহার রাক্ষস পুত্র মারীচও অতি ভয়ানক। তাড়কা পুত্রের সহিত সেই দেশকে উৎসন্ন করিতে চলিয়াছে। বিশ্বামিত্র রামকে কহিতেছেন যে, তাঁহারা যেস্থানে আছেন, সেই স্থান হইতে এক ক্রোশ দূরে তাড়কা পথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। তাঁহাদিগকে সেই পথেই যাইতে হইবে। রাম যেন তাড়কাকে বধ করিয়া সেই দেশকে নিষ্কণ্টক করেন। স্ত্রীহত্যার ভয়ে তিনি যেন সঙ্কোচ বোধ না করেন। চাতুর্বর্ণ্যের হিতের নিমিত্ত রাজপুত্রের পক্ষে এই স্ত্রীহত্যা দোষের নহে। ইন্দ্র বিরোচনকন্যা মন্থরাকে এবং বিষ্ণু ভৃগুপত্নীকে হত্যা করিয়া ত্রিলোকের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

গুরুর আদেশ শিরে ধারণ করিয়া রাম দৃঢ়মুষ্টিতে ধনুর মধ্যদেশ ধারণ করিয়া জ্যা-শব্দে দশদিক প্রকম্পিত করিয়া তুলিলেন। বনের জন্তুগণ সেই শব্দে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধা তাড়কা শব্দ লক্ষ্য করিয়া যে-দিক্ হইতে শব্দ আসিতেছে সেই দিকে ছুটিয়াছে। রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইয়া তাড়কা ধূলি উৎক্ষিপ্ত করিয়া তাঁহাদিগকে মোহিত করিয়া ফেলিল এবং রাক্ষসী মায়ার দ্বারা ভীষণ শিলাবর্ষণ করিতে লাগিল। রাম বাণের দ্বারা সেই শিলাবর্ষণ নিবারণ করিয়া তাড়কার হাত দুইখানি কাটিয়া ফেলিলেন। লক্ষ্মণ তাহার নাক ও কান কাটিয়াছেন। মায়াবিনী তাড়কা অন্তর্হিত হইয়াছে। সন্ধ্যা আগতপ্রায়। সন্ধ্যাকালে রাক্ষসজাতির শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে — গুরুর মুখে এই কথা শুনিয়া রাম শিলাবর্ষণকারিণী রাক্ষসীকে শব্দবেধী বাণের দ্বারা অবরুদ্ধ করেন। তাড়কা আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়া ভীষণ বেগে রাম ও লক্ষ্মণকে আক্রমণ করিলে রাম নিশিত বাণে তাহার বুকে এমনই আঘাত করিলেন যে, তাড়কা ভূপাতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। দেবতা ও সিদ্ধগণ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়া রাম সেইস্থানেই গুরুর আদেশে গুরু ও লক্ষ্মণের সহিত রাত্রি যাপন করিয়াছেন।[৬]

পরদিন প্রাতঃকালে প্রসন্ন বিশ্বামিত্র রামকে বহু দিব্যাস্ত্র প্রদান করেন। দেবতাদের পক্ষেও এতগুলি অস্ত্র সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় না। পথ চলিতে চলিতে বিশ্বামিত্র রামকে অস্ত্রগুলির সংহরণপদ্ধতি ও অনেক মন্ত্র শিখাইতে লাগিলেন এবং কৃশাশ্ব-প্রজাপতির পুত্রস্বরূপ জৃম্ভকাদি দিব্যাস্ত্রগুলিও শিষ্যকে দান করিলেন। অস্ত্রগুলি দান করিবার সময় বিশ্বামিত্র রামকে কহিতেছেন—

প্রতীচ্ছ মম ভদ্রন্তে পাত্রভূতোঽসি রাঘব।১।২৮।১০

—বৎস রাম, আমার নিকট হইতে এই অস্ত্রগুলি গ্রহণ কর। তোমার মঙ্গল হউক। অস্ত্রগুলি দানের তুমিই সৎপাত্র।

বার বৎসর বয়সের শিশুর মধ্যে মহাবীর মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র

এরূপ শৌর্যবীর্য, বিনয়, আনুগত্য প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, তাঁহাকে অসংখ্য দিব্যাস্ত্র দান করিয়াও যেন পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। আপনার সমস্ত অস্ত্রবিদ্যা নিঃশেষে দান করিয়া তিনি তৃপ্ত হইতে চান।

পথিমধ্যে নানাপ্রকার মনোরম দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তাঁহারা 'সিদ্ধাশ্রম'-নামক বিশ্বামিত্রাশ্রম প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই আশ্রমেই ভগবান্ বামনদেব তপস্যা করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র রামকে কহিতেছেন—'বৎস, এই আশ্রম যেমন আমার, তোমারও তেমনই। যে-সকল রাক্ষস আমার যজ্ঞ নাশ করিতে আসিবে, তুমি তাহাদিগকে নিধন করিবে।' বিশ্বামিত্র সেই দিনেই যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। ছয় দিন তিনি মৌনী থাকিবেন। রাম-লক্ষ্মণ নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া পাহারা দিতেছেন। ষষ্ঠ দিবসে আকাশে ভয়ঙ্কর শব্দ শোনা গেল। মারীচ ও সুবাহু নামক রাক্ষসদ্বয় অনুচর সহ ভীষণ দেহ ধারণ করিয়া যজ্ঞভূমিতে রক্তধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। রাক্ষসগণকে দেখিয়া রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন যে, তিনি মারীচকে বধ করিবেন না, পরন্তু মানবাস্ত্রের দ্বারা দূরে সরাইয়া দিবেন। এই কথা বলিয়া তিনি শীতেষু-নামক মানবাস্ত্রের দ্বারা মারীচকে মূর্ছিত ও বিঘূর্ণিত করিয়া শতযোজন (আটশত মাইল) দূরে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছেন। সুবাহু প্রভৃতি রাক্ষসগণ রামের আগ্নেয় ও বায়ব্য অস্ত্রে নিহত হইল। নির্বিঘ্নে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়াছে।[৭]

মারীচ তাড়কার পুত্র। তাড়কাকে বধ করায় সম্ভবতঃ মাতৃহীন মারীচের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ রাম তাহাকে বধ করেন নাই।

পরদিন প্রাতঃকালে বিশ্বামিত্রের চরণে প্রণাম করিয়া রাম কহিতেছেন—

ইমৌ স্ম মুনিশার্দূল কিঙ্করৌ সমুপাগতৌ।
আজ্ঞাপয় মুনিশ্রেষ্ঠ শাসনং করবাব কিম্॥১।৩১।৪

—মুনিশ্রেষ্ঠ, আপনার কিঙ্করদ্বয় উপস্থিত হইয়াছে। আদেশ করুন, আমরা আপনার কোন্ অনুশাসন পালন করিব।

এই উক্তিতে রামের গুরুজনের প্রতি বিনয়ব্যবহার লক্ষ্য করিবার মত। আরও অনেক মহর্ষি সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা বিশ্বামিত্রকে পুরোবর্তী করিয়া রাম-লক্ষ্মণ সহ মিথিলায় রাজর্ষি ধর্মধ্বজ জনকের যজ্ঞদর্শনে উৎসুক। জনকের গৃহে মহাদেবের প্রদত্ত সুনাভ-নামক বিশাল ধনু রহিয়াছে, তাহা দেখিবার নিমিত্তও মহর্ষিগণ রামকে উৎসাহিত করিতেছেন। বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণ ও মহর্ষিগণকে সঙ্গে লইয়া মিথিলায় যাত্রা করেন। উত্তরাভিমুখে চলিতে চলিতে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যাকালে তাঁহারা শোণনদের তীরে উপস্থিত হইয়াছেন। সেই স্থানেই তাঁহারা সেই রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন মধ্যাহ্ন সময়ে তাঁহারা পুণ্যসলিলা গঙ্গার তীরে পৌঁছিয়াছেন। গঙ্গাবতরণ প্রভৃতি নানাবিধ পুণ্যকথা রাম-লক্ষ্মণকে শোনাইয়া বিশ্বামিত্র মহর্ষিগণ সহ সেই দিন ও রাত্রি গঙ্গাতীরেই বাস করেন। তৃতীয় দিবসে প্রাতঃকালে নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া উত্তর তীরে যাইয়া তাঁহারা বিশালানগরী দেখিতে পাইলেন। সেই দেশের নৃপতি সুমতি কর্তৃক পূজিত হইয়া বিশ্বামিত্র সকলের সহিত সেইদিন বিশালাতেই আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। পরদিন (যাত্রার চতুর্থ দিন) প্রাতঃকালে বিশালা হইতে যাত্রা করিলে পর মিথিলা-নগরী তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। মিথিলার উপবনে পুরাতন নির্জন একটি আশ্রম দেখিয়া বিশ্বামিত্রের নিকট তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া রাম গৌতম ও অহল্যা-সংক্রান্ত সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছেন। বিশ্বামিত্রের মুখে তিনি ইহাও শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার আতিথ্যসৎকারের দ্বারাই অহল্যা পূর্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন—ইহাই মহামুনি গৌতমের উক্তি। বিশ্বামিত্রের আদেশে রাম অহল্যাকে উদ্ধার করেন। (অহল্যা-চরিতে এই ঘটনা আলোচিত হইবে।) অতঃপর গৌতম ও অহল্যা দ্বারা পূজিত হইয়া রাম গুরুর সহিত মিথিলায় প্রবেশ করিলেন।[৮]

উত্তর-পূর্বাভিমুখে কিয়দ্দূর গমনের পর গুরু বিশ্বামিত্রের সহিত

রাম-লক্ষ্মণ রাজর্ষি জনকের যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইয়াছেন। রাজর্ষি যেন তাঁহাদের উপস্থিতিতে কৃতার্থ হইয়াছেন। মাত্র বার বৎসরের দেবতুল্য কুমারদ্বয়কে দেখিয়া রাজর্ষি পরম বিস্ময়ে বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

অশ্বিনাবিব রূপেণ সমুপস্থিতযৌবনৌ।
কথং পদ্ভ্যামিহ প্রাপ্তৌ কিমর্থং কস্য বা মুনে ॥১।৫৩।১৮,১৯

—অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় রূপবান, দুইজন নবযুবক যেন স্বর্গ হইতে মর্ত্যলোকে আসিয়াছেন। মুনিবর, কেন ইঁহারা পদব্রজে আসিয়াছেন? কেনই বা এখানে আসিয়াছেন? ইঁহারা কাঁহার তনয়?

বিশ্বামিত্র রাজর্ষির নিকট রাম ও লক্ষ্মণের সম্যক্ পরিচয় দিয়া তাঁহাদের বীরত্ব, অহল্যার উদ্ধার প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ করিয়া কহিলেন যে, রাজর্ষির শ্রেষ্ঠ ধনুখানিকে দেখিবার উদ্দেশ্যেই রাম ও লক্ষ্মণ মিথিলায় আসিয়াছেন। গৌতমের জ্যেষ্ঠপুত্র জনকপুরোহিত শতানন্দ রামকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন।

পরদিন প্রাতঃকালে বিশ্বামিত্র ও রাম-লক্ষ্মণকে যথোচিত অর্চনা করিয়া রাজর্ষি তাঁহার গৃহে রক্ষিত ধনুখানির প্রাপ্তিবিবরণ কীর্তনপূর্বক কহিলেন যে, যিনি এই ধনুখানিতে গুণ যোজনা করিতে পারিবেন, তাঁহার হাতেই রাজর্ষি তাঁহার কন্যা অযোনিসম্ভবা সীতাকে সম্প্রদান করিবেন, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প। বিশ্বামিত্রের অনুরোধে রাজর্ষি রাম ও লক্ষ্মণকে ধনুখানি দেখাইলে পর রাম সেই ধনুখানিতে গুণ যোজনা করিবার অনুমতি চাহিলেন। জনক ও বিশ্বামিত্র সানন্দে সম্মতি দিয়াছেন। রাম অবলীলাক্রমে ধনুর মধ্যভাগ গ্রহণ করিয়া তাহাতে গুণ যোজনা করিলেন। শরসন্ধান করিবার নিমিত্ত মধ্যস্থল আকর্ষণ করিতেই ধনুখানি ভাঙ্গিয়া গেল। হাজার হাজার দর্শক বিস্ময়ে 'ধন্য ধন্য' করিতেছিল। ধনুর্ভঙ্গের ভয়ানক শব্দে বিশ্বামিত্র, জনক ও রাম-লক্ষ্মণ ছাড়া সকলই মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

রাজর্ষি বিস্ময়ে ও আনন্দে বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন—'আমার

কন্যা রামকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া আমার বংশকে উজ্জ্বল করিবে অনুমতি করুন—আমার মন্ত্রিগণ অযোধ্যায় যাইয়া মহারাজ দশরথকে এই শুভ সংবাদ দিয়া আমার পুরীতে লইয়া আসিবেন।’ বিশ্বামিত্রে সম্মতিক্রমে রাজর্ষির মন্ত্রিগণ অযোধ্যায় যাইয়া দশরথকে লইয় আসিয়াছেন। মহাধুমধামের সহিত উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রে শুভ লগ্নে রাজর্ষি রামের হাতে সীতাকে সম্প্রদান করিয়াছেন। ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের পরিণয়ও রাজর্ষির পরিবারেই সম্পন্ন হইল। মহামুনি বিশ্বামিত্র এই শুভকার্যের পরদিন প্রাতঃকালেই দশরথ ও জনকের নিকট হইতে বিদায় লইয়া হিমালয়ে যাত্রা করেন।

রামেরই প্রভূত কল্যাণের নিমিত্ত যজ্ঞরক্ষার নাম করিয়া বিশ্বামিত্র রামকে লইয়া গিয়াছিলেন। রামের শস্ত্রগুরু প্রকৃতপক্ষে মহামুনি বিশ্বামিত্র। মহর্ষি বশিষ্ঠ পূর্বেই বিশ্বামিত্রের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া দশরথকে বলিয়াছেন—

> তেষাং নিগ্রহণে শক্তঃ স্বয়ঞ্চ কুশিকাত্মজঃ।
> তব পুত্রহিতার্থায় ত্বামুপেত্যাভিযাচতে ॥১।২১।২১

—বিশ্বামিত্র স্বয়ং রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াও কেবল তোমার পুত্রের হিতের নিমিত্তই তোমার নিকট আসিয়া রামকে যাচ্ঞা করিতেছেন।

বিশ্বামিত্রের হিমালয়-যাত্রার পর দশরথ পুত্র ও বধূগণ সহ অযোধ্যায় যাত্রা করেন। পথিমধ্যে রামের শৌর্যবীর্য পরীক্ষার নিমিত্ত ক্ষত্রকুলান্তক পরশুরাম আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার বিষ্ণুপ্রদত্ত ধনুখানিতে বাণ যোজনা করিবার নিমিত্ত রামকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—রাম যদি সেই ধনুখানিতে বাণ যোজনা করিতে পারেন, তবে তিনি রামের সহিত মল্লযুদ্ধ করিবেন। দশরথের অনেক কাকুতি-মিনতি পরশুরামের নিকট নিষ্ফল হইল। দাশরথি পরশুরামের উদ্ধত বচনে কিঞ্চিৎ আহত হইয়াই যেন তাঁহার ধনুখানি অবলীলাক্রমে গ্রহণ করিয়া তাহাতে বাণ যোজনা-পূর্বক কহিলেন—‘আপনি ব্রাহ্মণ

এবং আমার গুরু বিশ্বামিত্রের ভগিনীর পৌত্র বলিয়া আমার পূজ্য। এইহেতু আপনার প্রাণনাশক শর নিক্ষেপ করিতে পারি না। এই বাণের দ্বারা আমি আপনার উদ্ধত গতিশক্তিকে বিনাশ করিব।' পরশুরামের বৈষ্ণব তেজ দাশরথির দেহে সঞ্চারিত হওয়ায় পরশুরাম যেন তেজোহীন হইয়া পড়িয়াছেন।

তিনি কহিলেন যে, তাঁহার গতিশক্তি বিনাশ না করিয়া দাশরথি যেন সেই অমোঘ বাণের দ্বারা তাঁহার তপস্যার্জিত দিব্যলোকসমূহ বিনাশ করেন। রাম তাহাই করিয়াছেন। পরশুরাম নারায়ণজ্ঞানে দাশরথির স্তবস্তুতি করিয়া মহেন্দ্র-পর্বতে চলিয়া গেলেন। দশরথও যেন পুনর্জীবন লাভ করিয়া সকলকে লইয়া অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। অযোধ্যানগরী আনন্দোৎসবে উচ্ছল হইয়া উঠিল।[৯]

রামের বয়স এখন বার বৎসর পূর্ণ হইয়া তের চলিতেছে। সীতার বয়স ছয় বৎসর। রামের চরিত্রমাধুর্যে সকলই বিশেষ আহ্লাদিত। মনস্বী রাম সীতার হৃদয় জয় করিয়াছেন, লক্ষ্মীরূপিণী সীতাও রামের হৃদয় জয় করিয়াছেন। পরম আনন্দে তাঁহাদের দিন যাইতে লাগিল। পুত্রগণের মধ্যে রামই পিতার সমধিক সুখপ্রদ—

> তেষামপি মহাতেজা রামো রতিকরঃ পিতুঃ।২।১।৬

রাম-সীতার বিবাহের পর বার বৎসর অতীত হইয়াছে। রাম পঁচিশ বৎসরের পূর্ণ যুবক। তখন তাঁহার চরিত্রের যে মাধুর্য মহর্ষি বাল্মীকি কীর্তন করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এরূপ গুণবান্ পুরুষ আর যেন কখনও পৃথিবীকে অলঙ্কৃত করেন নাই। তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি বীরত্ব সমস্তই অতুলনীয়।[১০]

তখন চৈত্র মাস। দশরথের বাসনা অচিরেই তিনি রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তিনি পরিষদ্ আহ্বান করিয়া তাঁহার বাসনা ব্যক্ত করিলে উপস্থিত প্রজামণ্ডলী, রাজন্যবর্গ, পাত্রমিত্র ও গুরুপুরোহিত সকলেই সানন্দে এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। স্থির

হইল যে, পরদিন প্রাতঃকালে পুষ্যানক্ষত্রের যোগে রামের জন্মলগ্ন কর্কটে শুভ অভিষেক সম্পন্ন হইবে।[১১]

বশিষ্ঠ, বামদেব, সুমন্ত্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের দ্বারা সেই দিনই অভিষেকের দ্রব্যসামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে। দশরথ রামকেও আদেশ করিয়াছেন যে, তিনি যেন সংযত হইয়া সেই রাত্রিতে তৃণশয্যায় শয়ন করেন। সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে। রাম পিতার আদেশের কথা জননীকে জানাইলে পর কৌশল্যা পুত্রকে প্রভূত আশীর্বাদ করিয়াছেন।

রাম স্নানাদি দ্বারা পবিত্র হইয়া সীতার সহিত নারায়ণের আরাধনা করিলেন এবং মৌনী হইয়া সংযতচিত্তে সপত্নীক বিষ্ণুমন্দিরে শয়ন করিয়া রহিলেন।

এইদিকে মন্থরা ও কৈকেয়ীর চক্রান্তে সমস্তই পণ্ড হইতে চলিয়াছে। কৈকেয়ীকে পূর্বপ্রতিশ্রুত দুইটি বর দিয়া সত্যবদ্ধ দশরথ অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া ভূতাবিষ্টের ন্যায় ছট্‌পট্ করিতেছেন। কৈকেয়ীকে শত অনুনয়-বিনয় ও ভৎর্সনা করিয়াও তিনি এই দুরাগ্রহ হইতে নিরস্ত করিতে পারেন নাই। পরদিন প্রাতঃকালে দশরথের আদেশে সুমন্ত্র রামকে মহারাজসমীপে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন।

রাম পিতৃসমীপে যাত্রা করিলেন, লক্ষ্মণও তাঁহার সঙ্গে গেলেন। পথে নানাবিধ মাঙ্গলিক বাদ্য ও ধ্বনি শুনিতে শুনিতে তাঁহারা সুমন্ত্র-চালিত রথে দশরথের মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছেন। পিতার চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহার করুণ বিশুষ্ক মুখ দেখিয়াই রাম ভীত হইয়া পড়েন। কৈকেয়ীকে প্রণাম করিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পর নির্লজ্জা কৈকেয়ী আপনার বরপ্রাপ্তির সকল ঘটনা রামের নিকট প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে অরণ্যযাত্রার নিমিত্ত তাঁহাকে প্রেরণা দিতে লাগিলেন।

তদপ্রিয়মমিত্রঘ্নো বচনং মরণোপমম্।
শ্রুত্বা ন বিব্যথে রামঃ কৈকেয়ীং চেদমব্রবীৎ। ইত্যাদি। ২।১৯।১-৯

—শত্রুহন্তা রাম মৃত্যুতুল্য কষ্টদায়ক এই অপ্রিয় বচন শুনিয়া ব্যথিত হন নাই। তিনি কৈকেয়ীকে বলিলেন— এইরূপই হউক। আমি মহারাজের সত্য পালনের নিমিত্ত জটাবল্কল ধারণ করিয়া বনে যাইতেছি। কিন্তু আমার দুঃখ হইতেছে যে, মহারাজ স্বয়ং আমাকে ভরতের অভিষেকের কথা বলিলেন না। আমি নিজের প্রীতির নিমিত্তই আমার ভাই ভরতকে রাজ্য, প্রাণ, অন্যান্য প্রার্থিত বস্তু, ঐশ্বর্য, এমন কি— সীতাকেও দান করিতে পারি। (রামের সীতা বিষয়ক এই উক্তিটি সঙ্গত হইয়াছে কি না — বিচার্য।)

পুনরায় কৈকেয়ী শীঘ্র যাত্রার নিমিত্ত রামকে ত্বরা দিতে থাকিলে রাম কহিতেছেন— 'দেবি, আমি স্বার্থপর নহি, আপনি আমাকে ঋষিতুল্য মনে করুন। আমি ঋষিগণের ন্যায় শুদ্ধ ধর্মকেই একমাত্র আশ্রয় করিয়াছি। আমি আজই দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব।'

অভিষেকের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত দ্রব্যসম্ভারকে প্রদক্ষিণপূর্বক সেইদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই রাম চলিয়া যাইতেছেন।

ন চাস্য মহতীং লক্ষ্মীং রাজ্যনাশোঽপকর্ষতি।
লোককান্তস্য কান্তত্বাচ্ছীতরশ্মেরিব ক্ষয়ঃ ॥
ইত্যাদি। ২।১৯।৩২,৩৩

—চন্দ্রের ক্ষয়ের ন্যায় রাজ্যের অপ্রাপ্তি রামের অনুপম সৌন্দর্যের কিছুমাত্র অপকর্ষ ঘটাইতে পারে নাই। তিনি বসুন্ধরাকে ত্যাগ করিয়া বনগমনে উদ্যত। জীবন্মুক্ত ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার কোনরূপ চিত্তবিকার লক্ষিত হয় নাই।

প্রাতঃকালে কৌশল্যা পূজা-অর্চায় ব্যাপৃত আছেন। রাম জননীর সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্বক তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত জানাইতেই তিনি মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। সংজ্ঞালাভের পর তিনি বহু বিলাপ করিয়া রামকে অরণ্যগমন হইতে নিবৃত্ত করিবার নানারূপ চেষ্টা করিলেন, জননীর আজ্ঞাপালনে এবং শুশ্রূষায় কাশ্যপের স্বর্গপ্রাপ্তির নজিরও দেখাইলেন, কিন্তু রাম

কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। তিনিও জননীকে পিতৃবাক্য পালনের নিমিত্ত কণ্ডুঋষির গোহত্যা, সগরপুত্রগণের বিনাশ-প্রাপ্তি, জামদগ্ন্যের মাতৃহত্যা প্রভৃতি নজির দেখাইয়া পিতার আদেশ পালনে দৃঢ়তা অবলম্বন করিলেন। জননীর অশ্রুবারিও তাঁহাকে টলাইতে পারে নাই। ক্রুদ্ধ ও তীক্ষ্মভাষী লক্ষ্মণকে সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিয়া রাম পুনরায় সবিনয়ে জননীর অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। কৌশল্যা পুত্রের সহিত অরণ্যে যাইতে চাহিলে রাম কহিলেন যে, পতিসেবাই নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম। জননী কিরূপে সেই ধর্মকে উপেক্ষা করিয়া পুত্রের সহিত যাইবেন ?

রাম কৌশল্যা ও লক্ষ্মণকে আরও কহিতেছেন যে, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই কৈকেয়ী মহারাজের নিকট এই দুইটি বর চাহিয়াছেন। সৎস্বভাবা স্নেহশীলা রাজনন্দিনী কৈকেয়ী দৈবপ্রেরিত হইয়াই এই কাজ করিতেছেন। ইহাতে জননী কৈকেয়ী ও পিতা দশরথের কোন দোষ নাই।[১২]

অগত্যা কৌশল্যাকে অনুমতি দিতে হইল। জননীর অনুমতি লাভের পর পুনঃপুনঃ জননীকে প্রণাম করিয়া জননীর প্রদত্ত মাঙ্গল্য-দ্রব্য ধারণপূর্বক রাম সীতার ভবনে উপস্থিত হইয়াছেন। সীতা এইসকল ঘটনা শোনেন নাই। তিনিও দেবকৃত্য সম্পন্ন করিয়া সানন্দে পতির আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রামকে বিষণ্ণ দেখিয়া সীতা সভয়ে সেই বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাম তাঁহার নিকট সকল ঘটনা ব্যক্ত করিয়া কহিতেছেন—

> সোঽহং ত্বামাগতো দ্রষ্টুং প্রস্থিতো বিজনং বনম্।
> ভরতস্য সমীপে তে নাহং কথ্যঃ কদাচন ॥

ইত্যাদি। ২।২৬।২৪-৩৮

—আমি বনগমনে উদ্যত হইয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। তুমি ভরতের নিকট কখনও আমার প্রশংসা করিও না। সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণ অপরের প্রশংসা সহ্য করিতে পারেন না। ভরতের অনুকূল

আচরণ করিয়াই তোমাকে তাহার নিকট থাকিতে হইবে। আমার বনগমনের পর সর্বদা ব্রত-উপবাসাদির অনুষ্ঠানে কালাতিপাত করিবে। তুমি মাতৃগণের শুশ্রূষা করিও। ভরত ও শত্রুঘ্নকে তুমি ভ্রাতা ও পুত্রের ন্যায় দেখিবে। তাহারা আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়। প্রিয়ে, যাহাতে কাহারও অনিষ্ট হয় না, তুমি সেইরূপ কার্যই করিবে।

সীতা প্রণয়কোপ প্রকাশপূর্বক পতির অনুগামিনী হইবার যুক্তি প্রদর্শন করিলে পর রাম অরণ্যের ভীষণতা ও অরণ্যবাসে দুঃখকষ্টের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু সীতা কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। অগত্যা রামকে বলিতে হইল—

অনুগচ্ছস্ব মাং ভীরু সহধর্মচরী ভব। ইত্যাদি। ২।৩০।৪০-৪৩

—প্রিয়ে, আমি তোমাকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইলাম। তুমি আমার অনুগমন কর ও সহধর্মচারিণী হও। তোমার এই দৃঢ়তা তোমার পিতৃবংশ ও শ্বশুরবংশের উপযুক্তই হইয়াছে। তুমি এখন ব্রাহ্মণগণকে ভোজ্যদ্রব্যাদি দান কর। এখন তোমাকে ছাড়িয়া স্বর্গে যাইতেও আমার স্পৃহা নাই।

রাম-সীতার কথোপকথনের সময় লক্ষ্মণও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল অশ্রুজলে প্লাবিত। এবার তিনি অগ্রজের চরণদ্বয় দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিলেন। তিনিও বনগমনের কাতর প্রার্থনা জানাইলে রাম কহিতেছেন—'ভ্রাতঃ, তুমি ধীর ও ধার্মিক, তুমি আমার প্রাণসম, তুমি আমার বাধ্য ও অধীন। এইজন্যই তোমাকে সখার মত মনে করি। কিন্তু তুমি আমার অনুগমন করিলে কৌশল্যা ও সুমিত্রা—এই দুই জননীকে কে দেখিবে ?

অভিবর্ষতি কামৈর্যঃ পর্জন্যঃ পৃথিবীমিব।
স কামপাশপর্যস্তো মহাতেজা মহীপতিঃ॥ ইত্যাদি।
২।৩১।১২-১৭

—মেঘ যেমন পৃথিবীকে জলদানে পরিতৃপ্ত করে, মহারাজ দশরথও এতকাল পর্যন্ত সেইরূপ সকলের প্রার্থিত বস্তু প্রদান করিয়াছেন,

পর্যন্ত না যাইয়াই তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে তুলিয়া পালঙ্কে শয়ন করাইলেন। রাম পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া কহিতেছেন—'মহারাজ, আমি দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিতেছি, আপনি শুভদৃষ্টিতে একবার আমাকে অবলোকন করুন। নানাবিধ সঙ্গত কারণ দেখাইয়াও আমি সীতা ও লক্ষ্মণকে নিরস্ত করিতে পারি নাই। ইহারাও আমার অনুগমন করিবেন। আপনি ইহাদিগকেও সম্মতি দিন। প্রজাপতি যেরূপ সনক সনৎকুমার প্রমুখ পুত্রগণকে তপস্যার নিমিত্ত অরণ্যগমনের অনুমতি দিয়াছিলেন, আপনিও আমাদের তিনজনকে সেইরূপ অনুমতি দিন।'

বহুবিধ করুণ বিলাপ ও আর্তনাদ করিতে করিতে মৃতকল্প দশরথ অনুমতি দিয়াছেন। সকলের সুকরুণ হাহাকার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল।

কৈকেয়ীর আনীত বল্কল পরিধান করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ তপস্বীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাম সীতার পট্টবস্ত্রের উপরেই চীরবন্ধন করিয়া দিলেন। তিনি ভৃত্যগণের দ্বারা খুন্তি ও পেটারা (ঝুড়ি) আনাইয়া সঙ্গে লইয়াছেন। দশরথ নিখিল সৈন্যসামন্ত ও ধনরত্ন রামের সঙ্গে দিতে চাহিলে রাম সবিনয়ে পিতাকে বাধা দিয়া কহিয়াছেন—

রজ্জুস্নেহেন কিং তস্য দদতঃ কুঞ্জরোত্তমম্ ।২।৩৭।৩

—শ্রেষ্ঠ হস্তীটিকে পরিত্যাগ করার পর হস্তিবন্ধনের রজ্জুর প্রতি আকর্ষণের কি সার্থকতা আছে ?

স্বয়ং দশরথ, পাত্রমিত্র এবং প্রজামণ্ডলী রামের অনুগমন করিতে চাহিলে রাম তাঁহাদিগকেও প্রবোধ দিয়াছেন। রাম অতি করুণকণ্ঠে দশরথের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন যে, তাঁহার বৃদ্ধা জননী যাহাতে পুত্রশোকে প্রাণ পরিত্যাগ না করেন, মহারাজ যেন সেই বিষয়ে সদয় দৃষ্টি রাখেন এবং তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করেন।

দশরথের আদেশে সুমন্ত্র রাজোচিত রথ সুসজ্জিত করিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন। রাম জননীকে প্রণামপূর্বক কহিতেছেন—

অম্ব মা দুঃখিতা ভূত্বা পশ্যেস্ত্বং পিতরং মম্।
ক্ষয়োঽপি বনবাসস্য ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি॥ ইত্যাদি।

২।৩৯।৩৪,৩৫

—মা, আপনি দুঃখিত হইয়া আমার বনবাসের জন্য পিতৃদেবকে কুদৃষ্টিতে দেখিবেন না। অতি সত্বরই বনবাসের নির্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হইবে। শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন যে, বন্ধুগণে পরিবৃত হইয়া আমি ফিরিয়া আসিয়াছি।

তারপর সাশ্রুকণ্ঠা তিনশত পঞ্চাশজন জননীকে লক্ষ্য করিয়া রাম জোড়হাতে কহিতেছেন—'জননিগণ, সর্বদা একত্র অবস্থানহেতু অজ্ঞানতাবশতঃ যদি কোন অন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকি, তবে আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।'

সকলের বিলাপ-ধ্বনিতে গৃহটি যেন দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। গুরুজনের চরণে প্রণামপূর্বক রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা রথে আরোহণ করিয়াছেন। সমগ্র অযোধ্যাপুরী যেন কাঁদিতে লাগিল। জনক-জননী রথের অনুগমন করিতেছেন দেখিয়াও ধর্মপাশবদ্ধ রাম তাঁহাদের প্রতি স্পষ্টভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই। অযোধ্যার জনগণ শোকে আকুল হইয়া রথের পশ্চাতে ছুটিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতি স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া রাম কহিতেছেন—'আমাকে তোমরা যেরূপ স্নেহ ও প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিয়া থাক, ভরতকেও সেইরূপ দেখিবে। ভরত অবশ্যই তোমাদের প্রিয় ও হিতকর কার্যে রত থাকিবেন। ভরত ধার্মিক, জ্ঞানী, কোমলস্বভাব ও শক্তিশালী। মহারাজ দশরথ যাহাতে আমার শোকে সন্তপ্ত না হন, তোমরা সেইরূপ আচরণ করিবে।'

বৃদ্ধ জ্ঞানী তপস্বী ব্রাহ্মণগণ বার্ধক্যবশতঃ কম্পিতদেহে রথের অনুগমন করিতেছিলেন। তাঁহারা আর ফিরিবেন না মনে করিয়া অগ্নিহোত্রের অগ্নিকে সঙ্গে লইয়াই চলিয়াছেন। তাঁহাদের আর্তস্বরে ব্যথিত হইয়া রাম লক্ষ্মণ ও সীতা সহ রথ হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে

পদব্রজে বনের দিকে চলিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ অতি স্নেহপূর্ণ করুণ বচনে রামকে অযোধ্যায় ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন। তথাপি তাঁহারা রামের সঙ্গ ছাড়েন নাই। সন্ধ্যাকালে সকলে তমসাতীরে উপস্থিত হইলেন। জলমাত্র পান করিয়াই সকলে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিতেছেন। লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র জাগিয়া আছেন। শেষরাত্রিতে শয্যা ত্যাগ করিয়া রাম দেখিতে পাইলেন যে, কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। তিনি লক্ষ্মণকে কহিলেন—'ভ্রাতঃ, আমাদের অনুগমনকারী ব্যক্তিগণের নিদ্রাভঙ্গের পূর্বেই আমরা প্রস্থান করিব। আমাদের দুঃখ দ্বারা ইঁহাদিগকে দুঃখিত করা উচিত হইবে না। আমাদিগকে দেখিতে না পাইলেই ইঁহারা ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইবেন।' লক্ষ্মণও অগ্রজের এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। রামের নির্দেশে সুমন্ত্র তখনই রথ প্রস্তুত করিয়াছেন। রাম তৎক্ষণাৎ ভ্রাতা ও পত্নী সহ রথে আরোহণ করিয়া তমসা-নদী উত্তীর্ণ হইলেন। অনুগমনকারী পুরবাসিগণকে বিভ্রান্ত করিবার উদ্দেশ্যে উত্তরাভিমুখে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া পরে দক্ষিণ দিকে যাইবার নিমিত্ত রাম সুমন্ত্রকে নির্দেশ দেন।

নিদ্রোত্থিত পুরবাসিগণ রামকে না দেখিয়া বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। রথের চিহ্ন অনুসরণ-পূর্বক কিছু দূর পর্যন্ত যাওয়ার পরেই তাঁহারা আর পথ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। অনন্যোপায় হইয়া অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে তাঁহাদিগকে নিরানন্দ অযোধ্যায় ফিরিতে হইল। রাম সেই অবশিষ্ট রাত্রিতেই অনেক পথ অতিক্রম করিয়াছেন।

পরদিন প্রাতঃকালে তিনি উত্তর কোশলের জনপদসমূহে প্রজামণ্ডলীর বিলাপ ধ্বনি ও কৈকেয়ীর নিন্দা শুনিতে শুনিতে সেই দেশ অতিক্রম করেন। এইরূপে দক্ষিণ দিকে চলিতে চলিতে বেদশ্রুতি, গোমতী ও স্যন্দিকা নদী পার হইলেন। এই সময়ে যেন পুনঃপুনঃ জন্মভূমির কথা তাঁহার মনে হইতেছিল। তিনি সুমন্ত্রকে কহিতেছিলেন

যে, কতদিন পরে পুনরায় তিনি জনক-জননীকে দেখিতে পাইবেন এবং সরযূতীরের পুষ্পিত কাননে মৃগয়া করিতে পারিবেন। অযোধ্যার দিকে মুখ ফিরাইয়া রাম জোড়হাতে কহিতেছেন—'হে কাকুৎস্থপরিপালিতে অযোধ্যানগরি, আমি পিতৃসত্য পালনের নিমিত্ত তোমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি, পুনরায় জনক-জননীর সহিত তোমাকে দর্শন করিব।' তারপর দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে দীনভাবে জনপদবাসিগণকে কহিতেছেন যে, সকলের ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন। কেহ যেন আর তাঁহার নিমিত্ত বিলাপ না করেন।

এইভাবে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চলিতে চলিতে তিনি গঙ্গার উত্তর তীরে পৌঁছিয়াছেন। সেখানে শৃঙ্গবেরপুরে (মির্জাপুরের নিকটে) নিষাধপতি গুহের রাজধানী। নিষাদরাজ রামের সখা ছিলেন। রামের আগমনবার্তা শুনিয়াই তিনি অমাত্য ও জ্ঞাতিবর্গকে সঙ্গে লইয়া রামের নিকট আসিতেছেন। রামও দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন। দুই সখা পরস্পর অলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়াছেন। রামের আগমনে গুহ নিজেকে ধন্য মনে করিলেন। তিনি যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া নানাবিধ স্বাদু ভোজ্যদ্রব্য ও অর্ঘ্যাদি সমর্পণ করিয়া কহিতেছেন যে, অনেক সৌভাগ্য থাকিলে এরূপ অতিথির শুভাগমন ঘটে। গুহের সবিনয় বচনের উত্তরে রাম কহিলেন—'তোমার প্রীতিদত্ত সকল বস্তুই আমি স্বীকার করিতেছি, কিন্তু এখন আমি চীরাজিনধারী বনবাসী বলিয়া প্রতিগ্রহ করিতে পারি না। তুমি আমার রথের অশ্বগণের উদ্দেশ্যে যে খাদ্য আনিয়াছ, তাহাতেই আমি সম্মানিত হইয়াছি।'[১৪]

সায়ংসন্ধ্যা সমাপনান্তে লক্ষ্মণের দ্বারা আনীত গঙ্গাজল মাত্র পান করিয়া রাম সীতার সহিত গঙ্গাতীরেই ভূমিশয্যায় শয়ন করিলেন। লক্ষ্মণ ও গুহ নিকটেই এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া নানাবিধ কথা-বার্তায় রাত্রি কাটাইলেন।

পরদিন, অর্থাৎ অরণ্যযাত্রার তৃতীয় দিন প্রাতঃকালেই রামের অভিপ্রায় অনুসারে গুহ নৌকা দ্বারা তাঁহাদের গঙ্গা উত্তরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাম দক্ষিণ হস্তে সুমন্ত্রকে স্পর্শ করিয়া কহিতেছেন—'এবার তুমি রথ লইয়া অযোধ্যায় মহারাজের নিকট গমন কর। প্রমাদশূন্য হইয়া তাঁহার কাছে অবস্থান করিবে। আমরা পদব্রজে অরণ্যে প্রবেশ করিব।' সুমন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন দেখিয়া রাম তাঁহাকে মধুরস্বরে কহিতেছেন —'তোমার ন্যায় সুহৃদ্ আমাদের আর কেহই নাই। মহারাজ এখন বৃদ্ধ, শোকাকুল ও কামভারে অবসন্ন। কৈকেয়ীর প্রীতিবিধানের নিমিত্ত মহারাজ যে আদেশ করিবেন, তুমি সযত্নে তাহা পালন করিবে।'

তারপর জনক-জননী ও ভরতকে বলিবার উদ্দেশ্যে অনেক কিছু বলিয়া রাম সুমন্ত্রকে বিদায় দিবার সময় কহিতেছেন—

নগরীং ত্বাং গতং দৃষ্ট্বা জননী মে যবীয়সী।
কৈকেয়ী প্রত্যয়ং গচ্ছেদিতি রামো বনং গতঃ ॥ ইত্যাদি।

২।৫২।৬১,৬২

—তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলে তোমাকে দেখিয়া আমার কনিষ্ঠা জননী কৈকেয়ী বিশ্বাস করিবেন যে, রাম বনে গিয়াছেন। অন্যথা আশঙ্কা করিয়া মহারাজকে মিথ্যাবাদী মনে করিবেন।

রাম গুহকে কহিলেন যে, তিনি আত্মীয়-স্বজনবর্জিত আশ্রমে বাস করিবেন এবং আশ্রমোচিত নিয়ম অনুসরণ করিবেন। তাঁহার শিরে জটাধারণের উদ্দেশ্যে গুহ যেন বটবৃক্ষের ক্ষীর লইয়া আসেন। গুহের আনীত বটক্ষীরে রাম ও লক্ষ্মণ কেশগুচ্ছকে জটায় পরিণত করিয়াছেন। তারপর নৌকায় গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবতরণ করিয়া তাঁহারা পদব্রজে চলিতেছেন। রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন—'জনসঙ্কুল বা নির্জন বনে যেখানেই যাই না কেন, তুমি সীতাকে রক্ষা করিবে।'

অগ্রতো গচ্ছ সৌমিত্রে সীতা ত্বামনুগচ্ছতু।
পৃষ্ঠতোঽনুগমিষ্যামি সীতাং ত্বাং চানুপালয়ন্ ॥ ২।৫২।৯৫

—ভ্রাতঃ, তুমি অগ্রে গমন কর। সীতা তোমার পশ্চাতে গমন করুন। আমি সীতা ও তোমাকে রক্ষা করিয়া পশ্চাতে গমন করিব।

অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা বৎসদেশে (প্রয়াগের নিকট, যমুনার উত্তরতীরে) উপস্থিত হইয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণ সেখানে বরাহ, ঋষ্য, পৃষত ও মহারুরু নামক চারিটি মহামৃগ হনন করিয়া সেইগুলিকে লইয়া সন্ধ্যার সময় একটি বৃক্ষতলে গমন করেন। তখন তাঁহারা অতিশয় ক্ষুধার্ত ছিলেন।

তিন দিনের মধ্যে একমাত্র জল ব্যতীত তাঁহারা আর কিছুই খান নাই। আজ রাত্রিতে এই চারিটি মৃগের মাংস খাইবেন। ইহাতে বোঝা যাইতেছে—রাম যেমন উপবাস করিতে পারেন, তেমন খাইতেও পারেন।

সন্ধ্যার পর বৃক্ষমূলে তৃণশয্যায় বসিয়া রাম লক্ষ্মণকে কহিতেছেন—'ভ্রাতঃ, জনপদের বাহিরে আজ আমাদের প্রথম রাত্রি উপস্থিত হইয়াছে। সুমন্ত্রও আমাদের নিকটে নাই। তুমি উৎকণ্ঠিত হইবে না। আজ হইতে প্রতি রাত্রিতেই আমাদিগকে জাগিয়া থাকিতে হইবে। আজ মহারাজ দশরথের দুঃখের ও কৈকেয়ীর আনন্দের অন্ত নাই। ভরতকে উপস্থিত দেখিয়া রাজ্যলাভের নিমিত্ত কৈকেয়ী মহারাজের প্রাণহানি করেন কি না—আশঙ্কা করিতেছি। মহারাজ বৃদ্ধ ও আমাদের বিরহে শোকাকুল। তিনি এখন অজিতেন্দ্রিয় ও কৈকেয়ীর বশীভূত। এই অবস্থায় তিনি কি করিবেন? তাঁহার এই দুঃখ ও মতিভ্রম দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, সংসারে অর্থ ও ধর্ম হইতে কামই প্রবল। কোন মূর্খ ব্যক্তিও স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত আমার ন্যায় আজ্ঞাবহ পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। কৈকেয়ীপুত্র ভরত পত্নীর সহিত আনন্দিত হইবেন। পিতা দশরথ পরলোক গমন করিলে আমি অরণ্যবাসী হওয়ায় ভরত একাকী রাজ্যসুখ ভোগ করিবেন। যে-ব্যক্তি অত্যন্ত কামাসক্ত, সে মহারাজ

দশরথের ন্যায় বিপন্ন হইয়া থাকে। সৌম্য, আমার মনে হইতেছে যে, দশরথের বিনাশ, আমার নির্বাসন এবং ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্তই কৈকেয়ী আমাদের গৃহে আসিয়াছিলেন। আমারই জন্য হয়তো সৌভাগ্যমদমোহিতা কৈকেয়ী কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে কষ্ট দিতেছেন। আমাদের জন্য জননী সুমিত্রাকেও অতি দুঃখে বাস করিতে হইবে। ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ, তুমি আগামী প্রাতঃকালেই অযোধ্যায় যাত্রা কর। আমি একাকী সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব। তুমি অনাথা কৌশল্যাদেবীকে রক্ষা করিবে। পাপচিন্তা কৈকেয়ী তোমার ও আমার জননীকে বিষও দিতে পারেন। আমার জননীর নিতান্তই দুর্ভাগ্য। কোন মহিলা যেন আমার ন্যায় দুঃখপ্রদ পুত্রের জননী না হন। আমি ক্রুদ্ধ হইলে অযোধ্যা, এমন কি, সমগ্র পৃথিবীকেই বাহুবলে অধিকার করিতে পারি। অধর্ম ও পরলোকের ভয়ে ভীত বলিয়াই আমি অভিষিক্ত হইতে পারি নাই।'[১৫]

এতদন্যচ্চ করুণং বিলপ্য বিজনে বহু।
অশ্রুপূর্ণমুখো দীনো নিশি তূষ্ণীমুপাবিশৎ ॥ ২।৫৩।২৭

—নির্জ্জন বনে রাত্রিকালে এইভাবে নানা কথায় করুণ বিলাপ করিয়া রাম দীনভাবে অশ্রুপূর্ণমুখে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

পরে অন্যত্র (৩।১৬।৩৭) লক্ষ্মণের মুখে কৈকেয়ীর নিন্দা শুনিয়া রাম লক্ষ্মণকে সেইরূপ নিন্দা করিতে নিষেধ করিবেন। পরন্তু উল্লিখিত কথাগুলিতে রামের অন্যরূপ মনোভাব দেখা যাইতেছে। এইজন্য 'তিলক' টীকাকার কহিতেছেন যে, ভগবানের এইসকল উক্তি লক্ষ্মণের মনোভাব পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। এইসকল উক্তি যথার্থ নহে। কিন্তু আমরা এই অভিমত মানিয়া লইতে পারি না। কোশল দেশ পরিত্যাগের পরেই আমরা রামের মুখমণ্ডল অশ্রুপ্লাবিত দেখিয়াছি। এইসকল উক্তির পরেও দেখিতেছি যে, তিনি অশ্রুপূর্ণমুখে দীনভাবে বসিয়া আছেন। উক্তির মূলে যদি দুঃখ, ক্ষোভ, শোক, ঘৃণা, বিষাদ ও অভিমান না থাকিত, তবে চোখে জল আসিত না। শুধু লক্ষ্মণকে

পরীক্ষা করার নিমিত্ত এইসকল কথা বলিলে চোখে জল আসিবে কেন? আর প্রথম হইতেই রামকে ভগবান্ বলিয়া যদি স্থির করি, তবে তো তাঁহার চরিত্র সমালোচনার যোগ্যই নহে, সেইরূপ চরিত্র তো লীলামাত্র। লীলাচ্ছলে এইশ্রেণীর মনুষ্যোচিত ব্যবহারের অন্যবিধ তাৎপর্য নির্ণয়ের কোন প্রয়োজনই নাই। অতএব আমরা সবিনয়ে বলিব যে, দুঃখ, ক্ষোভ, শোক, ঘৃণা ও আত্মশ্লাঘা প্রভৃতি হইতে রামও সম্ভবতঃ মুক্ত ছিলেন না।

চতুর্থ দিবসে প্রাতঃকালেই রাম বৎসদেশ হইতে যাত্রা করিয়া গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে পৌঁছিয়াছেন। এই প্রয়াগেই ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রম। সন্ধ্যাকালে মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা তিনজনে মুনির চরণে প্রণাম করিলেন। মুনি তাঁহাদের পরিচয় জানিয়া যথাবিধি সৎকারপূর্বক কহিতেছেন—'রাম, আমি বহুকাল হইতে এই আশ্রমে তোমার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছি। তুমি বিনা কারণে নির্বাসিত হইয়াছ, ইহাও আমি শুনিয়াছি। এই স্থানটি পবিত্র, নির্জন ও রমণীয়। তুমি এইখানেই বাস কর।' রাম সবিনয়ে মুনিকে কহিলেন যে, প্রয়াগ অযোধ্যা হইতে খুব দূরে নহে। এইস্থানে বাস করিলে অযোধ্যাবাসিগণ প্রায়ই তাঁহাদিগকে দেখিবার উদ্দেশ্যে এই আশ্রমে আসিবেন, এইকারণে এই স্থানে বাস করা তাঁহার অনভিপ্রেত। ভরদ্বাজের নিকট হইতে তিনি এমন একটি আশ্রমের সন্ধান জানিতে চাহেন, যে-স্থান নির্জন এবং সীতা যেখানে আনন্দে থাকিতে পারেন। ভরদ্বাজ প্রয়াগ হইতে মাত্র দশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত পুণ্যভূমি চিত্রকূট-পর্বতের (যুক্তপ্রদেশে বান্দা জিলায়) নাম করেন। ভরদ্বাজের প্রদত্ত ফলমূলাদি গ্রহণ করিয়া মুনির সহিত নানা সৎপ্রসঙ্গে রাম সেই রাত্রি মুনির আশ্রমেই যাপন করিলেন।

পরদিন (অরণ্যযাত্রার পঞ্চম দিন) প্রাতঃকালে মুনি হইতে পথের বিস্তৃত বিবরণ জানিয়া মুনির আশীর্বাদ গ্রহণপূর্বক রাম চিত্রকূটে যাত্রা করিয়াছেন। কাঠের দ্বারা একটি বৃহৎ ভেলা নির্মাণ

করিয়া সেই ভেলায় তাঁহারা যমুনা পার হইলেন। যমুনার দক্ষিণতীরে যাইয়া এক ক্রোশ পথ অতিক্রমের পর যমুনাতীরবর্তী বনে রাম ও লক্ষ্মণ অনেকগুলি পবিত্র মৃগ বধ করিয়া সকলে সেই মাংস ভক্ষণ করেন। সেই মনোহর বনে যথেচ্ছ বিহার করিয়া সায়ংকালে তাঁহারা যমুনাতীরে একটি সমতল প্রদেশে অবস্থিতি করিয়াছেন।

পরদিন (ষষ্ঠ দিন) প্রাতঃকালে পুণ্যসলিলে স্নানাদির পর তাঁহারা পথিমধ্যে বসন্তশোভা দেখিতে দেখিতে পথ চলিতেছেন। সম্ভবতঃ মধ্যাহ্নের পূর্বেই তাঁহারা চিত্রকূট-পর্বতে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রথমতঃ তাঁহারা মহর্ষি বাল্মীকির (রামায়ণ-প্রণেতা নহেন) আশ্রমে যাইয়া মহর্ষিকে প্রণাম করেন। মহর্ষি কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া রাম মহর্ষির নিকট আত্মপরিচয় দিয়া বনগমনের কারণ প্রভৃতি নিবেদন করিয়াছেন। তারপর রাম সেইদিনেই লক্ষ্মণের দ্বারা মহর্ষির আশ্রমের নিকটে মাল্যবতী নদীর তীরে কাষ্ঠাদি দ্বারা একখানি পর্ণকুটীর নির্মাণ করাইয়াছেন। কুটীর নির্মাণের পর রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন—

ঐণেয়ং মাংসমাহৃত্য শালাং যক্ষ্যামহে বয়ম্।
কর্তব্যং বাস্তুশমনং সৌমিত্রে চিরজীবিভিঃ॥ ২।৫৬।২২

—সুমিত্রানন্দন, হরিণের মাংস সংগ্রহ করিয়া আমরা এই কুটীরে বাস্তু-দেবতার পূজা করিব। যাঁহারা দীর্ঘজীবী হইতে ইচ্ছুক, বাস্তুশান্তি করা তাঁহাদের কর্তব্য।

রামের আদেশে লক্ষ্মণ একটি কৃষ্ণমৃগ বধ করিয়া আগুনে পোড়াইলেন। মৃগদেহ রক্তক্ষরণশূন্য ও তপ্ত হইলে পর রাম মন্ত্রপাঠ-পূর্বক সেই মৃগমাংসের দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণ সহ ধ্রুব-নক্ষত্রযুক্ত শুভ মুহূর্তে গৃহপ্রবেশ করিলেন। মনোহর চিত্রকূটের শোভাদর্শনে তাঁহাদের অযোধ্যা-ত্যাগের দুঃখ তিরোহিত হইল।

পর্বত ও মন্দাকিনীর (মাল্যবতী) শোভা দর্শনে রামসীতা মুগ্ধ হইয়াছেন। রাম সীতাকে কহিতেছেন—

উপস্পৃশংস্ত্রিষবণং মধুমূলফলাশনঃ।
নাযোধ্যায়ৈ ন রাজ্যায় স্পৃহয়ে চ ত্বয়া সহ ॥ ২।৯৫।১৭

—তোমার সহিত এই স্থানে তিনবেলা স্নান এবং মধু ও ফলমূল ভক্ষণ করিয়া আমি অযোধ্যা ও রাজ্যের প্রতি স্পৃহা পোষণ করি না।

অরণ্যবাসের সময় তাঁহারা ফলমূল, পুষ্পমধু ও মৃগয়ালব্ধ প্রচুর মৃগমাংস আহার করিতেন। যথারীতি পাক না করিয়া শুধু অগ্নিতপ্ত মাংসই আহার করিতেন।[১৬]

মৃগয়া যে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দূষণীয় নহে, এই কথাও রামের মুখেই শোনা যাইতেছে। মৃগয়াতে তাঁহারও খুব উৎসাহ ছিল।[১৭]

রামের অযোধ্যা পরিত্যাগের পর পাঁচ সপ্তাহ অতীত হইয়াছে। একদিন অকস্মাৎ চিত্রকূটের নিকটেই আকাশস্পর্শী ধূলিরাশি উত্থিত হইল ও তুমুল কোলাহল শ্রুত হইল। বন্য পশুসমূহ ভয়ে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। রামের আদেশে লক্ষ্মণ একটি শালগাছে উঠিয়া উত্তরদিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন যে, হাতী ঘোড়া ও রথ সহ অনেক সৈন্য যেন চিত্রকূটের দিকেই আসিতেছে। একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের নিকটে কোবিদারের (রক্তকাঞ্চনবৃক্ষ) ধ্বজযুক্ত রথ দেখিয়া লক্ষ্মণ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগের উদ্দেশ্যে ভরতই সৈন্যসামন্ত সহ আসিতেছেন। লক্ষ্মণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া ভরতের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

রাম লক্ষ্মণের ক্রোধোদ্ধত বচন শুনিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিতেছেন—'ভ্রাতঃ, যুদ্ধে ভরতকে কেন বধ করিবে? আত্মীয়-বন্ধুগণকে বিনাশ করিয়া যে-বস্তু লাভ হয়, তাহা আমার নিকট বিষমিশ্রিত ভক্ষ্যদ্রব্যের মত। তোমাদের সুখের নিমিত্তই আমি ধর্ম অর্থ, কাম ও পৃথিবী কামনা করি। এই সসাগরা পৃথিবী আমার নিকট দুর্লভ নহে, কিন্তু অধর্মের দ্বারা ইন্দ্রত্ব লাভ করিতেও আমি ইচ্ছা করি না।'

'আমি মনে করি, ভ্রাতৃবৎসল ভরত সকল ঘটনা শুনিয়া শোকে বিহ্বল হইয়া স্নেহাকুলচিত্তে আমাদিগকে দেখিতে আসিতেছে। তাহার কোন অসৎ উদ্দেশ্য নাই। জননী কৈকেয়ীকে কর্কশবাক্যে তিরস্কার করিয়া এবং পিতাকে প্রসন্ন করিয়া ভরত আমাকে রাজ্য দান করিতে আসিতেছে। ভরত কি পূর্বে কখনও তোমার কোন অনিষ্ট করিয়াছে, যাহার জন্য এইপ্রকার আশঙ্কা করিতেছ? ভরতকে কোন অপ্রিয় কথা বলিলে তাহা আমাকেই বলা হইবে। লক্ষ্মণ, ভ্রাতা কি নিজের প্রাণসম ভ্রাতাকে হত্যা করিতে পারে? রাজ্যের নিমিত্তই যদি তুমি এইরূপ বলিয়া থাক, তবে তোমাকে রাজ্য দান করিবার নিমিত্ত আমি ভরতকে বলিব। ভরত আমার কথা অমান্য করিবে না।' ১৮

রামের বাক্য শুনিয়া লক্ষ্মণ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া যেন স্বীয় গাত্রে প্রবেশ করিলেন। দশরথের শত্রুঞ্জয়-নামক বিশাল বৃদ্ধ হস্তীটিকে সৈন্যগণের পুরোভাগে দেখিয়া তাঁহারা ভাবিলেন যে, দশরথই বুঝি তাঁহাদিগকে অযোধ্যায় লইয়া যাইতে আসিতেছেন। পিতার সেই শুভ্র ছত্রটি না দেখিয়া রাম সংশয়ান্বিত হইলেন। রামের আদেশে লক্ষ্মণও শালগাছ হইতে নামিয়া আসিয়াছেন।

অল্পক্ষণ পরেই বিলাপ করিতে করিতে জটাচীরধারী কৃশ বিবর্ণ ভরত ও শত্রুঘ্ন আসিয়া অগ্রজের পাদমূলে পতিত হইলেন। রাম তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ভরতের মস্তক আঘ্রাণপূর্বক তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রাম কহিতেছেন—

ক্ব নু তেঽভূৎ পিতা তাত যদরণ্যং ত্বমাগতঃ।
ন হি ত্বং জীবতস্তস্য বনমাগন্তুমর্হসি॥ ইত্যাদি। ২।১০০।৪

—বৎস, তোমার পিতা কোথায়? তুমি যে অরণ্যে আসিলে? পিতার জীবদ্দশায় তুমি তো অরণ্যে আসিতে পার না।

অতঃপর অযোধ্যার সকলের কুশল জিজ্ঞাসা এবং জিজ্ঞাসাচ্ছলে প্রসঙ্গতঃ রাজধর্ম বিষয়ে ভরতকে অনেক কিছু বলার পর রাম

ভরতের মুখে শুনিতে পাইলেন যে, পিতা দশরথ পুত্রশোক সহ্য করিতে না পারিয়া স্বর্গত হইয়াছেন।[১৯]

এই সংবাদে রাম মূর্ছিত হইয়া পড়েন। লক্ষ্মণ এবং সীতাও শোকে কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। সংজ্ঞা-প্রাপ্ত হইয়া রাম পিতার উদ্দেশে তর্পণ ও পিণ্ডদানের নিমিত্ত মন্দাকিনী-নদীতে (মাল্যবতী) অবতরণ করিয়া প্রথমতঃ তর্পণ করেন। পরে মন্দাকিনীর তীরে কুশের আস্তরণের উপর বদরীফল ও তিলযুক্ত ইঙ্গুদিফলের পিণ্ড দান করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি কহিতেছেন—

ইদং ভুঙ্‌ক্ষ্ব মহারাজ প্রীতো যদশনা বয়ম্।
যদন্নাঃ পুরুষা রাজন্ তদন্নাঃ পিতৃদেবতাঃ॥ ২।১০৩।৩০

—মহারাজ, আমাদের যাহা ভোজ্য, আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহাই ভোজন করুন। মানুষ স্বয়ং যাহা আহার করিয়া থাকে, তাহার পিতৃগণ ও দেবতাগণ তাহাই আহার করেন।

পিতার উদ্দেশে পিণ্ডদানের পর চিত্রকূট-পর্বতে আসিয়া রাম ভ্রাতৃগণকে আলিঙ্গন করিয়া উচ্চকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। পর্বতের নিম্নদেশে অবস্থিত ভরতসৈন্যগণ এবং পাত্রমিত্রগণও এই রোদনধ্বনি শুনিয়া তখন রামের সমীপে উপস্থিত হইলেন। রাম প্রত্যেকের সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি করিয়াছেন। মহর্ষি বশিষ্ঠের সহিত কৌশল্যাদি জননীগণও পরে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। রাম সকলের চরণে প্রণাম করিয়াছেন।

পরদিন প্রভাতে সকলেই রামকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন। ভরত তখন সবিনয়ে অতি করুণ ভাষায় অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিবার নিমিত্ত রামের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। রামও স্নেহপূর্ণস্বরে সমুচিত যুক্তিবিন্যাসপূর্বক ভরতের এই প্রার্থনা পূরণে নিজের অসামর্থ্যের কথা ভরতকে শোনাইয়াছেন। পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিয়াও ভরতের বাসনা পূর্ণ হয় নাই। জাবালি-নামক একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরলোক, ধর্ম, অধর্ম প্রভৃতির কোন

অস্তিত্বই নাই বলিয়া এক সুদীর্ঘ বক্তৃতার দ্বারা রামকে অযোধ্যায় ফিরাইবার চেষ্টা করিলে পর রাম তাঁহার বক্তৃতায় বিরক্তি প্রকাশ করেন। জাবালির নাস্তিক্যমত খণ্ডনপূর্বক রাম সর্বসমক্ষে আস্তিক্যমত স্থাপন করিয়া তাঁহার সঙ্কল্পে অটুট রহিয়াছেন। রাম জাবালিকে তাঁহার বক্তৃতার জন্য তিরস্কার করিলে জাবালি কহিলেন যে, তিনি সময়বিশেষে আস্তিক, আবার সময়বিশেষে নাস্তিকও হইয়া থাকেন। রামকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি নাস্তিক্যমত অবলম্বন করিয়াছিলেন।[২০]

ইক্ষ্বাকুবংশে চিরকাল জ্যেষ্ঠ পুত্রই সিংহাসনের অধিকারী হইয়া থাকেন—এই বিষয়ে অসংখ্য নজির দেখাইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ রামকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছেন। বশিষ্ঠ এবার দশরথ ও রামের আচার্যত্বের দাবীতে আদেশের সুরে রামকে বলিলেন যে, আচার্যের আদেশ পালনে রাম পিতৃসত্য হইতে ভ্রষ্ট হইবেন না এবং তাঁহার কোন পাপও হইবে না। আচার্যের এই আদেশকেও রাম সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন।

ভরত অতি দুঃখিতচিত্তে রামের পর্ণকুটীরের দ্বারদেশে কুশাস্তরণ করিয়া ধরনা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ক্ষত্রিয়দের পক্ষে এইপ্রকার ধরনা দেওয়া অবৈধ—এই কথা বলিয়া রাজর্ষিসত্তম রাম ভরতকে নিবৃত্ত করিয়াছেন। এবার ভরত রামের প্রতিনিধিরূপে নিজেই চৌদ্দ বৎসর বনবাসের দ্বারা পিতৃসত্য পালন করিবেন—এই সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে রাম কহিলেন—

উপধির্ন ময়া কার্যো বনবাসে জুগুপ্সিতঃ।
যুক্তমুক্তঞ্চ কৈকেয্যা পিত্রা মে সুকৃতং কৃতম্॥ ইত্যাদি।

২।১১১।২৯-৩২

—আমি এই বনবাসে কোনরূপ কপটতা করিব না। নিজে সমর্থ হইয়াও ভরতকে প্রতিনিধি করিলে তাহা অতিশয় নিন্দনীয় হইবে। কৈকেয়ীদেবী ও পিতৃদেব সঙ্গত কার্যই করিয়াছেন। সত্যনিষ্ঠ

মহানুভব ভরতের চরিত্র আমি জানি। ভরত রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেই পিতৃদেবকে অসত্য হইতে মুক্ত করা হইবে।

নারদাদি দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ এই দেবচরিত্র ভ্রাতৃযুগলের এইপ্রকার মিলন সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাবণবধের নিমিত্ত রাম-সীতার বনবাসই তাঁহাদের কাম্য। তাঁহারা ভরতের অনেক প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, রামের বাক্য পালন করাই ভরতের পক্ষে উচিত হইবে।

ভরত পুনরায় কাতরস্বরে রামকে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার প্রার্থনা জানাইলে পর রাম ভরতকে কোলে লইয়া মধুরস্বরে রাজ্য পালনের উপদেশ দিয়া বলিতেছেন—

লক্ষ্মীশ্চন্দ্রাদপেয়াদ্ বা হিমবান্ বা হিমং ত্যজেৎ।
অতীয়াৎ সাগরো বেলাং ন প্রতিজ্ঞামহং পিতুঃ॥
কামাদ্ বা তাত লোভাদ্ বা মাত্রা তুভ্যমিদং কৃতম্।
ন তন্মনসি কর্তব্যং বর্তিতব্যঞ্চ মাতৃবৎ॥ ২।১১২।১৮,১৯

—যদি চন্দ্র হইতে জ্যোৎস্না অপগত হয়, হিমালয় যদি শীতলতা পরিত্যাগ করে, সাগর যদি তটভূমিকে অতিক্রম করে, তথাপি আমি পিতৃদেবের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা লঙ্ঘন করিব না। বৎস, তোমার মাতা কামনা অর্থাৎ তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ, কিংবা তোমার রাজ্যপ্রাপ্তিতে আপন কর্তৃত্বের লোভবশতঃ তোমার নিমিত্ত যাহা করিয়াছেন, তাহা তোমার অনিষ্টকর হইলেও অনিষ্টকর মনে করিবে না। তাঁহার প্রতি মাতৃবৎ ব্যবহার করিবে।

অনন্যোপায় ভরত রামের পাদুকাযুগল গ্রহণ করিতে চাহিলে রাম তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন। তিনি ভরত ও শত্রুঘ্নকে স্নেহালিঙ্গন করিয়া পুনরায় ভরতকে বলিতেছেন—

মাতরং রক্ষ কৈকেয়ীং মা রোষং কুরু তাং প্রতি।
ময়া চ সীতয়া চৈব শপ্তোঽসি রঘুনন্দন॥ ২।১১২।২৭

—রঘুনন্দন, জননী কৈকেয়ীকে রক্ষা করিবে। তাঁহার উপর রুষ্ট

হইবে না। এই বিষয়ে তোমার প্রতি সীতার ও আমার শপথ (দিব্য) রহিল।

রাম অশ্রুপূর্ণনয়নে ভরতকে বিদায় দিলেন। গুরুজন, মন্ত্রিবর্গ ও সৈন্যসামন্তের সহিত যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়া তিনি মাতৃগণের চরণ বন্দনা করিলেন। অতি দুঃখে মাতৃগণ তাঁহাকে কিছুই বলিতে পারেন নাই। রামও আর তাঁহাদের নিকটে থাকিতে পারিলেন না—

> রুদন্ কুটীং স্বাং প্রবিবেশ রামঃ। ২।১১২।৩১

—রাম কাঁদিতে কাঁদিতে স্বীয় কুটীরে প্রবেশ করিলেন।

অযোধ্যা হইতে বনযাত্রার তৃতীয় রাত্রিতে আমরা দেখিয়াছি যে, রাম কৌশল্যা ও সুমিত্রার নিমিত্ত চিন্তিত। কৈকেয়ী ও ভরতকে সন্দেহ করিয়া তিনি নানারূপ অমঙ্গলের আশঙ্কাও করিতেছেন। এখানে দেখিতেছি, ভরতকে বিদায় দিবার সময় তিনি কৌশল্যা ও সুমিত্রার রক্ষণাদি বা সেবাশুশ্রূষার কথা কিছুই বলেন নাই। সম্ভবতঃ দেবচরিত্র ভরতের বিলাপ ও কথাবার্তায় এবং কৈকেয়ীর আচরণে তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কৌশল্যা ও সুমিত্রার কোনরূপ অসম্মানের আশঙ্কা নাই, বরং ভরত ও শত্রুঘ্ন হইতে কৈকেয়ীরই সমধিক বিপদের আশঙ্কা। এইজন্যই ভরতকে একাধিকবার কৈকেয়ীর প্রতি সদ্ব্যবহারের আদেশই তিনি দিয়াছেন। তাঁহার দৃঢ়তাও এইস্থলে লক্ষ্য করিবার মত।

ভরত চলিয়া যাওয়ার কয়েক দিন পর হইতেই রাম লক্ষ্য করিতেছেন যে, চিত্রকূটবাসী তপস্বিগণ যেন কোনরূপ অশুভ আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। রাম সবিনয়ে কুলপতি ঋষিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিতে পাইলেন, চিত্রকূটে রামের উপস্থিতির পর হইতেই রাবণের মাস্‌তুতো ভাই রাক্ষস খরের অধ্যক্ষতায় তাহার অনুচর রাক্ষসগণ তপস্বীদের উপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। রামকেও তাহারা অবজ্ঞা করে। এইজন্য তাঁহারা চিত্রকূটের নিকটেই ঋষি অশ্বের আশ্রমে চলিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। রামও অন্যত্র

চলিয়া যান— ইহাই তপস্বিগণের ইচ্ছা। রামের অভয়-দানেও তপস্বিগণ নিবৃত্ত হইলেন না, কিন্তু কয়েকজন তপস্বী রামের কাছেই রহিয়া গেলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই রামও চিত্রকূট পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তিনি ভাবিতেছেন যে, চিত্রকূটে ভরত, বন্ধু-বান্ধব ও মাতৃগণের সহিত দেখা হইয়াছে। তাঁহাদের স্মৃতিবিজড়িত চিত্রকূট তাঁহাকে আর শান্তি দিতে পারিবে না, আর ভরতের শিবিরস্থাপনের জন্য হাতীঘোড়ার মলমূত্রে স্থানটির পবিত্রতাও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এইরূপ ভাবিয়াই তিনি বৃদ্ধ অত্রিমুনির আশ্রমে চলিয়া গেলেন। মুনি ও মুনিপত্নী অনসূয়া তাঁহাদিগকে সস্নেহে গ্রহণ করিয়াছেন। একরাত্রি সেই আশ্রমে বাস করিয়াই পরদিন রাম দণ্ডকারণ্যের পথ ধরিয়া যাত্রা করেন।[২১]

দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া রাম তপস্বিগণের অনেকগুলি আশ্রম দেখিতে পাইলেন। আশ্রমবাসী তপস্বিগণও এই মহান্ অতিথিকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া পর্ণকুটীরে স্থান দিয়াছেন।

পর দিবস প্রাতঃকালে আশ্রম হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণ সহ রাম গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিতেছেন। বনের পথে চলিতে চলিতে তিনি এক ভীষণাকৃতি রাক্ষসকে দেখিতে পান। ভয়ানক রাক্ষসটি তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া বিকট চীৎকার করিতে করিতে তাঁহাদের দিকেই অগ্রসর হইতেছিল। রাক্ষসটি তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া, রাম ও লক্ষ্মণকে কহিল—'তোমাদের বেশভূষা মুনির মত, হাতে ধনুর্বাণও রহিয়াছে, আবার দুইজন পুরুষের এক রমণী দেখিতেছি। তোমরা নিতান্তই পাপী। আমার নাম বিরাধ। আমি ঋষিদের মাংস ভক্ষণ করিয়া এই অরণ্যে বিচরণ করি। আজ তোমাদের রক্ত পান করিয়া এই সুন্দরী নারীটিকে লইয়া যাইব। সে আমার ভার্যা হইবে।'

এই কথা বলিয়াই বিরাধ সীতাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। এই দৃশ্যে রামের মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি লক্ষ্মণকে কহিতেছেন—

যদভিপ্রেতমস্মাসু প্রিয়ং বরবৃতঞ্চ যৎ।
কৈকেয্যাস্তু সুসংবৃত্তং ক্ষিপ্রমত্বৈব লক্ষ্মণ॥ ইত্যাদি। ৩।২।১৯, ২০

—লক্ষ্মণ, আমাদের সম্পর্কে কৈকেয়ীর যেরূপ অভিপ্রায় ছিল, যে উদ্দেশ্যে তিনি বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা অতি শীঘ্র সিদ্ধ হইতে চলিল। পুত্রকে সিংহাসনের অধিকারী করিয়াও তিনি তৃপ্ত হন নাই। সকল প্রাণী আমার উপর প্রসন্ন থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাকে বনে নির্বাসিত করিয়াছেন।

বিপৎকালে রামের এই উক্তি হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি মুখে যাহাই বলুন না কেন, বনবাসের জন্য কৈকেয়ীর উপর তাঁহার ক্ষোভ ছিল। বনবাসকে তিনি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

বিরাধের জিজ্ঞাসার উত্তরে রাম নিজেদের পরিচয় দিয়া বিরাধের পরিচয় জানিতে চাহিলে বিরাধ কহিল যে, তাহার পিতার নাম জব এবং মাতার নাম শতহ্রদা। তাহার নাম বিরাধ। তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়া সে বর লাভ করিয়াছে। সে অচ্ছেদ্য ও অভেদ্য। রাম-লক্ষ্মণ যেন সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করেন। ক্রুদ্ধ রামের অনেক তীক্ষ্ণ বাণেও বিরাধের মৃত্যু হইল না। সে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া সীতাকে ভূতলে রাখিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে শিশুর ন্যায় কাঁধে করিয়া চীৎকার করিতে করিতে বনের পথে চলিতে লাগিল। সীতার করুণ বিলাপ শুনিয়া রাম ও লক্ষ্মণ বিরাধের বাহুদ্বয় ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ভগ্নবাহু রাক্ষস মূর্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইলে রাম তাহাকে পুঁতিয়া ফেলিবার কথা লক্ষ্মণকে বলিলেন। তখন বিরাধ কহিল যে, সে তুম্বুরু-নামক গন্ধর্ব ছিল। রম্ভার প্রতি আসক্ত হইয়া যথাসময়ে কুবেরের নিকট উপস্থিত না হওয়ার জন্য কুবেরের শাপে রাক্ষসবংশে তাহার জন্ম হয়। দাশরথি রামের দ্বারা নিহত হইলে সে শাপমুক্ত হইয়া পুনরায় গন্ধর্বদেহ প্রাপ্ত হইবে—ইহাও কুবেরই বলিয়াছেন।

এখন শাপমুক্তির সময় আসিয়াছে দেখিয়া বিরাধের আনন্দ

হইতেছে। সে রামকে কহিল যে, সেই স্থান হইতে দুই ক্রোশ দূরে শরভঙ্গ-নামে এক মহর্ষি বাস করেন। তাঁহার আশ্রমে গেলে রামের মঙ্গল হইবে। মৃত্যুর পর তাহার দেহকে যেন গর্তে নিক্ষিপ্ত করা হয়। ইহাই রাক্ষসদের সনাতন ধর্ম। এইরূপ বলিয়া শরপীড়িত বিরাধ দেহত্যাগ করিলে রাম ও লক্ষ্মণ একটি বৃহৎ গর্ত খনন করিয়া তাহার দেহ পুঁতিয়া ফেলেন।[২২]

অতঃপর তাঁহারা মহর্ষি শরভঙ্গের আশ্রমের সমীপে যাইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। ইন্দ্র রামকে আসিতে দেখিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। যাইবার সময় ইন্দ্র শরভঙ্গকে কহিয়াছেন যে, রাবণবধের পর তিনি স্বয়ং রামকে দর্শন করিবেন। গৌতমবংশীয় মহর্ষি শরভঙ্গ যোগবলে জানিতে পারিয়াছেন যে, রাম আসিতেছেন। এইজন্য তিনি ইন্দ্রের সহিত স্বর্গে গমন করেন নাই। রামকে দেখিয়া শরভঙ্গের আনন্দের সীমা রহিল না। সেই অরণ্যস্থিত এক আশ্রমে মহাতেজা সুতীক্ষ্ণ-মুনির নিকট যাইবার কথা রামকে বলিয়া এবং পথের সন্ধান দিয়া রামকে দেখিতে দেখিতে শরভঙ্গ দেহত্যাগ করিয়াছেন।

শরভঙ্গের আশ্রমেই বৈখানস, বালখিল্য প্রমুখ তাপসগণ রামের সমীপে উপস্থিত হইয়া রাক্ষসদের কবল হইতে তাঁহাদিগকে বাঁচাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছেন। রাম সবিনয়ে তাঁহাদের প্রার্থনাকে আজ্ঞারূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিলেন এবং সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে যাত্রা করিলেন। সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলে পর সৌম্যস্বভাব সুতীক্ষ্ণ রামকে বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া স্বাগত সম্ভাষণ করেন। মুনি আরও কহিয়াছেন যে, তিনি রামের বিষয় সমস্তই অবগত আছেন। রামকে দর্শন করিয়া দেহত্যাগ করিবেন ভাবিয়াই তিনি রামের অপেক্ষা করিতেছেন। সেই রাত্রি সুতীক্ষ্ণাশ্রমে যাপন করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহারা যাত্রা করিয়াছেন। পথিমধ্যে সীতা রামকে অনুরোধ করিলেন যে, রাম

যেন নিরপরাধ প্রাণিগণকে হত্যা না করেন। রাম যে তাপসগণের নিকট রাক্ষসনিধনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, ইহা সীতার মনঃপূত নহে। সীতার মনোভাব বুঝিয়া সন্তুষ্ট হইলেও রাম সীতার অনুরোধ মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাপসগণকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে রাক্ষসনিধন অনুচিত হইবে না—ইহার অনুকূলে রাম সীতাকে অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

দণ্ডকারণ্যে পর্বত, নদী ও অরণ্যের শোভা দেখিতে দেখিতে তাঁহারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন। মুনি মাণ্ডকর্ণির তপোবলে নির্মিত পঞ্চাপ্সরো-নামক সরোবর দর্শনের পর রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তপস্বিগণের আশ্রমসমূহ দর্শন করিতে লাগিলেন। তপস্বিগণও পরম সমাদরে তাঁহাদিগকে আশ্রমে স্থান দিতেছেন। রাম পর্যায়ক্রমে সকল আশ্রমেই একাধিকবার বাস করিতেছেন। কোথাও চারিমাস, কোথাও ছয়মাস, কোথাও পনরদিন, কোথাও বা একবৎসর, কোথাও আরও অধিককাল সানন্দে কাটাইতেছেন।

রমতশ্চানুকূল্যেন যযুঃ সংবৎসরা দশ। ৩।১১।২৭

—এইরূপে পরম আনন্দে বিভিন্ন আশ্রমে বাস করায় তাঁহার অরণ্যবাসের দশ বৎসর অতীত হইল।

পুনরায় তাঁহারা সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেখানে কিছুকাল (সম্ভবতঃ দুই বৎসরের কিছু বেশী) বাস করার পর রাম মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যের দর্শনাভিলাষী হইয়া সুতীক্ষ্ণের নিকট হইতে অগস্ত্যাশ্রমের পথের সন্ধান জানিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। পথে অগস্ত্যের ভ্রাতা তপস্বীর আশ্রমে একরাত্রি বাস করিয়া দ্বিতীয় দিবসে তিনি অগস্ত্যের পাদমূলে উপস্থিত হন। অগস্ত্য তাঁহাদিগকে যথাবিধি সৎকারপূর্বক রামকে মহেন্দ্রপ্রদত্ত বৈষ্ণব ধনু, উত্তম শর, তূণদ্বয়, অসি প্রভৃতি দান করিয়া কহিলেন, রাম এইগুলি দ্বারা সর্বত্র জয়লাভ করিবেন।

রামের ইচ্ছা ছিল—বনবাসের অবশিষ্ট কাল অগস্ত্যাশ্রমেই

যাপন করিবেন।[২৩] অগস্ত্যের দর্শন লাভের পর অগস্ত্যও তাঁহাকে কহিয়াছেন যে, তাঁহারা সেই স্থানে বাস করিলে সেই প্রদেশ অলঙ্কৃত হইবে।[২৪] কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। এক-দিন অগস্ত্যাশ্রমে বাস করিয়াই রাম অন্যত্র আশ্রম নির্মাণ করিয়া বাসের সঙ্কল্প করিলেন। একটি ভাল স্থানের সন্ধান দিবার নিমিত্ত অগস্ত্যের নিকট প্রার্থনা করিলে পর অগস্ত্য পঞ্চবটীর উল্লেখ করেন। অগস্ত্য আরও কহিয়াছেন, তপোবলে তিনি রামের সম্পর্কিত সকল ঘটনাই অবগত আছেন। বনবাসের অবশিষ্ট কাল তাঁহার আশ্রমে বাস করিবার সঙ্কল্প করিয়া রাম সম্প্রতি যে-কারণে অন্যত্র যাইতে চাহিতেছেন, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন। তিলক-টীকাকার বলিতেছেন যে, অগস্ত্যাশ্রমে রাক্ষসরা যাতায়াত করে না। রামের উদ্দেশ্য—রাক্ষসনিধন। এইজন্যই মুনি পঞ্চবটীর নাম করিয়াছেন।

অগস্ত্যাশ্রম হইতে আটক্রোশ উত্তরে গোদাবরীর তীরে পঞ্চবটী-নামক অরণ্য রহিয়াছে। রাম অগস্ত্যের নিকট হইতে পথের সন্ধান লইয়া যাত্রা করিলেন। পথে অরুণপুত্র গৃধ্ররাজ জটায়ুর সহিত তাঁহাদের দেখা হইল। রাম প্রথমতঃ জটায়ুকে রাক্ষসই মনে করিয়াছেন। পরে জটায়ুর মুখে তাঁহার আত্মপরিচয় শুনিয়া জানিতে পারিলেন যে, জটায়ু দশরথের সখা হন। রাম জটায়ুকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলে পর জটায়ু কহিলেন—'বৎস, তুমি ইচ্ছা করিলে আমাকে তোমাদের সহিত পঞ্চবটীতে লইয়া যাইতে পার। আমি তোমার সহায়তা করিব। লক্ষ্মণ ও তোমার অনুপস্থিতিতে আমি সীতাকে রক্ষা করিব।' রাম ইহাতে আনন্দিত হইয়া জটায়ু সহ পঞ্চবটীতে প্রবেশ করিয়াছেন। সেই মনোহর কাননে লক্ষ্মণের দ্বারা সুদৃঢ় একটি পর্ণশালা নির্মাণ করাইয়া রাম ভ্রাতা ও পত্নী সহ পরম আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন।[২৫]

পঞ্চবটীতে কিছুকাল বাস করার পরেই শরতের পরে হেমন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের এক প্রাতঃকালে স্নানার্থ

সীতা ও লক্ষ্মণ সহ রাম গোদাবরীতে গিয়াছেন। তখনকার হৈমন্তিক দৃশ্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। লক্ষ্মণ প্রসঙ্গতঃ ভরতের ত্যাগশীলতার প্রশংসা করিয়া কৈকেয়ীর একটু নিন্দা করিবামাত্র রাম বিরক্তির স্বরে তাঁহাকে বাধা দিয়া ভরতের কথা বলিতে আদেশ করেন এবং নিজেও মহাত্মা ভরতের গুণাবলী স্মরণ করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়েন।[২৬]

স্নানান্তে সকলই আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কুটীরে বসিয়া রাম লক্ষ্মণের সহিত নানা বিষয়ে কথাবার্তা কহিতেছেন, সীতাও রামের কাছেই বসিয়া আছেন। এরূপ সময়ে এক রাক্ষসী সেই কুটীরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। সেই রাক্ষসী রাবণের বিধবা ভগিনী শূর্পণখা। বিশালোদরী বিরূপাক্ষী বিকৃতরূপা তাম্রকেশী বৃদ্ধা ঘোরশব্দা শূর্পণখা রামকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের তিনজনেরই বিস্তৃত পরিচয় জানিয়া লইয়াছে। রামও রাক্ষসীর মুখে তাহার পরিচয় জানিয়াছেন। রাক্ষসী আপন পরিচয় দিয়াই আপন বাসনাও ব্যক্ত করিল। অধিকন্তু ইহাও কহিল যে, বিকৃতরূপা কৃশোদরী অসতী মানবী (সীতা) ও লক্ষ্মণকে সে খাইয়া ফেলিবে এবং রামকে লইয়া বিবিধ পর্বতশৃঙ্গ ও দণ্ডকারণ্যের মনোরম স্থানসমূহে বিহার করিবে।

রাম উচহাস্য করিয়া মত্তনয়না রাক্ষসীকে কহিলেন যে, তিনি বিবাহিত এবং সীতা তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী। সপত্নীর সহিত বাস করা কষ্টকর হইবে। অতএব যাহার সহিত কোন ভার্যা নাই, সেই সুদর্শন লক্ষ্মণ যদি সম্মত হন, তবে রাক্ষসী অনুরূপ পতি লাভ করিতে পারে।

এবার কামার্তা শূর্পণখা লক্ষ্মণকে ধরিয়া বসিল। লক্ষ্মণ কহিলেন যে, তিনি রামের দাস। শূর্পণখা কি দাসভার্যা হইবে ?

উভয় ভ্রাতার নানাবিধ পরিহাস বুঝিতে না পারিয়া শূর্পণখা স্থির করিল যে, সীতাই তাহার একমাত্র প্রতিবন্ধক। সীতাকে ভক্ষণ

করিলেই রাম তাহাকে গ্রহণ করিতে আপত্তি করিবেন না। তখনই সে সীতার প্রতি ধাবিত হইল। ক্রুদ্ধ রাম তাহাকে বাধা দিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, ক্রূর অনার্যের সহিত পরিহাস করিতে নাই। এই কামোন্মত্তা অসতীর রূপ লক্ষ্মণ যেন বিকৃত করিয়া দেন। রামের আদেশে লক্ষ্মণ খড়্গ দ্বারা রাক্ষসীর নাক ও কান কাটিয়া দিলেন। শূর্পণখা ভীষণ আকৃতি ধারণ করিয়া বিকট চীৎকার করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। শূর্পণখা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার মাসতুতো ভাই খরের নিকটে যাইয়া রক্তমাখা দেহে ভূলুণ্ঠিত হইয়া দাশরথির দণ্ডকারণ্যে আগমন প্রভৃতি সকল বৃত্তান্ত খরকে জানাইল।[২৭]

যাহাই হউক না কেন, শূর্পণখা রাক্ষসরাজের ভগিনী। তাহার নাক-কান কাটিয়া দেওয়ায় অবশ্যই ভবিষ্যতে অনর্থ ঘটিবে, এই কথা রাম তখন ভাবেন নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে শীতেষু-মানবাস্ত্রের দ্বারা মারীচের ন্যায় শূর্পণখাকেও দূরে সরাইয়া দিতে পারিতেন। রামের এই কাজটিও যেন নিয়তিরই চক্রান্ত।

শূর্পণখা নিজের কামার্ততার কথা গোপন করিয়াই খরের নিকট আপন দুর্গতির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছে। শূর্পণখা খরকে উত্তেজিত করিয়া যুদ্ধ যাত্রায় উৎসাহিত করায় খরও যেন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তখনই সে রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে যমসদৃশ চৌদ্দজন মহাবলশালী রাক্ষসকে পাঠাইয়াছে। শূর্পণখাও তাহাদের সঙ্গে গিয়াছে। লক্ষ্মণের উপর সীতার রক্ষণের ভার দিয়া রাম প্রথমতঃ সেই রাক্ষসগণকে শান্ত ভাষায় নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু রাক্ষসগণ শূলহস্তে একযোগে রামকে আক্রমণ করায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া চৌদ্দটি নারাচের দ্বারা তাহাদের বক্ষঃস্থল ভেদ করিলেন। চৌদ্দজনকেই যুগপৎ নিহত দেখিয়া শূর্পণখা খরের নিকটে যাইয়া খরকে এই সংবাদ দিয়াছে। সে পুনরায় দুইহাতে আপন উদরে আঘাত করিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল।

মহাভারতে দেখা যায়, দ্বিতীয়বার ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ার নিমিত্ত আহ্বান করিলে পর দ্যূতক্রীড়ার পরিণামে অশুভ হইবে—ইহা জানিয়াও যুধিষ্ঠির সেই ফাঁদে পা দিয়াছেন। এইস্থলে বৈশম্পায়নের মুখে একটি মন্তব্য শোনা যাইতেছে—

অসম্ভবে হেমময়স্য জন্তো—
স্তথাপি রামো লুলুভে মৃগায়।
প্রায়ঃ সমাসন্নপরাভবাণাং
ধিয়ো বিপর্যস্ততরা ভবন্তি ॥ সভা ৭৬।৫

—সুবর্ণাদি রত্ন বিচিত্র কোন জন্তু থাকা সম্ভবপর নহে ইহা, জানিয়াও রাম সেইরূপ হরিণটিকে ধরিবার নিমিত্ত লুব্ধ হইয়াছেন। যাঁহাদের বিপদ আসন্ন, প্রায়ই তাঁহাদের মতিভ্রম ঘটিয়া থাকে।

রাম যে হরিণটির রূপে লুব্ধ হইয়াছিলেন—তাহা রামায়ণেও পাওয়া যায়—

লোভিতস্তেন রূপেণ সীতয়া চ প্রচোদিতঃ। ৩।৪৩।২৪

হরিণটি বিচিত্র গতিতে রামকে আকর্ষণ করিয়া আশ্রম হইতে অনেক দূরে লইয়া গিয়াছে। রাম তাহাকে ধরিতে না পারিয়া অগত্যা বজ্রতুল্য বাণের দ্বারা তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করেন। মারীচ রাবণের পূর্বপরামর্শ অনুসারে মৃত্যুকালে রামের কণ্ঠস্বরের অনুকরণে—'হা সীতে, হা লক্ষ্মণ'—বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। এবার রাম বুঝিতে পারিয়াছেন যে, রাক্ষসদের এই ষড়যন্ত্রে তাঁহার সমূহ বিপদের আশঙ্কা। দুশ্চিন্তা ও ভয়ে তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তখনই অন্য একটি হরিণকে বধ করিয়া তাহার মাংস লইয়া রাম আশ্রমাভিমুখে ছুটিয়াছেন। পথে লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার দেখা হইল। সীতার নানাবিধ দুর্বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণ অগত্যা রামের সাহায্যের নিমিত্ত যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। লক্ষ্মণকে দেখিয়াই রামের প্রাণ উড়িয়া গেল। পথিমধ্যে নানাবিধ অমঙ্গলের সূচনা দেখিয়া তাঁহার দুশ্চিন্তা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সীতাকে একাকিনী

রাখিয়া আসায় রাম তীক্ষ্ণমধুর স্বরে লক্ষ্মণকে তিরস্কারও করিয়াছেন। সীতার অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া তিনি ইহাও কহিতেছেন যে, কৈকেয়ীর মনোবাসনা কি পূর্ণ হইল ?[৩১]

লক্ষ্মণের সহিত আশ্রমে প্রবেশ করিয়া সীতাকে দেখিতে না পাওয়ায় রাম পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করিতেছেন। উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি লতা, বৃক্ষ এবং পশুপক্ষিগণকেও সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, উন্মত্ত হইয়া বন হইতে বনান্তরে প্রবেশ করিতেছেন। লক্ষ্মণও অগ্রজের সঙ্গেই আছেন। তিনি অগ্রজকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে থাকিলেও সেইসকল বাক্য যেন রামের কর্ণে প্রবেশ করে নাই। উচ্চৈঃস্বরে সীতাকে ডাকিতে ডাকিতে তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই করুণ অবস্থা অবর্ণনীয়।

বিলাপ করিতে করিতে রাম লক্ষ্মণকে কহিতেছেন—'ভ্রাতঃ, আমার ন্যায় দুষ্কর্মা পৃথিবীতে আর কেহই নাই। রাজ্যনাশ, স্বজন-বিচ্ছেদ, পিতার মৃত্যু, জননীর অদর্শন প্রভৃতি স্মরণ করিলে আমার শোকাবেগ যেন বাঁধ মানে না। কোন-প্রকারে সেইসকল শোক সহ্য করিতেছিলাম, সীতাবিয়োগে আমার শোকাগ্নি পুনরায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।'

শোকাকুল লক্ষ্মণের সময়োচিত সান্ত্বনাবাক্যেও রামের তীব্র শোক কিছুমাত্র কমিতেছে না।[৩২]

রাম উন্মত্তের ন্যায় সূর্য, বায়ু এবং গোদাবরী-নদীকে সীতার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কেহই কোন উত্তর করিতেছে না। মন্দাকিনী-নদী, প্রস্রবণগিরি এবং জনস্থানের অরণ্যসমূহে সীতার সন্ধানের সময় রাম হরিণগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। হরিণগণ দক্ষিণমুখ হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। দুই ভ্রাতা এই ইঙ্গিতে দক্ষিণ দিকে চলিতে চলিতে সীতার শরীর হইতে ভ্রষ্ট কতকগুলি ফুল এবং সীতার ও কোনও রাক্ষসের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। ভগ্ন ধনুর্বাণ ও ভগ্ন রথ দেখিতে পাইয়া রামের চিত্ত অস্থির

হইয়া পড়িল। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া তিনি সীতার ভূষণের স্বর্ণখণ্ড, বিবিধ মাল্য ও রক্তবিন্দু দেখিতে পাইয়াছেন। আরও কতকগুলি চিহ্ন দেখিয়া তিনি অনুমান করিতেছেন যে, রাক্ষসেরা সীতাকে খাইয়া ফেলিয়াছে। তখন শোকে উন্মত্তপ্রায় রাম সমগ্র পৃথিবীকে বিধ্বস্ত করিতে উদ্যত হইলে লক্ষ্মণ অতি মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করেন।৩৩

লক্ষ্মণের পরামর্শে পুনরায় জনস্থানে সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে রাম রক্তাক্তকলেবর গিরিশৃঙ্গতুল্য একটি পক্ষীকে ভূপতিত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। চিত্তের বিক্ষেপবশতঃ রাম জটায়ুকে চিনিতে না পারিয়া মনে করিলেন যে, এই পক্ষিরূপধারী রাক্ষসই সীতাকে খাইয়া ফেলিয়াছে। তিনি তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত ধনুতে বাণ যোজনা করিলে জটায়ু কহিলেন—'বৎস, তুমি এই মহারণ্যে যাঁহাকে ওষধির ন্যায় খুঁজিতেছ, সেই সীতা ও আমার প্রাণকে রাবণ হরণ করিয়াছে। সীতাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আমি রাবণের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও পারি নাই। ঐ দেখ—তাহার ভগ্ন ধনু, রথ প্রভৃতি ভূমিতে পড়িয়া আছে। তাহার সারথি আমার পাখার আঘাতে নিহত হইয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছে। আমি পরিশ্রান্ত হইলে পর রাবণ আমার দুইখানি পাখা ছেদন করিয়া সীতাকে লইয়া আকাশপথে প্রস্থান করিয়াছে।'

জটায়ুর মুখে সীতার সন্ধান জানিয়া রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক কাঁদিতে লাগিলেন। শোকসন্তপ্ত রাম লক্ষ্মণকে কহিতেছেন—

> রাজ্যং ভ্রষ্টং বনে বাসঃ সীতা নষ্টা মৃতো দ্বিজঃ।
> ঈদৃশীয়ং মমালক্ষ্মীর্দহেদপি হি পাবকম্॥ ইত্যাদি।

৩.৬৭।২৪-২৮

—আমার রাজ্যচ্যুতি, বনবাস, সীতাহরণ ও এই পক্ষীর প্রাণনাশ দেখিয়া মনে হইতেছে যে, আমার প্রবল দুর্ভাগ্য অগ্নিকেও দগ্ধ

করিতে পারে। সমুদ্রও আমার দুর্ভাগ্যের প্রভাবে শুকাইয়া যাইবে। আমারই দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার পিতৃবয়স্য গৃধ্ররাজ জটায়ু প্রাণত্যাগ করিতেছেন।

সস্নেহে জটায়ুর দেহ স্পর্শ করিয়া রাম অজ্ঞান হইয়া পড়েন। জ্ঞানলাভের পর পুনঃপুনঃ তিনি জটায়ুকে সীতার বিষয়ে প্রশ্ন করিলে পর জটায়ু অতি ক্ষীণস্বরে কহিলেন—'দুরাত্মা রাক্ষসরাজ মায়াবলে প্রবল বায়ুযুক্ত দুর্দিন সৃষ্টি করিয়া সীতাকে হরণ করিয়াছে। রাবণ 'বিন্দ'-নামক মুহূর্তে সীতাকে হরণ করিয়াছে, কিন্তু সে তাহা বুঝিতে পারে নাই। বিন্দ-মুহূর্তে অপহৃত বস্তু অবিলম্বে স্বামীর হস্তগত হয়। তুমি শোক করিও না, রাবণকে বধ করিয়া শীঘ্রই জানকীকে উদ্ধার করিতে পারিবে। রাবণ বিশ্রবার পুত্র এবং কুবেরের ভ্রাতা।' এইমাত্র বলিয়াই জটায়ু দেহত্যাগ করিলেন।

রাম জটায়ুর জন্য বিলাপ করিতে করিতে আপন বন্ধুর ন্যায় তাঁহার দেহ চিতায় আরোপণ করিয়া সৎকার করিয়াছেন। অতঃপর হরিণ বধ করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক কুশোপরি হরিণমাংসের পিণ্ডদান করিয়াছেন। লক্ষ্মণের সহিত পুণ্যসলিলা গোদাবরীতে গৃধ্ররাজের উদ্দেশে তিনি তর্পণও করিয়াছিলেন।

উভয় ভ্রাতা গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা দক্ষিণ দিকে জনস্থান হইতে তিন ক্রোশ দূরে 'ক্রৌঞ্চ' নামক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করেন। সেই অরণ্য অতিক্রম করিয়া পূর্বদিকে তিন ক্রোশ চলার পর তাঁহারা মতঙ্গ মুনির আশ্রমের ভিতর দিয়া অপর একটি গহন অরণ্যে প্রবেশ করিতেছেন। সেই অরণ্যের এক পর্বতগুহায় তাঁহারা মৃগভক্ষণরতা এক ভয়ঙ্করী রাক্ষসীকে দেখিতে পান। সেই রাক্ষসী লক্ষ্মণকে পতিরূপে পাইবার বাসনা ব্যক্ত করিল। রাক্ষসীর নাম 'অয়োমুখী'। সে লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করায় লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার নাক, কান ও স্তন কাটিয়া ফেলিলেন। ভীষণ চীৎকার করিয়া অয়োমুখী

প্রস্থান করিয়াছে। রাম ও লক্ষ্মণ অতি দ্রুতবেগে পথ চলিয়া অপর একটি অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। সেই অরণ্যে গ্রীবা ও মস্তকহীন এক বিকটাকৃতি রাক্ষসের সহিত তাঁহাদের দেখা হইল। তাহার নাম কবন্ধ। রাক্ষসের মুখ রহিয়াছে উদরে এবং একটিমাত্র চক্ষু অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল। রাক্ষসটির হস্তদ্বয় অতি দীর্ঘ। সে দুইহাতে রাম ও লক্ষ্মণকে ধরিয়া পীড়ন করিতে লাগিল। তাঁহারা কিছুতেই মুক্ত হইতে পারিলেন না। রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই ভয় পাইয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধি হারান নাই। রাম রাক্ষসের ডান হাত ও লক্ষ্মণ বাম হাতখানি অসির দ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন। ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া রাক্ষসটি ভূমিতে পড়িয়া গেল। সে দীনস্বরে তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতার পরিচয়, বনবাস ও সীতাহরণের কথা রাক্ষসকে জানাইয়াছেন। রাক্ষস প্রীত হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে স্বাগত সম্ভাষণপূর্বক তাহার আত্মবৃত্তান্ত শোনাইতেছে। সে ছিল দনুর পুত্র, রূপবান্ ও শক্তিশালী। তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মার বরে সে দীর্ঘ আয়ু লাভ করে। শক্তির অহঙ্কারে ইন্দ্রকে আক্রমণ করিতে যাইয়া ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে তাহার রূপ বিনষ্ট হইয়া যায়। একদিন বন্য দ্রব্য সঞ্চয়কারী স্থূলশিরা-নামক এক মহর্ষিকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত সে বর্তমান রূপ ধারণ করে। মহর্ষির শাপে তাহার এই বিকট রূপ স্থায়ী হইয়া পড়িল। মহর্ষির নিকট শাপমুক্তির নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে পর মহর্ষি কহিলেন যে, দাশরথি রাম যখন তাহার বাহুচ্ছেদন করিয়া তাহার দেহ বিজন বনে দাহ করিবেন, তখন সে পুনরায় মনোহর রূপ লাভ করিবে। তদবধি সে নিত্যই রামের প্রতীক্ষা করিতেছে। আজ তাহার শাপের অবসান ঘটিল। তাহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করার পর অপর দেহ লাভ করিয়া সীতার উদ্ধার সম্পর্কে সে রামকে সমুচিত পরামর্শ দিবে। সূর্যাস্তের পূর্বেই রাম যেন তাহাকে একটি গর্তের মধ্যে দাহ করেন।[৩৪]

উভয় ভ্রাতা মিলিয়া কবন্ধকে দাহ করিতেছেন, এই সময়ে চিতা

হইতে এক সুদর্শন পুরুষ উত্থিত হইয়া হংসযোজিত বিমানে আরোহণপূর্বক কহিল—'হে সুহৃৎশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন, কিষ্কিন্ধাপতি বালী আপন ভ্রাতা সুগ্রীবকে নির্বাসিত করিয়াছেন। সুগ্রীব পম্পা-সরোবরের তীরে ঋষ্যমূক-পর্বতে চারিজন বানরের সহিত অবস্থান করিতেছেন। সেই মনস্বী মহাবল সুগ্রীব সীতার উদ্ধারে অবশ্যই আপনার সাহায্য করিবেন। আপনি অতি শীঘ্র তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করুন। সুগ্রীব পৃথিবীর সকল স্থানই উত্তমরূপে অবগত আছেন। আপনি শোক পরিত্যাগ করুন।'[৩৫]

তারপর পম্পাসরোবর ও ঋষ্যমূকে যাইবার পথের সন্ধান দিয়া এবং গন্তব্য স্থানের দৃশ্য বর্ণনা করিয়া দিব্যদেহ দনুপুত্র অন্তর্হিত হইলেন।

কবন্ধের বর্ণনার মধ্যে পম্পাতীরবাসিনী শ্রমণী শবরীর কথাও শোনা যায়। কবন্ধ রামকে বলিয়াছেন যে, রামকে দর্শন করিয়া শবরী স্বর্গে গমন করিবেন।[৩৬]

রাম প্রচুর হরিণের মাংস খাইতেন—ইহা অনেকবার দেখা গিয়াছে। কবন্ধ রামকে বলিয়াছেন যে, পম্পাসরোবরে ঘৃতপিণ্ডের ন্যায় স্থূল হংস, ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি পাখী এবং রোহিত, বক্রতুণ্ড প্রভৃতি মৎস্য রহিয়াছে। রাম ও লক্ষ্মণ অগ্নিতাপে পাক করিয়া সেইসকল সুখাদ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।[৩৭]

রাম ইহার উত্তরে কিছুই বলেন নাই। ইহাতে অনুমিত হয়—পাখীর মাংস এবং মাছ খাইতেও সম্ভবতঃ রাম অভ্যস্ত ছিলেন।

রাম ও লক্ষ্মণ কবন্ধপ্রদর্শিত পথে পম্পার পশ্চিম তীর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। পথিমধ্যে এক পর্বতশিখরে রাত্রিযাপন করিয়া তাঁহারা পম্পার পশ্চিম তীরে উপস্থিত হইয়াছেন। সেখানে তাঁহারা শবরীর রমণীয় আশ্রম দেখিতে পান। তপঃসিদ্ধা বৃদ্ধা শবরী তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিয়া যথাবিধি অর্চনাপূর্বক কহিতেছেন—'হে রাম, আজ আমার তপস্যা পূর্ণ হইল। আপনি যখন চিত্রকূটে অবস্থান

করিতেছিলেন, তখন সম্প্রতি স্বর্গত এখানকার মহর্ষিগণ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আপনি একসময়ে আমার আশ্রমে পদার্পণ করিবেন। আপনার পুণ্য দর্শনলাভে আমার মুক্তি হইবে। আমি আপনার উদ্দেশ্যে সুখাদ্য বিবিধ বন্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছি।'

অতঃপর রাম শবরীর গুরুগণের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিতে চাহিলে শবরী মতঙ্গবনের নানাস্থানে তাঁহাদের তপঃসিদ্ধির অনেক নিদর্শন রামকে দেখাইয়াছেন। শবরীর দেহত্যাগের বাসনা শুনিয়া রাম কহিলেন—'ভদ্রে, তুমি যথাসুখে অভিলষিত লোকে গমন কর।' রাম চীর ও কৃষ্ণচর্মপরিহিতা জটাধারিণী শবরীকে এইপ্রকার অনুমতি করিলে পর শবরী চিতানলে নশ্বর দেহকে আহুতি দিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।[৩৮]

রাম ও লক্ষ্মণ বিবিধ তীর্থ ও পম্পাতে স্নান করিয়াছেন। তখন চৈত্রমাস। বসন্তকালে পম্পার অপরূপ শোভাদর্শনে বিরহী রাম ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার বিরহব্যথা ও শোক যেন শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। লক্ষ্মণ নানাবিধ সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিয়াছেন। পম্পা অতিক্রম করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ ঋষ্যমূক পর্বতের সমীপবর্তী হইলে পর সুগ্রীব তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভীত হইয়া পড়েন। তিনি তাঁহাদিগকে বালীর প্রেরিত শত্রু মনে করিয়া সচিবদের সহিত প্রতীকারের পরামর্শ করিতেছেন। স্থির হইল যে, তীক্ষ্ণধী হনুমান্ শরাসনধারী সেই দুই বীরের পরিচয় ও উদ্দেশ্য জানিয়া আসিবেন। রামের নির্দেশে লক্ষ্মণ ভিক্ষুবেশধারী হনুমানের নিকট নিজেদের পরিচয়, রামের বনবাস, সীতাহরণ প্রভৃতি ঘটনা বিস্তৃতরূপে প্রকাশ করিয়া পরিশেষে কহিলেন যে, তাঁহারা দনুপুত্র কবন্ধের মুখে সুগ্রীবের শক্তিমত্তার কথা শুনিয়াছেন। সীতার উদ্ধারের ব্যাপারে কপিরাজ সুগ্রীবের সাহায্যপ্রার্থিরূপে রাম সুগ্রীবের দর্শনাভিলাষী হইয়া এই স্থানে আসিয়াছেন। হনুমান্

পরম প্রীত হইয়া ভিক্ষুবেশ পরিত্যাগপূর্বক রাম ও লক্ষ্মণকে পিঠে করিয়া ঋষ্যমূক হইতে মলয় পর্বতে সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইলেন। (মলয় ও ঋষ্যমূক একই পর্বতমালার অন্তর্গত।)

হনুমানের মুখে রামের সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া সুগ্রীব নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করিয়াছেন। হস্তধারণ ও অগ্নিস্থাপন করিয়া অগ্নিপ্রদক্ষিণপূর্বক রাম ও সুগ্রীব পরস্পরের মিত্র হইয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালি-কর্তৃক নির্বাসন, দারাপহরণ প্রভৃতি ঘটনার কথা বলিয়া সুগ্রীব রামের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলে রাম প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, সুগ্রীবের ভার্যাপহারী বালীকে তিনি অবশ্যই বধ করিবেন।

সীতা-কপীন্দ্র-ক্ষণদাচরাণাং
রাজীব-হেম-জ্বলনোপমানি।
সুগ্রীব-রাম-প্রণয়প্রসঙ্গে
বামানি নেত্রাণি সমং স্ফুরন্তি ॥ ৪।৫।৩১

—সুগ্রীব ও রামের মিত্রতাকালে সীতার নয়নযুগল পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল হইল, বালীর নয়নযুগল সোনার বর্ণ ধারণ করিল এবং রাক্ষসগণের নয়নযুগল অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিল, আর সীতা, বালী ও রাক্ষসগণের বাম নয়ন একই সময়ে স্পন্দিত হইতে লাগিল। (পুরুষের বামচক্ষুর স্পন্দন অমঙ্গলসূচক এবং স্ত্রীলোকের বামচক্ষুর স্পন্দন মঙ্গলসূচক।)

সুগ্রীব রামের নিকট নিজের দুঃখের কাহিনী বিস্তৃতভাবে কহিতেছেন, রামও ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সুগ্রীবের মুখে সকল ঘটনা শুনিতেছেন। সুগ্রীবও যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভার্যা মাতৃসমা তারাকে অঙ্কশায়িনী করিয়াছিলেন—এই কথাটি তিনি রামের নিকট গোপন রাখিয়াছেন। এইজন্যই সম্ভবতঃ রাম বালীর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া সুগ্রীবকে আশ্বাস দিতেছেন—

যাবত্তং ন হি পশ্যেয়ং তব ভার্যাপহারিণম্।
তাবৎ স জীবেৎ পাপাত্মা বালী চারিত্রদূষকঃ॥ ৪।১০।৩৩

—আমি তোমার ভার্যাপহারী পাপাত্মা দুশ্চরিত্র বালীকে যতক্ষণ দেখিতে না পাই, ততক্ষণ সে জীবিত থাকিবে।

বালীর মত বীরপুরুষকে বধ করিবার শক্তি রামের আছে কি না—পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সুগ্রীব বালিনিক্ষিপ্ত দুন্দুভির কঙ্কাল রামকে দেখাইলে রাম পদাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা সেই কঙ্কালকে দশ যোজন (আশি মাইল) দূরে নিক্ষেপ করিলেন। সুগ্রীবের বালিভীতি কিছুতেই দূর হইতেছে না। এবার সুগ্রীব রামকে সাতটি শালবৃক্ষ দেখাইয়া কহিতেছেন যে, বালী এই বৃক্ষগুলিকে এক সঙ্গে ঝাঁকার দিয়া পত্রহীন করিতে পারেন। রাম একটি বাণের দ্বারা একসঙ্গে সেই শালবৃক্ষগুলিকে বিদ্ধ করিলেন। তারপর সেই বাণ পর্বত বিদীর্ণ করিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল এবং পুনরায় রামের তূণমধ্যে প্রবেশ করিল। এবার সুগ্রীবের বিশ্বাস জন্মিল যে, রাম বালীকে বধ করিতে পারিবেন।

সুগ্রীব বালীর রাজধানী কিষ্কিন্ধায় (মহীশূরের উত্তরে বেলারি জেলায়) যাইয়া বালীকে যুদ্ধের নিমিত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন। উভয় ভ্রাতায় তুমুল মল্লযুদ্ধ চলিতেছে। সুগ্রীব ক্রমশঃ নিস্তেজ হইতেছেন দেখিয়া রাম অতর্কিতে শাণিত বাণের দ্বারা বালীর বক্ষে আঘাত করেন। বালী ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। রাম মহাবীর বালীর সমীপে উপস্থিত হইলে পর অতর্কিতে বাণ নিক্ষেপের জন্য বালী রামকে কঠোর ভাষায় ধিক্কার দিতেছেন। রামের এই অন্যায় আচরণের জন্য ক্ষুব্ধ বালী রামকে যাহা যাহা বলিয়াছেন, রাম সেই-সকল কথার সদুত্তর দিতে পারেন নাই। তিনি বালীর ভ্রাতৃভার্যা গ্রহণরূপ অপরাধের উপর বিশেষ জোর দিয়া কহিয়াছেন—

ঔরসীং ভগিনীং বাপি ভার্যাং বাপ্যনুজস্য যঃ।
প্রচরেত নরঃ কামাত্তস্য দণ্ডো বধঃ স্মৃতঃ॥ ৪।১৮।২২

—কামের তাড়নায় যে ব্যক্তি কন্যা, ভগিনী, কিংবা কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্যাতে উপগত হয়, তাহার বধ-দণ্ড শাস্ত্রবিহিত।

এইকারণেই তিনি তাঁহার সহিত অযুধ্যমান বালীকে বধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যেহেতু তিনি ক্ষত্রিয়। সেইহেতু ক্ষত্রিয়ের কর্তব্যই তিনি পালন করিয়াছেন। ইহাই রামের বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অন্যান্য অনেক কথাও তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু সেইগুলি যেন সদুত্তর হয় নাই।

এই অধ্যায়ের বর্ণনাকালে কৃত্তিবাস পণ্ডিত ভক্তবৎসল রামের আচরণে যেন সমস্যায় পড়িয়া ভণিতায় কহিতেছেন—

'কৃত্তিবাস পণ্ডিতের ঘটিল বিষাদ।
বালীবধ করি কেন করিলা প্রমাদ॥'

মহাভারতকার ব্যাসদেব অর্জুনের মুখ দিয়া এবং উত্তররামচরিতে ভবভূতি লবের মুখ দিয়া রামের বালিবধের সমালোচনা করিয়াছেন।

ছলনাপূর্বক দ্রোণাচার্যের মৃত্যু ঘটাইবার জন্য অর্জুন কপট সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—

চিরং স্থাস্যতি চাকীর্তিস্ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
রামে বালিবধাদ্ যদ্বদেবং দ্রোণে নিপাতিতে॥
দ্রোণ ১৯৫।৩৫

—বালীকে বধ করার জন্য রামের অকীর্তি যেরূপ ত্রিলোকে চিরকাল ব্যাপ্ত রহিয়াছে, এইভাবে অস্ত্রত্যাগ করাইয়া দ্রোণের মৃত্যু ঘটাইবার ফলে আপনার অকীর্তিও চিরদিনই থাকিয়া যাইবে।

উত্তররাম-চরিতেও রামের অশ্বমেধের অশ্বরক্ষক লক্ষ্মণপুত্র চন্দ্রকেতুর সহিত লবের বিবাদ উপস্থিত হইলে চন্দ্রকেতুর মুখে রামের অলোকসামান্য বীরত্বের কথা শুনিয়া লব কহিতেছেন—'রঘুপতির চরিত্র ও মহিমা কে না জানে? থাক, বয়োবৃদ্ধগণের চরিত্র সমালোচনা করা উচিত নহে।' তারপর উপহাসের সুরে তাড়কা-বধ ও খরের সহিত যুদ্ধে রামের পশ্চাদসরণের কথা বলিয়া লব কহিতেছেন—

যদ্বা কৌশলমিন্দ্রসূনুনিধনে তত্রাপ্যভিজ্ঞো জনঃ। ৫।৩৫

—এবং ইন্দ্রপুত্র বালিকে বধ করিতে রাম যে কৌশল (অতর্কিত আক্রমণ) অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাও সকলেরই জানা আছে।

আমাদের মনে হয় যে, স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে সুগ্রীবকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্তই রাম তাঁহার সহিত অযুধ্যমান বালীকে অতর্কিতে হত্যা করিয়াছেন। আপন কার্য সমর্থন করিতে তিনি বালীর যে-প্রকার চরিত্র-দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, সেইপ্রকার দোষ তো সুগ্রীবেরও ছিল। সুগ্রীবের পূর্বকৃত দোষের কথা জানা না থাকিলেও বালির মৃত্যুর পর পুনরায় বালিপত্নী তারাতে সুগ্রীবের অতিশয় আসক্তি রাম অবশ্যই দেখিয়াছেন। পরে দেখা যাইবে যে, পূর্বের ঘটনাও যেন তিনি জানিতেন। কিন্তু এই বিষয়ে সুগ্রীবকে তো তিনি কিছুই বলেন নাই। এইপ্রকার আচরণ বানরসমাজেও গর্হিত বিবেচিত হইত। অঙ্গদের কথায় তাহা জানা যাইবে।

শোকসন্তপ্তা বালিপত্নী তারাকে সান্ত্বনা দিতে যাইয়া রাম দৈবের দোহাই দিয়াছেন। অধিকন্তু ইহাও বলিয়াছেন—

প্রীতিং পরাং প্রাপ্স্যসি তাং তথৈব। ৪।২৪।৪৩

—তুমি সেইরূপই পরমা প্রীতি লাভ করিবে।

পুনরায় তুমি সুগ্রীবের ভার্যারূপে জীবন যাপন করিবে—ইহাই কি রামের বাক্যের গূঢ়ার্থ? তবে কি রাম সুগ্রীব ও তারার পূর্বতন প্রণয়ের বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন?

সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে হনুমান্ কিষ্কিন্ধার গিরিগুহায় রাজভবনে পদার্পণ করিতে অনুরোধ করিলে রাম বলিতেছেন যে, পিতার আজ্ঞা পালনার্থ তিনি চৌদ্দ বৎসরের ভিতর কোন গ্রামে কিংবা নগরে প্রবেশ করিবেন না। অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার নিমিত্ত সুগ্রীবকে নির্দেশ দিয়া রাম কহিতেছেন—

পূর্বোঽয়ং বার্ষিকো মাসঃ শ্রাবণঃ সলিলাগমঃ।
প্রবৃত্তাঃ সৌম্য চত্বারো মাসা বার্ষিকসংজ্ঞিতাঃ॥ ইত্যাদি।

৪।২৬।১৪-১৭

—হে সৌম্য, বারিবর্ষণের চারিমাস বর্ষাকাল বলিয়া কথিত। তাহার প্রথম মাস শ্রাবণ আরম্ভ হইয়াছে। এখন সীতার উদ্ধারের নিমিত্ত উদ্যোগের সময় নহে। তুমি এই সময়ে পুরীতে প্রবেশ কর, আমি লক্ষ্মণের সহিত এই পর্বতে অবস্থান করিতেছি। বর্ষা নিবৃত্ত হইলে কার্তিক মাসে তুমি রাবণ বধার্থে উদ্যোগী হইবে।

সুগ্রীব রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণ সহ কিষ্কিন্ধার সমীপস্থ প্রস্রবণ-গিরির একটি মনোরম গুহায় আশ্রয় লইয়াছেন। এই প্রস্রবণেরই অপর নাম মাল্যবান। বর্ষাকালের প্রাকৃতিক শোভা দর্শনে রাম অযোধ্যার সরযূ-নদীকে স্মরণ করিতেছেন। পুনঃপুনঃ সীতার মুখচন্দ্র স্মৃতিপথে উদিত হওয়ার রামের শোক যেন বর্ষার বারিধারা হইতেও অধিকতর দুঃসহ হইয়া উঠিল। সহচর লক্ষ্মণের সান্ত্বনা-বচনেও যেন তাঁহার অধীরতা দূর হইতেছে না।[৩৭]

রাম অতি কষ্টে বর্ষার তিন মাস কাটাইলেন। কার্তিক মাস উপস্থিত হইতেই তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। সীতাবিরহের শোক তাঁহার ধৈর্যের বাঁধকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। তিনি কয়েকদিন পরেই লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—

চত্বারো বার্ষিকা মাসা গতা বর্ষশতোপমাঃ। ইত্যাদি।
৪।৩০।৬৪-৬৬

—বর্ষার চারিমাস যেন আমার শতবর্ষ বলিয়া বোধ হইয়াছে। সেই দীর্ঘ বর্ষাকাল অতিক্রান্ত হইল। আমি প্রিয়াবিযুক্ত, দুঃখার্ত, রাজ্যচ্যুত ও বনবাসী বলিয়া বানররাজ সুগ্রীবের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইতেছি।

এই কথা বলিয়া রাম ক্রোধে অধীর হইয়া লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের নিকট পাঠাইতেছেন। অনেক কঠোর কথা সুগ্রীবের উদ্দেশে বলিয়া পরিশেষে রাম লক্ষ্মণকে কহিতেছেন—'সুগ্রীবকে বলিবে'—

ন সঃ সঙ্কুচিতঃ পন্থা যেন বালী হতো গতঃ।
সময়ে তিষ্ঠ সুগ্রীব মা বালিপথমন্বগাঃ॥ ৪।৩০।৮১

—সুগ্রীব, তোমার ভ্রাতা বালী নিহত হইয়া যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথ রুদ্ধ হয় নাই। অতএব তুমি আপন প্রতিশ্রুতি পালন কর, বালীর পথে গমন করিও না।

লক্ষ্মণ যথাযথরূপে অগ্রজের নির্দেশ পালন করিয়াছেন। এবার গ্রাম্যসুখে মত্ত সুগ্রীবের হুঁশ হইয়াছে। তিনি লক্ষ্মণের সহিত রামের পাদমূলে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার বিনয়বচনে রামের ক্রোধ শান্ত হইল। কৃতাঞ্জলি মিত্রকে আলিঙ্গন করিয়া তিনি মধুর ভাষায় তাঁহার সাহায্য চাহিলেন।

সুগ্রীবের আদেশে সমাগত বানরগণ সীতার অন্বেষণে দিকে দিকে যাত্রা করিতেছেন। দক্ষিণদিকে যাঁহারা যাত্রা করিতেছেন, হনুমান্ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। হনুমানের বুদ্ধি ও পরাক্রম বিষয়ে সুগ্রীব ও রামের আস্থা রহিয়াছে। হনুমানের প্রশংসা করিয়া রাম তাঁহার হাতে স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কটি সীতার অভিজ্ঞানের নিমিত্ত প্রদান করেন।[৪০]

একমাস নানাস্থানে অন্বেষণের পর হনুমান্ লঙ্কায় যাইয়া রাবণের অশোক-বনে সীতাকে দর্শন করিয়াছেন। সীতার নিকট বিরহী রামের দুরবস্থা বর্ণনাকালে হনুমান্ বলিতেছেন—

> ন মাংসং রাঘবো ভুঙ্‌ক্তে ন চৈবং মধু সেবতে।
> বন্যং সুবিহিতং নিত্যং ভক্তমশ্নাতি পঞ্চমম্॥ ইত্যাদি।
>
> ৫।৩৬।৪১-৪৪

—রাম মাংস ভোজন করেন না, মদ্যও সেবন করেন না। সায়ংকালে শুধু অরণ্যজাত ফলমূলাদি ভোজন করিয়া থাকেন। তিনি শুধু আপনার ধ্যানেই নিত্য শোকাকুল।

এই উক্তি হইতে রামের মদ্যপানের কথা জানা যাইতেছে। (ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তাহা দূষণীয় নহে।)

সীতার সংবাদ বহন করিয়া হনুমান্ প্রস্রবণ-গিরিতে রাম সমীপে ফিরিয়া আসিয়াছেন। হনুমানের মুখে রাম লঙ্কার সকল বৃত্তান্ত

শুনিলেন এবং সীতার প্রদত্ত অভিজ্ঞান পাইয়া ও কথিত গোপন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সীতাপ্রদত্ত চূড়ামণিটিকে বুকে ধারণপূর্বক তিনি বিলাপ করিতে লাগিলেন। পুনঃপুনঃ হনুমানের মুখে সীতার কথা শুনিয়াও যেন তাঁহার তৃপ্তি হইতেছে না। হনুমানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন যে, হনুমান্ তাঁহাদের জীবন রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি এরূপ দীন হইয়াছেন যে, এইরূপ হিতকারীর সহিত যথোচিত ব্যবহার করিবার ক্ষমতা আজ তাঁহার নাই। এইজন্য মন পীড়িত হইতেছে। তারপর প্রীতিপুলকিত রাম কহিতেছেন—

এষ সর্বস্বভূতস্তু পরিষ্বঙ্গো হনুমতঃ।
ময়া কালমিম প্রাপ্য দত্তস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ৬।১।১৩

—এখন এই মহাত্মা হনুমানকে আমার সর্বস্বভূত আলিঙ্গন প্রদান করিতেছি।

হনুমান্‌কে আলিঙ্গন করিয়া রাম কহিতেছেন—'জানকীর সংবাদ তোমার মুখে শুনিলাম, কিন্তু বানরগণের সমুদ্র উত্তরণের উপায় কে বলিয়া দিবে ?' রামের এই কথার উত্তরে সুগ্রীব তাঁহার মনে উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছেন। রামের দুশ্চিন্তা দূর হইয়াছে।

হনুমানের মুখে রাম লঙ্কানগরীর সমৃদ্ধি ও দুরাধর্ষতার কথাও শুনিয়াছেন। সেই দিনেই বেলা দুইপ্রহরে তিনি অভিযানের শুভক্ষণ স্থির করিয়াছেন। সেই দিন ছিল উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র। তাঁহার জন্মনক্ষত্র পুনর্বসু। অতএব জ্যোতিষের বিচারে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র তাঁহার 'সাধক' তারা, যাত্রায় শুভ-ফলপ্রদ। অনেকগুলি শুভসূচক লক্ষণও রাম লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। সুগ্রীবের আদেশে তখনই বানরগণ লঙ্কাভিযানে প্রস্তুত হইয়াছেন। রাম হনুমানের স্কন্ধে এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের স্কন্ধে চড়িয়া চলিলেন। কিষ্কিন্ধা হইতে যাত্রা করিয়া বহু গিরি, নদী, প্রস্রবণ ও কানন দেখিতে দেখিতে তাঁহারা সহ্য ও মলয়-পর্বত অতিক্রমের পর মহেন্দ্র-পর্বতের শিখরে

আরোহণ করেন। সেখান হইতে সমুদ্র দেখা যায়। মহেন্দ্রশিখর হইতে অবতরণ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই সকলে সমুদ্রতীরে পৌঁছিয়াছেন।[৪১]

এবার বিরহী রাম সীতাকে স্মরণ করিয়া বিশেষ বিহ্বল হইয়া পড়েন। তিনি লক্ষ্মণকে কহিতেছেন যে, মানুষের শোক ক্রমশঃ হ্রাস পায়, কিন্তু তাঁহার শোক দিন দিন বাড়িয়াই চলিতেছে। বাতাসকে সম্বোধন করিয়া রাম বলিতেছেন—

বাহি বাত যতঃ কান্তা তাং স্পৃষ্ট্বা মামপি স্পৃশ।
ত্বয়ি মে গাত্রসংস্পর্শশ্চন্দ্রে দৃষ্টিসমাগমঃ॥ ৬।৫।৬

—হে সমীরণ, আমার প্রিয়তমা যেখানে আছেন, তুমি সেখানে যাও, তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া আসিয়া আমাকেও স্পর্শ কর। তাপতপ্ত নয়ন চন্দ্রদর্শনে যেরূপ শীতল হয়, সেইরূপ প্রিয়াস্পর্শকারী তোমার স্পর্শে আমার দেহও শীতল হইবে।

এইসময়ে লক্ষ্মণের নিকট রামের মুখে আপন কামজ সন্তাপের এরূপ কথাও ব্যক্ত হইয়াছে, যে-সকল কথা কেহই সাধারণতঃ অপরকে বলেন না। সেইকালে সম্ভবতঃ ইহা লজ্জার বিষয় বলিয়া কেহ মনে করিতেন না। কিষ্কিন্ধা হইতে যাত্রার দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণকালে রাম বিশেষ কাতর হইয়া পড়েন। লক্ষ্মণের সান্ত্বনাবচনে তিনি কোনপ্রকারে নিজেকে সামলাইয়াছেন।[৪২]

বিভীষণ ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া রামের সমীপে উপস্থিত হইলে জাম্ববান্, সুগ্রীব, অঙ্গদ প্রমুখ বানরগণ রামকে পরামর্শ দিলেন যে, বিভীষণকে স্থান দেওয়া উচিত হইবে না। হনুমানের পরামর্শ অন্যরূপ। সকলের মন্তব্য শুনিয়া রাম সুগ্রীবকে বলিলেন, বিভীষণের সহিত কোন সম্পর্ক না থাকিলেও সম্ভবতঃ তিনি রাজ্যাভিলাষী হইয়াই তাঁহার শরণ লইয়াছেন। রাক্ষসেরা পণ্ডিতও হইয়া থাকেন। শরণাগতির আগ্রহ দেখিয়া অনুমান হইতেছে যে, রাবণ ও বিভীষণের মধ্যে প্রবল বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। অতএব

বিভীষণকে স্থান দেওয়া অনুচিত হইবে না। অতঃপর রাম সুগ্রীবকে বলিতেছেন—

ন সর্বে ভ্রাতরস্তাত ভবন্তি ভরতোপমাঃ।
মদ্বিধা বা পিতুঃ পুত্রাঃ সুহৃদো বা ভবদ্বিধাঃ॥ ৬।১৮।১৫

—সংসারে সকল ভ্রাতাই ভরতের মত নহে, পিতার সকল পুত্রই আমার মত নহে, আর সকল বন্ধুই তোমার মত নহে। (অতএব রাবণকে পরিত্যাগ করা বিভীষণের পক্ষে অসম্ভব নহে।)

এই উক্তিটির দ্বিতীয় অংশে রামের যে আত্মশ্লাঘা প্রকাশ পাইতেছে, তাহা যেন বিস্ময়কর।

পরিশেষে রাম কহিতেছেন যে, প্রবল শত্রুও যদি শরণাগত হয়, তবে তাহাকে অবশ্যই স্থান দিতে হইবে, ইহা তাঁহার জীবনের ব্রত-স্বরূপ। বিভীষণও মিত্ররূপে গৃহীত হইলেন। রাম তাঁহাকে লঙ্কার সিংহাসন দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া অভিষিক্ত করিয়াছেন।

সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় যাইতে হইবে। সমুদ্র-লঙ্ঘনের উপায় সম্বন্ধে পরামর্শ চলিতেছে। বিভীষণ বলিলেন যে, রামকে সাগরের নিকট ধরনা দিতে হইবে। এই পরামর্শ সকলেরই মনঃপূত হইল। রাম সমুদ্রতীরে কুশাস্তরণ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তিন রাত্রি চলিয়া গিয়াছে, রাম সমুদ্রদেবের দর্শন পান নাই। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ বাণ নিক্ষেপে সমুদ্রকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। বিপন্ন সমুদ্রদেব রামের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, বিশ্বকর্মার পুত্র বানর নল পিতার ন্যায় শ্রেষ্ঠ শিল্পী! তিনি সমুদ্রের উপর সেতু বন্ধন করিলে রাম সসৈন্যে দক্ষিণ তীরে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। মাত্র পাঁচ দিনে বানরগণের সহযোগিতায় নল সমুদ্রের উপর শত যোজন (আটশত মাইল) দীর্ঘ ও দশ যোজন (আশি মাইল) প্রস্থ সেতু নির্মাণ করিয়াছেন।

অশোভত মহান্ সেতুঃ সীমন্ত ইব সাগরে। ৬।২২।৮০

—সেই বিশাল সেতু সাগরের সীমন্তের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

রাম হনুমানের পিঠে ও লক্ষ্মণ অঙ্গদের পিঠে আরোহণ করিয়া সেতু পার হইয়াছেন। অগণিত বানর-সৈন্য ও বিভীষণ সহ তিনি সমুদ্রের দক্ষিণ তীরে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

সমুদ্রের উত্তর তীরে অবস্থানকালে রাম রাবণের দূত শুক-নামক রাক্ষসকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। এবার লঙ্কায় সেনা সন্নিবেশের পর তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।[৪৩]

রাবণের মন্ত্রী শুক ও সারণ পুনরায় বানররূপ ধারণ করিয়া গুপ্তচররূপে বানরসৈন্যদের ভিতর প্রবেশ করিলে বিভীষণ তাহাদিগকে ধরিয়া রামের নিকট লইয়া যান। রাম তাহাদিগকে অভয় দিয়া কহিলেন—'তোমাদের যদি আর কিছু দেখিবার বাকী থাকে, তবে তাহাও দেখিয়া যাও। লঙ্কায় যাইয়া রাবণকে বলিবে যে, যে শক্তিগর্বে তিনি আমার পত্নীকে হরণ করিয়াছেন, এবার যেন আমাকে সেই শক্তি প্রদর্শন করেন। আগামী প্রাতঃকালেই তিনি আমার শক্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।'[৪৪]

লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাম তাঁহার সৈন্যগণসহ সুবেল-শৈলে অবস্থান করিতেছিলেন। সেখানেও রাবণের প্রেরিত গুপ্তচর শার্দূল প্রমুখ রাক্ষসগণ ধরা পড়িয়া রামের কৃপায় মুক্তিলাভ করিয়াছে। একরাত্রি সুবেল-পর্বতে কাটাইয়া পরদিনই রাম লঙ্কাপুরীর প্রত্যেক দ্বারে সেনাপতি নিয়োগ করেন। তিনি স্বয়ং লক্ষ্মণের সহিত রাবণ-রক্ষিত উত্তর দ্বার অবরুদ্ধ করিয়াছেন। প্রথমেই রাম আত্মপক্ষ পরিচয়ের সঙ্কেত নির্দেশ করিতে যাইয়া বলিতেছেন—

> ন চৈব মানুষং রূপং কার্যং হরিভিরাহবে।
> এষা ভবতু নঃ সংজ্ঞা যুদ্ধেঽস্মিন্ বানরে বলে॥ ইত্যাদি।
>
> ৬।৩৭।৩৩-৩৫

—আমাদের এই সঙ্কেত থাকিলে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের সৈন্যগণ বানররূপেই থাকিবেন। বানররূপই আমাদের আত্মীয়। অতএব

অবধ্য। লক্ষ্মণ, বিভীষণ, বিভীষণের চারিজন সচিব ও আমি—এই সাতজন মনুষ্যরূপেই যুদ্ধ করিব।

প্রথমতঃ রাম সন্ধির প্রস্তাব করিয়া অঙ্গদকে রাবণের নিকট দূতরূপে পাঠাইয়াছেন। সন্ধির শর্ত হইতেছে—জানকীকে প্রত্যর্পণ ও ক্ষমাপ্রার্থনা। তাহা না করিলে যুদ্ধ অনিবার্য এবং সেই যুদ্ধের পরিণাম রাবণের পক্ষে ভয়াবহ।

অঙ্গদ ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া আসার পরেই 'সাজ সাজ' রব পড়িয়া গেল। সম্পূর্ণ লঙ্কাপুরী বানর-সৈন্যের দ্বারা অবরুদ্ধ।

ক্ষিপ্রমাজ্ঞাপয়দ্ রামো বানরান্ দ্বিষতাং বধে। ৬।৪২।৯

—রাম তখনই শত্রুবধের নিমিত্ত বানরগণকে আদেশ দিলেন।

হনুমান্ প্রথমতঃ সীতার অন্বেষণে লঙ্কায় গিয়া যে যুদ্ধনিনাদে আত্মঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহারই এক অংশ বানর-সৈন্যের সিংহনাদে ঘোষিত হইতেছে—

জয়ত্যুরুবলো রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেণাভিপালিতঃ॥ ৬।৪২।২০

—মহাশক্তিশালী রামের জয় হউক, মহাবল লক্ষ্মণের জয় হউক। রঘুনাথের দ্বারা সুরক্ষিত রাজা সুগ্রীবের জয় হউক।

মহাবিক্রমে বানর-সৈন্য রাক্ষসদের উপর আক্রমণ চালাইতেছে। উভয় পক্ষের দ্বন্দ্বযুদ্ধে সেইদিন রাক্ষসরাই সমধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইল।[৪৫]

সেই রাত্রিতেও ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল। ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদের হাতে নাকাল হইয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। মায়াবলে অন্তর্হিত হইয়া কূটযোদ্ধা রাক্ষস রাম ও লক্ষ্মণকে সর্পবাণে বন্ধন করিয়াছেন। তাঁহাদের সংজ্ঞা লোপ পাইয়াছে। ইন্দ্রজিৎ তাঁহাদের সর্বাঙ্গ বাণবিদ্ধ করিতেছেন। বানরগণ শোকে আকুল। বিভীষণ সকলকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে রাম স্বীয় শক্তিমত্তা ও দৈহিক দৃঢ়তাহেতু মূর্ছা হইতে জাগরিত হইয়াছেন, কিন্তু লক্ষ্মণের দুরবস্থার জন্য তাঁহার শোক অবর্ণনীয়। অকস্মাৎ সেইস্থলে গরুড়ের আবির্ভাবে লক্ষ্মণও

সর্পপাশ হইতে মুক্ত হইয়া সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন। গরুড়ের স্পর্শমাত্র রাম-লক্ষ্মণের দেহের ক্ষতচিহ্ন নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। কৃতজ্ঞতায় রামের নেত্রে আনন্দাশ্রু বহিতেছে। দেবতাগণের মুখে রাম-লক্ষ্মণের এই দুর্গতির খবর শুনিয়া গরুড় সেইস্থলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এবার তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।[৪৬]

যুদ্ধে অনেক মহাবীর রাক্ষস নিহত হইয়াছেন। রাবণের সেনাপতি প্রহস্তও বীরশয্যায় শায়িত। এবার রাবণ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। সুগ্রীব, লক্ষ্মণ, হনুমান্ ও নীলের সহিত যুদ্ধের পর রামের আহ্বানে রাবণ রামকে আক্রমণ করেন। হনুমানের পিঠে চড়িয়া রাম যুদ্ধ করিতেছেন। রামের নিশিত বাণে রাবণের সারথি, রথ, অশ্ব—সকলই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। হতাশ্ব হতসারথি নষ্টরথ ছিন্নকিরীট রাক্ষসরাজের বিষদন্ত যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেন। রাম তাঁহাকে বলিতেছেন—

তস্মাৎ পরিশ্রান্ত ইতি ব্যবস্য
ন ত্বাং শরৈর্মৃত্যুবশং নয়ামি। ইত্যাদি। ৫৯।১৪২, ১৪৩

—আজ ভীষণ যুদ্ধ করায় তুমি পরিশ্রান্ত। সেইজন্য শরপ্রহারে তোমাকে বধ করিব না। তুমি আজ বিশ্রাম কর, পুনরায় রথ, ধনুর্বাণ ও সৈন্যাদি সহ যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া আমার শক্তি দেখিতে পাইবে।

হতদর্প রাক্ষসরাজ লজ্জিত হইয়া প্রস্থান করিয়াছেন। এহেন দুরন্ত শত্রুকে এইভাবে ক্ষমা করা রামের ন্যায় মহাত্মার পক্ষেই সম্ভবপর।

পরদিন রণক্ষেত্রে কুম্ভকর্ণ উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার বিক্রমে বানরগণ ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। অগত্যা রাম স্বয়ং কুম্ভকর্ণকে আক্রমণ করেন। তিনি বায়ব্যাস্ত্র ও ঐন্দ্রাস্ত্রের দ্বারা কুম্ভকর্ণের বাহুদ্বয় কাটিয়া ফেলিয়াছেন। ছিন্নবাহু হইয়াও কুম্ভকর্ণ তাঁহার দিকে

ছুটিয়া আসিতেছেন দেখিয়া রাম নিশিত দুইটি অর্ধচন্দ্রবাণে কুম্ভকর্ণের পদদ্বয় কাটিয়া দিলেন। তথাপি কুম্ভকর্ণ মুখব্যাদন করিয়া রামকে গিলিতে আসিতেছেন। এবার রাম তীক্ষ্ণ ঐন্দ্রাস্ত্রের দ্বারা কুম্ভকর্ণের শির দেহচ্যুত করিলেন।[৪৭]

ইন্দ্রজিৎ আরও একদিন যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া বানরসৈন্য ও রাম-লক্ষ্মণকে মূর্ছিত করিয়াছিলেন। জাম্ববানের নির্দেশে হিমালয় হইতে দিব্যৌষধি আনিয়া হনুমান্ সেই ওষধির গন্ধে সকলকে স্বস্থ করেন।[৪৮]

খরের পুত্র মকরাক্ষ পিতৃহন্তা রামকে সমরাঙ্গণে আক্রমণ করিয়া রামের পাবকাস্ত্রে আত্মাহুতি দিয়াছেন।[৪৯]

ইন্দ্রজিতের মায়াযুদ্ধে আক্রান্ত হইয়া ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ একদিন সকল রাক্ষসকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিতে চাহিলে রাম তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিতেছেন—

> নৈকস্য হেতো রক্ষাংসি পৃথিব্যাং হন্তুমর্হসি। ইত্যাদি।
>
> ৬।৮০।৩৮, ৩৯

—একজনের অপরাধের জন্য পৃথিবীর সকল রাক্ষসকে বধ করা উচিত নহে। যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত, পলায়মান, শরণাগত, অঞ্জলিবদ্ধ অথবা মত্ত শত্রুকে বধ করা অনুচিত। মেঘনাদ বধও তাহলে অনুচিত.

ইন্দ্রজিৎ মায়ানির্মিত সীতাকে হত্যা করিলে যথার্থই সীতা হত হইয়াছেন ভাবিয়া রাম শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। বিভীষণের কথায় পরে তিনি বুঝিতে পারেন যে, ইন্দ্রজিৎ যথার্থ সীতাকে হত্যা করেন নাই। এই মায়াবলম্বন ইন্দ্রজিতের চালাকীমাত্র।[৫০]

অতঃপর রাম পূর্ণতেজে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। তিনি রাক্ষপবাহিনীকে যেন নির্মূল করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

তে তু রামসহস্রাণি রণে পশ্যন্তি রাক্ষসাঃ। ইত্যাদি।৬।৯৩।২৭-৩৪

—রাক্ষসগণ রণক্ষেত্রে যেন হাজার হাজার রামকে দেখিতেছিল। আবার কখনও দেখিল যে, একজন রামই যেন অবস্থান করিতেছেন।

এইরূপে তিনি প্রাতঃকালাবধি দিবসের অষ্টম ভাগের মধ্যে অগ্নিশিখাসদৃশ বাণসমূহের দ্বারা নিশাচরসৈন্যের দশহাজার রথী, আরোহী সহ চৌদ্দ হাজার ঘোড়া, আঠার হাজার হাতী এবং দুই হাজার পদাতিককে নিধন করেন। হতাবশিষ্ট কয়েকজন সৈন্য প্রাণ লইয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল।

এবার রাবণ সমরাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছেন। রামের সহিত তাঁহার ভীষণ যুদ্ধ হইল। রাবণের নিক্ষিপ্ত শক্তিশেল লক্ষ্মণের বুকে পতিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন। এবার অতি ক্রুদ্ধ রাম দশাননকে এরূপভাবে আক্রমণ করিলেন যে, দশানন পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন।[৫১]

রাম রক্তাক্তকলেবর অচেতন লক্ষ্মণকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিলাপ করিতেছেন। লক্ষ্মণ তাঁহার বহিশ্চর প্রাণস্বরূপ। লক্ষ্মণের নানা গুণ কীর্তন করিয়া রাম কহিতেছেন—

> দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
> তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥ ৬।১০১।১৫

—প্রতি দেশেই কলত্র এবং বান্ধব পাওয়া যায়, কিন্তু সহোদর ভ্রাতা পাওয়া যায়—এরূপ দেশ দেখিতে পাই না।

লক্ষ্মণ রামের সহোদর ভ্রাতা নহেন, কিন্তু সহোদরেরও অধিক। বানরবৈদ্য সুষেণ লক্ষ্মণকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার প্রাণের স্পন্দন রহিয়াছে। রামকে প্রবোধ দিয়া তিনি হনুমানের দ্বারা মহোদয়-পর্বত হইতে ওষধি আনাইলেন। সুষেণ সেই ওষধির চূর্ণ করিয়া লক্ষ্মণের নাসিকায় নস্য দিতেই লক্ষ্মণ উঠিয়া বসিয়াছেন। রাম অশ্রুপূর্ণলোচনে অনুজকে স্নেহালিঙ্গন করিলেন।

রাবণ পুনরায় রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি রথে চড়িয়া রামের উপর তীক্ষ্ণ বাণধারা নিক্ষেপ করিতেছেন। রামও ইন্দ্রপ্রেরিত মাতলির রথে আরোহণ করিয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। অসুরগণ রাবণের এবং দেবগণ রামের বিজয়াকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন।

রামের দিব্যাস্ত্রে রাবণের দেহ ক্ষতবিক্ষত ও হৃদয় যেন ঘূর্ণিত।

যদা চ শস্ত্রং নারেভে ন চকর্ষ শরাসনম্।
নাস্য প্রত্যকরোদ্ বীর্যং বিক্লবেনান্তরাত্মনা॥

৬।১০৩।২৮

—রথে পতিত রাবণ বাণক্ষেপণ ও ধনু অকর্ষণে অসমর্থ। রাম তখন আর কোনরূপ বিক্রম প্রকাশ করেন নাই।

এই ঘটনায়ও রামের অলৌকিক মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। রাবণের সারথি রাক্ষসপতিকে লইয়া রথ ফিরাইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিল।

এবার রাবণ শেষবারের মত সমরাঙ্গণে উপস্থিত হইতেছেন। দেবতারাও রাম-রাবণের ভীষণ যুদ্ধ দেখিবার উদ্দেশ্যে অন্তরীক্ষে সমাগত হইয়াছেন। মহামুনি অগস্ত্য তেজোবৃদ্ধির নিমিত্ত রামকে 'আদিত্যহৃদয়'-মন্ত্র জপ করিতে বলিলে রাম পরম ভক্তিভরে অগস্ত্যের আদেশ পালন করিলেন। ভগবান্ আদিত্যদেব প্রসন্ন হইয়া রামকে আশীর্বাদপূর্বক কহিলেন—'রাম, তুমি তৎপর হও।' [৫২]

রামের সম্মুখে বিজয়সূচক শুভ লক্ষণসমূহ ও রাবণের সম্মুখে নানাবিধ দুর্নিমিত্ত পরিলক্ষিত হইতেছে। রাম ও রাবণের ঘোরতর দ্বৈরথ যুদ্ধ চলিতেছে। দেবগণ, গন্ধর্বগণ, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ আশীর্বাদ করিতেছেন—

জয়তাং রাঘবঃ সংখ্যে রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্।৬।১০৭।৪৯

—রঘুনন্দন রণক্ষেত্রে রাক্ষসেশ্বর রাবণকে জয় করুন।

দর্শকগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন—

সাগরং চাম্বরপ্রখ্যমম্বরং সাগরোপমম্।
রামবারণয়োযুদ্ধং রামরাবণয়োরিব॥

৬।১০৭।৫১

—সাগর সাগরের ন্যায়, আকাশ আকাশের ন্যায়, রাম-রাবণের যুদ্ধও রাম-রাবণের যুদ্ধের ন্যায় উপমারহিত।

রাবণের দুষ্কর্ম-স্মরণে ক্রুদ্ধ রাম শাণিত শরে রাবণের শিরশ্ছেদ করিতেছেন, আর রাবণের নূতন নূতন শির গজাইতেছে। সমস্ত দিনরাত্রি ব্যাপিয়া যুদ্ধ চলিতেছে, কিন্তু জয়পরাজয় অনিশ্চিত।

কিছুতেই কিছু হইতেছে না দেখিয়া রাম চিন্তিত হইয়াছেন। মাতলি তাঁহাকে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপের উপদেশ দিলেন। রাম সেই উপদেশে অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্রকে অভিমন্ত্রিত করিয়া তাহাতে ভয়ানক বাণ যোজনা করিলেন। পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল। রামের বজ্রসদৃশ বাহুদ্বারা নিক্ষিপ্ত সেই বাণ রাবণের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার প্রাণ হরণপূর্বক ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। বেগ থামিলে পর পুনরায় সেই রক্তলিপ্ত বাণ রামের তূণমধ্যে প্রবেশ করিল।

হতাবশিষ্ট রাবণসৈন্যগণ ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে, আর বানরসৈন্যগণের সোল্লাস সিংহনাদে গগন যেন বিদীর্ণ হইতেছে। দেবতা গন্ধর্ব প্রমুখ রামহিতৈষিগণের মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ায় তাঁহাদের সাধুবাদ শোনা যাইতেছিল। বিজয়ী রাম স্বজনগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দেবগণপরিবৃত মহেন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। [৫৩]

অগ্রজের নিধনে বিভীষণ করুণ বিলাপ করিতে থাকিলে রাম তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিতেছেন—

মরণান্তানি বৈরাণি নিবৃত্তং নঃ প্রয়োজনম্।
ক্রিয়তামস্য সংস্কারো মমাপ্যেষ যথা তব॥

৬।১০৯।২৫

—মরণ পর্যন্তই শত্রুতা। আমার প্রয়োজন শেষ হইয়াছে। এখন ইনি তোমার ন্যায় আমারও বন্ধু হইয়াছেন। অতএব ইঁহার সংকার কর।

এবার রাম ধনুর্বাণ, কবচ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া সৌম্যমূর্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে।[৫৪]

বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে বসাইয়া রাম হনুমানকে আদেশ করিতেছেন—'হে সৌম্য, তুমি লঙ্কেশ্বর বিভীষণের অনুমতি লইয়া

লঙ্কায় গমনপূর্বক সীতাকে রাবণের নিধনবার্তা ও আমাদের কুশল সংবাদ জানাইবে এবং তাঁহার সংবাদ লইয়া সত্বর ফিরিয়া আসিবে।' [৫৫]

হনুমান্ রামের আজ্ঞা পালন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। হনুমানের মুখে রাম শুনিতে পাইলেন যে, সীতা তাঁহাকে দর্শন করিতে চাহেন। এই কথা শুনিয়া রাম বাষ্পাকুলনয়নে ভূতলে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বিভীষণকে বলিলেন যে, সীতাকে স্নান করাইয়া উত্তম বসনভূষণে সজ্জিত করিয়া বিভীষণ যেন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করেন। বিভীষণ রামের নির্দেশ পালন করিয়া রামকে সীতার আগমন-বার্তা জানাইলে পর রাম যেন অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিলেন।

রোষং হর্ষঞ্চ দৈন্যঞ্চ রাঘবঃ প্রাপ শত্রুহা।

৬।১১৪।১৭

—শত্রুনাশন রাম যুগপৎ ক্রোধ, হর্ষ ও দৈন্য প্রাপ্ত হইলেন।

দুঃখিত রাম সীতাকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিবার নির্দেশ দিলে বিভীষণ পথের জনতাকে দূরে সরাইতেছেন দেখিয়া রাম তাঁহাকে তিরস্কারের সুরে বলিতেছেন—'কি কারণে জনতাকে কষ্ট দিতেছ? ইহারা সকলই আমার স্বজন। এইপ্রকার লোকাপসারণ নারীর আবরণ নহে, আপন চরিত্রই নারীর আবরণ। বিপৎকাল, যুদ্ধ, স্বয়ংবর, যজ্ঞ ও বিবাহকালে নারীগণের জনসম্মুখে উপস্থিতি দোষাবহ নহে। জানকী দুঃখে নিমগ্না, বিশেষতঃ আমার নিকট উপস্থিত হইতেছেন। অতএব তিনি পদব্রজেই এখানে আসিবেন।'

বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান্ প্রমুখ ব্যক্তিগণ রামের ভাবগতিক দেখিয়া চিন্তিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। বিভীষণের অনুগমন করিয়া সীতা পতির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। রাম তাঁহাকে দেখিয়া কহিতেছেন—

এষাসি নির্জিতা ভদ্রে শত্রুং জিত্বা রণাজিরে।
পৌরুষাদ্ যদনুষ্ঠেয়ং ময়ৈতদুপপাদিতম্॥ ইত্যাদি ৬।১১৫।২-২৪

—ভদ্রে, আমি রণাঙ্গণে শত্রুকে জয় করিয়া তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি। পৌরুষের বলে যাহা করা সম্ভবপর, তাহা করিলাম। হনুমান্, সুগ্রীব, বিভীষণ প্রমুখ বীরগণের শ্রম সফল হইয়াছে। তোমার কল্যাণ হউক। তুমি জানিবে যে, আমি আপন সম্মান রক্ষার নিমিত্তই এই দুষ্কর কর্ম করিয়াছি, তোমাকে পাইবার নিমিত্ত নহে। তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। ভদ্রে, তোমার যেখানে ইচ্ছা হয়, সেখানে চলিয়া যাও। যে স্ত্রী বহুকাল পরগৃহে বাস করিয়াছে, কোন্ সদ্‌বংশজাত তেজস্বী পুরুষ প্রণয়ের আশায় পুনরায় তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে? ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব কিংবা বিভীষণের কাছে থাকিতে যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তাহাতেও আমার কোন আপত্তি নাই। তুমি দীর্ঘকাল রাবণের গৃহে বাস করিয়াছ। তোমার এমন মনোহর দিব্য রূপ দেখিয়াও রাবণ যে তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছে—তাহা বিশ্বাস করি না।'

রামের এই কঠোর উক্তিগুলি শুনিয়া সম্ভবতঃ সকল পাঠকই ব্যথিত হন। ক্ষোভে দুঃখে লজ্জায় ও ক্রোধে সীতা যেন নিজের দেহে মিশিয়া গেলেন। তিনিও পতিদেবতাকে সমুচিত উত্তর দিতে ছাড়েন নাই। পরিশেষে লক্ষ্মণের দ্বারা চিতা প্রস্তুত করাইয়া তিনি অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছেন। মূর্তিমান্ অগ্নিদেব সীতাকে কোলে লইয়া আবির্ভূত হইলেন এবং সীতার পাতিব্রত্যের প্রশংসা করিয়া রামের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। মহেশ্বরাদি দেবগণও সেই স্থানে আবির্ভূত হইয়াছেন। ব্রহ্মা রামকে তাঁহার নারায়ণত্বের কথা স্মরণ করাইয়া অনেক স্তবস্তুতি করিলেন।[৫৬]

সীতার এই অগ্নিপরীক্ষার দৃশ্যে আমাদের দুঃখ হয়। রাম অতিশয় কর্তব্যনিষ্ঠ পুরুষ। রাবণবধের পর বিভীষণের দ্বারা

সীতাকে আনাইয়া সর্বসমক্ষে যেরূপ সাহঙ্কার বাক্যে তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার চরিত্রের সহিত যেন খাপ খায় না। বংশের মর্যাদা রক্ষা এবং নিজের পৌরুষ-খ্যাপনই যে তাঁহার রাবণবধের উদ্দেশ্য—উচ্চকণ্ঠে এই কথা প্রচার করিতে যাইয়া তিনি যেন সীতার কথা একেবারেই ভাবিয়া দেখেন নাই। কয়েকটি কঠোর উক্তিতে শালীনতা রক্ষিত হইয়াছে কি না—তাহাও বিচার্য।

রঘুবংশে দেখিতে পাই, কালিদাস অতি সংক্ষেপে অগ্নিপরীক্ষার ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই অংশটি তাঁহারও ভাল লাগে নাই। সদ্যোবিধবা রাক্ষসীগণের অভিসম্পাতের ফলেই রাম সীতার প্রতি কঠোর হইয়াছিলেন—এই কথা বলিয়া কৃত্তিবাস রামকে দোষমুক্ত করিতে চাহিয়াছেন। মহাভারতেও বালিবধের সমালোচনার ন্যায় ইহার কোন সমালোচনা ব্যাসদেবও করেন নাই। উত্তররামচরিতে ভবভূতি কোপাবিষ্ট রাজর্ষি জনকের মুখে প্রকাশ করিয়াছেন—'অগ্নির কি সাধ্য যে, আমার দুহিতার শুদ্ধি পরীক্ষা করিবেন? রামের আচরণে আমি অপমানিত হইয়াছি, কঞ্চুকী, সীতার শুদ্ধিপরীক্ষার কথা উল্লেখ করায় পুনরায় অপমানিত হইলাম।'

বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী রাজর্ষির এই কথা শুনিয়া বলিতেছেন—"রাজর্ষি যথার্থই বলিয়াছেন। সীতার সম্বন্ধে 'অগ্নি' এই শব্দটি অতি তুচ্ছ, 'সীতা' এই শব্দটিই তাঁহার পবিত্রতা খ্যাপনে যথেষ্ট।" (চতুর্থ অঙ্ক)

এইস্থলেও রামের অশোভন উক্তির কোন প্রতিবাদ শোনা যায় না।

রাম যদিও পরে অগ্নিদেবকে কহিয়াছেন যে, সীতার পাতিব্রত্য সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, লোকে তাঁহাকে সাংসারিক ব্যাপারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ও কামুক বলিবে—এইজন্যই তিনি অগ্নিপ্রবেশের সময় সীতাকে নিবৃত্ত করেন নাই। কিন্তু কেন

যে তিনি সেইরূপ অশোভন ভাষায় সীতাকে অপমানিত করিয়াছেন, তাহার কৈফিয়ৎ তিনিও দিতে পারেন নাই।[৫৭]

মহেশ্বরের প্রসাদে এই সময়ে রাম দশরথের দর্শন পাইয়াছেন। দশরথ পুত্রের নারায়ণত্বের কথাও স্বর্গলোকে অবগত হইয়াছেন। পুত্রদ্বয় ও পুত্রবধূকে মুক্তকণ্ঠে আশীর্বাদ করিলে পর রাম কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছেন—

কুরু প্রসাদং ধর্মজ্ঞ কৈকেয্যা ভরতস্য চ। ইত্যাদি।

৬।১১৯।২৫, ২৬

—হে ধর্মজ্ঞ, কৈকেয়ী ও ভরতের উপর প্রসন্ন হউন। হে প্রভো, আপনি পুত্রের সহিত কৈকেয়ীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—এই দারুণ শাপ যেন তাঁহাদিগকে স্পর্শ না করে।

দশরথ কহিলেন—'তথাস্তু।' তারপর পুনরায় সকলকে আশীর্বাদ করিয়া তিনি ইন্দ্রলোকে প্রস্থান করেন।

এবার ইন্দ্র রামকে বর দিতে চাহিলে রাম প্রার্থনা করিলেন—'দেবরাজ, যে-সকল বানর আমার নিমিত্তই প্রাণ দিয়াছে, তাহারা যেন পুনরায় জীবন লাভ করে। আর বানরগণ যেখানে অবস্থান করিবে, সেখানে যেন অকালেও ফলমূল ও ফুল সুলভ হয় এবং নদীসকল নির্মল জলে পূর্ণ থাকে'।[৫৮]

দেবরাজ রামকে প্রার্থিত বর দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পরদিন বিভীষণ রামকে কহিলেন যে, সুন্দরী রমণীগণ রামকে অলঙ্কৃত করিবার উদ্দেশ্যে সুগন্ধি তৈল, চন্দন, বস্ত্র প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। অনুমতি পাইলেই তাঁহারা রামকে স্নান করাইয়া সুসজ্জিত করিবেন। রাম উত্তরে কহিলেন, সুগ্রীব প্রমুখ বীরগণকে যেন সুসজ্জিত করা হয়। ভরতকে না দেখা পর্যন্ত অলঙ্কারাদি-গ্রহণ তাঁহার প্রীতিকর হইবে না। অতএব সত্বর অযোধ্যা-যাত্রার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কিছুদিন লঙ্কায় অবস্থানপূর্বক রাম যদি বিভীষণের সেবা গ্রহণ

করেন, তবে বিভীষণ কৃতার্থ হইবেন—বিভীষণের মুখে এই প্রার্থনা শুনিয়া রাম বলিলেন—

পূজিতোহস্মি ত্বয়া বীর সাচিব্যেন পরেণ চ।
... ...
তন্তু মে ভ্রাতরং দ্রষ্টুং ভরতং ত্বরতে মনঃ॥ ইত্যাদি।
৬।১২১।১৭—২২

—হে বীর, অকপট মিত্রতা ও সহায়তায় তুমি আমার যথেষ্ট পূজা করিয়াছ। তোমার বাক্য অবশ্যই রক্ষা করিতাম, কিন্তু ভ্রাতা ভরতকে দেখিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত। জননী ও বন্ধুবর্গকে দেখিবার নিমিত্তও আমার প্রবল উৎকণ্ঠা। অতএব হে সৌম্য, এখন আমাকে অযোধ্যা-যাত্রার অনুমতি দাও। আমি তোমার দ্বারা পরম সংকৃত হইয়াছি। তুমি অবশ্যই মনে কিছু করিবে না।

বিভীষণ-কর্তৃক পুষ্পক-বিমান আনীত হইল। জানকীকে ক্রোড়ে লইয়া লক্ষ্মণের সহিত রাম সেই দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়াছেন। তিনি যখন কৃতজ্ঞতার সহিত সস্নেহ বচনে সকলকেই বিদায় দিতেছেন, তখন বিভীষণ ও সুগ্রীবাদি বানরগণ বলিলেন যে, তাঁহারাও অযোধ্যায় যাইয়া রামের অভিষেকোৎসব দেখিতে উৎসুক। রাম সানন্দে তাঁহাদিগকে বিমানে আরোহণ করাইলেন। রামের আদেশে হংসযুক্ত দিব্য বিমান আকাশে উত্থিত হইল।

সীতাকে লঙ্কার ও সমুদ্রের নানা দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে রাম 'সেতুবন্ধ'-তীর্থে উপস্থিত হইয়াছেন। বিমান হইতে কিষ্কিন্ধা দেখিতে পাইয়া সীতা রামকে বলিলেন যে, বানরপত্নীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অযোধ্যায় যাইতে তাঁহার বাসনা। রাম সীতার এই অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছেন।

এবারও রাম কিষ্কিন্ধা হইতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে পূর্বদৃষ্ট স্থানগুলি সীতাকে প্রদর্শন করিতে করিতে চলিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে বিমানখানি যমুনাতীরে ভরদ্বাজের আশ্রম সমীপে

উপস্থিত হইয়াছে। আকাশ হইতে অযোধ্যাও দেখা যাইতেছিল। রাম সীতাকে কহিতেছেন—

এষা সা দৃশ্যতে সীতে রাজধানী পিতুর্মম।
অযোধ্যাং কুরু বৈদেহি প্রণামং পুনরাগতা॥ ৬।১২৩।৫৫

—বৈদেহি, ঐ আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যানগরী দেখা যাইতেছে। পুনরায় অযোধ্যায় আসিতেছ, প্রণাম কর।

রামের বনবাসের চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ হইল। সেইদিন ছিল পঞ্চমী তিথি। রাম ভরদ্বাজের আশ্রমে অবতরণ করিয়াছেন। মুনিকে প্রণাম করিয়াই তিনি ভরতের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করেন। অযোধ্যার সকলের কুশল সংবাদ দিয়া মুনি রামকে কহিলেন যে, তিনি তপোবলে রামের সকল ঘটনাই জানেন। ভরদ্বাজ সেই রাত্রি আশ্রমে অবস্থান করিয়া পরদিন অযোধ্যায় যাইবার অনুরোধ করিলে রাম সবিনয়ে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। মুনি তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে তিনি প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি যে পথে অযোধ্যায় যাইবেন, সেই পথের বৃক্ষসমূহ যেন অকালেও ফলবান্ হয় এবং মধু ক্ষরণ করে। ভরদ্বাজ কহিলেন—'তথাস্তু।'

ভরদ্বাজের আশ্রম হইতেই রাম শৃঙ্গবের-পুরে গুহের নিকট এবং নন্দিগ্রামে ভরতের নিকট হনুমান্‌কে পাঠাইতেছেন। তিনি হনুমান্‌কে বলিতেছেন—'সখা নিষাদরাজকে আমাদের কুশল সংবাদ দিবে। তিনি তাহাতে আনন্দিত হইবেন। তাঁহার নিকট হইতে অযোধ্যার পথের সন্ধানও জানিতে পারিবে। ভরতকে সীতাহরণ হইতে রাবণবধ পর্যন্ত সকল বৃত্তান্ত শোনাইয়া কহিবে যে, আমি বিভীষণ ও সুগ্রীবাদি মিত্রগণকে লইয়া এখানে আসিয়াছি।'

অতঃপর রাম হনুমান্‌কে আরও কহিতেছেন—

এতচ্ছ্রুত্বা যমাকারং ভজতে ভরতস্ততঃ।
স চ তে বেদিতব্যঃ স্যাৎ সর্বং যচ্চাপি মাং প্রতি॥ ইত্যাদি।
৬।১২৫।১৪-১৮

—এইসকল বৃত্তান্ত শুনিলে ভরতের আকার ও মনোভাব যেরূপ প্রকাশ পাইবে, তাহা নিপুণভাবে লক্ষ্য করিবে। ভরতের আন্তরিকতা কতটুকু, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিবে। সেখানকার সকল বৃত্তান্ত যথাযথরূপে জানিবে। ভরতের ইঙ্গিত, মুখের চেহারা, দৃষ্টি ও কথাবার্তা দ্বারা তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিবে। পৈতৃক রাজ্য হাতে পাইলে মনোভাবের পরিবর্তন হওয়াই স্বাভাবিক। আমরা যে পর্যন্ত এই আশ্রম হইতে দূরে অগ্রসর না হই, তাহার মধ্যেই তুমি সমস্ত জানিয়া ফিরিয়া আসিবে।

রামের এই সন্দেহও যেন আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। অবশ্য, লৌকিক ব্যবহারে এইপ্রকার সন্দেহ-পোষণ বিচক্ষণতাও হইতে পারে।

হনুমান্ মানুষের রূপ ধারণ করিয়া যাত্রা করিয়াছেন। প্রথমতঃ শৃঙ্গবেরপুরে নিষাদপতি গুহকে রামের কুশল সংবাদ দিয়া তিনি নন্দিগ্রামে ভরতের সমীপে উপস্থিত হইয়া রামের প্রত্যাগমন-সংবাদ দিলেন। হর্ষে ও হনুমানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। রামের উপর ভরতের অকৃত্রিম ভক্তি দেখিয়া হনুমান্ আর রামের নিকট যাইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তিনি ভরতকে বলিয়াছেন—

তাং গঙ্গাং পুনরাসাদ্য বসন্তং মুনিসন্নিধৌ।
অবিঘ্নং পুষ্যযোগেন শ্বো রামং দ্রষ্টুমর্হসি॥

৬।১২৬।৫৪

—রাম কিষ্কিন্ধা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রয়াগে গঙ্গাতীরে ভরদ্বাজ-মুনির সমীপে অবস্থান করিতেছেন। আপনি আগামী কল্য নির্বিঘ্নে পুষ্যানক্ষত্রযোগে তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন।

সম্ভবতঃ সেইদিন চৈত্রের শুক্লা ষষ্ঠী তিথি। সেইদিন প্রয়াগ হইতে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে নিষাদরাজের সহিত মিলিত হইয়া রাম নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইয়াছেন। গুরুজনকে প্রণাম ও স্নেহ-

ভাজনগণকে যথাযোগ্য আলিঙ্গন ও আশীর্বাদাদির পর তিনি ভূতলে উপবেশন করিলেন।[৬০]

রামের আদেশে পুষ্পক-বিমান কুবেরভবনে যাত্রা করিয়াছে। বশিষ্ঠের চরণযুগলে প্রণাম করিয়া রাম তাঁহার সমীপে অপর একখানি আসন গ্রহণ করেন। ভরত সবিনয়ে অগ্রজের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়াছেন। শত্রুঘ্নের নির্দেশে ক্ষৌরকারগণ উপস্থিত হইলে রাম প্রথমতঃ ভরত, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণের ক্ষৌরকার্য ও স্নানাদির পর জটা মুণ্ডনপূর্বক স্নানান্তে উৎকৃষ্ট মাল্য, অনুলেপন ও বস্ত্রাদি গ্রহণ করেন।[৬১]

তারপর ভরত-কর্তৃক চালিত রথে রাম অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন। পুরবাসিগণের আনন্দের সীমা নাই। প্রথমতঃ পিতার ভবনে প্রবেশ করিয়া রাম মাতৃগণকে প্রণাম করিলেন। তারপর সুগ্রীব বিভীষণ প্রমুখ সুহৃদ্বর্গকে রাজোচিত সম্মানে অভ্যর্থনা করা হইল। পরদিন বশিষ্ঠাদি মুনিঋষিগণ রামের অভিষেক সম্পন্ন করিয়াছেন। তৎকালে রামের দানদক্ষিণার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা বলিবার নহে। রাম লক্ষ্মণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে চাহিলে লক্ষ্মণ তাহা স্বীকার না করায় পরে ভরতকে অভিষিক্ত করা হইল।[৬২]

ভরত লক্ষ্মণের অগ্রজ। ভরতকে বাদ দিয়া লক্ষ্মণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে রামের ইচ্ছা সম্পর্কে ‘তিলক’-টীকায় কথিত হইয়াছে যে, রামের সহিত বনবাসে প্রভূত দুঃখকষ্ট ভোগ করার জন্য লক্ষ্মণের সহিত মিলিতভাবে রাজ্যসুখ ভোগ করিতে রামের বাসনা। কিন্তু আমাদের মনে হয়—ভরতও কম ত্যাগ স্বীকার করেন নাই, তাঁহাকেই বা রাম প্রথমতঃ কেন অনুরোধ করেন নাই? লক্ষ্মণের প্রতি রামের সমধিক পক্ষপাতই এই অনুরোধের কারণ বলিয়া বোধ করি।

সুগ্রীবাদি বানরগণ ও বিভীষণ রামের প্রদত্ত প্রভূত প্রীতি-

উপহার লইয়া আপন আপন দেশে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহারা মাসাধিককাল পরম সুখে অযোধ্যায় বাস করিয়াছেন। যাত্রাকালে হনুমান্ ও অঙ্গদকে ক্রোড়ে লইয়া রাম আপন অঙ্গ হইতে মহামূল্য ভূষণাদি উন্মোচন করিয়া তাঁহাদের অঙ্গে পরাইয়া দিলেন। তিনি প্রত্যেককেই মহামূল্য ভূষণাদি দিয়া প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিয়াছেন।[৬৩]

দশরথের মন্ত্রিগণই রামেরও মন্ত্রিপদে বৃত হইয়াছিলেন। রাজ্যাভিষেকের পর অগস্ত্য, কৌশিক, যবক্রীত, গার্গ্য প্রমুখ মুনি-ঋষিগণ রামের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের মুখপাত্র অগস্ত্য হইতে রাম অনেক পৌরাণিক ঘটনা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। নিজের নারায়ণত্বের কথাও তিনি শুনিয়াছেন। মুনি-ঋষিগণ রাজর্ষি-সত্তম বীরশ্রেষ্ঠ রামকে অভিনন্দিত করিয়া যখন আপন আপন আশ্রমে গমনের উদ্যোগ করিতেছেন, তখন রাম সবিনয়ে নিবেদন করিলেন—'আমি আপনাদের অনুগ্রহে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে অভিলাষী। তখন আপনাদের শুভাগমন প্রার্থনা করি।'

এমমুক্ত্বা গতাঃ সর্বে ঋষয়স্তে যথাগতম্ ॥ ৭।৩৬।৬১

—'তাহাই হইবে'—এই কথা বলিয়া ঋষিগণ আপন আপন আশ্রমে প্রস্থান করিলেন।

রামের অভিষেকোৎসবে রাজর্ষি জনক, যুধাজিৎ (ভরতের মাতুল) প্রমুখ আত্মীয়স্বজনগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিছুদিন অযোধ্যায় অবস্থানের পর তাঁহারাও আপন আপন পুরীতে চলিয়া গিয়াছেন।

সীতার হরণ-বৃত্তান্ত শুনিয়া ভরত রামের সাহায্যার্থ বিভিন্ন দেশের তিনশত বীর নরপতিকে অযোধ্যায় আনাইয়াছিলেন। রামকে সাহায্য করার প্রয়োজন হয় নাই, কিন্তু তাঁহারা এযাবৎকাল অযোধ্যায়ই রহিয়াছেন। এবার রাম সবিনয়ে তাঁহাদিগকে কহিতেছেন—

যুষ্মাকং চানুভাবেন তেজসা চ মহাত্মনাম্।
হতো দুরাত্মা দুর্বুদ্ধী রাবণো রাক্ষসাধমঃ॥ ইত্যাদি।

৭।৩৮।২৩-২৭

—আপনারা সকলই মহাত্মা। আপনাদের প্রভাব ও তেজেই দুরাত্মা দুর্বুদ্ধি রাক্ষসাধম রাবণ নিহত হইয়াছে, এই ব্যাপারে আমি নিমিত্তমাত্র। এইস্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান করায় আপনাদের অনেক কাজের ক্ষতি হইয়াছে। আর আপনাদিগকে এইখানে থাকিতে অনুরোধ করিব না।

নৃপতিগণ আনন্দিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রামের মৈত্রী প্রার্থনা করিয়া এবং রাম-কর্তৃক সম্মানিত হইয়া নিজ নিজ রাজ্যে যাত্রা করেন।

রামের রাজ্যাভিষেকের পর প্রায় দুইমাস যাইতে চলিল। কুবের রামের ব্যবহারে প্রীত হইয়া উপহারস্বরূপ পুষ্পক-বিমানখানি তাঁহাকে দান করিয়াছেন। রামরাজত্বের সুখসমৃদ্ধি ও শান্তি দেখিয়া ভরত সবিস্ময়ে রামকে কহিতেছেন—'হে বীর, আপনি দেবতাস্বরূপ, আপনার রাজ্যে মনুষ্যেতর প্রাণীরাও মনুষ্যের ন্যায় কথা বলিতেছে। কোথাও রোগ, শোক বা অকালমৃত্যু শোনা যায় না। মেঘ পরিমিত বারিবর্ষণ করিতেছে। প্রজাগণ মনেপ্রাণে আপনার শান্তিপূর্ণ দীর্ঘ জীবন কামনা করেন।'[৬৪]

প্রজাগণ সুখে আছে শুনিয়া রাম আনন্দিত হইলেন। অন্তঃপুরমধ্যে বিহারযোগ্য উদ্যানে (অশোকবনে) রাম সীতার সহিত একাসনে উপবেশন করিয়াছেন। সেই উদ্যানটি ইন্দ্রের নন্দনবন ও ব্রহ্মার চৈত্ররথের ন্যায় মনোহর। রাম সীতাকে ক্রোড়ে বসাইয়া স্বহস্তে মৈরেয় মধু পান করাইতেছেন, সুন্দরী মহিলারা নৃত্য করিতেছেন এবং ভৃত্যেরা রামের ভোজনের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট মাংস ও নানাবিধ ফল লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। রাম ও সীতা পরম আনন্দে আছেন।

রাম দিবসের পূর্বভাগে ধর্মানুসারে দেবকৃত্য, রাজকার্য ও গুরুশুশ্রূষাদি সম্পন্ন করিতেন এবং প্রত্যহ অপরাহ্ণে তিনি অন্তঃপুরে সীতার কাছেই কাটাইতেন। এইরূপে প্রায় একবৎসর যাইতে চলিল।

অত্যক্রামচ্ছুভঃ কালঃ শৈশিরো ভোগদঃ সদা।
প্রাপ্তয়োর্বিবিধান্ ভোগানতীতঃ শিশিরাগমঃ॥ ইত্যাদি।

৭।৪২।২৬-৩১

—বিবিধ ভোগবিলাসে রাজদম্পতীর ভোগপ্রদ মনোরম শীতকাল অতীত হইল। সীতার গর্ভলক্ষণ দেখিয়া রাম সানন্দে পত্নীকে কহিতেছেন—সুন্দরি, আমি তোমার কোন্ অভিলাষ পূর্ণ করিব ?

সস্মিত-ভাষিণী পত্নীর মুখে গঙ্গাতীরবাসী ঋষিগণের আশ্রম-দর্শনের অভিলাষ জানিয়া রাম কহিলেন—'তাহাই হইবে, আগামী কল্যই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব।'

সীতাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়া রাম তাঁহার সখাগণের সহিত মিলিত হইয়া হাস্যপরিহাসে যোগ দিয়াছেন। বিজয়, মধুমত্ত, কাশ্যপ, ভদ্র প্রমুখ সখাগণ নানাবিধ কথাবার্তায় তাঁহার মনোরঞ্জন করিতেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে রাম ভদ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, নগরীতে কোন্ বিষয়ের সমধিক চর্চা শোনা যায়। পৌর-জানপদগণ তাঁহার সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করেন কি না।

ভদ্র জোড়হাতে কহিলেন, সকলেই মহারাজের স্তুতি করিয়া থাকেন, কিন্তু রাবণবধের কথা লইয়া অনেক জল্পনা কল্পনা শোনা যায়। রাম বিস্তৃতরূপে সমস্ত শুনিতে চাহিলে ভদ্র কহিতেছেন—

হত্বা চ রাবণং সংখ্যে সীতামাহৃত্য রাঘবঃ।
অমর্ষং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা স্ববেশ্ম পুনরানয়ৎ॥ ইত্যাদি। ৭।৪৩।১৬-২০

—রঘুনন্দন সমরে রাবণকে সংহার করিয়া রাবণের সীতাস্পর্শের জন্য কিছুমাত্র কুপিত না হইয়া পুনরায় সীতাকে আপন পুরীতে আনিয়াছেন। রাবণস্পৃষ্টা সীতাকে রাম কিপ্রকারে ভালবাসেন, তাহা বুঝিতে পারি না। রাজার অনুকরণে আমাদিগকেও ভার্যাদের

এইরূপ দোষ সহ্য করিতে হইবে। রাজন্, প্রজাদের মুখে এইরূপ নানা কথা শোনা যায়।

রামের জিজ্ঞাসার উত্তরে অপর সখাগণও ভদ্রের এই কথাকে সত্য বলিয়া কহিয়াছেন।

রাম নিতান্ত ব্যথিতচিত্তে বয়স্যগণকে বিদায় দিয়া আপন কর্তব্য স্থির করিয়া ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে সত্বর তাঁহার সমীপে আনিবার নিমিত্ত দ্বারীকে পাঠাইলেন।

তে তু দৃষ্ট্বা মুখং তস্য সগ্রহং শশিনং যথা।
সন্ধ্যাগতমিবাদিত্যং প্রভয়া পরিবর্জিতম্॥ ইত্যাদি।

৭।৪৪।১৫-১৭

—ভ্রাতৃগণ অগ্রজ সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ, মুখমণ্ডল রাহুগ্রস্ত চন্দ্র এবং অস্তমিত সূর্যের ন্যায় প্রভাহীন। অগ্রজকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তেই তাঁহারা স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছেন।

রাম তাঁহাদিগকে দুইহাতে আলিঙ্গন করিয়া আসনে বসাইয়া কহিতেছেন—'তোমরাই আমার সর্বস্ব, আমার জীবন, তোমরা সকলে মন দিয়া আমার কথা শুনিবে। পৌর ও জানপদবর্গ সীতা সম্পর্কে দারুণ অপবাদ দিয়া আমার উপর ঘৃণা পোষণ করে। এই অপবাদ ও ঘৃণা আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। সীতা ও আমি উভয়ই পবিত্র বংশে জন্মিয়াছি। রাবণের সীতাহরণ, রাবণনিধন প্রভৃতি সকল ঘটনাই লক্ষ্মণের জানা আছে। সীতা অগ্নিপ্রবেশ করিয়া পাতিব্রত্যের পরীক্ষা দিয়াছেন এবং অগ্নিপ্রমুখ দেবগণও তাঁহার কলঙ্কহীনতা কীর্তন করিয়াছেন। আমার অন্তরাত্মাও জানকীকে বিশুদ্ধা বলিয়াই জানে। কিন্তু এই অপবাদ অসহ্য।

অপ্যহং জীবিতং জহ্যাং যুষ্মান্ বা পুরুষর্ষভাঃ।
অপবাদভয়াদ্ ভীতঃ কিং পুনর্জনকাত্মজাম্॥ ইত্যাদি।

৭।৪৫।১৪-২৩

—পুরুষশ্রেষ্ঠগণ, আমি লোকনিন্দার ভয়ে নিজের জীবন ও তোমাদিগকেও পরিত্যাগ করিতে পারি, জানকীর কথা আর কি বলিব। জীবনে ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখে কখনও পড়ি নাই। লক্ষ্মণ, তুমি আগামী কল্য প্রভাতে সুমন্ত্রচালিত রথে সীতাকে লইয়া রাজ্যের বাহিরে তাঁহাকে নির্বাসিত করিবে। গঙ্গার অপর পারে তমসাতীরে মহাত্মা বাল্মীকির আশ্রম আছে। সেখানকার বিজন প্রদেশে সীতাকে রাখিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে। এই বিষয়ে আমাকে আর কোন কথা বলিবে না। আমি তোমাদিগকে আমার চরণ ও প্রাণের দিব্য দিয়া কহিতেছি—অন্য কোন পরামর্শ দিয়া এই কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে না। অন্যথা অনুরোধ বা পরামর্শকে আমি শত্রুতা বলিয়াই মনে করিব। গঙ্গাতীরে মুনিঋষিদের আশ্রম দেখিতে সীতারও অভিলাষ।

এইকথা বলিতে বলিতে রামের নয়নযুগল অশ্রুবারিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অগ্রজের আদেশ পালন করিয়া ব্যথিত লক্ষ্মণ ফিরিয়া আসিতেছেন। পথিমধ্যে সুমন্ত্রের মুখে তিনি একটি পুরাবৃত্ত শুনিতে পাইলেন। সুমন্ত্র কহিতেছেন—'পুরাকালে দেবাসুরের সংগ্রামে অসুরগণ বিপন্ন হইয়া ভৃগুপত্নীর আশ্রয় গ্রহণ করে। ভৃগুপত্নী তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিতেছিলেন। মুনিপত্নীর এই ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণু চক্রদ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন। পত্নীশোকে কাতর ভৃগু বিষ্ণুকে শাপ দিলেন যে, দাশরথিরূপে বিষ্ণু যখন মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইবেন, তখন তিনি বহুবর্ষব্যাপী পত্নী-বিয়োগের দুঃখ ভোগ করিবেন। এই পুরাবৃত্তটি মহর্ষি দুর্বাসা মহারাজ দশরথের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সীতানির্বাসন আকস্মিক নহে, ইহাই রামের বিধিলিপি। ইহার জন্য দুঃখ করিয়া কি হইবে?' ৬৫

লক্ষ্মণ অতি দুঃখিতচিত্তে ফিরিয়া আসিয়া রামের সহিত দেখা

করিলেন। উভয় ভ্রাতার নেত্রই অশ্রুসিক্ত। লক্ষ্মণ রামকে সান্ত্বনাদানে সুস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু রামের মর্মব্যথা অবর্ণনীয়। কোনপ্রকারে ধৈর্য ধারণ করিয়া তিনি লক্ষ্মণকে কহিতেছেন—

চত্বারো দিবসাঃ সৌম্য কার্যং পৌরজনস্য চ।
অকুর্বাণস্য সৌমিত্রে তন্মে মর্মাণি কৃন্ততি॥ ইত্যাদি।
৭।৫৩।৪,৫

—হে সৌম্য, চারিদিবস পৌরজনের কোন কাজ করিতে পারি নাই। সেইজন্য অত্যন্ত পীড়া বোধ করিতেছি। তুমি পুরোহিত, মন্ত্রী, প্রজাবর্গ এবং কাহারও কোন অভিযোগ থাকিলে তাহাকে আহ্বান কর।

রাম পূর্বে একসময় বলিয়াছিলেন, যে-দেশের রাজা যেরূপ আচরণ করেন, সেই দেশের প্রজারাও সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকে।[৬৬]

সীতার নির্বাসনের বেলাও রাম হয়তো ভাবিতেছিলেন—যেহেতু দীর্ঘকাল পরপুরুষের গৃহে অবরুদ্ধা পত্নী সম্বন্ধে অপবাদ উঠিয়াছে, সেইহেতু তাঁহাকে ত্যাগ না করিলে পরগৃহবাসিনী পত্নীকে প্রজারাও পুনরায় গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিবে না। কিন্তু সকল নারীই তো সীতার মত পতিব্রতা নহেন।

রামের এই আচরণের ভালমন্দ সমালোচনা করিতে আমরা সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। কিন্তু আমাদের বলিতে ইচ্ছা হইতেছে—বশিষ্ঠ, বামদেব, সুমন্ত্র প্রমুখ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ না করিয়াই রামের কর্তব্যনির্ধারণ যেন সমর্থন করা যায় না। হয়তো তিনি ভয়েই তাঁহাদের অভিমত গ্রহণ করেন নাই।

ভবভূতি কৌশলে এই আচরণের সমালোচনা করিয়াছেন। উত্তররামচরিতের দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা যায়—বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী এবং কৌশল্যা প্রমুখ জননীগণ এইসময়ে ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞে আহূত হইয়া গিয়াছিলেন। দ্বাদশ-বার্ষিক সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পর অরুন্ধতী বলিলেন—'আমি বধূশূন্য অযোধ্যায় যাইব না।' কৌশল্যাদি

জননীগণও অরুন্ধতীর অভিমত সমর্থন করেন। বশিষ্ঠ কহিলেন—'আমরা বাল্মীকির তপোবনে যাইয়া সেইখানেই বাস করিব।'

ভবভূতির এই কল্পনায় বোধ হইতেছে—রামের এই আচরণকে তিনি গর্হিত বলিয়াই মনে করিয়াছেন। যেহেতু গুরুজনেরা যেন রামকে পরিত্যাগই করিলেন।

আরও একস্থানে (৩।২৭) ভবভূতি বনদেবতা বাসন্তীর মুখে রামকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—'হে নিষ্ঠুর, যশই আপনার প্রিয়, কিন্তু ইহা হইতে ঘোরতর অপযশ আর কি হইতে পারে? প্রভো, বলুন দেখি, দুর্গম অরণ্যে সেই মৃগনয়নার কি দশা ঘটিয়াছে? আপনি সেই বিষয়ে কিরূপ মনে করেন?'

সীতা-নির্বাসনের চারিদিন পরেই রাম কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। এবার তিনি রাজকার্যে মনোযোগ দিলেন। কুকুর, শকুনি, পেচক প্রভৃতিও তাহাদের অভিযোগের বিচারের নিমিত্ত দাশরথির সভায় নির্ভয়ে উপস্থিত হইত। মহারাজও মন দিয়া তাহাদের অভিযোগ শুনিতেন এবং যথোচিত বিচার করিতেন।

একদা যমুনাতীরবাসী চ্যবন প্রমুখ শতাধিক মুনিঋষি তীর্থবারি ও নানাবিধ ফলমূলাদি উপহার সহ অযোধ্যায় রামের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। রাম তাঁহাদের যথাযোগ্য অর্চনা করিয়া আগমনের উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলে মুনিঋষিগণ কহিলেন যে, রাবণের মাসতুতো ভগিনী কুম্ভীনসীর গর্ভে মধু নামক দৈত্যের ঔরসে লবণের জন্ম হয়। দৈত্য লবণ সকল লোককে, বিশেষতঃ তাপসগণকে অত্যন্ত হিংসা করিতেছে। রুদ্রদত্ত শূলের প্রভাবে সেই দুরাত্মা অজেয়। রাম-কর্তৃক রাবণ সংহারের কথা শুনিয়াই তাঁহারা রামের শরণাপন্ন হইয়াছেন।

তাপসগণ হইতে রাম লবণের আহার-বিহার, যুদ্ধকৌশল প্রভৃতি সমস্ত শুনিয়া শত্রুঘ্নকে লবণবধে নিয়োগ করিলেন।[৬৭]

রামের রাজত্বকালে সকল প্রজাই সুখে-শান্তিতে কাল

কাটাইতেছে। একদিন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার চৌদ্দ বৎসর বয়সের মৃত পুত্রকে কোলে লইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। শোকাতুর বৃদ্ধ বিলাপ করিতে করিতে কহিতেছেন যে, রাজার কোন পাপ না থাকিলে প্রজার এরূপ অকালমৃত্যু ঘটে না। অতএব রাম অবশ্যই এই বালকের জীবনদান করিবেন, অন্যথা তিনি ব্রহ্মহত্যার পাতকী হইবেন।

ব্রাহ্মণের শোকে ব্যথিত হইয়া রাম মন্ত্রিবর্গকে এবং বশিষ্ঠ বামদেব প্রমুখ জ্ঞানী ব্যক্তিগণকে আহ্বান করেন। সকলে উপস্থিত হইলে রাম তাঁহাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার উপস্থিত বিপদের কথা জানাইয়া পরামর্শ প্রার্থনা করিলেন। রাজার দীনভাব দেখিয়া নারদ কহিতেছেন—'হে রাজন্, সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে শূদ্রবর্ণের ব্যক্তির তপস্যায় অধিকার নাই। একজন শূদ্র আপনার রাজ্যে তপস্যা করিতেছেন। সেই পাপেই এই বালকের অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে। আপনি অনুসন্ধান করিয়া এই পাপ কার্য নিবারণ করিলেই প্রজাদের মঙ্গল হইবে এবং এই বালক পুনর্জীবন লাভ করিবে।'

রাম তখনই মৃত বালকের দেহকে তৈলদ্রোণীতে রাখাইয়া বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিলেন এবং পুষ্পকে আরোহণ করিয়া সর্বত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দক্ষিণদিকে শৈবল-পর্বতের উত্তরে একটি প্রকাণ্ড সরোবরের তীরে অধোমুখে লম্বমান একজন তপস্বীকে তিনি দেখিতে পাইলেন। রাম তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তপস্বী শূদ্রবর্ণে জন্মিয়াছেন, তাঁহার নাম শম্বূক, সশরীরে দেবলোকে যাইবার উদ্দেশ্যে তিনি এই দুঃসাধ্য তপস্যা করিতেছেন।

ভাষতস্তস্য শূদ্রস্য খড়্গং সুরুচিরপ্রভম্।
নিষ্কৃষ্য কোশাদ্ বিমলং শিরশ্চিচ্ছেদ রাঘবঃ॥ ৭।৭৬।৪

—শম্বূকের কথা শেষ হইতে না হইতেই রাম কোশ হইতে উজ্জ্বল বিমল খড়্গ বাহির করিয়া তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন।

দেবতাগণ সাধুবাদে রামকে অভিনন্দিত করিয়া বর দিতে চাহিলে রাম মৃত ব্রাহ্মণতনয়ের পুনর্জীবন প্রার্থনা করেন। দেবগণ কহিলেন যে, তখনই মৃত বালকের দেহে প্রাণসঞ্চার হইয়াছে।

মহামুনি অগস্ত্য একটি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া বার বৎসর যাবৎ জলশয্যায় অবস্থিতি করিতেছেন। দেবগণের অনুরোধে রামও তাঁহাদের সঙ্গে অগস্ত্যকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। দেবগণ মুনিবরকে অভিনন্দিত করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলে পর রাম বিমান হইতে অবতরণ করিয়া অগস্ত্যকে প্রণাম করিয়াছেন। অগস্ত্য সাদরে রামকে গ্রহণ করিয়া সেই রাত্রি তাঁহাকে আপন আশ্রমে রাখিয়াছেন। নারায়ণজ্ঞানে রামের স্তুতি করিয়া অগস্ত্য বিশ্বকর্মার নির্মিত অম্লান আভরণসমূহ রামকে দান করেন। ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণের দান গ্রহণ করিতে রাম ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া অগস্ত্য কহিলেন যে, নরপতি দেবগণের অংশ, অতএব রাম ইন্দ্রের তেজোভাগ দ্বারা সেই দান গ্রহণ করিলে কোন পাপ হইবে না। মুনির বাক্যে রাম সেই দান গ্রহণ করেন। সেই রাত্রিতে অগস্ত্যের মুখে অনেক পুরাবৃত্ত শ্রবণ করিয়া পরদিন মধ্যাহ্ন সময়ে তিনি অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

এবার রাজসূয়-যজ্ঞ করিতে রামের বাসনা হইল। পরাক্রান্ত নৃপতিগণ বশ্যতা স্বীকার না করিলে যুদ্ধবিগ্রহে জড়িত হইতে হইবে এবং তাহাতে অনেক রাজবংশ বিনষ্ট হইবে বলিয়া ভরত সবিনয়ে রামের সেই বাসনাকে নিরস্ত করিয়াছেন। তখনই লক্ষ্মণ অশ্বমেধের প্রস্তাব করিলে সকলেরই তাহা মনঃপূত হইয়াছে। নৈমিষারণ্যে গোমতীতীরে যজ্ঞমণ্ডপ নির্মিত হইল। সুগ্রীব, বিভীষণ প্রমুখ স্বজনগণও আমন্ত্রিত হইয়াছেন। রাম আদেশ দিলেন—ভরত যেন সীতার সুবর্ণময়ী প্রতিমা লইয়া অগ্রে যজ্ঞভূমিতে যাত্রা করেন।[৬৮]

মহাসমারোহে একবৎসরের অধিককাল সেই যজ্ঞ চলিতে লাগিল। মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহার শিষ্যদ্বয় কুশ ও লবকে সঙ্গে লইয়া

সেই যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছেন। মহর্ষি তাঁহার শিষ্যদ্বয়কে আদেশ করিলেন যে, তাঁহারা যেন ঋষিগণের আশ্রমে, ব্রাহ্মণদের গৃহে, রাজভবনে ও রাজপথে উদাত্তকণ্ঠে সমগ্র রামায়ণ গান করেন। যদি মহারাজ রাম গান করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে আহ্বান করেন, তবে যেন তাঁহারা নিজেদেরে বাল্মীকির শিষ্যরূপে পরিচয় দিয়া মধুরস্বরে নির্ভয়ে গান করেন। প্রত্যহ বিশ সর্গ গান করিবার কথা মহর্ষি শিষ্যদেরে বলিয়া দিয়াছেন।

পরদিন প্রভাতে স্নানাদি সমাপনান্তে শিষ্যদ্বয় অপূর্ব স্বরসমন্বিত রামায়ণ গান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। রাম দুইটি বালকের কণ্ঠে সেই সুমধুর গান শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তিনি যজ্ঞদর্শক সকল জ্ঞানী ও গুণিজনকে লইয়া বালকণ্ঠের অপূর্ব সঙ্গীত শুনিয়া তন্ময় হইলেন। গায়কদ্বয়কে সুবর্ণমুদ্রাদির দ্বারা পুরস্কৃত করিতে চাহিলে তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন নাই। বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া রাম জানিয়াছেন যে, সেই কাব্যখানি মহর্ষি বাল্মীকির বিরচিত।

রাম পরম আগ্রহে অনেক দিন ধরিয়া সেই গান শুনিতেছিলেন। গানের ভিতরেই তিনি শুনিতে পাইলেন যে, গায়ক ভ্রাতৃদ্বয় সীতারই গর্ভজাত। তখনই রাম মহর্ষি বাল্মীকির নিকট লোক পাঠাইতেছেন। মহর্ষিকে নিবেদন করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে বলিয়া দিতেছেন—

যদি শুদ্ধসমাচারা যদি বা বীতকল্মষা।
করোত্বিহাত্মনঃ শুদ্ধিমনুমান্য মহামুনিম্॥ ইত্যাদি। ৭।৯৫।৪-৬

—জানকীর চরিত্র যদি শুদ্ধ ও নিষ্পাপ হয়, তবে তিনি মহামুনির অনুমতি লইয়া আপন বিশুদ্ধির পরিচয় প্রদান করুন। যদি তিনি শুদ্ধির পরীক্ষা দিতে সম্মত হয়, তবে আগামী কল্য প্রাতঃকালেই সভামধ্যে আসিয়া আমার কলঙ্ক দূর করার নিমিত্ত শপথ করুন।

দূতগণের বাক্য শুনিয়া বাল্মীকি রামের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন যে, পতিই স্ত্রীলোকের দেবতা। অতএব রামের ইচ্ছানুসারে সীতা তাহাই করিবেন।

পরদিন প্রাতঃকালে রামের আহ্বানে অনেক মুনিঋষি, ব্রাহ্মণ, নৃপতি ও অগণিত প্রজাবৃন্দ কৌতূহলবশতঃ যজ্ঞমণ্ডপে সমবেত হইয়াছেন। এমন সময় মহর্ষি বাল্মীকি সীতাকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি রামকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন—'রাম, সীতাকে পতিব্রতা ও ধর্মচারিণী জানিয়াও লোকাপবাদের ভয়ে তুমি ইঁহাকে আমার আশ্রম সমীপে নির্বাসিত করিয়াছিলে। ইনি তোমার সেই অপবাদ ক্ষালন করিবেন। তুমি ইঁহাকে অনুমতি দাও। জানকীর গর্ভজাত এই দুর্ধর্ষ যমজ তনয়-যুগল তোমারই পুত্র—ইহা আমি সত্য বলিতেছি। সীতা পতিব্রতা না হইলে আমার আশ্রমে স্থান পাইতেন না।'

রাম কহিলেন যে, তিনি দেবতাদের সাক্ষাতে পূর্বেই লঙ্কায় সীতার বিশুদ্ধির প্রমাণ পাইয়াছেন, তথাপি লোকাপবাদ শুনিয়া তিনি শুদ্ধচরিত্রা পত্নীকে পরিত্যাগ করায় মহর্ষির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি আরও কহিলেন—

জানামি চেমৌ পুত্রৌ মে যমজাতৌ কুশীলবৌ।
শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে মৈথিল্যাং প্রীতিরস্তু মে॥ ৭।৯৭।৫

—এই যমজ কুশ ও লব যে আমারই পুত্র, তাহাও আমি জানি। তথাপি মৈথিলী জগৎবাসী সকলের নিকট বিশুদ্ধির প্রমাণ দিয়া আমার প্রিয়তমা হউন।

কাষায়বস্ত্রধারিণী সীতা অধোমুখে ভূতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধরণীর নিকট প্রার্থনা করিলেন—যদি তিনি রাম ব্যতীত অপর কাহাকেও মনেও চিন্তা না করিয়া থাকেন, তবে ভগবতী ধরণী যেন তাঁহাকে স্বীয় গর্ভে স্থান দেন।

ধরণী স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া দুইহাতে তাঁহার দুহিতাকে আলিঙ্গনপূর্বক দিব্য সিংহাসনে বসাইয়া পাতালে লইয়া গেলেন। সকলই বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া রহিলেন।

রাম অশ্রুপূর্ণলোচনে কিয়ৎক্ষণ অধোমুখে থাকিয়া শোকে ও

ক্রোধে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। এইপ্রকার পরিণতি তিনি ভাবিতেও পারেন নাই। তিনি পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন—'দেবি, তুমি আমার শ্বশ্রূমাতা। সীতাকে ফিরাইয়া দাও, নতুবা আমার ক্রোধের ফল বুঝিতে পারিবে। সীতাকে ফিরাইয়া না দিলে আমাকেও তোমার গর্ভে গ্রহণ কর। স্বর্গেই হউক, আর পাতালেই হউক, আমি সীতার সহিত বাস করিব।'[৬৯]

তখন ব্রহ্মা রামকে তাঁহার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য স্মরণ করাইয়া কহিলেন যে, সুরলোকে পুনরায় সীতার সহিত তাঁহার মিলন হইবে।

শোকাকুল রাম সমাগত জনমণ্ডলীকে বিদায় দিয়া কুশ ও লবকে সঙ্গে লইয়া পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন। পরে কুশ ও লবের মুখে তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ চরিতের বিষয়েও রামায়ণ-গান শুনিয়াছেন। যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়াছে।

অপশ্যমানো বৈদেহীং মেনে শূন্যমিদং জগৎ
শোকেন পরমায়স্তো ন শান্তিং মনসাগমৎ ॥ ৭।৯৯।৪

—বৈদেহীর অদর্শনে রাম জগৎকে শূন্য দেখিতে লাগিলেন। শোকে তাঁহার অন্তর ব্যথিত, কিছুতেই তিনি শান্তি পাইতেছেন না।

সীতার বিসর্জনের পর সুদীর্ঘ বার বৎসর কাল রামকে সীতা-বিরহে এরূপ অধীর হইতে দেখা যায় নাই। সীতার পাতাল-প্রবেশের পর রামের এই অধীরতা দেখিয়া মনে হয়, পূর্বে হয়তো পত্নীর সহিত পুনর্মিলনের আশা তিনি পোষণ করিতেন। অথবা পুত্রদর্শনের পরেই সম্ভবতঃ এবার সীতাবিরহের শোক তীব্র হইয়া উঠিয়াছে।

আমন্ত্রিত সকলকে বিদায় দিয়া পুত্রদ্বয় সহ রাম পুরীমধ্যে প্রবেশ করেন। পরেও তিনি অগ্নিষ্টোম, বাজপেয়, অশ্বমেধ, গোসব প্রভৃতি বহু যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছেন। প্রত্যেক যজ্ঞেই সুবর্ণময়ী সীতাপ্রতিমাকে পত্নীরূপে স্থাপন করিয়া তিনি যজ্ঞ নির্বাহ করিতেন।[৭০]

অনেক কাল পরে কৌশল্যাদি জননীগণ স্বর্গতা হইয়াছেন। রাম

শুধু পুণ্যকর্মেই লিপ্ত আছেন। তাঁহার শাসনকালে প্রজাগণের অকালমৃত্যু হইত না। কাহারও কোনরূপ দুঃখকষ্ট ছিল না। পর্জন্যদেব পরিমিত বারিবর্ষণ করিতেন, কখনও দুর্ভিক্ষ হইত না। সকলেই সর্বদা আনন্দে মগ্ন থাকিত।[৭১]

সীতার পাতালপ্রবেশের পরেই রামচরিতের অন্ত্যলীলা আরম্ভ হইয়াছে। এবার মর্ত্যলোকের লীলা সাঙ্গ করিবার পালা। ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে তিনি বিভিন্ন প্রদেশের রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

কিছুদিন পরে তাপসের বেশে কাল আসিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া কহিলেন যে, তিনি মহর্ষি অতিবলের প্রেরিত দূত। তিনি রামের সহিত দেখা করিতে চান। (অতিবল হইতেছে—ব্রহ্মার ছদ্ম নাম) লক্ষ্মণ সেই তাপসকে রামের সমীপে লইয়া গিয়াছেন। রাম কর্তৃক যথাবিধি অভ্যর্থিত হইয়া তাপস কহিলেন, তিনি রামের সহিত যখন কথা বলিবেন, তখন কোন তৃতীয় ব্যক্তি সেইস্থানে উপস্থিত হইলে সে রামের বধ্য হইবে। রাম এই প্রতিজ্ঞা করিলে পর তিনি তাঁহার বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করিবেন।

তথেতি স প্রতিজ্ঞায় রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
দ্বারি তিষ্ঠ মহাবাহো প্রতিহারং বিসর্জয়॥ ইত্যাদি।

৭।১০৩।১৪, ১৫

—'তাহাই হইবে'—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন—হে মহাবাহো, তুমি দ্বারপালকে বিদায় করিয়া স্বয়ং দ্বারদেশে অবস্থান কর। নির্জনে এই ঋষি ও আমার কথাবার্তা যে দেখিবে বা শুনিবে, তাহাকে আমি হত্যা করিব।

লক্ষ্মণ দ্বাররক্ষক হইলে রাম ঋষির বক্তব্য শুনিতে চাহিয়াছেন। ঋষি বলিলেন—'রাজন্, পিতামহ ব্রহ্মা আমাকে পাঠাইয়াছেন। আপনার পূর্বাবস্থায় আমি আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি। সকলে আমাকে সর্বসংহারক "কাল" বলিয়া থাকে। পিতামহ আপনাকে বলিতেছেন যে, আপনি স্বয়ং নারায়ণ। আপনি যে সময়

নির্ধারণ করিয়া মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই সময় পূর্ণ হইয়াছে।'

রাম হাসিয়া কহিলেন, তিনি শীঘ্রই মর্ত্যলোক ছাড়িয়া দেবলোকে যাইতেছেন।

উভয়ের মধ্যে যখন কথাবার্তা চলিতেছে, তখন অকস্মাৎ মহর্ষি দুর্বাসা রামের দর্শন মানসে রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। শীঘ্র তাঁহার আগমনের সংবাদ মহারাজকে দিবার কথা তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন। লক্ষ্মণ একমুহূর্ত অপেক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেই মহর্ষি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। সেই মুহূর্তেই রামকে তাঁহার উপস্থিতির সংবাদ না দিলে তিনি অভিসম্পাতে অযোধ্যা সহ রামকে সবংশে বিনষ্ট করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। সকলের বিনাশ অপেক্ষা একের মরণই ভাল—মনে করিয়া লক্ষ্মণ অগত্যা রামকে মহর্ষির আগমনের সংবাদ দেন। এবার কাল বিদায় গ্রহণ করিলেন। দুর্বাসা রাম সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন যে, তাঁহার দীর্ঘকালের অনশন-ব্রত পূর্ণ হইয়াছে, তিনি ভোজ্য প্রার্থনা করেন। রাম তখনই মহর্ষিকে নানাবিধ সুখাদ্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন। দুর্বাসা প্রস্থান করিলে পর রাম প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া দুঃখিতচিত্তে ভাবিতেছেন—

নৈতদস্তীতি। ৭।১০৫।১৮

—আমার এইসমস্ত কিছুই থাকিবে না।

রামকে অধোমুখ ও দীনমনা দেখিয়া লক্ষ্মণ তাঁহাকে নানাভাবে প্রবোধ দিয়া প্রতিজ্ঞা পালনের নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছেন। লক্ষ্মণের করুণ বচনে রামের চিত্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি মন্ত্রিবর্গ ও পুরোহিতাদি বিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া তাপসের নিকট প্রতিজ্ঞা ও দুর্বাসার আগমনাদির কথা বিবৃত করিলেন। সকলেই মৌনাবলম্বন করিয়া আছেন। বশিষ্ঠ কহিতেছেন—'মহাবাহো রাম, আমি তপোবলে তোমার রোমহর্ষণ ক্ষয় ও লক্ষ্মণের

সহিত তোমার বিচ্ছেদ দর্শন করিয়াছি। তুমি লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম রক্ষা কর।'

গুরুর উপদেশ শুনিয়া রাম লক্ষ্মণকে কহিতেছেন—'বৎস, ধর্মত্যাগ করা উচিত নহে। আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছি।

ত্যাগো বধো বা বিহিতঃ সাধূনাং হ্যুভয়ং সমম্।' ৭।১০৬।১৩

—সাধুগণের পক্ষে ত্যাগ এবং বধ—উভয়ই সমান।

লক্ষ্মণ তখনই সরযূতীরে গমন করিয়া যোগাসনে দেহরক্ষা করিয়াছেন।

লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করায় রামের মনে খুব আঘাত লাগিয়াছে। তিনি গুরু, পুরোহিত ও মন্ত্রিবর্গকে কহিলেন—'আমি আজই ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অরণ্যে যাত্রা করিব। আপনারা এখনই অভিষেকের আয়োজন করুন।'

ভরত কিছুতেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। রামকে ছাড়িয়া তিনি কোথাও থাকিতে চান না। তিনি কুশকে দক্ষিণ কোশলরাজ্যে এবং লবকে উত্তর কোশলে অভিষিক্ত করিতে প্রস্তাব করিলেন। বশিষ্ঠ এবং প্রজাবর্গও এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। রাম পুত্রদ্বয়কে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে কোলে বসাইয়া পুনঃপুনঃ মস্তক আঘ্রাণপূর্বক আপন আপন রাজধানীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। কুশের নিমিত্ত বিন্ধ্যপর্বতের নিকটে 'কুশাবতী' নামে নগরী নির্মিত হইল। লবের বাসের নিমিত্তও 'শ্রাবস্তী' নামে নূতন নগরী প্রস্তুত হইয়াছে।

এবার রাম মহাপ্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছেন। শত্রুঘ্ন মথুরায় আছেন। তাঁহার নিকট দূত পাঠানো হইল। কিষ্কিন্ধা ও লঙ্কায়ও এই খবর পাঠানো হইয়াছে। কয়েকদিনের মধ্যেই সকল অযোধ্যায় সমবেত হইলেন।

ভরত, শত্রুঘ্ন, প্রজাবর্গ, অন্তপুরচারিণীগণ ও সুগ্রীব বিভীষণ প্রমুখ বন্ধুবান্ধবগণ রামের অনুগমনের প্রবল বাসনা ব্যক্ত করিলে

পর রাম যুক্তিযুক্ত বচনে বিভীষণ, জাম্ববান্ ও হনুমানকে বারণ করিয়াছেন। (তাঁহাদের চরিত্রে আলোচিত হইবে)। বানরবীর মৈন্দ ও দ্বিবিদকে বারণ করিয়া তিনি কহিলেন যে, কলিকাল সমাগত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদিগকে জীবিত থাকিতে হইবে। অপর সকলের অনুগমন তিনি অনুমোদন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে রাম পুরোহিতকে কহিলেন যে, তাঁহার অগ্নিহোত্রের অগ্নি লইয়া ব্রাহ্মণগণ অগ্রে গমন করিবেন এবং তাঁহার বাজপেয়-যজ্ঞের ছত্রও অগ্রে লওয়া হইবে।

মহর্ষি বশিষ্ঠ মহাপ্রস্থানের বিহিত ক্রিয়াকলাপ যথাবিধি সম্পন্ন করিয়াছেন।

ততঃ সূক্ষ্মাম্বরধরো ব্রহ্মমাবর্ত্তয়ন্ পরম্।
কুশান্ গৃহীত্বা পাণিভ্যাং সরযূং প্রযযাবথ॥ ৭।১০৯।৪

—অনন্তর সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া দুইহাতে কুশ লইয়া বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে রাম সরযূ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সকলেই তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন, সকলেরই মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত। অযোধ্যা হইতে তিন ক্রোশ দূরে পুণ্যসলিলা সরযূনদীতে অবতরণ করিয়া রাম তাঁহার বৈষ্ণব তেজে বিলীন হইয়াছেন। অপর অনুসরণকারীরাও স্ব স্ব ধামে গমন করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন। মহাপুরুষ রামের মর্ত্যলীলার অবসান ঘটিল।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, রাম পঁচিশ বৎসর বয়সে অরণ্যে যাত্রা করেন। চৌদ্দ বৎসর পরে অর্থাৎ উনচল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। ইহার পর—

দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ শ্রীমান্ রামো রাজ্যমকারয়ৎ॥
৬।১২৮।১০৬, ৯৫ ; ৭।১০৪।১২ ; ১।১৫।২৯

—শ্রীমান্ রাম এগার হাজার বৎসর ভ্রাতৃগণের সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মানুষের এরূপ দীর্ঘ আয়ু সম্ভবপর নহে। মহর্ষি জৈমিনির মীমাংসাদর্শনে একটি সূত্র আছে—'অহানি বাভিসংখ্যত্বাৎ'। (৬।৭।৪০) ইহার অর্থ এই যে, অত্যুক্তি বা অসম্ভব উক্তি স্থলে বৎসর শব্দে দিন বুঝিতে হইবে। তদনুসারে এগার হাজার বৎসর স্থলে এগার হাজার দিন, অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর একমাস বিশ দিন বুঝিতে হইবে। রামায়ণেও একস্থানে আছে—অকালে মৃত অপ্রাপ্তযৌবন ব্রাহ্মণ-বালকের বয়স ছিল—পাঁচ হাজার বৎসর।

অপ্রাপ্তযৌবনং বালং পঞ্চবর্ষসহস্রকম্।
অকালে কালমাপন্নং মম দুঃখায় পুত্রক ॥ ৭।৭৩।৫

অপ্রাপ্তযৌবন বালকের বয়স কখনও পাঁচ হাজার বৎসর হইতে পারে না। অতএব এইস্থলেও বর্ষ শব্দটি অবশ্যই দিনবোধক। তাহাতে বালকের বয়স দাঁড়ায়—তের বৎসর আট মাস পনর দিন। ইহাই সঙ্গত ব্যাখ্যা।

অতএব মনুষ্যলোকে রামের অবস্থিতি (৩৯ + ৩০।১।২০ দিন= ৬৯।১।২০) উনসত্তর বৎসর একমাস বিশ দিন। সেইকালের বিচারে এই আয়ুষ্কাল দীর্ঘ না হইলেও আমরা বলিব যে, অবতার-পুরুষ রামের কাজ শেষ হইয়াছে বলিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন।

রামায়ণে 'রামচন্দ্র' বা 'রামভদ্র' নাম দেখা যায় না, শুধু 'রাম' নামেই তিনি অভিহিত। তাঁহার মূল নামের সহিত 'চন্দ্র' ও 'ভদ্র' শব্দটি সম্ভবতঃ টীকাকারগণ যোগ করিয়াছেন। রামের যেমন দেহের শক্তি, তেমনই মনের শক্তি। তিনি যেমন ত্যাগী, তেমনই ভোগী। সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল হইলেও তিনি ক্রুদ্ধ হইলে দেবতারাও তাঁহাকে ভয় পান। রূপে ও গুণে তিনি অসাধারণ। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কাহারও সহিত তাঁহার তুলনাই চলে না। গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি বন্ধুপ্রীতি, ভ্রাতৃস্নেহ, পত্নীপ্রেম ও প্রজাবাৎসল্যে তাঁহার চরিত্র সমুজ্জ্বল। নিয়তির বিধানে পুনঃপুনঃ তাঁহাকে দুঃসহ দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। সময় সময় সেইসকল দুঃখকষ্টে বিহ্বল হইয়া

পড়িলেও কখনও তিনি কর্তব্যচ্যুত হন নাই। শাস্ত্রীয় প্রত্যেকটি বিধানের প্রতি রাম পরম শ্রদ্ধাশীল। সত্যরক্ষা বা প্রতিজ্ঞা-পালনের নিমিত্ত সর্বদাই তিনি বদ্ধপরিকর। প্রত্যেক ঋতুর প্রাকৃতিক দৃশ্যে তাঁহার সরস চিত্ত যেন নৃত্য করিত।

রামের প্রত্যেকটি আচরণ সকল সময়ই আদর্শ নীতিকে অনুসরণ করিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে তাঁহার যে-সকল আচরণ আধুনিক বিচারে কিঞ্চিৎ গর্হিত বোধ হয়, সেইগুলির মূলেও নীতি রহিয়াছে। আমাদের দৃষ্টিতে কিছু কিছু স্খলন ধরা না পড়িলে তাঁহার চরিত্রটি এরূপ জীবন্ত হইত না এবং রামায়ণ কেবল ধর্মশাস্ত্রের মর্যাদা পাইত, মহাকাব্যরূপে আমাদের চিত্ত হরণ করিতে পারিত না।

এমন বিস্ময়কর আদর্শ চরিত্রের সমালোচনা করা ধৃষ্টতামাত্র। রামের আপাতবিরুদ্ধ আচরণ ও কথাবার্তার ভিতরেও একটি মূল সুর ধ্বনিত হয়। ধর্ম, নীতি ও কুলমর্যাদা রক্ষায় তিনি অতিশয় সচেতন। তিনি আত্মমর্যাদাতে কোনরূপ আঘাত যেরূপ সহ্য করিতেন না, অপরকে যথোচিত মর্যাদা দিতেও সেইরূপ কুণ্ঠিত ছিলেন না। ভবভূতি উত্তররামচরিতে রামের চরিত্র সম্পর্কে বলিয়াছেন—

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি ॥ ২।৭

—অলোকসামান্য মহাপুরুষগণের চিত্ত বজ্র হইতেও কঠোর এবং কুসুম হইতেও কোমল। কোন্ ব্যক্তি সেইসকল চিত্তকে বুঝিতে সমর্থ ?

---

১ ১।১৫শ সর্গ
২ ১।১৮।৮-১১
৩ ২।৪।৩১, ৪২-৪৪ ; ১।১৮।৩০
৪ ১।২০।২
৫ ৩।৩৮।৬
৬ ১।২৬শ সর্গ
৭ ১।৩০শ সর্গ
৮ ১।৪৯ শ সর্গ
৯ ১।৭৭ তম সর্গ
১০ ২।১ম সর্গ
১১ ২।২।১২ ; ২।৩।৪, ৪১ ;
২।৪।২ ; ২।৭।১১ ; ২।১৫।৩
১২ ২।২২শ সর্গ
১৩ ২।৩২শ সর্গ
১৪ ২।৫০।৪৫
১৫ ২।৫৩।৬-২৬

১৬	২।৯৬।১, ২
১৭	২।৪৯।১৫-১৭ ; ৩।৪৭।২৩
১৮	২।৯৭ তম সর্গ
১৯	২।১০২।৫-৯
২০	২।১০৯ তম সর্গ
২১	২।১১৯ তম সর্গ
২২	২।৩য় ও ৪র্থ সর্গ
২৩	৩।১১।৮৮
২৪	৩।১৩।৮
২৫	৩।১৫শ সর্গ
২৬	৩।১৬।৩৭-৪১
২৭	৩।১৮শ সর্গ
২৮	৩।৩০শ সর্গ
২৯	৩।৩১।১-৩৩
৩০	৩।৩৪শ সর্গ
৩১	৩।৫৮।৭
৩২	৩।৬৩শ সর্গ
৩৩	৩।৬৪ তম ও ৬৫ তম সর্গ
৩৪	৩।৭১ তম সর্গ
৩৫	৩।৭২ তম সর্গ
৩৬	৩।৭৩।২৬, ২৭
৩৭	৩।৭৩।১২-১৬
৩৮	৩।৭৪ তম সর্গ
৩৯	৪।২৮শ সর্গ
৪০	৪।৪৪।১২
৪১	৬।৪র্থ সর্গ
৪২	৬।৫।১৩-২২
৪৩	৬।২৪।২৩
৪৪	৬।২৫।১৮-২৫
৪৫	৬।৪৩।৪২
৪৬	৬।৫০।৫১-৬০
৪৭	৬।৬৭।১৬৮
৪৮	৬।৭৪ তম সর্গ
৪৯	৬।৭৯।৩৯
৫০	৬।৮৪ তম সর্গ
৫১	৬।১০০ তম সর্গ
৫২	৬।১০৫।৩১
৫৩	৬।১০৮ তম সর্গ
৫৪	৬।১২১।১২৪
৫৫	৬।১১২।২৪-২৬
৫৬	৬।১১৭ তম সর্গ
৫৭	৬।১১৮।১৩-২০
৫৮	৬।১২০।৫-১০
৫৯	৬।১২৫।২৪
৬০	৬।১২৭।৫৯
৬১	৬।১২৮।১৩-১৬
৬২	৬।১২৮।৯২, ৯৩
৬৩	৭।৩৯।১৬-২৯
৬৪	৭।৪১শ সর্গ
৬৫	৭।৫১ তম সর্গ
৬৬	২।১০৯।৯
৬৭	৭।৬৩ তম সর্গ
৬৮	৭।৯১।২৫
৬৯	৭।৯৮।২-৮
৭০	৭।৯৯।৮-১০ ; ৬।১২৮।৯৪, ৯৫
৭১	৬।১২৮।৯৮-১০৬ ; ৭।৯৯।১৩, ১৪

ভরত

ভরত মহারাজ দশরথের দ্বিতীয় পুত্র। কনিষ্ঠা মহিষী কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি—

সাক্ষাদ্ বিষ্ণোশ্চতুর্ভাগঃ সর্বৈঃ সমুদিতো গুণৈঃ ॥ ১।১৮।১৩

—বিষ্ণুর চতুর্থাংশ এবং সর্বগুণভূষিত।

পুষ্যে জাতস্তু ভরতো মীনলগ্নে প্রসন্নধীঃ।১।১৮।১৫

—নির্মলবুদ্ধি ভরত পুষ্যা-নক্ষত্রে মীনলগ্নে জন্মগ্রহণ করেন।

ইহাতে বোঝা যায়, ভরতের জন্ম হয়—শেষ রাত্রিতে। যেহেতু বৈশাখ মাসে শেষরাত্রিতেই মীনলগ্ন থাকে। রামের ন্যায় কর্কটই ভরতের জন্মরাশি। গণনায় জানা যায়, ভরত রাম হইতে মাত্র একদিনে কনিষ্ঠ।

ভরতের চেহারা অনেকাংশে রামের মত। যৌবনে তাঁহার যে চেহারার বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে দেখিতেছি—

সুকুমারো মহাসত্ত্বঃ সিংহস্কন্ধো মহাভুজঃ।
পুণ্ডরীকবিশালাক্ষস্তরুণঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥২।৮৭।২
শ্যামং নলিনপত্রাক্ষং……… ।২।১১২।১৫
পদ্মপত্রেক্ষণঃ শ্যামঃ শ্রীমান্নিরুদরো মহান্। ইত্যাদি।
৩।১৬।৩১,৩২

—ভরত সুকুমার ও মহাবলবান্। তাঁহার স্কন্ধদ্বয় সিংহের স্কন্ধের ন্যায় উন্নত, বাহুদ্বয় অতি বিশাল ও দীর্ঘ, নয়নদ্বয় পদ্মের পাপ্ড়ির ন্যায় আয়ত। তিনি যুবা ও প্রিয়দর্শন। তাঁহার গাত্রবর্ণ শ্যামল এবং উদর কৃশ।

শিশুকাল হইতেই ভরত সত্যনিষ্ঠ, ধার্মিক, প্রতাপশালী এবং বিনীত।[১] দশরথ কৈকেয়ীকে কহিতেছেন—

রামাদপি হি তং মন্যে ধর্মতো বলবত্তরম্। ২।১২।৬১

—(রামকে ছাড়িয়া ভরত কখনই রাজা হইয়া বসিবে না।) আমি ভরতকে রাম অপেক্ষাও অধিকতর ধার্মিক বলিয়া মনে করি।

রামের মুখেও শোনা যাইতেছে—

জানামি ভরতং ক্ষান্তং গুরুসৎকারকারিণম্।
সর্বমেবাত্র কল্যাণং সত্যসন্ধে মহাত্মনি॥ ২।১১১।৩০

—ভরত যে ক্ষমাশীল ও গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন—তাহা আমি জানি। এই সত্যনিষ্ঠ মহাত্মা ভরত সর্ববিধ কল্যাণসম্পন্ন।

আরও নানা প্রসঙ্গে রাম ভরতের গুণাবলীর প্রশংসা করিয়াছেন। লক্ষ্মণও ভরতের গুণসমূহের কীর্তনে পঞ্চমুখ।[২]

ভরত শস্ত্রবিদ্যায় এবং শাস্ত্রবিদ্যায় বিচক্ষণ।[৩] সর্বপ্রকারে গুণবান্ এই রাজপুত্রের ভাগ্যে মাতৃদোষে যে বিধিবিড়ম্বনা ঘটিয়াছিল, তাহা রামায়ণপাঠককে বিশেষরূপে অভিভূত করে।

তের বৎসর বয়স পর্যন্ত ভরত অযোধ্যায় পরম আনন্দে কাটাইয়াছেন। বৈমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্ন ভরতের একান্ত অনুগত। রাম-লক্ষ্মণের প্রীতির ন্যায় ভরত-শত্রুঘ্নের প্রীতিও অহেতুক এবং জন্মগত।

ভরতস্যাপি শত্রুঘ্নো লক্ষ্মণাবরজো হি সঃ।
প্রাণৈঃ প্রিয়তরো নিত্যং তস্য চাসীৎ তথা প্রিয়ঃ॥ ১।১৮।৩২

—লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ সহোদর শত্রুঘ্ন ভরতের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর এবং ভরতও শত্রুঘ্নের প্রাণাধিক প্রিয় ছিলেন।

মিথিলায় রামের বিবাহ-উৎসবে পিতার সহিত ভরতও গিয়াছেন। সেখানে লক্ষ্মণের সহিত রাজর্ষিদুহিতা ঊর্মিলার বিবাহ হইবে—ইহাও স্থির হইল। এবার বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র রাজর্ষির নিকট প্রস্তাব করিলেন—রাজর্ষির কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজের কন্যাদ্বয় মাণ্ডবী

ও শ্রুতকীর্তির সহিত ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ হইলে উভয় বংশেরই উপযুক্ত সম্বন্ধ হইবে। রাজর্ষি সানন্দে এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। মাণ্ডবীর সহিত ভরতের পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে।[৪]

ভরতের মাতুল যুধাজিৎও সেই উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সকলেই অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। কেকয়রাজ অশ্বপতি তাঁহার দৌহিত্র ভরতকে দেখিতে ইচ্ছুক। এইজন্যই তিনি পুত্র যুধাজিৎকে অযোধ্যায় পাঠাইয়াছেন। পুত্রদের বিবাহোৎসবের কয়েকদিন পর দশরথ ভরতকে তাঁহার মাতুলের সহিত কেকয়রাজ্যে পাঠাইলেন। শত্রুঘ্নও ভরতের সঙ্গে ভরতের মাতুলালয়ে গিয়াছেন।[৫]

এই পূতচরিত্র মহাত্মা ভরতের ধর্মনিষ্ঠা ও সাধুতার কথা দশরথ, রাম, লক্ষ্মণ প্রমুখ সকলেই ভালরূপে অবগত আছেন। তাঁহাদের মুখে অনেক প্রশংসাও শোনা যায়। কিন্তু এমনই দুর্দৈব যে, সকলে তাঁহার সাধুতায় অহেতুক সন্দেহও পোষণ করেন। রামের অরণ্যযাত্রার পর বিক্ষুব্ধ প্রজামণ্ডলীও বিলাপের মধ্যে কহিতেছেন—

মিথ্যাপ্রব্রজিতো রামঃ সভার্যঃ সহলক্ষ্মণঃ।
ভরতে সন্নিবদ্ধাঃ স্মঃ সৌনিকে পশবো যথা ॥ ২।৪৮।২৮

—পত্নী ও লক্ষ্মণের সহিত রাম বৃথাই নির্বাসিত হইয়াছেন। পশুঘাতকের নিকট বধ্য পশুর ন্যায় আমরা ভরতের নিকট আবদ্ধ হইলাম।

দশরথের নিকট হইতে কৈকেয়ীর বরপ্রাপ্তির পরে সকলের হয়তো এইরূপ ধারণা হইতে পারে যে, রামের নির্বাসনাদি ব্যাপারে জননীর সহিত ভরতও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। কিন্তু রামের অভিষেকের উদ্যোগের সময়ই দেখা যাইতেছে—দশরথও তাঁহার এই পুত্রটির সাধুতা বিষয়ে সন্দিহান। এই দুঃখ ও অপমান যেন ভরতের বিধিলিপি।

দশরথের মৃত্যুর তৃতীয় দিনে ভরতকে অযোধ্যায় আনিবার নিমিত্ত বশিষ্ঠ গিরিব্রজে (পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমে) দূত

পাঠাইয়াছেন। ভরতকে রামের নির্বাসন ও দশরথের মৃত্যু প্রভৃতি সংবাদ না জানাইয়া শুধু বলিতে হইবে—'পুরোহিত বশিষ্ঠ ও মন্ত্রিগণ আপনার কুশল জিজ্ঞাসাপূর্বক বলিয়াছেন যে, আপনি অতি সত্বর অযোধ্যায় যাত্রা করুন। সেখানে আপনাকে এমন কার্য করিতে হইবে, সে-কার্যে বিলম্ব করা উচিত নহে।' বশিষ্ঠ সিদ্ধার্থ বিজয় প্রমুখ পাঁচজন দূতকে এইরূপ নির্দেশ দিলেন।

প্রাতঃকালে দূতগণ অশ্বারোহণে যাত্রা করিয়া সেই রাত্রিতেই গিরিব্রজে প্রবেশ করিয়াছে। সেই রাত্রিতে ভরতই অতিশয় দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন। রাত্রিশেষে ভীষণ দুঃস্বপ্ন দর্শনে তাঁহার মনে নানাবিধ দুশ্চিন্তা হইতেছে। পরদিন সকালবেলা বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে হতোৎসাহ ও মলিন দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি সেই স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনাগুলি তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করিয়া পরিশেষে কহিলেন যে, রাজা দশরথ, রাম, লক্ষ্মণ বা তিনি—এই চারিজনের মধ্যে নিশ্চয়ই একজনের মৃত্যু হইবে।[৬]

ভরতের চিত্ত ভারাক্রান্ত। তিনি যখন বন্ধুবান্ধবের নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিতেছেন, তখনই অযোধ্যার দূতগণ তাঁহার সহিত দেখা করিয়া বশিষ্ঠকথিত সংবাদ তাঁহাকে দিয়াছে। পিতার মৃত্যুর চতুর্থদিন সকাল বেলা তিনি শুনিলেন যে, তখনই তাঁহাকে অযোধ্যায় যাত্রা করিতে হইবে। তিনি দূতগণের নিকট হইতে অযোধ্যার সকলের কুশল সংবাদ জানিতে চাহিলে দূতেরা সবিনয়ে কহিল—

> কুশলাস্তে নরব্যাঘ্র যেষাং কুশলমিচ্ছসি।
> শ্রীশ্চ ত্বাং বৃণুতে পদ্মা যুজ্যতাং চাপি তে রথঃ॥ ২।৭০।১২

—নরশ্রেষ্ঠ, আপনি যাঁহাদের কুশল কামনা করিতেছেন, তাঁহারা সকল কুশলেই আছেন। পদ্মালয়া লক্ষ্মী আপনাকে বরণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আপনার গমনের নিমিত্ত রথ যোজনা করা হউক।

দূতগণের এই কথায় ভরতের প্রতি নিষ্ঠুরভাবে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। তাঁহারা বলেন যে, ভরত

কৈকেয়ীর ও মন্থরারই কুশল কামনা করিতেছেন, অর্থাৎ রামের নির্বাসনের ব্যাপারে কৈকেয়ীর সহিত তিনিও যুক্ত আছেন। পরন্তু আমরা এই বাক্যে কোনরূপ ব্যঞ্জনা আবিষ্কারের পক্ষপাতী নহি। কারণ ভরত একে একে দশরথ, কৌশল্যা, সুমিত্রা, রাম ও লক্ষ্মণের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পরিশেষে কৈকেয়ীর কুশল জিজ্ঞাসার সময় জননীর বিশেষণরূপে ক্রুদ্ধপ্রকৃতি, স্বার্থপরা এবং প্রাজ্ঞমানিনী শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাতে অনুমিত হয়—ভরতের জিজ্ঞাসার ভিতরে দূতেরা এমন কিছু শোনে নাই, যাহাতে ভরতকে সন্দেহ করিতে পারে। বিশেষতঃ দূতেরা জানে যে, এখন ভরতই তাহাদের রাজা হইবেন। যিনি অচিরেই তাহাদের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা হইতেছেন, তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিবার মত দুঃসাহস দূতগণের থাকা সম্ভবপর নহে। আমাদের মন্তব্যে আরও একটি বিশেষ কথা এই যে, বাল্মীকির ভাষাই এইরূপ। দশরথ রামের বিবাহ উপলক্ষে ভরত, শত্রুঘ্ন ও পাত্রমিত্র সহ মিথিলায় গিয়াছেন। এদিকে ভরতের মাতুল যুধাজিৎ ভাগিনেয়কে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত অযোধ্যায় আসিয়াছেন। তিনি রামের বিবাহের খবর জানিতেন না, অযোধ্যায় আসিয়া সেই খবর শুনিয়াছেন। দশরথ প্রমুখ সকলই মিথিলায় চলিয়া গিয়াছেন দেখিয়া তিনিও শুভ উৎসবে যোগ দিবার উদ্দেশ্যে তখনই অযোধ্যা হইতে মিথিলায় যাত্রা করেন। সেইখানে দশরথের সহিত দেখা হইলে কুশলপ্রশ্নাদির পর যুধাজিৎ দশরথকে কহিতেছেন—

কেকয়াধিপতী রাজা স্নেহাৎ কুশলমব্রবীৎ।
যেষাং কুশলকামোঽসি তেষাং সম্প্রত্যনাময়ম্॥ ১।৭৩।৩

—রাজন্, কেকয়রাজ (আমার পিতা অশ্বপতি) সস্নেহে আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আপনি যাঁহাদের কুশল কামনা করেন, তাঁহারা এখন কুশলেই আছেন।

এই স্থলে কোনপ্রকার ব্যঙ্গ বা কটাক্ষের গন্ধও থাকিতে পারে

না। অতএব আমরা বলিব—মহর্ষির লিপিভঙ্গীই এইরূপ। অন্য কোনরূপ ভাবার্থ-আবিষ্কার বাল্মীকি-সম্মত নহে।

আরও বলিব যে, দূতগণ মিথ্যা কথাও বলে নাই। অযোধ্যার সকল দুঃসংবাদ গোপন রাখিবার কথাই বশিষ্ঠ দূতদিগকে বলিয়াছেন। দূত কখনও প্রেরকের বাক্য অন্যথা করিতে পারে না। এইজাতীয় ব্যাপারে অতথ্য বলাকে মিথ্যাভাষণ বলা হয় না, পক্ষান্তরে তথ্য বলিলেই তাহা মিথ্যা হইত। সত্যমিথ্যা সম্বন্ধে ইহাই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত এবং লোকব্যবহার। অতথ্য আর মিথ্যা এক নহে।

দূতবাক্যের দ্বিতীয় অংশটিও বিচার্য। দূতেরা অব্যবহিত পূর্বে ভরতকে ইহাও বলিয়াছে—পুরোহিত বশিষ্ঠ ও মন্ত্রিগণ তাহাদিগকে পাঠাইয়াছেন। ইহাতেও ভরতের মনে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক যে, পিতা দশরথ বা অগ্রজ রাম কেন দূতদিগকে পাঠান নাই। লক্ষ্মী তাহাকে বরণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন—এই কথাতেও ভরতের মনে নানাবিধ দুশ্চিন্তার উদয় হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এইসকল বিষয়ে ভরত দূতদিগকে কোন প্রশ্নই করেন নাই। তবে কি দুঃস্বপ্ন-দর্শনে তাঁহার চিত্ত এতই বিক্ষিপ্ত? মনে মনে নানা অশুভ কল্পনা করিয়া অথবা হয়তো কোন দুঃসংবাদ শুনিতে পাইবেন—এই ভয় ও আশঙ্কায় দূতগণের মুখে তিনি বিস্তৃতভাবে কিছুই শুনিতে চাহেন নাই। অথবা ভরত ইহাও ভাবিতে পারেন যে, বৃদ্ধ পিতা হয়তো তাঁহাকে অন্য কোন দেশের রাজপদে অভিষিক্ত করিতে চাহেন। অভিষেকাদি শাস্ত্রীয় ব্যাপারে পুরোহিতেরই প্রাধান্য। এইজন্য সম্ভবতঃ বশিষ্ঠই দূত পাঠাইয়া থাকিবেন।

শ্লোকের দ্বিতীয় অংশটি ভরতকে বলিবার নিমিত্ত বশিষ্ঠ দূতগণকে বলিয়া দেন নাই। এই কথা বলা দূতদের উচিত হইয়াছে কি না—বিচার্য।

মাতামহ অশ্বপতি ভরতের যাত্রাকালে তাঁহাকে বহু ধনরত্ন,

হাতী, ঘোড়া, গাধা, বলবান্ কুকুর প্রভৃতি অনেক প্রাণীও উপহাররূপে দিয়াছেন। কিন্তু ভরত সেইগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারেন নাই।

বভূব হ্যস্য হৃদয়ে চিন্তা সুমহতী তদা।
ত্বরয়া চাপি দূতানাং স্বপ্নস্যাপি চ দর্শনাৎ॥ ২।৭০।২৫

—দূতগণের ত্বরা ও দুঃস্বপ্ন দর্শনের জন্য তাঁহার মনে বিশেষ দুশ্চিন্তা হইতেছিল।

সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ভরত শত্রুঘ্ন সহ মাতুলালয় হইতে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে বহু লোকজন, হাতী, ঘোড়া ও শতাধিক রথ থাকায় অযোধ্যা হইতে দূতগণ যে পথে আসিয়াছিল, সেই সংকীর্ণ বনপথে যাওয়া সম্ভবপর হইল না। প্রশস্ত রাজপথ ধরিয়া তাঁহাকে যাইতে হইল। এইজন্য যাত্রার অষ্টম দিবসে অর্থাৎ পিতৃবিয়োগের একাদশ দিবসে প্রাতঃকালে অযোধ্যানগরী ভরতের দৃষ্টিগোচর হয়। অনতিদূর হইতে আনন্দহীন অযোধ্যাকে দেখিতে পাওয়ায় তাঁহার মনে নানা অশুভ চিন্তা জাগিতেছে। বিষণ্ণ শ্রান্ত ও ভীত ভরত 'বৈজয়ন্ত'-দ্বার দিয়া পুরী মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। পুরীতে লোকচলাচল দেখা যাইতেছে না। যে দুইচারিজনকে ভরত দেখিতে পাইলেন—তাহাদের মুখ মলিন, নেত্র অশ্রুপূর্ণ। ভরত কোন দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া দীনচিত্তে পিতার গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন।[৭]

পিতার ভবন শূন্য দেখিয়াই ভরত জননীর গৃহে প্রবেশ করেন। জননীকে প্রণামপূর্বক মাতুলালয়ের কুশলবার্তা জ্ঞাপনের পর তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, তাঁহার পিতা অধিক সময়ই তাঁহার জননীর গৃহে অবস্থান করেন, কিন্তু আজ তিনি পিতাকে দেখিতে পাইতেছেন না। পিতা কোথায় আছেন।

কৈকেয়ী পুত্রকে যেন শুভ সংবাদের মতই শোনাইলেন—সকল প্রাণীর যে গতি হয়, মহারাজও সেই গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই কথা শুনিয়াই ভরত ভূলুণ্ঠিত হইয়া করুণ বিলাপ করিতেছেন। অনেকক্ষণ রোদন করিয়া তিনি জননীর নিকট হইতে পিতার মৃত্যুবিবরণ জানিতে চাহিলেন এবং রামকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইলেন। এবার জননীর মুখে তিনি আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্তই শুনিতে পাইয়াছেন। তাঁহার মর্মস্থলে যেন শেল বিদ্ধ হইল। তিনি কৈকেয়ীকে বলিতেছেন—

দুঃখে মে দুঃখমকরোর্ব্রণে ক্ষারমিবাদদাঃ।
রাজানংপ্রেতভাবস্থং কৃত্বা রামঞ্চ তাপসম্॥ ইত্যাদি।

২।৭৩।৩—২৭

—তুমি পিতাকে হত্যা করিয়া এবং রামকে বনবাসী করিয়া ক্ষতস্থানে ক্ষারপ্রক্ষেপের ন্যায় আমাকে দুঃখের উপর দুঃখ দিয়াছ। হে বংশনাশিনি, পাপীয়সি, তুমি এই বংশের বিনাশের হেতু কালরাত্রির ন্যায় উপস্থিত হইয়াছিলে। আমার পিতা প্রজ্বলিত অঙ্গার আলিঙ্গন করিয়াও বুঝিতে পারেন নাই। ধার্মিক রাম আপন জননীর মতই তোমার সহিত ব্যবহার করিতেন। জ্যেষ্ঠা জননী কৌশল্যাও তোমাকে ভগিনীর মতই দেখিয়া থাকেন। এই দারুণ পাপ আচরণে তোমার কি কিছু লাভ হইয়াছে? তোমার পাপ অভিলাষ আমার দ্বারা পূর্ণ হইবে না। তোমার প্রতি রামের মাতৃবৎ শ্রদ্ধা না থাকিলে অবশ্যই তোমাকে পরিত্যাগ করিতাম। আমাদের বংশে জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যের অধিকারী। তুমি অতি নৃশংসা বলিয়া রাজধর্ম ও কুলধর্মের অন্যথাচরণ করিয়াছ। তোমার আচরণে ইক্ষ্বাকুবংশের গর্ব একেবারেই খর্ব হইয়া গেল। উত্তম রাজবংশের কন্যা হইয়াও তোমার এইরূপ পাপপূর্ণ অভিলাষ? তোমার জন্যই আমার এই প্রাণান্তকর বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে। নিষ্পাপ রামকে আমি অবশ্যই বন হইতে ফিরাইয়া আনিয়া ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার সেবা করিব।

এইরূপে কৈকেয়ীকে তিরস্কার করিয়া শোকবিহ্বল ভরত সিংহের ন্যায় গর্জন করিতেছেন। পুনরায় জননীকে তিনি নৃশংসা,

দুষ্টচারিণী, পতিঘাতিনী প্রভৃতি বিশেষণে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছেন—

ত্বৎকৃতে মে পিতা বৃত্তো রামশ্চারণ্যমাশ্রিতঃ
অযশো জীবলোক চ ত্বয়াহং প্রতিপাদিতঃ ॥ ইত্যাদি

২।৭৪।৬—৯

—তোমার জন্যই আমার পিতা পরলোকে ও রাম অরণ্যে গমন করিলেন। তোমার জন্যই জগতের সকলের নিকট আমি কলঙ্কিত হইলাম। তুমি আমার মাতৃরূপধারী পরম শত্রু। তোমার স্বভাব অতি কদর্য। তুমি অতি ক্রূরপ্রকৃতি ও রাজ্যলুব্ধা। তুমি আমার সহিত বাক্যালাপ করিবে না। তোমার দ্বারা এই মহৎ বংশ কলঙ্কিত হইল। তোমার জন্যই কৌশল্যাদি মাতৃগণের দুঃখের অন্ত নাই। তুমি ধার্মিক অশ্বপতির কন্যা নহ, রাক্ষসীরূপে তাঁহার গৃহে জন্মিয়াছিলে। তুমি সকল কিছুই করিতে পার, তোমার আচরণে আমার ভয় হইতেছে।

ভরত জননীকে আরও বলিতেছেন, 'একমাত্র পুত্রের জননী সাধ্বী কৌশল্যাকে তুমি পুত্রহীন করিয়াছ। এইজন্য ইহলোকে ও পরলোকে সর্বদা তোমাকে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। মহাবীর রামকে এখানে আনয়ন করিয়া আমি নিজে অরণ্যে গমন করিব। পাপচারিণি, তোমার মনোভাব অতিশয় পাপপূর্ণ। তোমার পাপের ফল আমার অসহ্য হইতেছে। অযোধ্যাবাসী সকল নরনারী অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে।

সা ত্বমগ্নিং প্রবিশ বা স্বয়ং বা বিশ দণ্ডকান্ ।
রজ্জুং বদ্ধাথবা কণ্ঠে নহি তেহন্যৎ পরায়ণম্ ॥ ইত্যাদি ।

২।৭৪।৩৩,৩৪

—পাপীয়সি, এক্ষণে তুমি অগ্নিতে প্রবেশ কর, কিংবা স্বয়ং দণ্ডকারণ্যে গমন কর, অথবা গলায় রজ্জু বাঁধিয়া প্রাণ ত্যাগ কর। তোমার অন্য

গতি নাই। সত্যনিষ্ঠ রাম সিংহাসনে বসিলে আমার কলঙ্ক মোচন হইবে, আমি কৃতার্থ হইব।'

এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে অঙ্কুশাহত হস্তীর ন্যায় ও ক্রুদ্ধ বিষধরের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ভরত ভূতলে পতিত হইয়াছেন।

এই সময়ে সুমন্ত্র প্রমুখ অমাত্যবর্গও ভরতের সমীপে উপস্থিত ছিলেন। অনেকক্ষণ পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া ভরত অশ্রুপূর্ণনেত্রে জননীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। সকল আশা-ভরসা ভঙ্গ হওয়ায় কৈকেয়ী অতিশয় দৈন্যদশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভরত অমাত্যগণের সাক্ষাতেই জননীকে ভর্ৎসনাপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন—

রাজ্যং ন কাময়ে জাতু মন্ত্রয়ে নাপি মাতরম্।
অভিষেকং ন জানামি যোঽভূদ্ রাজ্ঞা সমীক্ষিতঃ॥ ইত্যাদি।
২।৭৫।৩,৪

—আমি কখনও রাজ্য কামনা করি নাই এবং রাজ্যলাভের নিমিত্ত জননীকে পরামর্শও দিই নাই। মহারাজ যে রামকে অভিষিক্ত করিতে চাহিয়াছেন, সেই সম্বন্ধেও আমি কিছুই জানি না। শত্রুঘ্নের সহিত আমি অতি দূরদেশে বাস করিতেছিলাম। মহাত্মা রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর অরণ্যগমনের কোন সংবাদও আমি জানিতাম না।

কৌশল্যা ভরতের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুমিত্রাকে বলিলেন—'ক্রূর কৈকেয়ীর পুত্র ভরত যেন আসিয়াছে। আমি দূরদর্শী ভরতের সহিত দেখা করিতে চাই।' বিষণ্ণবদনা শীর্ণদেহা প্রায় চেতনাশূন্যা কৌশল্যা কাঁপিতে কাঁপিতে ভরতের নিকট যাত্রা করিয়াছেন। এদিকে ভরতও শত্রুঘ্নের সহিত কৌশল্যার গৃহের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। পথিমধ্যে ভরতকে দেখিয়াই কৌশল্যা জ্ঞান হারাইয়া ভূমিতে পড়িয়া যান। ভরত ও শত্রুঘ্ন কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। সংজ্ঞা লাভ করিয়া দুঃখিনী কৌশল্যা কাঁদিয়া ভরতকে বলিলেন—'বৎস, তুমি রাজ্য কামনা করিয়াছিলে, কৈকেয়ীর

নিষ্ঠুর কার্যের দ্বারা অতি শীঘ্রই রাজ্য লাভ করিয়াছ। কিন্তু এইভাবে আমার পুত্রকে চীরবসন পরাইয়া নির্বাসিত না করিলেও কৈকেয়ী তোমাকে রাজ্য দিতে পারিতেন। তিনি আমাকে অতি শীঘ্রই রামের নিকট পাঠাইতে পারেন। অথবা সুমিত্রাকে সঙ্গে লইয়া অগ্নিহোত্রকে অগ্রে স্থাপন করিয়া আমি রামের পথে যাত্রা করিব। কিংবা তুমি আমাকে রামের কাছে লইয়া যাও।'

কৌশল্যার বাক্যে নির্দোষ রাজপুত্র অতিশয় ব্যথিত হইলেন। ক্ষতস্থানে শলাকার আঘাতের তুল্য ব্যথা পাইয়া তিনি উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে জ্যেষ্ঠা জননীর পায়ে পড়িয়া বহুভাবে বিলাপ করিতে করিতে মূর্ছিত হইয়া পড়েন। সংজ্ঞালাভের পর নানাবিধ কঠোর শপথ-বাক্যে তিনি কৌশল্যাকে কহিলেন যে, এই ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। ভরতের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া কৌশল্যা তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অচেতনপ্রায় ভূলুণ্ঠিত ভরত কাঁদিতে কাঁদিতে সেই রাত্রি কাটাইয়াছেন।

পরদিন (দশরথের মৃত্যুর দ্বাদশ দিবসে) বশিষ্ঠ দশরথের দেহ-সংস্কারের নিমিত্ত ভরতকে উপদেশ দিলে শোকসন্তপ্ত ভরত পিতার শবদেহকে উত্তম শয্যায় শয়ন করাইয়া বিলাপ করিতেছেন। বশিষ্ঠদেব পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ করিতেছিলেন। মহারাজের দাহাদি অন্ত্যেষ্টি কর্ম ও দাহের দ্বাদশ দিবসে শ্রাদ্ধশান্তি সুসম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু ভরতের চিত্ত শোকে আকুল। তিনি কখনও পিতাকে স্মরণ করিয়া কখনও রামের দুর্দশার বিষয় ভাবিয়া শুধু বিলাপই করিতেছেন। পিতার শ্মশানে যাইয়া তিনি বলিতেছেন—

> পিতরি স্বর্গমাপন্নে রামে চারণ্যমাশ্রিতে।
> কিং মে জীবিতসামর্থ্যং প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্ ॥ ইত্যাদি।
>
> ২।৭৭।১৭,১৮

—পিতা স্বর্গে গমন করিলেন, আর রাম বনবাসী হইলেন। এই অবস্থায় আমার প্রাণধারণের শক্তি নাই, আমি অগ্নিতে প্রবেশ

করিব। ভ্রাতৃহীন ও পিতৃহীন আমি এই শূন্য পুরীতে প্রবেশ করিতে পারিব না, তপোবনেই প্রবেশ করিব।

বশিষ্ঠ ও সুমন্ত্রের প্রবোধ বাক্যে ভরত ও শত্রুঘ্ন কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন।

একদা ক্রুদ্ধ শত্রুঘ্ন মন্থরাকে ধরিয়া মারিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে টানিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। ভরত শত্রুঘ্নকে বারণ করিয়া বলিলেন—

> হন্যামহমিমাং পাপাং কৈকেয়ীং দুষ্টচারিণীম্।
> যদি মাং ধার্মিকো রামো নাসূয়েন্মাতৃঘাতকম্॥ ইত্যাদি।
> ২।৭৮।২২,২৩

—যদি ধার্মিক রাম মাতৃহন্তা বলিয়া আমার উপর ক্রুদ্ধ না হইতেন, তাহা হইলে আমি নিজেই পাপীয়সী দুষ্টা কৈকেয়ীকে হত্যা করিতাম। কুব্জাকে আমরা হত্যা করিয়াছি শুনিতে পাইলে রাম নিশ্চয়ই তোমার এবং আমার সহিত বাক্যালাপও করিবেন না।

দশরথের শ্রাদ্ধের পর একদিন গত হইয়াছে। শ্রাদ্ধের তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে অমাত্যগণ ভরত সমীপে উপস্থিত হইয়া সিংহাসন গ্রহণ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন এবং বলিলেন যে, অভিষেকের দ্রব্যসম্ভার লইয়া সকলেই রাজকুমারের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

দৃঢ়সঙ্কল্প ভরত সংগৃহীত সেই দ্রব্যসম্ভারকে প্রদক্ষিণ করিয়া বলিলেন—'আপনারা সকলেই জানেন যে, জ্যেষ্ঠ পুত্রই এই বংশে রাজ্যের অধিকারী। আমাকে এইরূপ বলা আপনাদের উচিত নহে। আমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিব এবং আমিই চৌদ্দ বৎসর বনে বাস করিব। আমি শুধু মাতৃনামধারিণী মাতার অভিলাষ পূর্ণ হইতে দিব না। আপনারা চতুরঙ্গ সেনা-বাহিনীকে প্রস্তুত করুন। শিল্পিগণ পথ নির্মাণ করুন।' ভরতের উদার বাক্যে সমবেত জনমণ্ডলীর নয়নে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। সকলেই 'ধন্য ধন্য' করিতে লাগিলেন।[৮]

ভূতত্ত্ববিৎ, যন্ত্রপরিচালক, স্থপতি প্রমুখ কর্মিগণ পথকে সুখগম্য

করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন। কয়েক দিনের মধ্যেই অযোধ্যা হইতে গঙ্গাতীর পর্যন্ত উৎকৃষ্ট রাজমার্গ নির্মিত হইল। পথিমধ্যে সুরম্য বাসস্থান, কূপ প্রভৃতিও নির্মিত হইয়াছে।

ভরত যে-দিন অমাত্যগণের নিকট তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, তাহার পরদিন প্রাতঃকালে সূত-মাগধ প্রভৃতি স্তুতিপাঠকগণ ভরতের স্তুতিগান আরম্ভ করিয়াছেন। ব্যথিত ভরত 'আমি রাজা নহি'— বলিয়া তাঁহাদিগকে নিষেধ করেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিবার নিমিত্ত বশিষ্ঠ সভামধ্যে সর্বসমক্ষে অনেক যুক্তিপ্রয়োগ করিয়া ভরতকে বুঝাইতেছেন, পরন্তু ভরত রামের ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন। সমধিক ব্যথিত হইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তিনি বশিষ্ঠকে বলিতেছেন—

> চরিতব্রহ্মচর্যস্য বিদ্যাস্নাতস্য ধীমতঃ।
> ধর্মে প্রযতমানস্য কো রাজ্যং মদ্বিধো হরেৎ ॥ ইত্যাদি।
>
> ২।৮২।১১-১৬

—যিনি ব্রহ্মচর্য পালনপূর্বক বিদ্যাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছেন এবং সর্বদা ধর্মাচরণে প্রযত্নশীল, সেই প্রাজ্ঞ রামের এই রাজ্য মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি হরণ করিবে? দশরথের পুত্র কিরূপে রাজ্য অপহরণ করিবে? এই রাজ্যও রামের, আমিও রামের। মুনিবর, এই ব্যাপারে ধর্মসঙ্গত উপদেশ দেওয়াই আপনার পক্ষে উচিত। আমার জননী যে পাপকার্য করিয়াছেন, আমি তাহা অনুমোদন করি না। আমি এইস্থানে থাকিয়াই অরণ্যবাসী রামকে প্রণাম করিতেছি। তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে না পারিলে লক্ষ্মণের ন্যায় আমিও তাঁহার সঙ্গে বনে বাস করিব।

ভরতের কথা শুনিয়া সভাসদ্‌গণ আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। ভরত সুমন্ত্রকে বলিলেন যে, তাঁহার অরণ্যযাত্রার কথা সকলকে জানাইয়া শীঘ্র যেন সৈন্যগণকে আনয়ন করা হয়। এবার সকলের মুখমণ্ডল আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

পরদিন প্রাতঃকালেই ভরত যাত্রা করিয়াছেন। অমাত্য, পুরোহিত, অগণিত প্রজাবৃন্দ, সৈন্যগণ, কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং কৈকেয়ীও সঙ্গে চলিয়াছেন। অসংখ্য হাতী ঘোড়া ও রথে আরোহণ করিয়া সকলেই রথারূঢ় ভরতের অনুগমন করিতেছিলেন। শৃঙ্গবেরপুরের নিকট গঙ্গাতীরে সকলের অবস্থানের কথা বলিয়া ভরত গঙ্গাজলে পিতৃকৃত্য তর্পণাদি সম্পন্ন করিলেন।

নিষাদরাজ গুহ গঙ্গাতীরে চতুরঙ্গ সেনাবাহিনী ও ইক্ষ্বাকুবংশের পরিচায়ক কোবিদারের (রক্তকাঞ্চনবৃক্ষ) পতাকা দেখিয়া সন্দেহ করিলেন যে, দুর্বুদ্ধি ভরত নির্বাসিত রামকে হত্যা করিতে চলিয়াছেন। তিনি তাঁহার শত শত বলবান্ যোদ্ধৃগণকে আদেশ দিলেন—তাহারা যেন যুদ্ধের নিমিত্ত সজ্জিত থাকে। ভরতের উদ্দেশ্য যদি অসাধু না হয়, তবেই তাঁহাকে গঙ্গা পার হইতে দেওয়া হইবে। জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া গুহ স্বয়ং মৎস্য, মাংস ও মধু উপহার লইয়া ভরতের সমীপে গমন করিয়াছেন। তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তিনি সবিনয়ে ভরতের নিকট প্রার্থনা জানাইলে ভরত বলিলেন যে, তিনি ভরদ্বাজের আশ্রমে যাইবেন, গুহের নিকট হইতে তিনি পথের সন্ধান জানিতে চান। গুহ কহিলেন—'আমার কৈবর্তগণকে লইয়া আমিও আপনার সঙ্গে যাইব।'

কচ্চিন্ন দুষ্টো ব্রজসি রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
ইয়ং তে মহতী সেনা শঙ্কাং জনয়তীব মে ॥ ২।৮৫।৭

—আপনি শুভকর্মা রামের সম্বন্ধে কোনরূপ দুষ্টভাব পোষণপূর্বক যাইতেছেন না ত? আপনার এই অগণিত সেনাবাহিনী আমার যেন আশঙ্কার কারণ হইতেছে।

ভরত শপথ করিয়া বলিলেন, তিনি রামকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যেই যাত্রা করিয়াছেন, গুহ যেন তাঁহাকে সন্দেহ না করেন। এই কথা শুনিয়া গুহ প্রসন্নমুখে বলিতেছেন—

ধন্যস্ত্বং ন ত্বয়া তুল্যং পশ্যামি জগতীতলে।
অযত্নাদাগতং রাজ্যং যস্ত্বং ত্যক্তুমিহেচ্ছসি॥ ইত্যাদি।
২।৮৫।১২,১৩

—আপনি ধন্য। পৃথিবীতে আপনার তুল্য কাহাকেও দেখিতেছি না। যেহেতু, আপনি অযত্নলব্ধ রাজ্য পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছেন। আপনি যে ক্লিষ্ট রামকে ফিরাইয়া আনিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইহাতে আপনার অক্ষয় কীর্তি সর্বলোকে ব্যাপ্ত হইবে।

পরে ভরতের দুঃখ অনুভব করিয়া গুহও সমধিক ব্যথিত হইয়াছেন। গুহের মুখে রাম-লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া ভরত পুনঃ পুনঃ মূর্ছিত হইতেছেন। সংজ্ঞালাভ করিয়া তিনি পুনরায় গুহকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

ভ্রাতা মে ক্বাবসদ্ রাত্রৌ ক্ব সীতা ক্ব চ লক্ষ্মণঃ।
অস্বপচ্ছয়নে কস্মিন্ কিং ভুক্ত্বা গুহ শংস মে॥ ২।৮৭।১৩

—গুহ, আমার ভ্রাতা রাম তোমার এখানে রাত্রিতে কোথায় বাস করিয়াছিলেন? সীতা এবং লক্ষ্মণই বা কোথায় বাস করিয়াছিলেন? তাঁহারা কোথায় শয়ন করিয়াছিলেন? কি আহার করিয়াছিলেন? তুমি সকল কথা আমাকে বল।

গুহের নিকট হইতে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া এবং ইঙ্গুদীবৃক্ষমূলে রামের কুশশয্যা দেখিয়া ভরত করুণভাবে বিলাপ করিতে করিতে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন—

অদ্য প্রভৃতি ভূমৌ তু শয়িষ্যেঽহং তৃণেষু বা।
ফলমূলাশনো নিত্যং জটাচীরাণি ধারয়ন্॥ ২।৮৮।২৬

—আমি অদ্য হইতে ভূতলে কিংবা তৃণশয্যায় শয়ন করিব এবং জটাচীর ধারণপূর্বক নিত্য ফলমূল আহার করিব।

সেই রাত্রি গঙ্গাতীরে বাস করিয়া পরদিন সকালবেলা গুহের আনীত পাঁচশত নৌকায় সঙ্গিগণ সহ ভরত গঙ্গা পার হইলেন এবং পূর্বাহ্ণেই প্রয়াগের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। সৈন্যগণকে একক্রোশ

দূরে প্রয়াগবনে রাখিয়া অমাত্য ও পুরোহিতবর্গের সহিত তিনি পদব্রজেই ভরদ্বাজের আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। যথাবিধি অভ্যর্থনাদির পর মুনি ভরদ্বাজও ভরতকে সন্দেহ করিয়া বলিতেছেন—

কচ্চিন্ন তস্যাপাপস্য পাপং কর্তুমিহেচ্ছসি।
অকণ্টকং ভোক্তুমনা রাজ্যং তস্যানুজস্য চ ॥ ২।৯০।১৩

—তুমি নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করিবার উদ্দেশ্যে সেই নিষ্পাপ রাম ও তাঁহার অনুজ লক্ষ্মণের কোন অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা কর নাই ত?

ভারত কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর দিতেছেন—'আপনি সর্বজ্ঞ হইয়াও আমাকে এইপ্রকার ভাবায় আমার মৃত্যুতুল্য কষ্ট বোধ হইতেছে। আমি পুরুষোত্তম রামের চরণে ধরিয়া তাঁহাকে আযোধ্যায় লইয়া যাইতে আসিয়াছি। মহীপতি রাম কোথায় আছেন, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে বলুন।'

ভরদ্বাজ কহিলেন—'নরশ্রেষ্ঠ ভরত, তুমি রঘুবংশের সন্তান। এইজন্যই তোমাতে গুরুভক্তি, জিতেন্দ্রিয়তা ও সাধুগণের আনুগত্য সম্ভবপর হইয়াছে। তোমার মনোভাব জানিয়াও তোমার মুখে শুনিবার নিমিত্ত ও তোমার কীর্তি বর্ধনের উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে এই প্রশ্ন করিয়াছি। তোমার ভ্রাতৃগণ এখন চিত্রকূটে বাস করিতেছেন। আজ আমার আতিথ্য স্বীকার করিয়া আগামী কল্য তুমি সেইস্থানে যাইবে।'

ভরদ্বাজ যোগবলে সেই রাত্রিতে ভরতের সৈন্য ও পাত্রমিত্রগণের এমনই সংকার করিলেন যে, সকলেই বিস্ময় বোধ করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে মুনিকে প্রণামপূর্বক চিত্রকূট-গমনের প্রার্থনা করিয়া ভরত কহিতেছেন—

সমীপং প্রস্থিতং ভ্রাতুর্মৈত্রেণেক্ষস্ব চক্ষুষা। ২।৯২।৭

—ভগবন্, আমি এখন ভ্রাতার নিকট যাত্রা করিতেছি। আপনি আমাকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করুন।

ভরত মুনি হইতে চিত্রকূটের পথের সন্ধান পাইয়াছেন। জননীগণ

মুনিকে প্রণাম করিলে পর মুনি তাঁহাদের বিশেষ পরিচয় জানিতে চাহিলে ভরত জননীদের পরিচয় দিতেছেন—'ভগবন্, শোকে ও অনশনে শীর্ণদেহা এই যে দেবীরূপিণী জননীকে দেখিতেছেন, ইনি পিতৃদেবের প্রধানা মহিষী, পুরুষোত্তম রামের জন্মদাত্রী। ইঁহার বামবাহু ধারণ করিয়া যিনি দুঃখিতচিত্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, ইনি পিতৃদেবের মধ্যমা মহিষী। বীর কুমারদ্বয় লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন ইঁহার পুত্র। আর যিনি নরশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণকে মৃত্যুতুল্য কষ্টে নিমগ্ন করিয়াছেন, যিনি মহারাজ দশরথের মৃত্যু ঘটাইয়াছেন, যিনি ক্রোধনা, গর্বিতা, সৌভাগ্যমদমত্তা, অমার্জিতবুদ্ধি, ঐশ্বর্যলুব্ধা এবং অনার্যা হইয়াও আর্যার ন্যায় প্রতীয়মানা, ইনিই হইতেছেন—আমার জননী। ইঁহার জন্যই আমার এইরূপ মহাবিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে।'

বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে এইরূপ পরিচয় দিয়া ভরত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ভরদ্বাজ ভরতকে বলিতেছেন—

ন দোষেণাবগন্তব্যা কৈকেয়ী ভরত ত্বয়া।
রামপ্রব্রাজনং হ্যেতৎ সুখোদর্কং ভবিষ্যতি ॥ ইত্যাদি।

২।৯২।৩০,৩১

—ভরত, এইরূপ কাজের জন্য কৈকেয়ীকে দোষ দিও না। রামের নির্বাসনের পরিণাম শুভ হইবে। রামের এই নির্বাসন হইতে দেবতা, দানব ও তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিগণের কল্যাণ সাধিত হইবে।

সকলকে লইয়া ভরত চিত্রকূটে যাত্রা করিয়াছেন। চিত্রকূটের সন্নিহিত হইয়া সৈন্যগণকে কিছু দূরে স্থাপন করিয়া শত্রুঘ্ন, সুমন্ত্র ও ধৃতির সহিত তিনি অগ্রজের আশ্রমের সন্ধান করিতেছেন। গুহও তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। ভরত শুধু রামের কথাই বলিতেছেন। অনেক বৃক্ষে চীরবাস বদ্ধ রহিয়াছে দেখিয়া তিনি অনুমান করিলেন—সম্ভবতঃ অসময়ে পথ-পরিচয়ের উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণ এইরূপ করিয়া থাকিবেন। ভরত বিলাপ করিয়া কহিতেছেন—

ইতি লোকসমাকৃষ্টঃ পাদেষ্বদ্য প্রসাদয়ন্।
রামং তস্য পতিষ্যামি সীতায়া লক্ষ্মণস্য চ ।। ২।৯৯।১৭

—(যিনি সকল লোকের পালক, সেই পুরুষব্যাঘ্র রাম আমার জন্যই বনবাসী হইয়াছেন।) এই কারণে আমিও আজ সকলের নিন্দাভাজন। রামকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত আমি তাঁহার, সীতাদেবীর ও লক্ষ্মণের পদতলে পতিত হইব।

লক্ষ্মণ ভরতের কনিষ্ঠ হইলেও রামভক্ত বলিয়া মহাভাগ্যবান্ মহাপুরুষ। আপন অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে বিলপমান ভরত লক্ষ্মণেরও পায়ে ধরিবার কল্পনা করিতেছেন।

ভরত রামের কুটীর দেখিতে পাইয়াছেন। কুটীরে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র দেখিতে পাইয়া তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না। কুটীরের সম্মুখে পবিত্র অগ্নিসমন্বিত সুপ্রশস্ত বেদী রহিয়াছে। মুহূর্তকাল সেই বেদীটিকে অবলোকন করিয়া ভরত পর্ণকুটীরের অভ্যন্তরে উপবিষ্ট জটামণ্ডলধারী অগ্রজকে দেখিতে পাইলেন। সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রাম আস্তৃত কুশের উপর ভূমিতে উপবিষ্ট।

রামকে দেখিয়াই ভরত অতিমাত্রায় বিহ্বল হইয়া পড়েন। পুনঃ পুনঃ নিজকে ধিক্কার দিতে দিতে তিনি রামের চরণ ধরিতে যাইতেছেন, কিন্তু ধরিতে না পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পড়িয়া গেলেন। একবার মাত্র শুধু ‘আর্য’ এই শব্দটি উচ্চারণ করিয়া আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

জটিলং চীরবসনং প্রাঞ্জলিং পতিতং ভুবি।
দদর্শ রামো দুর্দশং যুগান্তে ভাস্করং যথা ।। ইত্যাদি।

২।১০০।১,২

—প্রলয়কালে ভূপতিত সূর্যের ন্যায় চীরবসন দুর্দশাগ্রস্ত কৃতাঞ্জলি ভরতকে রাম প্রথমতঃ চিনিতেই পারেন নাই। বিবর্ণমুখ অতি কৃশ ভরতকে কোনরূপে চিনিতে পারিয়া তিনি তাঁহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন।

কুশল-প্রশ্নাদির পর রাম প্রসঙ্গতঃ ভরতকে রাজধর্ম বিষয়ে অনেক উপদেশ দেন। তারপর রাম তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলে ভরত অতিকষ্টে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া পিতার পরলোকগমনের কথা বলিয়া সবিনয়ে নিজের অভিলাষ ব্যক্ত করেন। ভরত অগ্রজকে বলিতেছেন—

এভিশ্চ সচিবৈঃ সার্ধং শিরসা যাচিতো ময়া।
ভ্রাতুঃ শিষ্যস্য দাসস্য প্রসাদং কর্তুমর্হসি॥ ২।১০১।১২

—আমি এই সচিবগণের সহিত অবনতশিরে প্রার্থনা করিতেছি—আপনি এই ভ্রাতার প্রতি, এই শিষ্যের প্রতি, আপনার এই দাসের প্রতি প্রসন্ন হউন।

বাষ্পকণ্ঠ ভরত অগ্রজের চরণে পড়িয়া আছেন। রাম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া নানাবিধ ধর্মসঙ্গত যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে চাহিলেন যে, তিনি কিছুতেই পিতার আজ্ঞার অন্যথা করিতে পারেন না।

পিতৃমরণের সংবাদে শোকার্ত রামের সহিত সেই দিন ভরতের আর কোন কথা হইল না। বন্ধুবান্ধবে পরিবৃত শোকাকুল দাশরথিগণ অতি দুঃখে সেই রাত্রি কাটাইয়াছেন। পরদিন প্রাতঃকালে স্নানাহ্নিক প্রভৃতির পর সকলেই মৌন অবলম্বনপূর্বক রামের নিকটে বসিয়া আছেন। ভরত অগ্রজকে বলিতে লাগিলেন—

সান্ত্বিতা মামিকা মাতা দত্তং রাজ্যমিদং মম।
তদ্ দদামি তবৈবাহং ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যমকণ্টকম্॥ ইত্যাদি।
২।১০৫।৪—১২

—পিতৃদেব প্রথমতঃ আপনাকেই রাজ্য দিয়াছেন। পরে আমার মাতার সান্ত্বনার নিমিত্ত আমাকে রাজ্য দেন। বস্তুতঃ এই রাজ্য আপনারই প্রদত্ত। আমি ইহা আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি। ইহা গ্রহণ করিলে আপনি পিতৃসত্য পালন হইতে ভ্রষ্ট হইবেন না। আপনি ব্যতীত আর কেহই এই রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। গর্দভ যেরূপ অশ্বের গতির অনুকরণ করিতে পারে না, সাধারণ পক্ষী

যেরূপ গরুড়ের অনুকরণে অসমর্থ, সেইরূপ আপনার পালনী শক্তির অনুকরণ করিবার সাধ্য আমার নাই। আপনি প্রজাপালন না করিলে কিরূপে পিতৃদেবের প্রীতিলাভ হইবে? আপনাকে সিংহাসনস্থ দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হউন।

সভাসদ্‌গণ 'সাধু, সাধু' বলিতে লাগিলেন। কিন্তু রাম নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া ভরতকে নিরস্ত করিতে চাহিয়াছেন। ভরত কিছুতেই মানিতেছেন না। তিনি পুনরায় কাতরস্বরে কহিতেছেন—

প্রোষিতে ময়ি তৎ পাপং মাত্রা মৎকারণাৎ কৃতম্।
ক্ষুদ্রয়া তদনিষ্টং মে প্রসীদতু ভবান্ মম॥ ইত্যাদি।

২।১০৬।৮-৩২

—আমি যখন প্রবাসে ছিলাম, তখন ক্ষুদ্রাশয়া জননী আমার নিমিত্ত যে পাপ করিয়াছেন, তাহা সর্বথা আমার অনভিপ্রেত। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। স্ত্রীলোককে হত্যা করা অনুচিত। এইজন্য আমি আমার পাপিষ্ঠা জননীকে কঠোর দণ্ডের দ্বারা হত্যা করি নাই। সৎকর্মশীল দশরথের পুত্র হইয়া এবং ধর্ম ও অধর্মের স্বরূপ জানিয়া আমি কিরূপে এই রাজ্য গ্রহণ করিব? পিতৃদেব পরলোকগত হইয়াছেন। সভামধ্যে মহাগুরুর নিন্দা করিব না। কিন্তু কোন্ ধার্মিক ব্যক্তি পত্নীর নিমিত্ত এইরূপ গর্হিত কার্য করিতে পারে? প্রবাদ আছে যে, অন্তকালে প্রাণিগণ মোহগ্রস্ত হয়। মহারাজ দশরথের আচরণে সকলে এই প্রবাদের যথার্থতা জানিতে পারিয়াছে। পিতার অন্যায় কার্যকে সংশোধন করা সৎপুত্রের ধর্ম। আপনি পিতার সৎপুত্র হউন। পিতা, সুহৃদ্‌বৃন্দ, সমস্ত পুরবাসী ও জনপদবাসী, কৈকেয়ী ও আমাকে ত্রাণ করিতে আপনিই সমর্থ। এইস্থানেই আপনার অভিষেক অনুষ্ঠিত হউক। অভিষিক্ত হইয়া আপনি আমাদের সহিত অযোধ্যায় যাত্রা করুন। আর্য, আপনি আমার মাতার কলঙ্ক দূর করিয়া পিতৃদেবকে পাপ হইতে মুক্ত করুন। আপনার চরণে মস্তক রাখিয়া প্রার্থনা করিতেছি,

আমাকে দয়া করুন। আমার প্রার্থনা পূর্ণ না করিলে আমিও আপনার সহিত বনেই বাস করিব।

ভরতের প্রার্থনা শ্রবণে সকলেরই নেত্র অশ্রুসিক্ত হইয়াছে। কিন্তু রাম কিছুতেই পিতৃসত্য ভঙ্গ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি পিতার আচরণকে যুক্তিযুক্ত বলিয়াই প্রমাণ করিতে যাইয়া বলিলেন যে, দশরথ কৈকেয়ীকে বিবাহ করিবার সময়ই কৈকেয়ীর পুত্রকে রাজ্য দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।[৯]

বশিষ্ঠ প্রমুখ ব্যক্তিদের অনুরোধেও কোন ফল হইল না। রাম তাঁহার সঙ্কল্পে অচল। ভরত তখন অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া সুমন্ত্রকে বলিতেছেন—

ইহ তু স্থণ্ডিলে শীঘ্রং কুশানাস্তর সারথে।
আর্যং প্রত্যুপবেক্ষ্যামি যাবন্মে সম্প্রসীদতি॥ ইত্যাদি।

২।১১১।১৩,১৪

—সারথে, তুমি অতি সত্বর এই চত্বরে কুশ বিছাইয়া দাও। আর্য যে-পর্যন্ত আমার প্রতি প্রসন্ন না হন, সেই পর্যন্ত আমি প্রায়োপবেশন করিব। অধমর্ণ কর্তৃক ধনহীন ঋণদাতা ব্রাহ্মণ যেরূপ স্বীয় ধন পুনঃপ্রাপ্তির আশায় অনাহারে মুদ্রিতনয়নে অধমর্ণের দ্বারদেশে শয়ন করিয়া ধর্ণা দেন, আর্য অযোধ্যায় ফিরিয়া না যাওয়া পর্যন্ত এই পর্ণকুটীরের দ্বারদেশে আমিও সেইরূপ ধর্ণা দিয়া শয়ন করিয়া থাকিব।

রামের মনোভাব বুঝিয়া সুমন্ত্র কুশ আনয়নে বিলম্ব করিতেছেন। ভরত নিজেই কুশাস্তরণ করিয়া ধর্ণা দিতে উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া রাম তাঁহাকে বারণ করেন। রামের উপদেশে ক্ষত্রিয়ের অকরণীয় কর্ম হইতে ভরত নিরস্ত হইলেন এবং এই শাস্ত্রনিষিদ্ধ সঙ্কল্পের প্রায়শ্চিত্তরূপে জল স্পর্শ করিলেন। এবার তিনি বলিতেছেন—

শৃণ্বন্তু মে পরিষদো মন্ত্রিণঃ শ্রেণয়স্তথা।
ন যাচে পিতরং রাজ্যং নানুশাসামি মাতরম্॥ ইত্যাদি।

২।১১১।২৫,২৬

—সভাসদগণ, মন্ত্রিগণ ও উপস্থিত সকলে শুনুন—আমি পিতার নিকট রাজ্য প্রার্থনা করি নাই, জননীকেও এই বিষয়ে কোন অনুরোধ করি নাই এবং ধর্মনিষ্ঠ আর্য রাঘবের বনবাসেও সম্মতি জ্ঞাপন করি নাই। তথাপি বনবাসের দ্বারাই যদি পিতৃদেবের আদেশ পালন করিতে হয়, তবে আমিই চৌদ্দ বৎসর বনে বাস করিব।

রাম কহিলেন, তিনি এইপ্রকার প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারেন না, যেহেতু পিতৃসত্য-পালনে তিনি স্বয়ং সমর্থই আছেন। কিছুতেই রামের সঙ্কল্প শিথিল হইল না দেখিয়া ভরত রামের নিকট শেষ প্রার্থনা করিতেছেন—

অধিরোহার্য পাদাভ্যাং পাদুকে হেমভূষিতে।
এতে হি সর্বলোকস্য যোগক্ষেমং বিধাস্যতঃ ॥ ২।১১২।২১

—আর্য, আপনি কুটীরসন্নিহিত সুবর্ণালঙ্কৃত এই পাদুকাদ্বয়ে চরণ অর্পণ করুন। এই পাদুকাযুগল সকল লোকের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

প্রথমতঃ বশিষ্ঠই রামের নিকট এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন। পরে ভরতও অগত্যা এই প্রার্থনাই করিয়াছেন।[১০]

রাম ভরতের এই প্রার্থনা পূর্ণ করিলে পর ভরত পাদুকাযুগলকে প্রণাম করিয়া করুণস্বরে কহিতেছেন—‘চৌদ্দ বৎসর কাল আমি জটাচীর ধারণপূর্বক শুধু ফলমূল আহার করিয়া নগরের বাহিরে বাস করিব এবং আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকিব। রঘুশ্রেষ্ঠ, আমি আপনার পাদুকাদ্বয়ে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া এই চৌদ্দ বৎসর অতিবাহিত করিব।’

চতুর্দশে হি সম্পূর্ণে বর্ষেঽহনি রঘূত্তম।
ন দ্রক্ষ্যামি যদি ত্বান্তু প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্ ॥২।১১২।২৫

—হে রঘূত্তম, যে-দিন চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ হইবে, সেইদিন যদি আপনার দর্শন না পাই, তবে অগ্নিতে প্রবেশ করিব।

তারপর ভরত সেই পাদুকাযুগল গ্রহণ করিয়া রামকে প্রদক্ষিণ

করিলেন এবং রাজার বাহন হস্তীটির মস্তকে একবার পাদুকা স্থাপন করিয়া আপনার মস্তকে পাদুকা ধারণপূর্বক যাত্রা করিলেন।

যমুনার দক্ষিণতীরে চিত্রকূটের সন্নিকটে ভরদ্বাজের আরও একটি আশ্রম ছিল। মুনি ভরদ্বাজ তখন সেই আশ্রমেই আছেন। ভরত তাঁহার সঙ্গিগণ সহ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। মুনির জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি চিত্রকূটের সকল ঘটনাই মুনিকে বলিয়াছেন। ভরতের কথা শুনিয়া মুনি বলিলেন—

অনৃণঃ স মহাবাহুঃ পিতা দশরথস্তব।
যস্য ত্বমীদৃশঃ পুত্রো ধর্মাত্মা ধর্মবৎসলঃ॥ ২।১১৩।১৭

—তোমার পিতা মহাবাহু দশরথ সর্বতোভাবে ঋণমুক্ত হইয়াছেন। এইরূপ ধর্মাত্মা ও ধর্মপ্রিয় তুমি যাঁহার পুত্র, তাঁহার ঋণ থাকিতে পারে না।

মুনিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া ভরত উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। যথাসময়ে তিনি দীন-দশাপ্রাপ্ত অযোধ্যাকে দেখিতে পাইয়া সুমন্ত্রকে বলিতেছেন—

সা হি নূনং মম ভ্রাত্রা পুরস্যাস্য দ্যুতির্গতা। ২।১১৪।২৪

—আমার মনে হইতেছে, আমার অগ্রজের সহিত এই নগরীর সেই শোভাও চলিয়া গিয়াছে।

দুঃখিত ভরত অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া প্রথমেই তাঁহার পিতার শূন্য ভবনে প্রবেশ করেন। সেই নিরানন্দ অন্তঃপুর দর্শন করিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। মাতৃগণকে সেইখানে রাখিয়া তিনি বশিষ্ঠ প্রমুখ গুরুজনকে লইয়া নগরীর পূর্বদিকে একক্রোশ দূরে নন্দিগ্রামে যাত্রা করেন। অনাহূত হইয়াও সকলই নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইয়াছেন। রথ হইতে অবতরণপূর্বক ভরত সকলকে বলিলেন যে, এই রাজ্য তাঁহার অগ্রজের গচ্ছিত সম্পত্তি। রামের পাদুকাই তাঁহার প্রতিনিধি। পাদুকাদ্বয়ের অভিষেকপূর্বক সিংহাসনে স্থাপন করিয়া ভরত তাহার উপর ছত্র ও চামর

ধারণ করিয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। তিনি সকলকে কহিতেছেন—

রাঘবায় চ সন্ন্যাসং দত্ত্বেমে বরপাদুকে।
রাজ্যঞ্চেদমযোধ্যাঞ্চ ধূতপাপো ভবাম্যহম্॥ ২।১১৫।২০

—অগ্রজের গচ্ছিতস্বরূপ এই পাদুকাদ্বয় ও এই অযোধ্যার রাজ্য তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া আমি পাপ হইতে মুক্ত হইব।

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে ভরতের এই কঠোর ব্রত সম্পর্কে বলিয়াছেন—

মাতুঃ পাপস্য ভরতঃ প্রায়শ্চিত্তমিবাকরোৎ। ১২।১৯

—ভরত যেন মাতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন।

স বল্কলজটাধারী মুনিবেষধরঃ প্রভুঃ।
নন্দিগ্রামেঽবসদ্ বীরঃ সসৈন্যো ভরতস্তদা॥ ২।১১৫।২১

—জটাবল্কলধারী শক্তিশালী ভরত মুনিজনোচিত বেষ ধারণ করিয়া সসৈন্যে নন্দিগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন।

ভরতের অমাত্য এবং পারিষদ্‌বর্গও সর্বপ্রকার ভোগে বিরত হইয়া গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়াছেন।[১১]

এইভাবে রামের পাদুকার সেবক তাপস ভরতের রাজ্যপালন চলিতে লাগিল। তিনি নন্দিগ্রামে থাকিয়াই চরমুখে বনবাসী রামের খবর-বার্তা শুনিতেছেন। তের বৎসর পরে সীতাহরণের সংবাদ শুনিতে পাইয়া ভরত বিভিন্ন দেশের তিনশত যুদ্ধকুশল বীর নৃপতিকে অযোধ্যায় আনাইয়াছিলেন। যদি রাবণের সহিত যুদ্ধে রামকে সাহায্য করিবার প্রয়োজন হয়, এই উদ্দেশ্যেই ভরত নৃপতিবৃন্দকে আহ্বান করিয়াছিলেন। সাহায্যের প্রয়োজন হয় নাই। রাবণবধের পর রাম অযোধ্যায় অভিষিক্ত হইয়া সেই নৃপতিগণকে বিদায় দিয়াছেন।[১২]

চৌদ্দ বৎসর পর সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া রাম প্রয়াগে ভরদ্বাজাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে তাঁহার প্রত্যাগমনের

সংবাদ দিতে তিনি হনুমানকে ভরতের নিকট পাঠাইলেন। হনুমান্ নন্দিগ্রামে যাইয়া—

দদর্শ ভরতং দীনং কৃশমাশ্রমবাসিনন্।
জটিলং মলদিগ্ধাঙ্গং ভ্রাতৃব্যসনকর্শিতম্॥ ইত্যাদি।
৬।১২৫।৩০-৩২

—আশ্রমবাসী দীন ভ্রাতৃশোকে কৃশ জটাধারী মলিন ভরতকে দেখিতে পাইলেন। ব্রহ্মর্ষির ন্যায় তেজস্বী সেই বীরপুরুষ বল্কলাজিন ধারণ করিয়া পরমাত্মচিন্তায় নিমগ্ন। রামের পাদুকাযুগল সম্মুখে স্থাপন করিয়া তিনি রাজ্য শাসন করিতেছেন।

হনুমানের মুখে রামের আগমনবার্তা শুনিয়াই ভরত অত্যধিক আনন্দে সহসা মোহাভিভূত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। মুহূর্তকাল মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ব্যগ্রভাবে হনুমান্‌কে আলিঙ্গনপূর্বক অশ্রুবারি দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া ভরত কহিতেছেন—

দেবো বা মনুষো বা ত্বমনুক্রোশাদিহাগতঃ।২।১৩৫।৪৩

—হে সৌম্য, তুমি মনুষ্য না দেবতা, আজ কৃপাপূর্বক এইস্থানে আসিয়াছ? এই প্রিয় সংবাদের অনুরূপ পুরস্কার প্রদানের মত তো কিছুই দেখিতেছি না।

তারপর ভরত হনুমানকে অনেক মহার্ঘ বস্তু দান করিয়া তাঁহার মুখে রামের বনবাসের সকল ঘটনা শুনিলেন। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া শত্রুঘ্নকে নির্দেশ দিলেন—'পুরবাসিগণ পবিত্র হইয়া বিবিধ বাদ্য বাদনপূর্বক আমাদের কুলদেবতা ও নগরের অন্যান্য দেবতাগণের অর্চনা করুন। নগরের সকলেই রামকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গৃহ হইতে নির্গত হউন। অযোধ্যা হইতে নন্দিগ্রাম পর্যন্ত পথ পরিষ্কৃত হউক এবং সমস্ত পথকে জলসিক্ত করা হউক। উচ্চ পতাকাদির দ্বারা রাজপথকে সুশোভিত কর। চতুর্দিকে খই ও পুষ্প বর্ষণ কর।

পরদিন প্রাতঃকালে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সঙ্গে লইয়া রামের

পাদুকা মস্তকে স্থাপন করিয়া তাপসবেষধারী ভরত পথে দাঁড়াইয়া রামের প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে রামের বিমান দৃষ্টিগোচর হইল। সকলেই সমস্বরে 'ঐ রাম' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হর্ষধ্বনি করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে রাম আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া স্বাগত প্রশ্ন, পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা যথাবিধি অগ্রজের অর্চনা করেন। তিনি প্রণত হইয়া অগ্রজের চরণ ধারণ করিলে পর রাম তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া জড়াইয়া ধরিয়াছেন।

তারপর সীতাকে প্রণাম করিয়া রামের সুহৃদ্ সুগ্রীবাদিকে আলিঙ্গনপূর্বক ভরত সুগ্রীবকে কহিতেছেন—

ত্বমস্মাকং চতুর্ণাং বৈ ভ্রাতা সুগ্রীব পঞ্চমঃ। ২।১২৭।৪৬

—সুগ্রীব, তুমি আমাদের চারি ভ্রাতার পঞ্চম ভ্রাতা হইয়াছ।

পাদুকে তে তু রামস্য গৃহীত্বা ভরতঃ স্বয়ম্।
চরণাভ্যাং নরেন্দ্রস্য যোজয়ামাস ধর্মবিৎ॥ ইত্যাদি।
২।১২৭।৫৩-৫৬

—ধার্মিকপ্রবর ভরত স্বয়ং নরেন্দ্র রামের চরণে সেই পাদুকা পরিধান করাইয়া জোড়হাতে কহিতেছেন—আপনার গচ্ছিত রাজ্য আজ আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি। আজ আমার মনোরথ পূর্ণ ও জন্ম সার্থক হইল। আপনি ধনাগারাদি পর্যবেক্ষণ করুন। আপনার তেজোবলেই আমি এইগুলিকে দশগুণ বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছি।

ভ্রাতৃবৎসল ভরতের বাক্য শুনিয়া ও তাঁহার তৎকালীন আকৃতি দর্শন করিয়া বানরগণ ও বিভীষণ অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং রাম তাঁহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন।

নিরপরাধ ধর্মনিষ্ঠ ভরত যেন মাতৃকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। প্রথমে ভরত লক্ষ্মণ প্রভৃতির ক্ষৌরকার্য ও স্নানাদির পর রাম জটা ত্যাগ করিয়াছেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাম ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত

করিয়াছেন।[১৩] রাম 'রাজসূয়-যজ্ঞ' করিতে চাহিলে ভরত সবিনয়ে অগ্রজকে কহিতেছেন—'রাজন্, নৃপমণ্ডলী আপনাকে পিতৃবৎ সম্মান করিয়া থাকেন। আপনি সকলের আশ্রয়স্থল। পরাক্রান্ত নৃপগণ বশ্যতা স্বীকার না করিলে যুদ্ধ সংঘটিত হইবে, তাহাতে অনেক রাজবংশ বিনষ্ট হইবে। অতএব হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, প্রার্থনা করিতেছি—এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন'।[১৪]

রাম ভরতের যুক্তিপূর্ণ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া সেই সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছেন। রামের 'অশ্বমেধ-যজ্ঞে'—

অন্নপানাদিবস্ত্রাণি সর্বোপকরণানি চ।
ভরতঃ সহশত্রুঘ্নো নিযুক্তো রাজপূজনে॥ ৭।৯২।৫

—নৃপতিগণের পরিচর্যায় নিযুক্ত ভরত ও শত্রুঘ্ন সমবেত নৃপতিগণকে যথোপযুক্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং বহুবিধ অন্ন, পেয় ও বস্ত্রাদি প্রদান করেন।

কিছুদিন পর মাতুল যুধাজিতের অভিপ্রায় অনুসারে এবং রামের আদেশে ভরত সিন্ধুনদের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত মনোরম গন্ধর্বদেশকে জয় করিয়াছেন এবং অগ্রজের নির্দেশে সেই দেশকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। রাম ভরতের দুই পুত্র তক্ষ ও পুষ্কলকে অভিষিক্ত করিয়া সেই দুই দেশের রাজপদে স্থাপন করেন।

গন্ধর্বদেশে তক্ষের রাজধানীর নাম রাখা হইল—'তক্ষশিলা', আর গান্ধারদেশে পুষ্কলের রাজধানীর নাম রাখা হইল—'পুষ্কলাবত'।

নিবেশ্য পঞ্চভির্বর্ষৈর্ভরতো রাঘবানুজঃ।
পুনরায়ান্মহাবাহুরযোধ্যাং কৈকেয়ীসুতঃ॥ ইত্যাদি।
৭।১০১।১৬-১৮

—এইরূপে রামানুজ কৈকেয়ীপুত্র ভরত পুত্রদ্বয়কে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেখানে পাঁচ বৎসর বাস করিয়াছেন। তারপর তিনি অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া অগ্রজের নিকট সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রামও অতিশয় প্রীত হইয়াছেন।

লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করার পর শোকাচ্ছন্ন রাম মহাপ্রস্থানের সঙ্কল্প করিয়া ভরতকে অযোধ্যার সিংহাসনে স্থাপন করিতে চাহিলে—

ভরতশ্চ বিসংজ্ঞোঽভূচ্ছ্রুত্বা রাঘবভাষিতম্।
রাজ্যং বিগর্হয়ামাস বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ইত্যাদি।

৭।১০৭।৫-৭

—ভরত রামের বাক্য শ্রবণে ক্ষণকাল মূর্ছিত হইয়া রহিলেন। সংজ্ঞা লাভ করিয়া তিনি রাজ্যসম্পদের অজস্র নিন্দা করিয়া কহিলেন, আমি আপনাকে ছাড়িয়া রাজ্য লাভ করিতে বা স্বর্গে যাইতেও অভিলাষ করি না। রাজন্, কুমার কুশকে দক্ষিণ কোশলে ও লবকে উত্তরকোশলে অভিষিক্ত করুন।

মহাপ্রস্থানকালে ভরত ভক্তিভরে সাগ্নিহোত্র রামের অনুগামী হইয়া এবং তাঁহাকেই আপনার একমাত্র গতি জানিয়া শত্রুঘ্ন ও অন্তঃপুরচারিণী মহিলাদের সহিত চলিতে লাগিলেন।[১৫]

রামের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই এই মহাপুরুষও সরযূর পুণ্য সলিলে অন্তর্হিত হইয়া সশরীরে স্বীয় বৈষ্ণব তেজে বিলীন হইলেন।[১৬]

ভরতের চরিত্রের ন্যায় উন্নত চরিত্র আর কোথাও আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। এরূপ মহান্ আত্মত্যাগও আর কেহই করেন নাই। মাত্র একদিনের জ্যেষ্ঠ বৈমাত্র ভ্রাতার প্রতি এরূপ ভক্তি যেন বিস্ময়ের উদ্রেক করে। অতি শোকে ও ক্ষোভে তিনি জননীকে যে-সকল কটু কথা কহিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ইহাতে কোন অন্যায় হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। রাজনীতি বিষয়ে তিনি বিশেষ নিপুণ না হইলে মাত্র চৌদ্দ বৎসরে রাজকোষ প্রভৃতিকে দশগুণ বর্ধিত করিতে পারিতেন না। তাঁহাকে রামায়ণের নিষ্কলঙ্ক উজ্জ্বল সিতাংশু বলা যাইতে পারে। মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়স হইতেই জননীকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তিনি উনচল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত কাটাইয়াছেন এবং পরে অগ্রজের সেবা

করিয়া আরও ত্রিশ বৎসর নিঃস্পৃহভাবে কাটাইলেন। এই মহাপুরুষের পত্নী মাণ্ডবীর জীবনের কোন চিত্র রামায়ণে নাই। শুধু তাঁহাদের দুইটি পুত্রের কথা পাওয়া যায়। আমরা অনুমান করিতে পারি, মহীয়সী মাণ্ডবীর আত্মত্যাগও বড় কম নহে।

---

১ ২।৮২।২৯
২ ৩।১৬।৩১-৪০
৩ ১।১৮।২৫
৪ ১।৭৩।৩১
৫ ১।৭৭।১৫-১৯
৬ ২।৬৯ তম সর্গ
৭ ২।৭১ তম সর্গ
৮ ২।৭৯ তম সর্গ
৯ ২।১০৭।৩
১০ ২।১১৩।১২
১১ ৬।১২৫।৩৪
১২ ৭।৩৮।২৬
১৩ ৬।১২৮।৯৩
১৪ ৭।৮৩।১২-১৫
১৫ ৭।১০৯।১২
১৬ ৭।১১০।১২

লক্ষ্মণ

দশরথের মধ্যমা মহিষী সুমিত্রার যমজ পুত্র হইতেছেন—লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন বয়সে রামের মাত্র দুইদিনে কনিষ্ঠ। কর্কট-লগ্নে ও অশ্লেষানক্ষত্রে মধ্যাহ্নকালে তাঁহারা সুমিত্রার কোল আলো করিয়াছেন।

অথ লক্ষ্মণশত্রুঘ্নৌ সুমিত্রাজনয়ৎ সুতৌ।
বীরৌ সর্বাস্ত্রকুশলৌ বিষ্ণোরর্দ্ধসমন্বিতৌ॥ ১।১৮।১৪

—লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন এই দুইজন বিষ্ণুর অর্ধাংশসম্ভূত, মহাবীর ও সর্বাস্ত্রকুশল।

শিশুকালেই তাঁহারা শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ হইয়া উঠিয়াছেন। জন্মাবধি লক্ষ্মণ ছিলেন রামের নিত্য-সহচর। তিনি ছায়ার ন্যায় রামের অনুসরণ করিতেন।

লক্ষ্মণো লক্ষ্মিসম্পন্নো বহিঃপ্রাণ ইবাপরঃ। ১।১৮।৩০ ; ৩।৩৪।১৪

—শ্রীমান্ লক্ষ্মণ রামের বহিঃস্থিত প্রাণের ন্যায় ছিলেন।

রামের দেহরক্ষীর ন্যায় সর্বদাই তিনি রামের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। রাম মৃগয়ায় গেলে লক্ষ্মণ ধনুর্বাণহস্তে রামের রক্ষকরূপে তাঁহাকে অনুসরণ করেন।

বিশ্বামিত্র-মুনি যখন যজ্ঞরক্ষার্থ রামকে লইয়া যান, লক্ষ্মণও তখন অগ্রজের সঙ্গে গিয়াছেন। তাঁহাকে রামের দক্ষিণবাহুও বলা হইয়াছে।[১]

রাম তাড়কাকে বধ করিবার সময় লক্ষ্মণ তাড়কার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়াছিলেন।[২] যৌবনে লক্ষ্মণের যে আকৃতি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা অতি মনোহর।

তস্যানুরূপো বলবান্ রক্তাক্ষো দুন্দুভিস্বনঃ।
কনীয়ান্ লক্ষ্মণো ভ্রাতা রাকাশশিনিভাননঃ॥ ৩।৩১।১৬
স সুবর্ণচ্ছবিঃ শ্রীমান্······ । ৫।৩৫।২৩
······শুদ্ধজাম্বূনদপ্রভঃ।
বিশালবক্ষাস্তাম্রাক্ষো নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজঃ॥ ৬।২৮।২২

—রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ রূপে ও গুণে তাঁহারই অনুরূপ। লক্ষ্মণের নয়নের প্রান্তভাগ তাম্রবর্ণ ও কণ্ঠস্বর দুন্দুভির ন্যায়। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডল। লক্ষ্মণের গাত্রবর্ণ কাঁচা সোনার মত, বক্ষঃস্থল সুবিশাল। আকুঞ্চিত সুনীল কেশরাশিতে তাঁহার মুখমণ্ডল অপরূপ শ্রী ধারণ করিয়াছে।

রাজর্ষি জনকের কনিষ্ঠা কন্যা উর্মিলার সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ সম্পন্ন হয়। লক্ষ্মণও রামের সহিত মিথিলায় গিয়াছিলেন। বিবাহের পর যদিও লক্ষ্মণ বার বৎসর অযোধ্যায় বাস করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দাম্পত্য জীবনের কোন দৃশ্য আমরা দেখিতে পাই না।

কৈকেয়ীর চক্রান্তে রাম বনবাসী হইতেছেন। লক্ষ্মণ রামের নিকটে থাকিয়া রামের প্রতি কৈকেয়ীর সকল কথাই শুনিতে পাইয়াছেন। রাম পিতাকে ও কৈকেয়ীকে প্রণাম করিয়া অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়াছেন। লক্ষ্মণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে রামের অনুগমন করিতেছিলেন।[৩]

জননী কৌশল্যা রামের মুখে মহারাজের বনবাসের আদেশ শুনিয়া সুকরুণ বিলাপ করিতেছিলেন। লক্ষ্মণের আর সহ্য হইল না। তিনি কহিতেছেন—

ন রোচতে মমাপ্যেতদার্যে যদ্ রাঘবো বনম্।
ত্যক্ত্বা রাজ্যশ্রিয়ং গচ্ছেৎ স্ত্রিয়া বাক্যবশঙ্গতঃ॥ ইত্যাদি।
২।২১।২-৬

—জননি, রাম স্ত্রীলোকের কথায় বাধ্য হইয়া রাজ্যশ্রী পরিত্যাগপূর্বক বনে যাইবেন—ইহা আমি উচিত মনে করি না। বার্ধক্যবশতঃ

মহারাজ বিপরীতবুদ্ধি হইয়াছেন। তাঁহার কামাসক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি কি না বলিতে পারেন? ধর্মে আস্থাবান্ কোন্ ব্যক্তি এরূপ সর্বগুণবান্ পুত্রকে নির্বাসিত করিতে পারে? এবার তিনি রামকে বলিতেছেন—

যাবদেব ন জানাতি কশ্চিদর্থমিমং নরঃ।
তাবদেব ময়া সার্ধমাত্মস্থং কুরু শাসনম্॥ ইত্যাদি।

২।২১।৮-১৫

—যতক্ষণ এই ব্যাপারটি অন্য কেহ জানিতে না পারে, তাহার পূর্বেই আপনি আমার সাহায্যে সিংহাসন অধিকার করুন। আমি ধনুর্বাণ-হস্তে সাক্ষাৎ যমের মত আপনার পার্শ্বে দাঁড়াইলে কোন ব্যক্তি আপনাকে আক্রমণ করিতে সাহস করিবে? মৃতুস্বভাব ব্যক্তিকে কেহই ভয় করে না। যে-ব্যক্তি ভরতের পক্ষ অবলম্বন করিবে, আমি তাহাকে হত্যা করিব। কৈকেয়ীর বশীভূত আমাদের পিতা যদি প্রতিকূলতা করেন, তবে তাঁহাকেও বধ করিব, কিংবা বন্দী করিব। গুরুজন বিপথগামী হইলে তাঁহাকেও শাসন করিতে হয়। আপনার ও আমার সহিত প্রবল শত্রুতা করিয়া ভরতকে রাজ্য দিবার কি ক্ষমতা মহারাজের আছে?

পুনরায় কৌশল্যাকে সম্বোধন করিয়া লক্ষ্মণ বলিতেছেন—

অনুরক্তোঽস্মি ভাবেন ভ্রাতরং দেবি তত্ত্বতঃ।
সত্যেন ধনুষা চৈব দত্তেনেষ্টেন তে শপে॥ ইত্যাদি।

২।২১।১৬-১৮

—দেবি, আমি সর্বান্তঃকরণে রামের প্রতি অনুরক্ত। আমি সত্য, ধনু ও আমার সকল সৎকর্মের শপথ করিয়া বলিতেছি। মাতঃ, যদি অগ্রজ রাম প্রজ্বলিত অগ্নি কিংবা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন, তবে আপনি জানিবেন যে, আমি রামের পূর্বেই সেখানে প্রবেশ করিয়াছি। আমি আপনার দুঃখ মোচন করিব। অগ্রজ এবং আপনি আমার শক্তি দর্শন করুন।

হনিষ্যে (হরিষ্যে) পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয্যাসক্তমানসম্ ।
কৃপণঞ্চ স্থিতং বাল্যে বৃদ্ধভাবেন গর্হিতম্ ॥ ২।২১।১৯

—আমি বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করিব। (অথবা বন্দী করিয়া স্থানান্তরিত করিব।) যেহেতু তিনি কৈকেয়ীতে অতি আসক্ত এবং আমদের প্রতি নিষ্ঠুর। বার্ধক্যহেতু শিশুর মত হইয়া তিনি গর্হিত কার্য করিতেছেন।

রাম অনেক কষ্টে লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার ক্রোধকে শান্ত করেন। পরে রাম দৈবের দোহাই দিয়া পুনরায় লক্ষ্মণকে উপদেশ দিলে লক্ষ্মণ অবনতশিরে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া দুঃখ করিবেন কি হাসিবেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ভ্রূকুটী করিয়া ক্রুদ্ধ বিষধরের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কটাক্ষ দ্বারা রামকে অবলোকন করিয়া লক্ষ্মণ বলিতেছেন—

অস্থানে সম্ভ্রমো যস্য জাতো বৈ সুমহনয়ম্ ।
ধর্মদোষপ্রসঙ্গেন লোকস্যানতিশঙ্কয়া ।
কথং হ্যেতদসম্ভ্রান্তস্ত্বদ্বিধো বক্তুমর্হতি ॥ ইত্যাদি ।

২।২৩।৫-৪০

—ধর্মহানির আশঙ্কায় এবং পিতৃবাক্য পালন না করিলে লোকমর্যাদা লঙ্ঘনের আশঙ্কায় বনগমনে আপনার যে ব্যগ্রতা দেখিতেছি, তাহা একান্ত অসঙ্গত। আপনার ন্যায় বীর ক্ষত্রিয়ের মুখে এইসকল কথা শোভা পায় না। কেনই বা আপনি অকিঞ্চিৎকর দৈবের এরূপ প্রশংসা করিতেছেন, বুঝিতে পারি না। মহারাজ ও কৈকেয়ী অতিশয় গর্হিত কার্য করিয়াছেন, তথাপি আপনি তাঁহাদিগকে কোনরূপ আশঙ্কা করেন না। স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে শঠতা করিয়া মহারাজ আপনাকে বনে পাঠাইতেছেন। তাঁহাদের মনে কোনরূপ ছলনা না থাকিলে অনেক পূর্বেই কৈকেয়ী বর প্রার্থনা করিতে পারিতেন এবং মহারাজও বর দিতে পারিতেন। আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি এই শঠতা সহ্য করিব না।

আপনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি হইলেও আমি দেখিতেছি যে, আপনি মোহগ্রস্ত হইয়াছেন। যাহার দ্বারা আপনার এই মোহ উপস্থিত হইয়াছে, সেই ধর্মকে আমি বিদ্বেষ করি। কৈকেয়ীর বশীভূত মহারাজের এই আদেশ আপনি কেন পালন করিবেন? কপটতার দ্বারা আপনার রাজ্যভিষেককে পণ্ড করা হইয়াছে, পরন্তু আপনি এই গর্হিত কার্যকেই ধর্ম বলিয়া মনে করিতেছেন—ইহাই আমার দুঃখ। এইরূপ গর্হিত কার্যে ধর্মভাব আরোপ করা অনুচিত। রাজা দশরথ ও কৈকেয়ী শুধু নামেই পিতামাতা। বস্তুতঃ ইঁহারা আপনার পরম শত্রু। আপনি ব্যতীত আর কে আছেন, যিনি এইপ্রকার যদৃচ্ছাচারী ব্যক্তির কথা মনেও স্থান দিতে পারেন? দৈবের কথা বলিবেন না। দুর্বল ব্যক্তিই দৈবের কথা বলিয়া থাকে। যাঁহারা বীর এবং সংসারে পুরুষ বলিয়া সম্মানিত, তাঁহারা কখনও দৈবের উপাসক নহেন। আজ দৈব ও পৌরুষের শক্তির পরীক্ষা হইবে। যাঁহারা দৈবের প্রভাবে আপনার অভিষেককে প্রতিহত দেখিয়াছেন, তাঁহারা আমার পৌরুষের প্রভাবে সেই দৈবকে প্রতিহত হইতে দেখিবেন।

আর্য, পিতা দশরথ তো তুচ্ছ, সকল লোকপাল ও ত্রিলোকবাসী প্রাণিগণ মিলিত হইয়াও আজ রামাভিষেক পণ্ড করিতে পারিবেন না। যাহারা চক্রান্ত করিয়া আপনাকে বনে পাঠাইতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকেই বনবাসে বাধ্য করিব। মহারাজ ও কৈকেয়ীর আশা পূর্ণ হইতে দিব না। রাষ্ট্রবিপ্লবের ভয়ে যদি আপনি রাজ্যভার গ্রহণে অসম্মত হন, তবে নিশ্চিত জানিবেন যে, আমি আপনার রাজ্য রক্ষা করিব। আমার বাহুদ্বয় শোভাবৃদ্ধির নিমিত্ত নহে, এই ধনুকে অলঙ্কাররূপে ধারণ করি নাই, কটিদেশে ধারণের নিমিত্তই এই খড়্গ নহে, এবং শরসমূহ শুধু তূণেই স্থান পাইবে না। আপনি শুধু আদেশ করুন, আজ মহারাজ দশরথের প্রভুত্বের বিলোপ ও আপনার প্রভুত্ব স্থাপিত হইবে। আমি আপনার ভৃত্য।

ক্ষোভে, দুঃখে ও ক্রোধে লক্ষ্মণের চক্ষু অশ্রুসিক্ত। রাম স্নেহ-

স্পর্শে প্রিয়তম অনুজের অশ্রুমার্জনা করিয়া কহিলেন—'সৌম্য ভ্রাতঃ, তুমি স্থির জানিও যে, আমি পিতার বাক্যপালনে দৃঢ়সঙ্কল্প থাকিব।'

লক্ষ্মণের এই ভাষণে যে উগ্র পৌরুষ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে উজ্জ্বল ভূষণ। লক্ষ্মণের চরিত্রের সহিত মহাভারতের ভীমের চরিত্রের অনেক মিল দেখা যায়। ভীমের পৌরুষে যেন লক্ষ্মণের পৌরুষের ছায়া পড়িয়াছে।

সীতার নিকট হইতে বিদায় লইতে আসিয়া রাম সীতাকে যে-সকল কথা বলিলেন এবং সীতাও যে-সকল উত্তর দিলেন, রামসহচর লক্ষ্মণ সমস্তই শুনিতে পাইয়াছেন। এবার শোকক্লিষ্ট লক্ষ্মণ অগ্রজের চরণ ধরিয়া অগ্রজ ও সীতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—

যদি গন্তুং কৃতা বুদ্ধির্বনং মৃগগজাযুতম্।
অহং ত্বানুগমিষ্যামি বনমগ্রে ধনুর্ধরঃ॥ ২।৩১।৩

—যদি আপনারা মৃগ হস্তী প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ বনে যাওয়া নিতান্তই স্থির করিয়া থাকেন, তবে আমি ধনু লইয়া আপনাদের পুরোভাগে গমন করিব।

অতঃপর তিনি রামকে বলিতেছেন—'অগ্রজ, আমি আপনাকে ছাড়িয়া দেবলোকেও বাস করিতে চাহি না, কিংবা দেবত্বও কামনা করি না। আপনার সান্নিধ্য ব্যতীত ত্রিভুবনের ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি তুচ্ছ মনে করি।'

রাম অনেক কিছু উপদেশ দিয়াও লক্ষ্মণকে নিরস্ত করিতে পারেন নাই, অগত্যা তাঁহাকে সম্মতি দিতে হইয়াছে।

চীরাজিন ধারণ করিয়া গুরুজনের চরণে প্রণামপূর্বক লক্ষ্মণ রামের সহিত অরণ্যে যাত্রা করিতেছেন। পুরবাসিগণ এই ভ্রাতৃভক্ত বীর পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

অহো লক্ষ্মণ সিদ্ধার্থঃ সততং প্রিয়বাদিনম্।
ভ্রাতরং দেবসঙ্কাশং যস্ত্বং পরিচরিষ্যসি॥ ২।৪০।২৫

—লক্ষ্মণ, তুমি ধন্য হইয়াছ। যেহেতু নিয়ত প্রিয়ভাষী দেবতুল্য

অগ্রজের পরিচর্যা করিবে। নির্বাক লক্ষ্মণ শুধু ছায়ার মত অগ্রজের অনুগমন করিতেছেন। অগ্রজের প্রতি পিতার অবিচারে ক্ষুব্ধ হইলেও তাঁহার চিত্ত আনন্দে পরিপূর্ণ, যেহেতু তিনি রামসীতার সেবার অধিকার পাইয়াছেন। খনিত্র পেটক প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি রামের আদেশে লক্ষ্মণই সঙ্গে লইয়াছেন। সীতার চৌদ্দ বৎসরের উপযোগী বস্ত্রাদি ও গহনা প্রভৃতিও সম্ভবতঃ তিনি একাই বহন করিয়াছেন।

যাত্রাকালে লক্ষ্মণ গুরুজনদের নিকট হইতে বিদায় লইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পত্নী উর্মিলার সহিত কোন কথা হইয়াছে কি না—মহর্ষি তাহা বলেন নাই। উর্মিলার সাক্ষাৎও আমরা পাই না। ইহাতে আমরা বিস্মিত ও ব্যথিত হইতেছি।

শৃঙ্গবেরপুরে যে রাত্রি তাঁহারা গুহের আতিথ্য গ্রহণ করেন, সেই রাত্রিতে রাম ও সীতা শয়ন করিলে পর লক্ষ্মণ, গুহ ও সুমন্ত্র অদূরে একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছেন। গুহ লক্ষ্মণকেও শয়ন করিতে অনুরোধ করিলে লক্ষ্মণ বলিতেছেন—

কথং দাশরথৌ ভূমৌ শয়ানে সহ সীতয়া।
শক্যা নিদ্রা ময়া লব্ধুং জীবিতং বা সুখানি বা॥ ২।৫১।৯

—দশরথনন্দন রাম সীতার সহিত ভূতলে শয়ান থাকিতে আমি কিরূপে নিদ্রা যাইব, কিরূপেই বা জীবন ধারণ করিব, কিংবা সুখভোগে প্রবৃত্ত হইব?

গুহের নিকট লক্ষ্মণ আরও নানাভাবে বিলাপ করিয়া রামের দুঃখের কথা বলিতেছেন এবং অযোধ্যাকে স্মরণ করিতেছেন। লক্ষ্মণের করুণ বিলাপে গুহও ব্যথিত হইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতেছিলেন।

যমুনার উত্তরতীরে বৎসদেশে রাম যে রাত্রি যাপন করেন, সেই রাত্রিতে তিনি লক্ষ্মণকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, লক্ষ্মণ যেন পরদিনই অযোধ্যায় ফিরিয়া যান। লক্ষ্মণ ব্যথিত রামকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন—

ন হি তাতং ন শক্রুঘ্নং ন সুমিত্রাং পরন্তপ।
দ্রষ্টুমিচ্ছেয়মদ্যাহং স্বর্গং চাপি ত্বয়া বিনা॥ ২।৫৩।৩২

—অদ্য আমি আপনাকে ছাড়িয়া পিতা, শক্রুঘ্ন কিংবা জননী সুমিত্রাকেও দেখিতে ইচ্ছা করি না। এমন কি, আপনাকে ছাড়িয়া আমি স্বর্গকেও দেখিতে ইচ্ছা করি না।

এই উক্তিতেও লক্ষ্মণের অদ্ভুত ভ্রাতৃভক্তি প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু লক্ষ্মণ এইস্থলে উর্মিলার নামটিও গ্রহণ না করায় আমরা ব্যথিত হইতেছি।

সুমন্ত্র যখন শূন্য রথ লইয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসেন, তখন ক্রুদ্ধ ও ব্যথিত লক্ষ্মণ দশরথকে বলিবার নিমিত্ত সুমন্ত্রকে কহিতেছেন—

কেনায়মপরাধেন রাজপুত্রো বিবাসিতঃ।
... ...
অহং তাবন্মহারাজে পিতৃত্বং নোপলক্ষয়ে।
ভ্রাতা ভর্তা চ বন্ধুশ্চ পিতা চ মম রাঘবঃ॥ ২।৫৮।২৬-৩১

—এই রাজপুত্র রাম কোন্ অপরাধে নির্বাসিত হইয়াছেন? কৈকেয়ীর তুচ্ছ আদেশ পালনে প্রবৃত্ত হইয়া মহারাজ যাহা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অতিশয় ব্যথিত। মহারাজ মতিভ্রমে যাহা করিলেন, তাহাতে তাঁহার দুঃখ ও দুর্নামের অন্ত থাকিবে না। এখন আমি মহারাজের মধ্যে পিতৃত্ব দেখিতে পাইতেছি না। রামই আমার ভ্রাতা, পালক, বন্ধু ও পিতা।

সসৈন্য ভরত চিত্রকূট সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রচণ্ড কোলাহল শোনা যাইতেছে। বন্য জন্তুগণ ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিতেছে। কারণ অনুসন্ধানের নিমিত্ত রামের নির্দেশ পাইয়া লক্ষ্মণ একটি শালবৃক্ষে আরোহণ করিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। উত্তর দিকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি হস্তী, অশ্ব ও রথাদি-সমন্বিত বিশাল সেনাবাহিনী দেখিতে পাইয়াছেন। তন্মধ্যে কোবিদার-চিহ্নিত ধ্বজ দেখিতে পাইয়াই তিনি অনুমান করিলেন

যে, নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করিবার উদ্দেশ্যে রামকে ও তাঁহাকে হত্যা করিবার নিমিত্ত ভরত আসিতেছেন।

লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া রামকে বলিলেন যে, আজ তিনি পূর্বাপকারী ভরতকে বধ করিয়া ধর্ম পালন করিবেন। পরে মন্থরার সহিত সবান্ধবা কৈকেয়ীকে হত্যা করিয়া পৃথিবীকে পাপমুক্ত করিবেন।[৪]

রাম ভরতের সদিচ্ছাই অনুমান করিয়াছেন এবং সান্ত্বনার ছলে লক্ষ্মণকে তিরস্কারও করিয়াছেন। রামের কথা শুনিয়া

লক্ষ্মণঃ প্রবিবেশেব স্বানি গাত্রাণি লজ্জয়া। ২।৯৭।১৯

—লক্ষ্মণ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া যেন স্বীয় গাত্রে প্রবেশ করিলেন।

ভরত কর্তৃক রামের পাদুকাগ্রহণ পর্যন্ত সকল ব্যাপারেই লক্ষ্মণ মৌনী সাক্ষী মাত্র, তাঁহার মুখে একটি কথাও শোনা যায় না।

অরণ্যবাসের বার বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। ত্রয়োদশ বর্ষের হেমন্তকালে হৈমন্তিক শোভার প্রতি রামের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্মণ বলিতেছেন—

অস্মিংস্তু পুরুষব্যাঘ্র কালে দুঃখসমন্বিতঃ।
তপশ্চরতি ধর্মাত্মা ত্বদ্ভক্ত্যা ভরতঃ পুরে॥ ইত্যাদি। ৩।১৬।২৭-৩৪

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, এই সময়ে ধর্মাত্মা ভরত নগরে থাকিয়া আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ দুঃখিত হইয়া তপস্যাচরণ করিতেছেন। তিনি সর্বপ্রকার ভোগ পরিত্যাগ করিয়া সংযত হইয়া আছেন। তিনি সুখে বর্ধিত হইয়াছেন ও তাঁহার শরীর অতি কোমল। এই হিমাগমে তিনি কিপ্রকারে রাত্রিশেষে সরযূনদীতে অবগাহন করিতেছেন? সেই ধর্মাত্মা নগরে থাকিয়াও আপনার বনবাসের অনুসরণে তপস্যা করিয়া স্বর্গ জয় করিয়াছেন। 'মনুষ্যসমাজ পিতৃস্বভাবের অনুসরণ করে না, মাতারই স্বভাবের অনুসরণ করে'—ভরত এই লোকপ্রবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

ভর্তা দশরথো যস্যাঃ সাধুশ্চ ভরতঃ সুতঃ।
কথং নু সাম্বা কৈকেয়ী তাদৃশী ক্রূরদর্শিনী॥ ৩।১৬।৩৫

—দশরথ যাঁহার ভর্তা এবং সাধুস্বভাব ভরত যাঁহার পুত্র, সেই জননী কৈকেয়ী কিপ্রকারে এরূপ ক্রূরপ্রকৃতি হইলেন ?

লক্ষ্মণ প্রসঙ্গতঃ কৈকেয়ীর নিন্দা করায় রাম তাঁহাকে বাধা দিয়া ভরতের গুণগ্রাম স্মরণ করিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ লজ্জিত হইয়া আর কোন কথা বলেন নাই। লক্ষ্মণের এইসকল কথা হইতে বোঝা যাইতেছে—চিত্রকূটে ভরতের অলোকসামান্য সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠা দর্শনে লক্ষ্মণও বিস্মিত হইয়াছেন এবং এহেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি সন্দেহ পোষণ করিয়াছিলেন বলিয়া লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছেন।

এই হেমন্তকালেই পঞ্চবটীতে দুঃস্বপ্নরূপিণী শূর্পণখা উপস্থিত হইয়াছিল। লক্ষ্মণ প্রথমতঃ সেই কামার্তার সহিত পরিহাস করিয়াছেন, কিন্তু পরে অগ্রজের নির্দেশে রাক্ষসীর নাক-কান কাটিয়া তাহাকে বিরূপা করিয়া ছাড়িয়াছেন।[৫]

পঞ্চবটীতে আশ্রম সমীপে বিচিত্র মায়ামৃগ দেখিয়া রাম ও সীতা তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত উৎসুক হইলে—

> শঙ্কমানস্তু তং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ।
> তমেবৈনমহং মন্যে মারীচং রাক্ষসং মৃগম্॥ ৩।৪৩।৫-৮

—লক্ষ্মণ সেই মৃগকে দেখিয়া আশঙ্কা করিয়া বলিয়াছেন—আমি এই মৃগকে মারীচ-রাক্ষস বলিয়াই মনে করিতেছি। অনেক নৃপতি এই অরণ্যে মৃগয়া করিতে আসিয়া এই বহুরূপী রাক্ষসের হাতে প্রাণ হারাইয়াছেন। হে মহীপতে, এইরূপ রত্নচিত্রিত মৃগ কোথাও নাই। ইহা যে মায়ামাত্র, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

দৈবপ্রেরিত রাম লক্ষ্মণের এই উক্তিতে বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই। লক্ষ্মণের উপর সীতার ভার দিয়া তিনি মৃগের পশ্চাতে ছুটিয়াছেন। বাণাহত মারীচ যখন রামের কণ্ঠস্বরের অনুকরণে 'হা সীতে, হা লক্ষ্মণ' বলিয়া চীৎকার করিতেছিল, তখন সেই চীৎকার শুনিয়া সীতা ব্যাকুল হইয়া লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যার্থ পাঠাইতে চাহিলেও লক্ষ্মণ

যাইতে চাহেন নাই। সীতার অনেক অশোভন কথা শুনিয়াও তিনি ধীরভাবে সীতাকে বলিয়াছেন—

ন্যাসভূতাসি বৈদেহি ন্যস্তা ময়ি মহাত্মনা।
রামেণ ত্বং বরারোহে ন ত্বাং ত্যক্তুমিহোৎসহে॥ ইত্যাদি।
৩।৪৫।১৭-১৯

—হে বৈদেহি, মহাত্মা রাম আপনাকে আমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছেন। অতএব আমি আপনাকে এইস্থানে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারি না। জনস্থানের রাক্ষসদের সহিত আমাদের শত্রুতা ঘটিয়াছে। তাহারা সর্বদাই আমাদের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিবে। রামকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারে, পৃথিবীতে এরূপ কেহই নাই। অতএব আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না।

এবার সীতা লক্ষ্মণকে যে-সকল অশোভন কঠোর বাক্য বলিলেন—তাহাতে লক্ষ্মণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিলেও তিনি সবিনয়েই সীতাকে জোড়হাতে বলিতেছেন—

উত্তরং নোৎসহে বক্তুং দৈবতং ভবতী মম। ইত্যাদি।
৩।৪৫।২৮-৩৪

—আপনি আমার দেবতা। আমি আপনাকে এইসকল কথার উত্তর দিতে পারি না। আপনার কথাগুলি তপ্ত বাণের ন্যায় আমার কর্ণকে যেন দগ্ধ করিতেছে। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের স্বভাব এই-প্রকারই হইয়া থাকে। আমি সমুচিত বাক্য বলিয়া আপনার দ্বারা যেরূপ কঠোর বাক্যে তিরস্কৃত হইলাম, বনেচর প্রাণিগণ তাহার সাক্ষী থাকুন। আমি গুরু রামের আদেশ পালনে নিযুক্ত রহিয়াছি, কিন্তু আপনি নারীসুলভ স্বভাববশতঃ আমার চরিত্রে আশঙ্কা করিতেছেন। নিশ্চয়ই আজ আপনার সমূহ অমঙ্গল উপস্থিত হইবে। আপনাকে ধিক্। আমি রামের নিকটে চলিলাম, আপনার মঙ্গল হউক। বনদেবতাগণ আপনাকে রক্ষা করুন। যে-সকল দুর্লক্ষণ দেখিতেছি,

তাহাতে সন্দেহ হইতেছে—অগ্রজের সহিত প্রত্যাগত হইয়া আপনাকে দেখিতে পাইব কি না।

সীতা কাঁদিতে কাঁদিতে যাহা বলিতেছেন, তাহাতেও লক্ষ্মণের জিতেন্দ্রিয়তায় তাঁহার সন্দেহ প্রকাশ পাইতেছে এবং লক্ষ্মণের নানাপ্রকার আশ্বাস দানের কোন উত্তরও তিনি দিতেছেন না।

কৃতাঞ্জলি বিশুদ্ধচিত্ত লক্ষ্মণ কিঞ্চিৎ নত হইয়া সীতাকে অভিবাদন করিলেন ও পুনঃপুনঃ সীতাকে অবলোকন করিতে করিতে রামের নিকট যাত্রা করিলেন।[৬]

সীতার অসংযত কঠোর বাক্যবাণে অসাধারণ জিতেন্দ্রিয় ভক্তিমান্ লক্ষ্মণও স্থির থাকিতে পারেন নাই। সীতার প্রতি তাঁহার ভক্তি বিচলিত হইয়াছে। এই কারণেই সম্ভবতঃ যাত্রাকালে তিনি সীতাকে যথারীতি প্রণামও করেন নাই। কিন্তু পুনঃপুনঃ সীতাকে অবলোকন করায় বোঝা যাইতেছে—লক্ষ্মণের হৃদয় যেন সীতার ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

পথিমধ্যে রামের সহিত সাক্ষাৎকার হইলে পর ক্রুদ্ধা নারীর কর্কশ বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে (সীতাকে) একাকিনী রাখিয়া আসার জন্য রাম লক্ষ্মণকে তিরস্কার করিয়াছেন, কিন্তু লক্ষ্মণ কিছুই বলেন নাই। আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া সীতাকে দেখিতে না পাইয়াই রাম ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি উন্মত্তের মত বিলাপ করিতে থাকিলে লক্ষ্মণ কহিতেছেন—

মা বিষাদং মহাবুদ্ধে কুরু যত্নং ময়া সহ। ইত্যাদি। ৩।৬১।১৪-১৮ —হে মহাবুদ্ধে, আপনি বিষণ্ণ হইবেন না। আসুন, আমরা এই গিরিকাননে তাঁহার অন্বেষণ করি। তিনি বনে ভ্রমণ করিতে খুব ভালবাসেন। হয়তো কোথাও ভ্রমণ করিতে গিয়া থাকিবেন। আপনি অধীর হইবেন না। শীঘ্র তাঁহার অন্বেষণে আমাদের যত্নবান্ হওয়া উচিত।

দুই ভ্রাতা তন্ন তন্ন করিয়া জনস্থানে সীতাকে খুঁজিয়া

বেড়াইতেছেন। রাম উন্মত্তপ্রায় হইয়া শুধু বিলাপই করিতেছেন, আর পৌরুষের প্রতিমূর্তি লক্ষ্মণ শোকাকুল হইলেও ধীরভাবে অগ্রজকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন—

উৎসাহবন্তো হি নরা ন লোকে
সীদন্তি কর্মস্বতি দুষ্করেষু॥ ৩।৬৩।১৯

—(আপনি শোক পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য অবলম্বন করুন। উৎসাহের সহিত তাঁহার অন্বেষণ করুন।) উৎসাহী মানবগণ জগতে অতি দুষ্কর কর্মেও অবসন্ন হন না।

রাম পর্বতের প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেছেন, দেবতাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া দেবতা ও গন্ধর্বাদি সহ সমগ্র জগৎ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইতেছেন, আর লক্ষ্মণ জোড়হাতে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—

পুরা ভূত্বা মৃদুর্দান্তঃ সর্বভূতহিতে রতঃ।
ন ক্রোধবশমাপন্নঃ প্রকৃতিং হাতুমর্হসি॥ ৩।৬৫।৪
একস্য নাপরাধেন লোকান্ হন্তুং ত্বমর্হসি। ৩।৬৫।৬

—আপনি পূর্বে কোমলপ্রকৃতি জিতেন্দ্রিয় ও সমস্ত প্রাণীর হিতে নিরত ছিলেন। এখন ক্রোধবশতঃ স্বীয় প্রকৃতি পরিত্যাগ করিবেন না। একের অপরাধে সমুদয় জগৎকে বিনাশ করা আপনার পক্ষে উচিত হইবে না।

লক্ষ্মণ নানা কথায় শোকোন্মত্ত রামকে সান্ত্বনা দিতে দিতে চলিতেছেন। পুনঃ পুনঃ এই দৃশ্য দেখিয়া মনে হয়—লক্ষ্মণ সঙ্গে না থাকিলে সীতার সন্ধান বাহির করা উন্মত্তপ্রায় রামের দ্বারা সম্ভবপর হইত না।

দুই ভ্রাতা ক্রৌঞ্চারণ্য অতিক্রম করিয়া পূর্বদিকে তিন ক্রোশ দূরে মতঙ্গ-মুনির আশ্রমে প্রবেশ করিতেছেন। সেইখানে তাঁহারা এক অরণ্যসঙ্কুল পর্বতের গুহায় বিকটাকৃতি এক রাক্ষসীকে দেখিতে পাইলেন। সেই রাক্ষসীর নাম ছিল—অয়োমুখী। কামার্তা রাক্ষসী লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল—'হে বীর, হে নাথ, চল, নদীপুলিন

ও পর্বতাদিতে দীর্ঘকাল আমার সহিত বিহার করিবে।' লক্ষ্মণ রাক্ষসীর আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার নাক, কান ও স্তন কাটিয়া ফেলিলেন। বিকটস্বরে চীৎকার করিতে করিতে রাক্ষসী প্রস্থান করিল।[৭]

ইহার পরেই ভ্রাতৃদ্বয় কবন্ধ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন। এই কবন্ধই পরে তাঁহাদিগকে সীতার উদ্ধারের উপায় বলিয়া দিয়াছে।

আক্রান্ত লক্ষ্মণ অতি ব্যথিত হইয়া অগ্রজকে বলিতেছেন—

মৈয়েকেন তু নির্যুক্তঃ পরিমুচ্যস্ব রাঘব।
মাং হি ভূতবলিং দত্ত্বা পলায়স্ব যথাসুখম্॥ ইত্যাদি।

৩।৬৯।৩৯, ৪০

—হে রাঘব, আপনি এই রাক্ষসের বলিরূপে আমাকে প্রদান করিয়া স্বয়ং পলায়ন করুন। আপনি নিশ্চয়ই সীতার সহিত মিলিত হইবেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সর্বদা আমাকে স্মরণ করিবেন।

এই করুণ উক্তিতে মৃত্যুঞ্জয় বীরের যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অপূর্ব।

বসন্তকালে পম্পা-সরোবরের শোভাদর্শনে বিরহী রাম অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি বিলাপ করিতে থাকিলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে প্রবোধ দিতে যাইয়া বলিতেছেন—

স্মৃত্বা বিয়োগজং দুঃখং ত্যজ স্নেহং প্রিয়ে জনে।
অতিস্নেহপরিষঙ্গাদ্ বর্তিরার্দ্রাপি দহ্যতে॥ ইত্যাদি।

৪।১।১১৬-১২৩

—একদিন না একদিন প্রিয়জনের সহিত অবশ্যই বিচ্ছেদ ঘটিবে। সেই দুঃখ স্মরণ করিয়া স্নেহ পরিত্যাগ করুন। দেখুন, অধিক স্নেহ-(ঘৃত তৈল ইত্যাদি) সংযোগে আর্দ্র বর্তিকাও (সল্‌তে) দগ্ধ হইয়া থাকে। হে রঘুনন্দন, পাপাত্মা রাবণ অবশ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। আপনি এই দৈন্য পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য ও উৎসাহ অবলম্বন করুন। তাহা হইলেই আমরা সীতাকে উদ্ধার করিতে পারিব।

পম্পাতীরে সুগ্রীবের দূত হনুমান যখন রাম ও লক্ষ্মণের পরিচয় জানিতে চাহিয়াছেন, তখনও রামের আদেশে লক্ষ্মণ নিজেদের পরিচয় দিয়া নিজের সম্বন্ধে কহিতেছেন—

অহমস্যাবরো ভ্রাতা গুণৈর্দাস্যমুপাগতঃ। ৪।৪।১২

—আমি এই সর্বগুণবান্ মহাত্মা রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পরন্তু ইঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া ভৃত্যের ন্যায় ইঁহার পরিচর্যা করিতেছি।

রামের গুণাবলী কীর্তনের সময় লক্ষ্মণের চক্ষু অশ্রুবারিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। হনুমান্‌ও লক্ষ্মণের কথাবার্তায় অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছেন।

সীতার নিক্ষিপ্ত উত্তরীয় বস্ত্র ও কয়েকটি আভরণ সুগ্রীবের নিকট প্রাপ্ত হইয়া রাম সমধিক অধীর হইয়াছেন। তিনি লক্ষ্মণকে সেইগুলি দেখাইলে পর লক্ষ্মণ বলিতেছেন—

নাহং জানামি কেয়ূরে নাহং জানামি কুণ্ডলে।
নূপুরে ত্বভিজানামি নিত্যং পাদাভিবন্দনাৎ॥ ৪।৬।২২

—আমি প্রত্যহ সীতার চরণে প্রণাম করিতাম, এইহেতু এই নূপুর দুইটিকে চিনিতে পারিলাম, কিন্তু কেয়ূর ও কুণ্ডল চিনিতে পারিতেছি না। যেহেতু আমি তাঁহার চরণ ব্যতীত অন্য কোন অবয়ব অবলোকন করি নাই।

এইপ্রকার উক্তি সম্ভবতঃ অপর কোন দেবরের মুখে শোনা যাইবে না। ইহাও লক্ষ্মণচরিত্রের অন্যতম অসামান্য বৈশিষ্ট্য।

সুগ্রীব কিষ্কিন্ধার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধার সমীপস্থ প্রস্রবণগিরির একটি গুহায় বর্ষা যাপনের উদ্দেশ্যে আশ্রয় লইয়াছেন। বিরহী রামের নিকট একটি বর্ষা-ঋতু যেন শত বৎসরের তুল্য দীর্ঘ মনে হইতেছে। তিনি যেন বিরহব্যথা সহ্য করিতে পারিতেছেন না। সীতার শোকে ব্যথিত রাম শুধু বিলাপই করিতেছেন। সমব্যথী লক্ষ্মণ অগ্রজকে সান্ত্বনা দিতে বলিতেছেন—

অলং বীর ব্যথাং গত্বা ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।
শোচতো হ্যবসীদন্তি সর্বথা বিদিতং হি তে॥ ইত্যাদি।

৪।২৭।৩৪-৪০

—হে বীর, আপনি বৃথা ব্যথিত হইয়া শোক করিবেন না। আপনি জানেন যে, শোককাতর পুরুষের কর্তব্য কর্ম সিদ্ধ হয় না। আপনি এইপ্রকার শোকগ্রস্ত হইলে প্রবল শত্রু রাক্ষস রাবণকে নিধন করিতে পারিবেন না। আপনি স্থিরচিত্তে স্বীয় অধ্যবসায়কে রক্ষা করুন। আপনি ধৈর্য ধারণ করিয়া শরৎকালের প্রতীক্ষা করুন। অবশ্যই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আমি উৎসাহসূচক বাক্যে আপনার শোকাচ্ছাদিত প্রসুপ্ত বীর্যকে উদ্বোধিত করিতেছি।

এবার রাম অনুজের বাক্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া কহিতেছেন—

বাচ্যং যদনুরক্তেন স্নিগ্ধেন চ হিতেন চ।
সত্যবিক্রমযুক্তেন তদুক্তং লক্ষ্মণ ত্বয়া॥ ইত্যাদি।

৪।২৭।৪২, ৪৩

—বৎস লক্ষ্মণ, অনুরক্ত প্রিয় ও হিতকারী ব্যক্তির যাহা বলা উচিত, সত্যনিষ্ঠ বিক্রমসম্পন্ন তুমি তাহাই বলিয়াছ। অতঃপর আমি সর্বকর্মের বিনাশক এই শোক পরিত্যাগ করিয়া বিক্রমে অপ্রতিহত তেজকে উদ্বুদ্ধ করিতেছি।

বর্ষা ঋতু অতিক্রান্ত হইয়াছে। শরতের শোভায় প্রকৃতি সুসজ্জিতা। কিন্তু সীতার উদ্ধার সম্পর্কে সুগ্রীবের কোন উদ্যোগ দেখা যাইতেছে না। রাম সুগ্রীবের ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের নিকট পাঠাইতেছেন। অতি উগ্র ভাষায় সুগ্রীবকে সতর্ক করিবার নিমিত্ত রাম অনুজকে বলিয়া দিয়াছেন। ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ অগ্রজকে কহিলেন যে, তিনি সুগ্রীবকে বধ করিয়া অঙ্গদের সহায়তায় সীতার অন্বেষণ করিতে চাহেন। এবার রাম কোমল ভাষায় লক্ষ্মণকে বুঝাইতেছেন যে, রূঢ় ভাষা পরিত্যাগ করিয়া সুগ্রীবের সহিত প্রীতি রক্ষা করিতে হইবে। লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধায়

যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার ক্রোধ কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই। কিষ্কিন্ধার সিংহদ্বারে যখন তিনি উপস্থিত হইয়াছেন, তখন—

রোষাৎ প্রস্ফুরমাণোষ্ঠঃ সুগ্রীবং প্রতি লক্ষ্মণঃ।
দদর্শ বানরান্ ভীমান্ কিষ্কিন্ধায়াং বহিশ্চরান্॥ ইত্যাদি।
৪।৩১।১৭-২০

—ক্রোধবশতঃ তাঁহার ওষ্ঠ প্রস্ফুরিত হইতেছিল। লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধার বহির্ভাগে বিচরণকারী ভয়ঙ্কর বানরগণকে দেখিতে পাইলেন। অস্ত্রধারী বানরগণকে দেখিয়া তাঁহার ক্রোধ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বানরেরাও যমসদৃশ লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইয়া ভয়ে নানাদিকে পলায়ন করিল।

প্রজ্বলিত কালানলসদৃশ লক্ষ্মণকে দেখিয়া ভয়ে অঙ্গদের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। লক্ষ্মণ অঙ্গদের নিকটবর্তী হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—"বৎস, তুমি সুগ্রীবকে আমার আগমন-বার্তা জানাইয়া বলিবে—'অগ্রজের বিপদে সন্তপ্ত লক্ষ্মণ দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন। যদি তাঁহার বাক্যপালনে আপনার অভিরুচি হয়, তবে তাঁহার বাক্য শ্রবণ করুন।' বৎস, তুমি শীঘ্র আমাকে সুগ্রীবের প্রত্যুত্তর জানাইবে।"

অঙ্গদ ফিরিয়া আসিয়া লক্ষ্মণকে অন্তঃপুরে যাইবার কথা জানাইলে পর লক্ষ্মণ গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে নূপুর ও কাঞ্চীর শব্দ শুনিয়া তিনি লজ্জিত ও কুপিত হইয়া

চকার জ্যাস্বনং বীরো দিশঃ শব্দেন পূরয়ন্। ইত্যাদি।
৪।৩৩।২৬, ২৭

—ধনুর টঙ্কারে সমস্ত দিক্ প্রপূরিত করিয়াছেন। অত্যন্ত কুপিত হইলেও শিষ্টাচারবশতঃ লক্ষ্মণ অন্তঃপুরের প্রাসাদে প্রবেশ না করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

লক্ষ্মণের ক্রোধের উপশমের নিমিত্ত ভীত সুগ্রীব বুদ্ধিমতী তারাকে পাঠাইয়াছেন। তারাকে দেখিয়া

অবাঙ্‌মুখোঽভূন্মনুজেন্দ্রপুত্রঃ
স্ত্রীসন্নিকর্ষাদ্ বিনিবৃত্তকোপঃ॥ ৪।৩৩।৩৯

—নৃপনন্দন অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যবশতঃ তখন তাঁহার ক্রোধবেগ উপশান্ত হইয়াছে।

তারা সবিনয়ে লক্ষ্মণের আগমনের উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলে লক্ষ্মণ বলিলেন—'হে ভর্তৃহিতকারিণি, তোমার স্বামী সুগ্রীব কামে মত্ত হইয়া ধর্ম ও অর্থ লোপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা কি তুমি জান না? আমরা কিরূপ শোকসাগরে নিমগ্ন আছি, তাহা তিনি চিন্তা করিতেছেন না। বর্ষাকাল অতীত হইয়াছে। কিন্তু তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি-পালনে এখনও উদাসীন। তিনি সত্য-পালন ও মৈত্রী-রক্ষণ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছেন। তুমি বুদ্ধিমতী নারী। এখন আমাদের কি কর্তব্য, তুমিই বল।'

তারা মিষ্টবাক্যে লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহাকে লইয়া অন্তঃপুরে চলিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া কামবিহ্বল সুগ্রীবকে দেখিয়াই লক্ষ্মণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। তিনি অগ্রজের পূর্বকথিত তীব্র ভাষায় সুগ্রীবকে তিরস্কার ও ভয় প্রদর্শন করিতে থাকিলে পুনরায় তারা নানাবিধ বাক্যে লক্ষ্মণকে শান্ত করিয়াছেন, সুগ্রীবও লক্ষ্মণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

এবার লক্ষ্মণের স্বর কোমল হইয়া আসিয়াছে। তিনি মধুর বচনে সুগ্রীবের প্রশংসা করিয়া পরিশেষে বলিতেছেন—

যচ্চ শোকাভিভূতস্য শ্রুত্বা রামস্য ভাষিতম্।
ময়া ত্বং পরুষাণ্যুক্তস্তৎ ক্ষমস্ব সখে মম॥ ৪।৩৬।২০

—সখে, আমি শোকাকুল রামের বিলাপ-বাক্য শুনিয়া তোমাকে যে-সকল কর্কশ কথা বলিয়াছি, তাহার জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

বর্ণিত দৌত্যব্যাপার হইতে লক্ষ্মণের শালীনতা এবং কার্যসাধনে দক্ষতার চিত্রটি উত্তমরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শুধু মৃদুভাবে মিষ্টকথায়

পানাসক্ত কামোন্মত্ত কপিরাজের চৈতন্যোদয় হইত কি না সন্দেহ। লক্ষ্মণের এই ক্রোধপ্রদর্শন সময়োচিতই হইয়াছে।

সুগ্রীবকে সন্তুষ্ট করিয়া লক্ষ্মণ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রামের নিকটে গিয়াছেন। বানরবাহিত শিবিকায় আরোহণ করিয়া তাঁহারা কিষ্কিন্ধা হইতে যাত্রা করেন।

রাম হনুমানের পিঠে চড়িয়া প্রস্রবণগিরি হইতে বানরসৈন্য সহ লঙ্কায় যাত্রা করিয়াছেন। লক্ষ্মণও অঙ্গদের পিঠে চড়িয়া চলিয়াছেন। নানাবিধ শুভসূচক লক্ষণ দেখিয়া তিনি পুনঃপুনঃ অগ্রজকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ বলিতেছেন—

এবমার্য সমীক্ষ্যৈতান্ প্রীতো ভবিতুমর্হসি॥ ৬।৪।৫৪

—আর্য, এইসকল শুভ লক্ষণ দেখিয়া আপনি প্রসন্ন হউন।

রাবণ কর্তৃক অপমানিত হইয়া বিভীষণ যখন রামের শরণাপন্ন হইয়াছেন, তখন সুগ্রীব বিভীষণকে সন্দেহ করিয়া বলিতেছেন—

রাবণেন প্রণিহিতং তমবেহি নিশাচরম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে ক্ষমং ক্ষমবতাং বর॥ ইত্যাদি।

৬।১৮।১৭-২০

—হে কার্যজ্ঞ, এই নিশাচরকে রাবণের প্রেরিত বলিয়াই জানিবেন। ইহাকে নিগৃহীত করাই উচিত বলিয়া মনে করি। এই কূটবুদ্ধি রাক্ষস আমাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে আপনি, লক্ষ্মণ, অথবা আমাকে হত্যা করিবে।

লক্ষ্মণও সুগ্রীবের পরামর্শকে সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। রাজনীতির ব্যাপারে এইপ্রকার সন্দেহ-প্রবণতা বিচক্ষণতারই পরিচায়ক।

রাবণ প্রথমতঃ যে-দিন রণভূমিতে উপস্থিত হন, সেইদিন লক্ষ্মণ রামের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, তিনিই রাক্ষসরাজের সহিত যুদ্ধ করিবেন। রাম তাঁহাকে অনুমতি দিলে পর

অভিবাদ্য চ রামায় যযৌ সৌমিত্রিরাহবে। ৬।৫৯।৫১

—রামকে প্রণাম করিয়া সুমিত্রানন্দন যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

লক্ষ্মণের বলবীর্য ও রণকৌশল দর্শনে মহাবীর রাবণও বিস্মিত হইয়াছেন। রাবণের ভুজনিক্ষিপ্ত শক্তি লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করিলে লক্ষ্মণ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন। রাবণ আপনার রথে তুলিয়া লইবার উদ্দেশ্যে বাহুর দ্বারা সবেগে লক্ষ্মণকে উঠাইতে চাহিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছে।

শক্ত্যা ব্রাহ্ম্যা তু সৌমিত্রিস্তাড়িতোঽপি স্তনান্তরে।
বিষ্ণোরমীমাংস্যভাগমাত্মানং প্রত্যনুস্মরৎ॥ ইত্যাদি।
৬।৫৯।১১২, ১১৩, ১২২

—ব্রহ্মার প্রদত্ত শক্তির দ্বারা বক্ষঃস্থলে তাড়িত হইলেও লক্ষ্মণ অচিন্ত্যশক্তি বিষ্ণুর অংশরূপে আপনাকে চিন্তা করায় রাবণ তাঁহাকে নড়াইতেও সমর্থ হন নাই। রাবণ তাঁহাকে নড়াইতে না পারিলেও হনুমান্ অনায়াসেই তাঁহাকে বহন করিয়া রামের নিকটে লইয়া আসিলেন।

বায়ুসূনোঃ সুহৃত্ত্বেন ভক্ত্যা পরময়া চ সঃ।
শত্রূণামপ্যকম্প্যোঽপি লঘুত্বমগমৎ কপেঃ॥ ৬।৫৯।১১৯

—শত্রুগণের অকম্পনীয় হইলেও পবননন্দনের সৌহার্দ ও একান্ত ভক্তিনিবন্ধন তিনি কপির নিকট লঘুতা প্রাপ্ত হইলেন।

এইসকল অপ্রাকৃত ঘটনা হইতে অনুমিত হয়, লক্ষ্মণ তাঁহার অংশাবতারত্বের কথা জানিতেন।

কুম্ভকর্ণের মৃত্যুর পর যে-সকল রাক্ষস সমরাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছেন, রাবণের ভার্যা ধান্যমালিনীর গর্ভজাত অতিকায় তাঁহাদের অন্যতম। সহস্র অশ্বের বাহিত রথে আরোহণ করিয়া মহাবলশালী অতিকায় রণক্ষেত্রে সমুপস্থিত। অতিকায়ের আস্ফালন-বাক্য শুনিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন—

কর্মণা সূচয়াত্মানং ন বিকত্থিতুমর্হসি।
পৌরুষেণ তু যো যুক্তঃ স তু শূর ইতি স্মৃতঃ॥ ৬।৭১।৫৯

—তুমি কর্মের দ্বারা নিজেকে প্রকাশ কর, শুধু আত্মশ্লাঘা করিও না। যাঁহার পৌরুষ আছে, তাঁহাকেই বীর বলা হয়।

লক্ষ্মণের সহিত অতিকায়ের ভীষণ যুদ্ধ চলিল। পরিশেষে লক্ষ্মণের চাপনির্মুক্ত ব্রাহ্ম অস্ত্রে অতিকায়ের শির ভূপাতিত হইয়াছে।

ইন্দ্রজিৎ মায়াময়ী সীতাকে হনন করিলে পর লক্ষ্মণও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনিও মনে করিয়াছেন যে, যথার্থ সীতাই নিহত হইয়াছেন। রামও তাহাই মনে করিয়া করুণ বিলাপ করিতে থাকিলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে বলিতেছেন—

শুভে বর্ত্মনি তিষ্ঠন্তং ত্বামার্য বিজিতেন্দ্রিয়ম্।
অনর্থেভ্যো ন শক্নোতি ত্রাতুং ধর্মো নিরর্থকঃ॥ ইত্যাদি।
৬।৮৩।১৪-৪২

—আর্য, শুভ পথে অবস্থানকারী ও জিতেন্দ্রিয় আপনাকে অনর্থ হইতে নিরর্থক ধর্ম রক্ষা করিতে পারিল না। ধর্ম আমাদের প্রত্যক্ষগোচর নহে। অতএব তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হইতেছে। ধর্ম-নামক কোন বস্তু থাকিলে আপনার ন্যায় ধার্মিক ব্যক্তিকে এত দুঃখ ভোগ করিতে হইত না। হে বীর, যাহারা নিয়ত অধর্মাচরণ করে, তাহাদিগকেই সুখী দেখিতেছি। অতএব ধর্ম ও অধর্ম, উভয়ই মিথ্যা বলিয়া মনে হয়। পৌরুষ পরিত্যাগপূর্বক আপনি যেদিন রাজ্যত্যাগ করিয়াছেন, সেইদিনই ধর্মের মূলোচ্ছেদ ঘটিয়াছে। অর্থই সর্বপ্রকার সুখের মূল। আপনি অর্থকে অবহেলা করিয়াই ক্রমাগত দুঃখে পতিত হইতেছেন। হে বীর, গাত্রোত্থান করুন। ইন্দ্রজিৎ আজ যে বিপুল দুঃখ দিয়াছে, কর্ম দ্বারা আমি তাহা অপনোদন করিব।

কিমাত্মানং মহাত্মানমাত্মানং নাববুধ্যসে? ৬।৮৩।৪৩

—আপনি মহাত্মা হইয়াও কেন আপনার পরমাত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইতেছেন?

এই উক্তিতেও দেখিতেছি—লক্ষ্মণ একমাত্র পৌরুষেই আস্থাবান্ এবং তিনি রামের অবতারত্বের কথাও জানেন।

বিভীষণের যুক্তিপূর্ণ বচনে সকলের ভ্রম অপগত হইয়াছে। সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, মায়াসীতাকে হত্যা করিয়া ইন্দ্রজিৎ সকলকে শোকাকুল করিয়া আপন অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত নিকুম্ভিলায় (ভদ্রকালীর মন্দিরে) যাইতেছেন। বিভীষণের পরামর্শে রাম দুর্ধর্ষ সৈন্যসামন্ত সহ লক্ষ্মণকে বিভীষণের সহিত ইন্দ্রজিৎবধের নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন।

বিভীষণ রথস্থিত ইন্দ্রজিৎকে দেখাইয়া দিলে পর লক্ষ্মণ হনুমানের পিঠে চড়িয়া ইন্দ্রজিৎকে আক্রমণ করিলেন। উভয়ের বাগ্‌যুদ্ধের পর শস্ত্রযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। বিভীষণের উৎসাহদানে লক্ষ্মণের তেজ বর্ধিত হইতেছিল। ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছে। সূর্য অস্ত গিয়াছেন। রণক্ষেত্রে রক্তনদী প্রবাহিত হইতেছে। লক্ষ্মণের বাণে ইন্দ্রজিতের সারথি নিহত হইয়াছে, তথাপি যুদ্ধের বিরাম নাই। বানরগণ ইন্দ্রজিতের রথ ও বাহনগুলিকে বিনাশ করিল। ইন্দ্রজিৎ ভূমিতে দাঁড়াইয়াই লক্ষ্মণকে প্রচণ্ড আক্রমণ করিতেছেন। অকস্মাৎ তিনি সকলের অগোচরে পুরীতে যাইয়া পুনরায় রথ ও সারথি লইয়া অতি শীঘ্র রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। এবার উভয় বীরই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতেছেন। তিন দিন ও তিন রাত্রি যুদ্ধ চলিতেছে।[৮] দেবগণ ও ঋষিগণ লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ ধনুতে ঐন্দ্রাস্ত্র যোজনা করিয়া অস্ত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

ধর্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরথির্যদি।
পৌরুষে চাপ্রতিদ্বন্দ্বস্তদৈনং জহি রাবণিম্ ॥ ৬।৯০।৬৯

—দাশরথি রাম যদি ধর্মাত্মা সত্যনিষ্ঠ ও পৌরুষে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হন, তবে তুমি এই রাবণপুত্রকে বিনাশ কর।

এই বলিয়া সেই দিব্যাস্ত্রকে আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক ইন্দ্রজিতের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিতে দেখিতে ইন্দ্রজিতের শির দেহচ্যুত

হইল। বানরগণ জয়োল্লাসে আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া তুলিলেন। অন্তরীক্ষে দেব দানব গন্ধর্ব মহর্ষি ও অপ্সরোগণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।[৮]

লঙ্কার রণক্ষেত্রে ইন্দ্রজিতের নিধনই লক্ষ্মণের সর্বাপেক্ষা প্রধান কীর্তি। ইন্দ্রজিতের বাণে লক্ষ্মণের সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল। বিভীষণ এবং বানরগণেরও সেই অবস্থা। রামের আদেশে বানরবৈদ্য সুষেণ এরূপ একটি নস্য প্রয়োগ করিলেন, যাহার আঘ্রাণমাত্র সকলই বিশল্য ও বেদনাহীন হইয়াছেন। সেই পরমৌষধের গুণে সকলের দেহের ব্রণও শুষ্ক হইয়া গেল।[৯]

এবার রাবণ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। রাবণের শূলের আঘাত হইতে বিভীষণকে মুক্ত করায় রাবণের সমস্ত ক্রোধ লক্ষ্মণের উপর পড়িয়াছে। তিনি লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার শক্তিশেল নিক্ষেপ করিলেন। বাসুকির জিহ্বার ন্যায় দীপ্যমানা সেই ভয়ঙ্করী শক্তি লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থলে পতিত হইলে লক্ষ্মণ ভূতলে লুটাইয়া পড়িলেন।

ভ্রাতৃশোকে রাম বিলাপ করিতে থাকিলে সুষেণ লক্ষ্মণকে পরীক্ষা করিয়া রামকে কহিলেন যে, লক্ষ্মণ জীবিত আছেন। যেহেতু তাঁহার মুখমণ্ডল অবিকৃত ও প্রসন্ন রহিয়াছে এবং ভিতরে শ্বাসক্রিয়া চলিতেছে। রামকে প্রবোধ দিয়াই সুষেণ হনুমানের দ্বারা মহোদয়-পর্বত হইতে বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্যকরণী, সঞ্জীবকরণী ও সন্ধানী—এই চারিটি মহৌষধি আনাইয়া লক্ষ্মণের চিকিৎসা করিয়াছেন। সেই ঔষধিচূর্ণের নস্য প্রয়োগ করিবামাত্র লক্ষ্মণ উঠিয়া বসিলেন এবং রাবণবধের নিমিত্ত অগ্রজকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন।[১০]

রাবণবধের পর রাম সর্বসমক্ষে সীতার প্রতি কঠোর ব্যবহার করায় লক্ষ্মণও অতিশয় ব্যথিত হইয়াছেন। কাঁদিতে কাঁদিতে চিতা প্রস্তুত করিবার কথা—

উবাচ লক্ষ্মণং সীতা দীনং ধ্যানপরায়ণম্। ৬।১১৬।১৭

—সীতা দীনভাবে চিন্তামগ্ন লক্ষ্মণকেই বলিয়াছেন।

বীর্যবান্ লক্ষ্মণ আকার-ইঙ্গিতে রামের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া চিতা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই স্থলেও লক্ষ্মণের ধৈর্য ও আনুগত্য লক্ষ্য করিবার মত।

সীতার অগ্নিপরীক্ষার পর সেইস্থলে দশরথও আবির্ভূত হইয়াছিলেন। প্রণত লক্ষ্মণকে আশীর্বাদপূর্বক পিতা বলিয়াছেন—

রামং শুশ্রূষতা ভক্ত্যা বৈদেহ্যা সহ সীতয়া।
কৃতা মম মহাপ্রীতিঃ প্রাপ্তং ধর্মফলঞ্চ তে॥ ৬।১১৯।২৮

—বৎস, তুমি ভক্তির সহিত বিদেহরাজনন্দিনী সীতার সহিত রামের সেবা করিয়া আমাকে অত্যন্ত তুষ্ট করিয়াছ এবং ধর্মফল প্রাপ্ত হইয়াছ।

রামের অযোধ্যাপ্রবেশের সময় লক্ষ্মণ তাঁহার মাথার উপর চামর সঞ্চালন করিতেছিলেন।[১১]

রাম অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া লক্ষ্মণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে চাহিলে লক্ষ্মণ সেই অনুরোধ স্বীকার করেন নাই। এখানেও লক্ষ্মণের শুভ বুদ্ধির পরিচয় পাইতেছি। যেহেতু ভরত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সেইহেতু এই সম্মান যে ভরতেরই প্রাপ্য, লক্ষ্মণ তাহা ভুলিয়া যান নাই।[১২]

লোকাপবাদ শুনিয়া রাম সীতাকে পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি লক্ষ্মণকে নির্দেশ দিলেন যে, লক্ষ্মণ যেন সুমন্ত্র-চালিত রথে সীতাকে আরোহণ করাইয়া রাজ্যের সীমার বাহিরে গঙ্গার পরপারে বাল্মীকির আশ্রম-সমীপে পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসেন।

পরদিন প্রাতঃকালে ব্যথিত লক্ষ্মণ শুষ্কমুখে সীতাকে লইয়া যাত্রা করিয়াছেন। সেই রাত্রিতে তাঁহারা গোমতীতীরে এক আশ্রমে বাস করিলেন। পরদিন মধ্যাহ্নকালে ভাগীরথীকে—

নিরীক্ষ্য লক্ষ্মণো দীনঃ প্ররুরোদ মহাস্বনঃ। ৭।৪৬।২৪

—দর্শন করিয়াই লক্ষ্মণ দুঃখিতচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

সীতা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন যে, দুই দিন অগ্রজকে দেখিতে না পাইয়া লক্ষ্মণের চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। সীতা লক্ষ্মণকে প্রবোধ দিতেছেন।

নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া লক্ষ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে জোড়হাতে সীতাকে কহিতেছেন—

হৃদ্‌গতং মে মহচ্ছল্যং যস্মাদার্যেণ ধীমতা।
অস্মিন্নিমিত্তে বৈদেহি লোকস্য বচনীকৃতঃ॥ ইত্যাদি।

৭।৪৭।৪-৬

—বৈদেহি, আর্য রাম বুদ্ধিমান্ হইয়াও আমাকে লোকনিন্দিত এই ক্রূর কার্যে নিয়োগ করিয়া লোকসমাজে নিন্দাভাজন করিলেন। এইজন্য আমার হৃদয়ে দারুণ শল্য বিদ্ধ হইতেছে। আজ আমার মৃত্যু হইলেই ভাল হইত। হে শোভনে, আমাকে ক্ষমা করুন।

এই পর্যন্ত বলিয়াই লক্ষ্মণ ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। সীতা বিস্মিত হইয়া লক্ষ্মণের এইরূপ তীব্র দুঃখের কারণ জানিতে চাহিলে লক্ষ্মণ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে অধোমুখে সবিনয়ে সীতাকে রামের আদেশ শোনাইয়াছেন।

সীতা করুণ বিলাপ করিতে করিতে আপনার সুস্পষ্ট গর্ভলক্ষণ দেখিয়া যাইবার কথা লক্ষ্মণকে বলিয়াছেন। সীতার বাক্য শুনিয়া লক্ষ্মণ ভূমিষ্ঠ হইয়া সীতাকে প্রণাম করিলেন, কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তারপর কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া কহিতেছেন—‘শোভনে, আপনি আমাকে কি বলিতেছেন?

দৃষ্টপূর্বং ন তে রূপং পাদৌ দৃষ্টৌ তবানঘে।
কথমত্র হি পশ্যামি রামেণ রহিতাং বনে॥ ৭।৪৮।২১

—হে নিষ্পাপে পতিব্রতে, আমি পূর্বে কখনও আপনার রূপ দেখি নাই, শুধু চরণযুগল দর্শন করিয়াছি। বিশেষতঃ রামের অনুপস্থিতিতে বনমধ্যে একাকিনী আপনাকে আমি কিরূপে দর্শন করিব ?'

উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে পুনরায় সীতার চরণে প্রণাম করিয়া লক্ষ্মণ নৌকাযোগে গঙ্গার উত্তর তীরে অবতরণ করিলেন। অপর তীরে অনাথা সীতার প্রতি পুনঃপুনঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে লক্ষ্মণ রথে আরোহণ করিয়াছেন। পথে সুমন্ত্রকে সীতার দুঃখের নানা কথা বলিয়া পরে লক্ষ্মণ বলিতেছেন—

কো নু ধর্মাশ্রয়ঃ সূত কর্মণ্যস্মিন্ যশোহরে।
মৈথিলীং সমনুপ্রাপ্তঃ পৌরৈর্হীনার্থবাদিভিঃ॥ ৭।৫০।৮

—হে সূত, অন্যায়বাদী পৌরগণের কথায় এই অযশস্কর সীতা-পরিত্যাগরূপ কার্য করিয়া রাঘব কোন্ ধর্ম রক্ষা করিলেন ?

স্পষ্টবাদী লক্ষ্মণের এই কথাটিকে রামচরিতের বাল্মীকিকৃত সমালোচনা বলিয়াও আমরা সম্ভবতঃ গ্রহণ করিতে পারি।

পথিমধ্যে রাম সম্পর্কে দুর্বাসামুনির ভবিষ্যদুক্তির বিষয় লক্ষ্মণ সুমন্ত্রের মুখে শুনিতে পাইয়াছেন। রাম যে একসময়ে তাঁহাকেও ত্যাগ করিবেন—এই কথাও শুনিয়াছেন।[১৩]

অবশ্য-ভবিতব্যের বিষয় শুনিয়া লক্ষ্মণের দুঃখের কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছে। কেশিনীতীরে সেই রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন মধ্যাহ্নে সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণ অযোধ্যায় ফিরিয়া আছেন। দীনচিত্তে অগ্রজের সহিত দেখা করিয়া লক্ষ্মণ তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন। রামের দীনতা ও অশ্রুপূর্ণ নেত্রযুগল দেখিয়া ব্যথিত লক্ষ্মণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছেন—

মা শুচঃ পুরুষব্যাঘ্র কালস্য গতিরীদৃশী।
তদ্বিধা ন হি শোচন্তি বুদ্ধিমন্তো মনস্বিনঃ॥
সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্॥

তস্মাৎ পুত্রেষু দারেষু মিত্রেষু চ ধনেষু চ।
নাতিপ্রসঙ্গঃ কর্তব্যো বিপ্রয়োগো হি তৈর্ধ্রুবম্॥
৭।৫২।১০-১২

—পুরুষশ্রেষ্ঠ, কালের গতিই এইরূপ। অতএব শোক করিবেন না। আপনার ন্যায় জ্ঞানী মনস্বিগণ শোক করেন না। সংসারের সকল ঐশ্বর্যই কালে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। উত্থান হইলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। সংযোগ অবশ্যই বিয়োগে পরিণত হয়। মরণেই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। সেইহেতু স্ত্রী, পুত্র, মিত্র ও ধনে অত্যাসক্তি উচিত নহে। কারণ, অবশ্যই ইহাদের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবে।

এই মহাপুরুষসুলভ উক্তিগুলি লক্ষ্মণের মুখে শোনা যাইতেছে। (রামের মুখেও এক সময়ে দ্বিতীয় শ্লোকটি শোনা গিয়াছে। ২।১০৫।১৬) লক্ষ্মণ অগ্রজকে সতর্ক করিয়া আরও বলিতেছেন—

যদর্থং মৈথিলী ত্যক্তা অপবাদভয়ান্নৃপ।
সোঽপবাদঃ পুরে রাজন্ ভবিষ্যতি ন সংশয়॥ ৭।৫২।১৫

—রাজন্, যে অপবাদের ভয়ে ভীত হইয়া আপনি মৈথিলীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন সর্বদা তাঁহার জন্য শোক করিলে প্রকারান্তরে সেই অপবাদই নগর মধ্যে পুনরায় ঘোষিত হইবে। (অর্থাৎ লোকে বলিবে যে, মহারাজ কলঙ্কিনী পত্নীর প্রতি অতিশয় আসক্তই রহিয়াছেন।)

লক্ষ্মণের সারগর্ভ বচনে রাম শান্তিলাভ করিয়াছেন। দীর্ঘকাল পরে অশ্বমেধ-যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া রাম দেশে দেশে যজ্ঞিয় অশ্ব প্রেরণ করেন। পুরোহিতগণের সহিত লক্ষ্মণকে অশ্বানুসরণে নিযুক্ত করা হইয়াছে।[১৪]

রামের অশ্বমেধ-যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইল। পতিব্রতা সীতাদেবী পাতালে প্রবেশ করিয়াছেন। এবার অন্ত্যলীলার সময়। ভরতের পুত্রদ্বয়কে দুইটি রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন যে,

তিনি লক্ষ্মণের পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুকে দুইটি অনুরূপ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। এই কুমারদ্বয় পরম ধার্মিক ও বিক্রমশালী। রামের কথা শুনিয়া ভরত বলিলেন, কারূপথদেশ পরম রমণীয় ও স্বাস্থ্যকর। সেইস্থানেই অঙ্গদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক এবং চন্দ্রকান্ত-নামে নূতন নগর নির্মাণ করাইয়া চন্দ্রকেতুকে সেখানে পাঠানো হউক। রাম তাহাই করিলেন। তিনি কারূপথ-দেশে অঙ্গদীয়া-নাম্নী নূতন পুরী এবং মল্লভূমিতে চন্দ্রকান্ত-নামে সুরম্য নগর নির্মাণ করাইলেন। কুমারদ্বয়ের অভিষেক সম্পন্ন করিয়া রাম অঙ্গদকে পশ্চিম দেশে ও চন্দ্রকেতুকে উত্তর দেশে প্রেরণ করিলেন। রামের আদেশে লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠপুত্র অঙ্গদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে অঙ্গদীয়ায় এবং ভরত চন্দ্রকেতুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চন্দ্রকান্তনগরে গিয়াছেন। এক বৎসর পরে ভরত ও লক্ষ্মণ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন।

রামের চরণসেবা ও তাঁহার রাজকার্যে সাহায্য করাই এখন লক্ষ্মণের একমাত্র কর্ম। এইভাবে কয়েক বৎসর অতীত হইল। একদা তাপসরূপী কাল রামের দর্শনপ্রার্থী হইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। রামকে তিনি প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন যে, রামের সহিত তাঁহার কথাবার্তার সময় কোন তৃতীয় ব্যক্তি সেইস্থানে উপস্থিত হইলে রাম তাহাকে হত্যা করিবেন।

রাম এই প্রতিজ্ঞার কথা শোনাইয়া লক্ষ্মণকে দ্বার রক্ষা করিতে আদেশ দিয়াছেন। লক্ষ্মণ দ্বারদেশে পাহারা দিতেছেন। ক্রোধন-স্বভাব দুর্বাসামুনি তখন রামের দর্শনপ্রার্থী হইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মণ ক্ষণকাল অপেক্ষা করিবার নিমিত্ত সবিনয়ে প্রার্থনা করিলেও দুর্বাসা তাহা মানিলেন না। তিনি লক্ষ্মণকে কহিলেন যে, সেই মুহূর্তেই তাঁহার আগমনবার্তা রামকে না জানাইলে তিনি শাপ দিয়া রঘুবংশের সহিত সমগ্র অযোধ্যাকে ধ্বংস করিবেন। লক্ষ্মণ স্থির করিলেন—

একস্য মরণং মেঽস্তু মা ভূৎ সর্ববিনাশনম্।
ইতি বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্য রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ॥ ৭।১০৫।৯

—সকল-কিছু বিনষ্ট হওয়া অপেক্ষা আমার একেরই মরণ শ্রেয়ঃ। এইরূপ স্থির করিয়া রামের সমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি মুনির আগমনবার্তা নিবেদন করিয়াছেন।

সেই তাপসরূপী কাল ও দুর্বাসা উভয়ই আপন আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর বিদায় লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন। রাম দীনমনে অধোমুখে বসিয়া আছেন। লক্ষ্মণ রাহুগ্রস্ত চন্দ্রসদৃশ রামের পাদমূলে উপস্থিত হইয়া সানন্দে নিবেদন করিতেছেন—

ন সন্তাপং মহাবাহো মদর্থং কর্তুমর্হসি।
পূর্বানির্মাণবদ্ধা হি কালস্য গতিরীদৃশী॥
জহি মাং সৌম্য বিস্রব্ধং প্রতিজ্ঞাং পরিপালয়।
হীনপ্রতিজ্ঞাঃ কাকুৎস্থ প্রযান্তি নরকং নরাঃ॥ ৭।১০৬।২,৩

—হে মহাবাহো, আমার জন্য আপনার সন্তপ্ত হওয়া উচিত নহে। পূর্বজন্মে কৃত কর্মবন্ধনরূপ কালের গতিই এইরূপ। হে সৌম্য কাকুৎস্থ, আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে বধ করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করুন। প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী মানবগণ নরকে গমন করে।

সন্তপ্ত রাম মন্ত্রী ও পুরোহিতগণের সহিত কর্তব্য বিষয়ে পরামর্শ করিতে বসিলেন। পরামর্শে স্থির হইল যে, লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রতিজ্ঞাপালনরূপ ধর্ম রক্ষা করিতে হইবে।

রাম লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'হে সুমিত্রানন্দন, ধর্মের বিপর্যয় করা উচিত নহে। অতএব আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছি। সাধুগণের পক্ষে ত্যাগ এবং বধ—উভয়ই সমান।'

রামেণ ভাষিতে বাক্যে বাষ্পব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ।
লক্ষ্মণস্ত্বরিতং প্রায়াৎ স্বগৃহং ন বিবেশ হ॥
স গত্বা সরযূতীরমুপস্পৃশ্য কৃতাঞ্জলিঃ।
নিগৃহ্য সর্বস্রোতাংসি নিঃশ্বাসং ন মুমোচ হ॥ ৭।১০৬।১৪,১৫

—রাম এই কথা বলিলে লক্ষ্মণ আপন গৃহে প্রবেশ না করিয়াই অশ্রুপূর্ণ-লোচনে সত্বর প্রস্থান করিলেন। তিনি সরযূতীরে যাইয়া আচমনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে যোগাসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারসমূহ নিরোধ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন।

দেবতা, মহর্ষি ও অপ্সরোগণ তাঁহার উপর পুষ্পবর্ষণ করিতেছিলেন। বিষ্ণুর চতুর্থ ভাগ লক্ষ্মণ আপন বৈষ্ণব তেজে বিলীন হইয়াছেন।

এই মহাপ্রস্থানের সময়ও লক্ষ্মণ উর্ম্মিলার সহিত দেখা না করিবার কারণ বুঝিতে পারি না। ইহাতে মহর্ষি উর্ম্মিলার প্রতি এবং লক্ষ্মণের প্রতিও অবিচার করিয়াছেন বলিয়াই সংসারী মানুষ মনে করিবে। এই মহীয়সী সতী রমণীর নীরব আত্মত্যাগও আমাদিগকে বিস্মিত করে।

লক্ষ্মণ ছিলেন কষ্টসহিষ্ণু, সংযমী ও মিতভাষী মহাপুরুষ। তিনি কখনও মনের ভাব গোপন রাখিতেন না। যাহা বলিবার, তাহা স্পষ্ট ভাষায়ই ব্যক্ত করিতেন। ইহাতে অনেক সময় অনেক রূঢ় কথাও তাঁহার মুখে শোনা গিয়াছে, কিন্তু সেইগুলি অস্বাভাবিক নহে। তিনি কোনরূপ অন্যায় সহ্য করিতে পারিতেন না। পৌরুষের অবতার এই ভ্রাতৃভক্ত বীরপুরুষ ন্যায় এবং অন্যায়ের তুলাদণ্ডে ধর্মাধর্ম নির্ণয় করিতেন। তাঁহার হৃদয়ের কোমলতাও লক্ষ্য করিবার মত। রামের দুঃখমোচনে এবং অন্যায়ের প্রতিশোধে বাধাপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার নেত্রদ্বয় আর্দ্র হইয়া উঠিত। রামের সর্বপ্রকার আদেশই তিনি নির্বিচারে পালন করিতেন। রামের নিমিত্ত তাঁহার আত্মত্যাগ তুলনারহিত। প্রখর ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও হৃদয়ের স্নেহকোমলতায় তিনি রামের নিকট আপন ব্যক্তিত্বের প্রভাব প্রদর্শন করেন নাই। যে-কোন বিপদে তিনি বিহ্বল হইতেন না। তাঁহার চরিত্রের এই দৃপ্ত পৌরুষ বহুবার হতোদ্যম রামকে ক্ষাত্রতেজে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

লক্ষ্মণকে বাদ দিলে রামের চরিত্র নিশ্চয়ই ফুটিত না। কোন

পরিবারে ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিশেষ প্রীতি দেখিলে চিরদিনই ভারতবাসী এই ভ্রাতৃভক্ত বীরপুরুষকে স্মরণ করিয়া থাকেন।

---

১ ৩।৩৪।১৪
২ ১।।২৬।১৮
৩ ২।১৯।৩০
৪ ২।৯৬ তম সর্গ
৫ ৩।১৮।।২১
৬ ৩।৪৫।৪০
৭ ৩।৬৯।১১-১৮
৮ ৬।৯১।১৬
৯ ৬।৯১।২৪-২৮
১০ ৬।১০১ তম সর্গ
১১ ৬।১২৮।২৮
১২ ৬।১২৮।৯৩
১৩ ৭।৫০।১২
১৪ ৭।৯২।২

শত্রুঘ্ন

শত্রুঘ্ন হইতেছেন—মহারাজ দশরথের কনিষ্ঠ পুত্র এবং লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ সহোদর। লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন যমজ সহোদর। একই দিনে একই লগ্নে তাঁহাদের জন্ম হইয়াছে।

শত্রুঘ্নের আকৃতির কোন চিত্র রামায়ণে অঙ্কিত হয় নাই। তাঁহার জীবনও ঘটনাবহুল নহে। শত্রুঘ্ন বিষ্ণুর চতুর্থাংশসম্ভূত।

দশরথের সকল পুত্রই রূপেগুণে অতুলনীয় এবং প্রভাবশালী।[১]

সর্বে বেদবিদঃ শূরাঃ সর্বে লোকহিতে রতাঃ।
সর্বে জ্ঞানোপসম্পন্নাঃ সর্বে সমুদিতা গুণৈঃ॥ ১।১৮।২৫

—দশরথের পুত্রগণ সকলেই বেদবিৎ, মহাবীর, সর্বলোকের হিতকারী ও নানা গুণের আধার।

লক্ষ্মণ যেরূপ রামের অনুগত এবং প্রাণাধিক প্রিয়, সেইরূপ—

ভরতস্যাপি শত্রুঘ্নো লক্ষ্মণাবরজো হি সঃ।
প্রাণৈঃ প্রিয়তরো নিত্যং তস্য চাসীৎ তথা প্রিয়ঃ॥ ১।১৮।৩২

—লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ সহোদর শত্রুঘ্ন ভরতের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর এবং ভরতও শত্রুঘ্নের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর ছিলেন।

এই ভ্রাতৃপ্রণয় অহেতুক এবং সহজাত। শত্রুঘ্ন ছায়ার ন্যায় ভরতের অনুসরণ করেন।

হরধনু ভঙ্গ করায় রাম জনকনন্দিনী সীতাকে পত্নীরূপে লাভ করিবেন—এই সংবাদ অযোধ্যায় পৌছিয়াছে। রাজর্ষি জনকের আহ্বানে মহারাজ দশরথ ভরত, শত্রুঘ্ন ও পাত্রমিত্র সহ মিথিলায় গিয়াছেন। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ জনকানুজ কুশধ্বজের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রুতকীর্তির সহিত শত্রুঘ্নের বিবাহের প্রস্তাব করিলে রাজর্ষি আপন

বংশকে ধন্য বলিয়া বোধ করিয়াছেন। যথাসময়ে শ্রুতকীর্তির সহিত শত্রুঘ্নের পরিণয় সুসম্পন্ন হইল।

সকলই অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিছুদিন পর ভরত তাঁহার মাতুলালয়ে যাইতেছেন, শত্রুঘ্নও ভরতের সঙ্গী হইয়াছেন। সেইখানে তাঁহারা বার বৎসর বাস করিয়াছেন।

দশরথের পরলোকগমনের পর শত্রুঘ্নও ভরতের সহিত অযোধ্যায় আসিয়া সকল দুর্ঘটনা জানিতে পারিলেন। পিতার অস্থিসঞ্চয়কালে শ্মশানভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া শত্রুঘ্ন করুণ বিলাপ করেন।

মন্থরা ও কৈকেয়ীর প্রতি তাঁহার ক্রোধ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। শোকসন্তপ্ত ভরত রামের নিকট যাত্রা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। শত্রুঘ্ন তাঁহাকে বলিতেছেন—

গতির্যঃ সর্বভূতানাং দুঃখে কিং পুনরাত্মনঃ।
স রামঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ স্ত্রিয়া প্রব্রাজিতো বনম্॥ ইত্যাদি।

২।৭৮।২-৪

—যিনি দুঃখের সময় সকল প্রাণীর আশ্রয়স্থল, সেই রাম যে এখন আপনার আশ্রয় হইতেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এরূপ শক্তিশালী রাম স্ত্রীলোক কর্তৃক বনে নির্বাসিত হইয়াছেন। লক্ষ্মণ তো বলবান্ বীরপুরুষ বলিয়া খ্যাত, তবে কেন তিনি পিতাকে নিগৃহীত করিয়া রামকে মুক্ত করেন নাই ? রামের নির্বাসনের পূর্বেই রাজা স্ত্রীর বশীভূত হইয়া নীতিগর্হিত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করিয়া তখনই তাঁহাকে নিগৃহীত করা লক্ষ্মণের পক্ষে উচিত ছিল।

শত্রুঘ্ন যখন গৃহে বসিয়া ভরতকে এইরূপ বলিতেছেন, তখনই বহুবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া মন্থরা সেই গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। মেখলাদি অলঙ্কারে তাহাকে রজ্জুবদ্ধা বানরীর মত দেখাইতেছিল। দৌবারিক সেই পাপীয়সীকে নির্দয়ভাবে টানিতে টানিতে শত্রুঘ্নের নিকটে যাইয়া বলিল—'যাহার জন্য রাম বনবাসী

হইয়াছেন ও মহারাজ দেহত্যাগ করিয়াছেন, এই সেই পাপিষ্ঠা মন্থরা। আপনি ইহার বিষয়ে যাহা ইচ্ছা হয় করুন।'

শত্রুঘ্ন তৎক্ষণাৎ কর্তব্য স্থির করিয়া অন্তঃপুরচারিগণকে কহিতেছেন যে, সমস্ত অনর্থ ও দুঃখের মূল এই মন্থরা এবার নিষ্ঠুর কর্মের ফল ভোগ করিবে।

এবমুক্ত্বা চ তেনাশু সখীজনসমাবৃতা।
গৃহীতা বলবৎ কুব্জা সা তদ্‌গৃহমনাদয়ৎ ॥ ২।৭৮।১২

—এইরূপ বলিয়াই শত্রুঘ্ন সখীগণপরিবেষ্টিতা কুব্জাকে বলপূর্বক ধরিয়া ফেলিলেন। তখন কুব্জার চীৎকারে সেই গৃহ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

কুব্জার সখীগণ প্রাণভয়ে দৌড়াইয়া কৌশল্যার গৃহের দিকে ছুটিয়াছে। শত্রুঘ্ন ভূলুণ্ঠিতা কুব্জাকে টানিতেছেন, আর কুব্জা প্রাণপণে চীৎকার করিতেছে। তাহার অলঙ্কারগুলি দেহচ্যুত হইয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িল। কুব্জাকে সবলে টানিতে টানিতে শত্রুঘ্ন অতি কঠোর ভাষায় কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন। ভরত যদি শত্রুঘ্নকে নিরস্ত না করিতেন, তবে সেইদিনই কুব্জাকে যমালয় দর্শন করিতে হইত। শত্রুঘ্নের আকর্ষণে কুব্জা প্রায় অচেতন হইয়া পড়িয়াছে।

ভরতের প্রতি শত্রুঘ্নের উক্তি ও কুব্জার শাস্তিতে বোঝা যাইতেছে—শত্রুঘ্নের চরিত্রও অনেকাংশে তাঁহার সহোদর লক্ষ্মণের ন্যায়। তিনিও অন্যায় সহ্য করিতে পারেন না।

শৃঙ্গবেরপুরে নিষাদরাজ গুহের মুখে রামের দুঃখের কথা শুনিয়া ভরত মূর্ছাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

তদবস্থং তু ভরতং শত্রুঘ্নোঽনন্তরস্থিতঃ।
পরিষ্বজ্য রুরোদোচ্চৈর্বিসংজ্ঞঃ শোককর্শিতঃ ॥২।৮৭।৫

—ভরতকে এইরূপ অবস্থায় পতিত দেখিয়া পার্শ্ববর্তী শত্রুঘ্ন শোকবিহ্বল ও অচেতনপ্রায় হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

ভরতও যে শত্রুঘ্নকে কিরূপ ভালবাসিতেন, তাহা ভরতের একটি কথা হইতে জানা যাইতেছে। ভরত প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে, রাম যদি তাঁহার কাতর প্রার্থনায় অযোধ্যায় ফিরিয়া যান, তবে তিনি পিতৃসত্য পালনের নিমিত্ত রামের প্রতিনিধিরূপে চৌদ্দবৎসর বনে বাস করিবেন ও শত্রুঘ্ন তাঁহার সহচর হইবেন।[২]

অকৃত্রিম সৌভ্রাত্র ও বিশ্বাস না থাকিলে ভরত এরূপ বলিতে পারিতেন না।

ভরতের সহিত চিত্রকূটে উপস্থিত হইয়া রামকে দেখিয়া শত্রুঘ্ন কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণে পতিত হইয়াছেন।[৩]

চিত্রকূটেই রাম ভরতকে বলিয়াছেন—'ভরত, রাজচ্ছত্র তোমার মস্তকে ছায়া বিধান করুক। অতুলমতি শত্রুঘ্ন তোমার সহায় হউন।'[৪]

রামও যাঁহাকে 'অতুলমতি' বলিতেছেন, নিশ্চয়ই তিনি বিশেষ বুদ্ধিমান্ পুরুষ।

ভরতের সঙ্গে জটাচীরধারী হইয়া শত্রুঘ্নও চৌদ্দ বৎসর নন্দিগ্রামে যাপন করিয়াছেন। রামের অযোধ্যা-প্রবেশের সময়—

……শত্রুঘ্নশ্ছত্রমাদদে।৬।১২৮।২৮

—শত্রুঘ্ন রামের শিরে রাজচ্ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন।

সীতার নির্বাসনের কিছু দিন পর লবণরাক্ষসের ভয়ে ভীত হইয়া যমুনাতীরবাসী তাপসগণ রামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের দুঃখের কথা জানাইলেন ও প্রতীকার প্রার্থনা করিলেন। রাবণের মাতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাল্যবান্। মাল্যবানের কন্যা অনলা হইতেছেন রাবণের মাসী। অনলার কন্যার নাম কুম্ভীনসী।

মধু-নামক পরাক্রান্ত এক রাক্ষস সেই কুম্ভীনসীকে হরণ করেন। কুম্ভীনসীর পুত্রের নাম লবণ। সম্পর্কে লবণ হইতেছেন—রাবণের ভাগিনেয়। লবণ অতি ভয়ানক রাক্ষস। তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে রুদ্রপ্রদত্ত একটি শূল লাভ করিয়াছেন। শূলহস্ত লবণকে বধ

করিবার সাধ্য কাহারও নাই। এই শূলের প্রভাবে লবণ তাপসদের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিতেছেন। রাম কর্তৃক রাবণের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া তাপসগণ বিশেষ আশান্বিত হইয়া রামের শরণাপন্ন হইয়াছেন।[৫]

রাম তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া ভরত ও শত্রুঘ্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কে লবণকে বধ করিবেন। প্রথমতঃ ভরত লবণবধের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে শত্রুঘ্ন রামকে প্রণামপূর্বক বলিলেন—'রাজন, মহাবাহু মধ্যম ভ্রাতা আপনার অযোধ্যা-প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত দীর্ঘকাল সন্তপ্তহৃদয়ে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। মাদৃশ আজ্ঞাকারী থাকিতে আবার তিনি কেন ক্লেশ ভোগ করিতে যাইবেন?' রাম শত্রুঘ্নকে কহিলেন—

এবং ভবতু কাকুৎস্থ ক্রিয়তাং মম শাসনম্।
রাজ্যে ত্বামভিষেক্ষ্যামি মধোস্তু নগরে শুভে॥
নিবেশয় মহাবাহো ভরতং যদ্যবেক্ষসে।
শূরস্ত্বং কৃতবিদ্যশ্চ সমর্থশ্চ নিবেশনে॥ ইত্যাদি।

৭।৬২।১৬,১৭-২১

— হে কাকুৎস্থ, তাহাই হউক। আমার আদেশ পালন কর। তোমাকে মধুর সুন্দর নগরে (মধুরা বা মথুরায়) অভিষিক্ত করিব। হে মহাবাহো, তুমি মনে করিলে ভরতকে কোনও রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পার। তুমি বীর, বিদ্বান্ ও রাজ্যস্থাপনে সমর্থ। তুমি যমুনাতীরে নূতন নগর ও বহু জনপদ স্থাপন কর। হে বীর, যে নরপতি কোন রাজবংশর উচ্ছেদ করিয়া সেখানে পুনরায় নূতন রাজা নিয়োগ না করেন, তিনি নরকে গমন করেন। অতএব তুমি পাপিষ্ঠ লবণকে নিহত করিয়া ধর্মানুসারে তাহার রাজ্য শাসন করিবে। তুমি আমার এই আদেশ অমান্য করিবে না। তোমাকে অভিষিক্ত করিতেছি।

রামের কথায় জানা যাইতেছে, শত্রুঘ্ন বিশেষ বীর ও বিদ্বান্

ছিলেন। রামের এই আদেশে শত্রুঘ্ন অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। তিনি রামকে কহিতেছেন যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যমান থাকিতে কনিষ্ঠের রাজ্যাভিষেককে তিনি অধর্ম বলিয়া মনে করেন, কিন্তু রামের আদেশ অবশ্যই পালন করিতে হইবে বলিয়া তিনি অস্বস্তি বোধ করিতেছেন। তিনি আরও বলিতেছেন—

ব্যাহৃতং দুর্বচো ঘোরং হন্তাস্মি লবণং মৃধে।
তস্যৈবং মে দুরুক্তস্য দুর্গতিঃ পুরুষর্ষভ ॥৭।৬৩।৫
সোঽহং দ্বিতীয়ং কাকুংস্থ ন বক্ষ্যামীতি চোত্তরম্।
মা দ্বিতীয়েন দণ্ডো বৈ নিপতেন্ময়ি মানদ ॥ ইত্যাদি ।৭।৬৩।৭,৮

—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আমি যুদ্ধে লবণকে বধ করিব— এই অতি অন্যায় কথা আমার মুখ হইতে বাহির হইয়াছে। সেই অন্যায় বাক্যের জন্যই আমাকে এই শাস্তি (অভিষেক) পাইতে হইতেছে। এখন আপনার আদেশের প্রতিকূলে আর কোন কথা বলিব না, বলিলে পুনরায় আমার উপর দ্বিতীয় দণ্ড নিপতিত হইবে। এই রাজ্যাভিষেক স্বীকারে আমার যে অধর্ম হইবে, আপনি তাহার প্রতিবিধান করিবেন।

মহাসমারোহে যথাবিধি শত্রুঘ্নের অভিষেক সম্পন্ন হইয়াছে। রাম তাঁহাকে দিব্যাস্ত্রে ভূষিত করিয়া মধুরায় পাঠাইতেছেন। তিনি সস্নেহে শত্রুঘ্নকে বলিতেছেন— ‘বৎস, যে-সময়ে লবণের হাতে শূল থাকিবে না ও সে নগরের বাহিরে থাকিবে, তুমি সেই সময় সশস্ত্র হইয়া পুরদ্বারে তাহার প্রতীক্ষা করিবে। নগরে প্রবেশের পূর্বেই যদি তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে পার, তবেই তাহাকে বধ করিতে পারিবে। এখন গ্রীষ্মকাল, বর্ষার প্রারম্ভে তুমি লবণকে বধ করিবে। সৈন্যসামন্তগণ এখনই যাত্রা করুক, তুমি পরে যাইবে।’

রাম চারি হাজার অশ্ব, দুই হাজার রথ, এক শত হাতী, অনেক ব্যবসায়ী বণিক্ ও নট-নর্তকীগণকে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা গঙ্গাতীরে অবস্থান করিবে।

এক মাস পরে গুরুজনকে প্রণাম করিয়া এবং রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া শত্রুঘ্ন একাকী মধুবনে যাত্রা করিয়াছেন।৬

যাত্রার তৃতীয় দিবসে তিনি মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। মহর্ষির আতিথ্যে কৃতার্থ হইয়া শত্রুঘ্ন রাত্রিতে একটি পর্ণশালায় শয়ন করিয়া আছেন। তখন শ্রাবণ মাস। সেই রাত্রিতেই মহর্ষির আশ্রমে সীতার কোলে যমজ পুত্রের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এই শুভ সংবাদ আশ্রমে ঘোষিত হইতে লাগিল।

> অর্ধরাত্রে তু শত্রুঘ্নঃ শুশ্রাব সুমহৎ প্রিয়ম্।
> পর্ণশালাং ততো গত্বা মাতর্দিষ্ট্যেতি চাব্রবীৎ ॥ ইত্যাদি।
> ৭।৬৬।১২,১৩

—(কুটীরে শয়ান) শত্রুঘ্ন অর্ধরাত্র সময়ে এই প্রিয় সংবাদ শুনিতে পাইলেন। তিনি সীতার পর্ণশালায় যাইয়া সীতাকে বলিলেন— 'মা, সৌভাগ্যবশতঃ আজ আপনি পুত্রবতী হইয়াছেন।' আনন্দিত শত্রুঘ্নের সেই শুভ রজনী যেন অতি শীঘ্র অতিক্রান্ত হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে মহর্ষির নিকট হইতে বিদায় লইয়া শত্রুঘ্ন পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করেন। সাত দিন পরে তিনি যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া ঋষিগণের আশ্রমে সেই রাত্রি বাস করিলেন। পরদিন ঋষিগণ শত্রুঘ্নের নিকট লবণের শক্তিসামর্থ্যের কথা বলিয়া পরে বলিলেন যে, পরদিন সকাল বেলা শত্রুঘ্ন শূলবিরহিত লবণকে বধ করিতে পারিবেন।

পরদিন সকালবেলা শত্রুঘ্ন জানিতে পারিলেন যে, রাক্ষস লবণ আহার্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নগরের বাহিরে গিয়াছে।

> এতস্মিন্নন্তরে বীর উত্তীর্য্য যমুনাং নদীম্।
> তীর্ত্বা মধুপুরদ্বারি ধনুষ্পাণিরতিষ্ঠত ॥ ৭।৬৮।৩

—এই অবসরে বীর শত্রুঘ্ন যমুনানদী পার হইয়া ধনুর্বাণ লইয়া মধুপুরের দ্বারে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মধ্যাহ্নকালে ক্রূরকর্মা রাক্ষস লবণ অনেক নিহত প্রাণীর ভার

বহন করিয়া লইয়া আসিতেছিলেন। শত্রুঘ্নকে দেখিয়াই তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। উভয়ের বাগ্‌যুদ্ধ চরমে উঠিয়াছে। রাক্ষস শত্রুঘ্নকে মুহূর্তকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাহার শূল আনিবার নিমিত্ত যাইতে চাহিলে শত্রুঘ্ন তাহার পথ ছাড়িতে সম্মত হন নাই। ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। অনেকক্ষণ পরে শত্রুঘ্ন দিব্য বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন।

শত্রুঘ্নশরনির্ভিন্নো লবণঃ স নিশাচরঃ।
পপাত সহসা ভূমৌ বজ্রাহত ইবাচলঃ ॥৭।৬৯।৩৭

—নিশাচর লবণ শত্রুঘ্নের শরে বিদীর্ণ হইয়া বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় সহসা ভূতলে পতিত হইল।

দেবতা, ঋষি ও অপ্সরোগণ 'ধন্য, ধন্য' করিতে লাগিলেন। দেবতাগণ শত্রুঘ্নকে বর দিতে চাহিলে তিনি প্রার্থনা করিলেন—

ইয়ং মধুপুরী রম্যা মধুরা দেবনির্মিতা।
নিবেশং প্রাপ্নুয়াচ্ছীঘ্রমেষ মেহস্তু বরঃ পরঃ ॥৭।৭০।৫

—এই দেবনির্মিত রমণীয় মধুপুরী মধুরা (মথুরা) মনোহর রাজধানীরূপে জনবহুল বাসভূমি হইবে—ইহাই আমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ বর।

'তথাস্তু' বলিয়া দেবতাগণ অন্তর্হিত হইলেন। শত্রুঘ্নও অযোধ্যা হইতে আনীত সেই গঙ্গাতীরস্থিত সৈন্যগণকে মধুরায় আনয়ন করিলেন। সেই শ্রাবণ মাসেই নগর-নির্মাণ আরম্ভ হইল। বার বৎসরের মধ্যে যমুনাতীরশোভিতা অর্ধচন্দ্রসদৃশী মধুরা নগরী একটি দিব্য পুরীতে পরিণত হইল। শত্রুঘ্নের হৃদয় আনন্দে ভরপূর।

বার বৎসর পরে এবার রামের চরণ-দর্শনের নিমিত্ত শত্রুঘ্ন উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। শুধু কয়েকজন সৈন্য ও অনুচরকে সঙ্গে লইয়া শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় যাত্রা করিয়াছেন। পথিমধ্যে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইলে পর মহর্ষি তাঁহাকে যথাবিধি সৎকার করিয়া লবণ বধের জন্য প্রশংসা করেন। সেই আশ্রমে রামচরিত-গীতি শ্রবণ করিয়া শত্রুঘ্ন আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন।

অযোধ্যায় আসিয়া শত্রুঘ্ন রামকে প্রণামপূর্বক জোড়হাতে কহিতেছেন—

দ্বাদশৈতানি বর্ষাণি ত্বাং বিনা রঘুনন্দন।
নোৎসহেয়মহং বস্তুং ত্বয়া বিরহিতো নৃপ॥ ইত্যাদি।৭।৭২।১১,১২

—হে মহারাজ রঘুনন্দন, আপনার বিরহে অতি কষ্টে বার বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি। আর আপনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিতে ইচ্ছা করি না। ছোট শিশু যেরূপ জননী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দীর্ঘকাল থাকিতে পারে না, আমিও সেইরূপ আপনাকে ছাড়িয়া চিরকাল থাকিতে পারিব না। হে অমিতবিক্রম, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

রাম শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন যে, প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। প্রবাসে থাকিয়াও ক্ষত্রিয় দুঃখিত হন না। শত্রুঘ্নের যখন ইচ্ছা হইবে, তখনই তিনি অযোধ্যায় আসিয়া দুই-চারি দিন থাকিয়া যাইতে পারিবেন। এবার শত্রুঘ্ন সাত দিন অযোধ্যায় বাস করিয়া যেন তাঁহার রাজধানী মধুরায় ফিরিয়া যান।

সাত দিন পরে সকল গুরুজনকে প্রণাম করিয়া শত্রুঘ্ন মধুরায় যাত্রা করিয়াছেন।

রামের অশ্বমেধ-যজ্ঞে শত্রুঘ্ন উপস্থিত হইয়াছেন। ভরতের সহচররূপে তিনিও অভ্যাগত রাজন্যবৃন্দের পরিচর্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন।[৭]

মহাপ্রস্থানের সঙ্কল্প করিয়া রাম এই সংবাদ শত্রুঘ্নকে জানাইবার নিমিত্ত দূত পাঠাইয়াছেন। শীঘ্রগামী দূতগণ পথে কোথাও বিশ্রাম না করিয়া মাত্র তিন দিনে মধুরায় উপস্থিত হইয়াছে। দূতমুখে এই সংবাদ শুনিয়াই—

প্রকৃতীস্তু সমানীয় কাঞ্চনঞ্চ পুরোধসম্।
তেষাং সর্বং যথাবৃত্তমব্রবীদ্ রঘুনন্দনঃ॥ ইত্যাদি।
৭।১০৮।৮,৯

—রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন প্রজাবর্গ ও কাঞ্চন-নামক পুরোহিতকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন এবং ভ্রাতৃগণের সহিত নিজের ভাবী দেহত্যাগের সঙ্কল্পও প্রকাশ করিলেন।

তারপর শত্রুঘ্ন তাঁহার দুই পুত্রের অভিষেক সম্পন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে দুই দেশে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

সুবাহুর্মধুরাং লেভে শত্রুঘাতী চ বৈদিশম্।
দ্বিধা কৃত্বা তু তাং সেনাং মাধুরীং পুত্রয়োর্দ্বয়োঃ।
ধনঞ্চ যুক্তং কৃত্বা বৈ স্থাপয়ামাস পার্থিবঃ॥ ৭।১০৮।১০

—পুত্রদ্বয়ের মধ্যে সুবাহু মধুরা এবং শত্রুঘাতী বিদিশার সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। তারপর নৃপতি শত্রুঘ্ন মধুরা-রাজ্যের সৈন্যগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুই পুত্রকে দিয়াছেন। বিভাগযোগ্য ধন-সম্পত্তিও ভাগ করিয়া তিনি পুত্রদ্বয়কে প্রদান করেন।

অবিলম্বে এইসকল ব্যবস্থা করিয়া শত্রুঘ্ন শুধু একখানি রথ লইয়া অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রস্থানোদ্যত রামের চরণে প্রণামপূর্বক শত্রুঘ্ন কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতেছেন—

কৃত্বাভিষেকং সুতয়োর্দ্বয়ো রাঘবনন্দন।
তবানুগমনে রাজন্ বিদ্ধি মাং কৃতনিশ্চয়ম্॥ ইত্যাদি।
৭।১০৮।১৪,১৫

—হে রঘুনন্দন, আমি পুত্রদ্বয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আসিয়াছি। রাজন্, আমিও আপনার অনুগমন করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি। হে বীর, আজ আমার ইচ্ছার প্রতিকূল কোনরূপ আদেশ করিবেন না। আমার ন্যায় সেবকের দ্বারা আপনার আদেশ যেন লঙ্ঘিত না হয়।

রাম অনুজের এই বীরোচিত সঙ্কল্পে সম্মতি দিয়াছেন। রামের সহিত মহাপ্রয়াণ করিয়া শত্রুঘ্ন আপন বৈষ্ণব তেজে বিলীন হইলেন।

শত্রুঘ্নের পত্নী শ্রুতকীর্তির সম্বন্ধে অথবা শত্রুঘ্নের দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। মথুরা যাত্রার পর হইতে ভরতের সাহচর্যও তিনি বেশী পান নাই। শুধু রামের আদেশ পালনের তৃপ্তিতে তিনি এই দুঃখও নীরবে সহ্য করিয়াছেন। সীতার পুত্রলাভের কথা তিনি কাহাকেও বলেন নাই। ইহাতে তাঁহার অসামান্য সংযম প্রকাশ পাইতেছে। বাল্মীকির আশ্রমে সূতিকাগারে তিনি সীতাকে দর্শন করিয়াছেন—রাম এই সংবাদে হয়তো বিরক্তি বোধ করিবেন, এইরূপ ভাবিয়াই সম্ভবতঃ তিনি এই ঘটনা গোপন রাখিয়াছেন। শত্রুঘ্ন বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, মিতভাষী, গুরুভক্ত ও বীরপুরুষ ছিলেন। ভরতের ছায়ারূপে থাকার ফলেই যেন তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু আমাদের মনে হইতেছে—শত্রুঘ্নের বীরত্ব ও ত্যাগশীলতা তাঁহার অগ্রজ সহোদরের অপেক্ষা কম নহে এবং তাঁহার পত্নী শ্রুতকীর্তির নীরব আত্মত্যাগও অনন্যসাধারণ।

[১] ১।১৮।১৬

[২] ২।৮৮।২৮

[৩] ২।৯৯।৪৭

[৪] ২।১০৭।১৯

[৫] ৭।২৫শ সর্গ
৭।৬১ তম সর্গ

[৬] ৭।৬৪।১৮

[৭] ৭।৯১।২৭ ; ৭।৯২।৫

সুমন্ত্র

মহারাজ দশরথের যে আটজন অমাত্য ছিলেন, সুমন্ত্র তাঁহাদের অন্যতম।

সুমন্ত্রশ্চাষ্টমোঽর্থবিৎ। ১।৭।৩

—অষ্টম অমাত্য সুমন্ত্র অর্থশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন।

সুমন্ত্রকে মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।[১] সুমন্ত্র ছিলেন সূতজাতীয়, মহারাজের রথচালক। পুরাণশাস্ত্রেও তিনি বিশেষ বিদ্বান্ ছিলেন।[২]

অঙ্গরাজ রোমপাদের যজ্ঞকথা প্রভৃতি এবং দশরথের পুত্রলাভের উপায়ের বিষয়ও তিনিই পৌরাণিক বৃত্তান্ত হইতে মহারাজকে শোনাইয়াছেন। রামায়ণে সুমন্ত্র অতি গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত। সুমন্ত্রের নামের সহিত মহর্ষি কতকগুলি বিশেষণ যোগ করিয়াছেন—

ততো নিত্যানুগস্তেষাং বিদিতাত্মা মহামতিঃ।
মৃদুর্দান্তশ্চ কান্তশ্চ রামে চ দৃঢ়ভক্তিমান্॥ ২।১০৩।২২

ইক্ষ্বাকুবংশের নিত্য অনুগত সুপরিচিত মহামতি কোমলপ্রকৃতি জিতেন্দ্রিয় সুদর্শন ও রামের প্রতি দৃঢ় ভক্তিমান্।

সুমন্ত্র অধিকাংশ সময়ই মহারাজ দশরথের সমীপে অবস্থান করিতেন। অন্তঃপুরেও তাঁহার গতিবিধি ছিল। তিনি সকলেরই পরম বিশ্বস্ত ও হিতকারী। রাজমহিষীগণও তাঁহার সহিত নিঃশঙ্ক ব্যবহার করিতেন।[৩]

দশরথের সর্বপ্রকার গুরুতর কর্তব্যে সুমন্ত্রই প্রধান সহায়। অযোধ্যার রাজপরিবারে গুরু বশিষ্ঠ ও অমাত্য সুমন্ত্রের স্থান যেন দশরথ অপেক্ষা খুব ন্যূন নহে। সুমন্ত্র মহারাজের অন্তরঙ্গ বন্ধুস্থানীয় প্রাচীন ব্যক্তি। সকলেই তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলেন।[৪]

রাম সুমন্ত্রকে পিতৃবৎ সম্মান করিতেন। সুমন্ত্র যে বিশেষ বিচক্ষণ ব্যক্তি, তাহা রাম ভালরূপেই জানিতেন। দশরথ একদা সুমন্ত্রকে রামের নিকট পাঠাইলে পর রাম সীতাকে বলিতেছেন—

সুমন্ত্রং প্রাহিণোদ্দূতমর্থকামকরং মম।
যাদৃশী পরিষত্তত্র তাদৃশো দূত আগতঃ॥ ২।১৬।১৮

—মহারাজ কার্যসম্পাদক সুমন্ত্রকে দূতরূপে পাঠাইয়াছেন। সেখানে যেরূপ ব্যক্তিগণ সকলে সমবেত হইয়াছেন, ঠিক সেইভাবের উপযুক্ত দূতই আসিয়াছেন।

অরণ্যযাত্রার নিমিত্ত কৈকেয়ী রামকে ত্বরা দিতেছেন, শোকাকুল দশরথ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। রাম পিতাকে সান্ত্বনা দিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে দশরথ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াই মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। উপস্থিত সকলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন।

রুদন্ সুমন্ত্রোঽপি জগাম মূর্চ্ছাম্। ২।৩৪।৬১

—কাঁদিতে কাঁদিতে সুমন্ত্রও মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ততো নির্ধূয় সহসা শিরো নিঃশ্বস্য চাসকৃৎ।
পাণিং পাণৌ বিনিষ্পিষ্য দন্তান্ কটকটায্য চ॥
লোচনে কোপসংরক্তে বর্ণং পূর্বোচিতং জহৎ।
কোপাভিভূতঃ সহসা সন্তাপমশুভং গতঃ॥ ইত্যাদি।

২।৩৫।১,২-৩৬

—অনন্তর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সুমন্ত্র অতি ক্রোধে পুনঃপুনঃ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি অস্থির হইয়া আপন মস্তক কম্পন ও হস্তের দ্বারা হস্ত পীড়নপূর্বক দাঁত কট্‌মট্ করিতেছিলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় স্বাভাবিক রূপ ত্যাগ করিয়া রক্তবর্ণ ধারণ করিল। তিনি অতিশয় তীব্র সন্তাপ ভোগ করিতেছিলেন। মহারাজ দশরথের অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিয়া সুমন্ত্র তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে কৈকেয়ীর মর্মস্থল বিদ্ধ করিতে করিতে বলিতেছেন—'দেবি, মহারাজ দশরথ তোমার স্বামী। তুমি তাঁহাকেও পরিত্যাগ করিতেছ। তোমার অকরণীয়

কিছুই নাই। আমি তোমাকে পতিঘাতিনী এবং শেষ পর্যন্ত বংশনাশিনী বলিয়া মনে করি।

তুমি ইন্দ্রতুল্য অপরাজেয়, সমুদ্রসদৃশ গম্ভীর ও পর্বতের ন্যায় স্থির মহারাজকে দুরাচারের দ্বারা সন্তপ্ত করিতেছ। নরপতির অবর্তমানে তাঁহার পুত্রগণ জ্যেষ্ঠক্রমে রাজ্যাধিকারী হইয়া থাকেন— ইহাই ইক্ষ্বাকুবংশে কুলপ্রথা। মহারাজ জীবিত থাকিতেই তুমি এই প্রথা লোপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তোমার পুত্র ভরত রাজা হউন। কিন্তু আমরা রামের সঙ্গেই গমন করিব। তোমার অধর্মের রাজ্যে কোন্ ব্রাহ্মণ বাস করিবেন। তোমার এই নীচকার্যে পৃথিবী সহসা বিদীর্ণ হইতেছে না দেখিয়া আমি বিস্ময় বোধ করিতেছি। ব্রহ্মর্ষিগণের অগ্নিতুল্য ধিক্কার-বাক্যরূপ দণ্ডে তুমি নিহত হইতেছ না—ইহাতেও বিস্মিত হইতেছি।

কুঠারের দ্বারা আম্রবৃক্ষ ছেদন করিয়া দুগ্ধসিঞ্চনে নিম্ববৃক্ষের পরিচর্যা করিলেও নিম্বের ফল মধুর হয় না। তুমি তোমার মাতার স্বভাব লাভ করিয়াছ বলিয়াই মনে করি। নিম্ব-ফল হইতে কিরূপে মধু ক্ষরিত হইবে?

তোমার মাতার দুরভিসন্ধির কথা আমার জানা আছে। কোন এক তপস্বী ব্রাহ্মণ তোমার পিতাকে একটি বর দিয়াছিলেন। সেই বরের প্রভাবে কেকয়রাজ সকল প্রাণীর ভাষা বুঝিতে পারিতেন। একদিন তিনি একটি পাখীর কথা শুনিয়া হাসিতে থাকিলে তোমার জননী মহারাজের হাস্যের কারণ জানিতে চাহিলেন। মহারাজ বলিলেন যে, হাস্যের কারণ বলিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইবে। তোমার জননী তাহাতেও নিরস্ত হইলেন না, কারণ জানিবার নিমিত্ত স্বামীকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তোমার পিতা বরদাতা ব্রাহ্মণের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে সকল ঘটনা জানাইলেন। তিনি মহারাজকে উপদেশ দিলেন যে, পত্নী যদি অভিমানে প্রাণত্যাগ করেন, তথাপি মহারাজ যেন সেই পক্ষিকথিত গূঢ় রহস্য

প্রকাশ না করেন। ব্রাহ্মণের উপদেশে মহারাজের গ্লানি দূর হইল। অগত্যা তিনি তোমার জননীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

তুমি তোমার মাতার ন্যায় পাপিষ্ঠা। তুমি দুর্জনগণের আচরিত রীতি অবলম্বন করিয়া স্বামীকে সন্তপ্ত করিতেছ। পুত্রগণ পিতার ও কন্যাগণ মাতার স্বভাব প্রাপ্ত হয়— এই লোকপ্রবাদ সত্য বলিয়া মনে হইতেছে।

আমার অনুরোধ— তুমি মাতার মত হইবে না, পাপবুদ্ধি ব্যক্তিগণের প্ররোচনায় সর্বনাশ করিও না। তুমি এই দুরাগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া স্বামীকে রক্ষা কর, আমাদেরও আশ্রয় হও। দেবি, নিষ্পাপ দশরথ হইতে শুধু দুইটি বর কেন, তুমি বহু বাঞ্ছিত বস্তু পাইবে। রাম তোমাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তাঁহারই অভিষেক হওয়া উচিত। বিশেষতঃ রাম সর্বগুণসম্পন্ন, তুমি তাঁহাকে অভিষিক্ত কর। তিনি অরণ্যে গমন করিলে সংসারে তুমি অতিশয় কলঙ্কিতা হইবে। অযোধ্যার রাজাসনে রাম ভিন্ন অন্য কেহ বসিলে তোমার পক্ষে শুভ হইবে না। রাম অভিষিক্ত হইলে মহারাজ কুলপ্রথা স্মরণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন এবং ভরত যুবরাজ হইবেন।'

দশরথের বিশেষ অন্তরঙ্গ এবং রাজপরিবারের একান্ত সুহৃদ্ ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি সকলের বিশেষতঃ মহারাজের সাক্ষাতে রাজমহিষীকে এইভাবে বলিতে পারিতেন না। এই উক্তি হইতেও বোঝা যাইতেছে— সুমন্ত্র রাজপরিবার হইতে অভিন্ন এবং বিশেষ সম্মানিত পুরুষ।

দশরথের নির্দেশে শোকার্ত সুমন্ত্র রথ চালনা করিয়া রামকে অরণ্যে লইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা প্রথম রাত্রি তমসাতীরে এবং দ্বিতীয় রাত্রি শৃঙ্গবেরপুরে যাপন করিয়াছেন। তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে গঙ্গা পার হইবার সময় রাম সুমন্ত্রকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে বলিলে সুমন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। রাম মধুর স্বরে তাঁহাকে কহিতেছেন—

ইক্ষ্বাকূণাং ত্বয়া তুল্যং সুহৃদং নোপলক্ষয়ে।
যথা দশরথো রাজা মাং ন শোচেত্তথা কুরু ॥ ২।৫২।২২

—তোমার তুল্য ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের সুহৃদ্ আর কাহাকেও দেখিতেছি না। রাজা দশরথ যাহাতে আমার জন্য শোক না করেন, তাহা করিবে।

কাহাকে কি বলিতে হইবে— তাহাও সুমন্ত্রকে বলিয়া দিয়া রাম তাঁহাকে বিদায় দিতেছেন। বিদায়গ্রহণের সময় সুমন্ত্র অশ্রুপূর্ণলোচনে রামকে বলিতেছেন—

যদহং নোপচারেণ ব্রূয়াং স্নেহাদবিক্লবম্।
ভক্তিমানিতি তত্তাবদ্ বাক্যং ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ইত্যাদি
২।৫২।৩৮-৫৮

—আমি স্নেহবশতঃ প্রভু-ভৃত্যভাবের রীতি পরিত্যাগ-পূর্বক আপনাকে যাহা বলিতেছি, তাহাতে আমাকে আপনার প্রতি ভক্তিমান্ জানিয়া ক্ষমা করিবেন। তাত, আপনার বিয়োগে অযোধ্যানগরী পুত্রশোকাতুরা জননীর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি সেই শোকাকুল অযোধ্যায় শূন্যরথে কিরূপে প্রবেশ করিব ? আমি আপনাকে ছাড়িয়া কিছুতেই অযোধ্যায় যাইতে পারিব না। কৌশল্যা-দেবীকে আমি কি বলিব ? আমাকে আপনার অনুগমনে আদেশ দিন। আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ না করিলে আমি রথ সহ অগ্নিতে প্রবেশ করিব। আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি আপনার সহচর হইতে ইচ্ছা করি। বনবাসের সময় অতীত হইলে এই রথে করিয়াই আপনাকে লইয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিব। হে ভৃত্যবৎসল, আপনি আমার প্রভুপুত্র। আমি আপনার ভক্ত ও ভৃত্য। আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না।

রাম নানা যুক্তি দেখাইয়া পুনঃপুনঃ সুমন্ত্রকে সান্ত্বনা দিয়াছেন। অগত্যা সুমন্ত্র নিরস্ত হইতে বাধ্য হইলেন।

গতস্তু গঙ্গাপরপারমাশু

রামং সুমন্ত্রঃ সততং নিরীক্ষ্য।
অধ্বপ্রকর্ষাদ্ বিনিবৃত্তদৃষ্টি—
র্মুমোচ বাষ্পং ব্যথিতস্তপস্বী ॥ ২।৫২।১০০

—রাম গঙ্গার পরপারে দ্রুত গমন করিতে থাকিলেও সুমন্ত্র একদৃষ্টে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। পথের দূরত্বের জন্য যখন আর রামকে দেখিতে পাইলেন না, তখন নিরুপায় হইয়া ব্যথিতচিত্তে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

গুহের সহিত সুমন্ত্রও শৃঙ্গবেরপুরে গিয়াছেন এবং সেইখানেই অবস্থান করিতেছেন। রামের অরণ্যযাত্রার তৃতীয় দিন, চতুর্থ দিন ও পঞ্চম দিনের অপরাহ্ণ পর্যন্ত তিনি গুহের কাছেই ছিলেন। সুমন্ত্রের আশা ছিল—হয় তো রাম তাঁহাকে পুনরায় আহ্বান করিবেন।[৫]

গুহ তাঁহার প্রেরিত লোকের মুখে রামের ভরদ্বাজাশ্রমে গমন, সেখানে আতিথ্যসৎকার-লাভ ও চিত্রকূটে গমন প্রভৃতি সকল সংবাদ জানিয়াছেন। তাহাতে সুমন্ত্র বুঝিলেন যে, তাঁহার আশা পূর্ণ হইবার নহে। রামের বনগমনের পঞ্চম দিনে অপরাহ্ণ সময়ে—

অনুজ্ঞাতঃ সুমন্ত্রোঽথ যোজয়িত্বা হয়োত্তমান্।
অযোধ্যামেব নগরীং প্রযযৌ গাঢ়দুর্মনাঃ ॥ ইত্যাদি।
২।৫৭।৩-৫

—সুমন্ত্র অতিশয় ব্যথিতচিত্তে গুহের নিকট হইতে বিদায় লইয়া উৎকৃষ্ট অশ্বগণকে রথে যোজনা করিয়া অযোধ্যানগরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে সুগন্ধি বন, নদী, গ্রাম ও নগরসমূহ দেখিতে দেখিতে তিনি দ্রুতগতিতে চলিতেছিলেন। পরদিন সন্ধ্যাকালে সুমন্ত্র নিস্তব্ধ নিরানন্দ অযোধ্যায় প্রবেশ করেন। শোকসন্তপ্ত অযোধ্যাবাসী পুরুষ ও মহিলাদের অবস্থা দেখিয়া সুমন্ত্র সমধিক ব্যথিত হইয়াছেন।

স রাজমার্গমধ্যেন সুমন্ত্রঃ পিহিতাননঃ।
যত্র রাজা দশরথস্তদেবোপযযৌ গৃহম্ ॥ ২।৫৭।১৬

—রাজপথে সুমন্ত্র মুখ ঢাকিয়া রাজা দশরথের ভবনের দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি—

প্রদীপ্ত ইব শোকেন বিবেশ সহসা গৃহম্। ২।৫৭।২৩

—যেন শোকে দহ্যমান হইয়া সহসা দশরথের ভবনে প্রবেশ করিলেন।

সুমন্ত্র দশরথকে অভিবাদনপূর্বক রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার কথিত বাক্যগুলি যথাযথরূপে মহারাজের নিকট নিবেদন করিয়াছেন। তখন সুমন্ত্রের দেহ ধূলিধূসরিত, নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ এবং মুখমণ্ডল দীনভাবাপন্ন।[৬]

মহারাজ রামের সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতেছিলেন, আর—

উবাচ বাচা রাজানং স বাষ্পপরিবদ্ধয়া। ২।৫৮।১৩

—সুমন্ত্র বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে মহারাজকে বলিতেছিলেন।

রামের করুণ উক্তিগুলির পুনরাবৃত্তির সময় সুমন্ত্র একান্তই অভিভূত হইয়া পড়েন। কৌশল্যা এবং সুমিত্রা তখন মহারাজের সমীপে উপস্থিত ছিলেন। কৌশল্যার বিলাপ শুনিয়া—

বাষ্পবেগোপহতয়া স বাচা সজ্জমানয়া।
ইদমাশ্বাসয়ন্ দেবীং সূতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ॥ ইত্যাদি।
২।৬৯।৪-৭

—সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে রামবিষয়ক কথায় আশ্বাস প্রদানপূর্বক বলিলেন—দেবি, আপনি শোক, মোহ ও দুঃখজনিত অস্বস্তি ত্যাগ করুন। রাম হৃষ্টচিত্তে অরণ্যে বাস করিতেছেন। জিতেন্দ্রিয় ধার্মিক লক্ষ্মণের সেবা ও সীতার মধুর ব্যবহারে রামের সকল সন্তাপই দূর হইবে।

ইদং হি চরিতং লোকে প্রতিষ্ঠাস্যতি শাশ্বতম্। ২।৬০।২১

—রামের এই আচরণের কথা চিরকাল জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

দশরথের শ্মশানভূমিতে পড়িয়া ভরত ও শত্রুঘ্ন সুকরুণ বিলাপ করিতে থাকিলে সর্বজ্ঞ বশিষ্ঠ ভরতকে উঠাইয়া নানাবিধ সময়োচিত উপদেশ দিতেছেন।

সুমন্ত্রশ্চাপি শত্রুঘ্নমুত্থাপ্যাভিপ্রসাদ্য চ।
শ্রাবয়ামাস তত্ত্বজ্ঞঃ সর্বভূতভবাভবৌ॥ ২।৭৭।২৪

—আর তত্ত্বজ্ঞানী সুমন্ত্র শত্রুঘ্নকে উঠাইয়া সান্ত্বনা প্রদানপূর্বক সকল প্রাণীর উৎপত্তি ও বিনাশের তত্ত্ব শোনাইতে লাগিলেন।

সুমন্ত্র ভরতের সহিত চিত্রকূটে গিয়াছিলেন। ভরতের ন্যায় তিনিও রামকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছেন।[৭]

দশরথের উদ্দেশে পিণ্ডদানের সময়ও সুমন্ত্র রামাদির সঙ্গী হইয়াছেন।

সুমন্ত্রস্তৈর্নৃপসুতৈঃ সার্ধমাশ্বাস্য রাঘবম্।
অবতারয়দালম্ব্য নদীং মন্দাকিনীং শিবাম্॥ ২।১০৩।২৩

— (মহামতি কোমলপ্রকৃতি) সুমন্ত্র রাজকুমারগণের সহিত রামকে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহাদের হস্ত ধারণপূর্বক পুণ্যসলিলা মন্দাকিনীনদীতে অবতরণ করাইলেন।

চিত্রকূট হইতে প্রত্যাবর্তনের পর দীর্ঘকাল সুমন্ত্রের কোন কথা-বার্তা শোনা যায় না। সম্ভবতঃ তিনিও গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়া সন্ন্যাসিবেশী ভরতের মন্ত্রিত্ব করিয়াছেন। রামের রাজ্যাভিষেকের পর তিনি রামেরও মন্ত্রিপদে বৃত হইয়াছিলেন।

রাম সুমন্ত্রাধিষ্ঠিত রথেই সীতাকে নির্বাসন দিয়াছিলেন। সীতাকে নির্বাসন দিয়া ফিরিবার পথে দুঃখসন্তপ্ত লক্ষ্মণ রাম ও সীতার দুঃখের কথা বলিতে থাকিলে সুমন্ত্র লক্ষ্মণকে প্রবোধ দিয়া কহিয়াছেন— 'হে সৌমিত্রে, তুমি মৈথিলীর জন্য সন্তাপ করিও না। পুরাকালে ব্রাহ্মণগণ তোমার পিতার সমীপে রামের জীবনের ঘটনাবলী বলিয়াছিলেন। এই পত্নীনির্বাসন তাঁহার বিধিলিপি। মহাবাহু রাম কখনও সুখ ভোগ করিতে পারিবেন না। তিনি প্রবল কালের বশীভূত হইয়া তোমাদের সকলকেই অবিলম্বে পরিত্যাগ করিবেন। মহারাজ দশরথ তোমাদের জীবনের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী জানিবার অভিপ্রায়ে মহামুনি দুর্বাসাকে জিজ্ঞাসা করিলে পর দুর্বাসা মহারাজকে

যাহা বলিয়াছিলেন—তাহা ভরত, শত্রুঘ্ন বা তোমাকে জানাইতে মহারাজ নিষেধ করিয়াছেন। শুধু বশিষ্ঠ ও আমি এই বৃত্তান্ত অবগত আছি। আমরাও তখন দুর্বাসার সমীপে উপস্থিত ছিলাম।'[৮]

সুমন্ত্র মহারাজ দশরথের কিরূপ অন্তরঙ্গ ছিলেন, তাহা এইসকল ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায়।

সম্ভবতঃ রামের সহিত সুমন্ত্রও মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। তিনি দশরথের সমবয়স্ক। অতএব তখন তাঁহার বয়স একশত ত্রিশ বৎসরের কম নহে। রামায়ণের সুমন্ত্র ও মহাভারতের সঞ্জয়ের মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

---

[১] ১।৮।৪

[২] ১।৯।১

[৩] ২।৩৩।২৮-৩০ ; ২।৩৪।১১ ; ২।১৪।৩২

[৪] ১।৬৯।১ ; ২।১৬।৪,৭

[৫] ২।৫৯।৩

[৬] ২।৫৮।৪

[৭] ২।৯৯।৩,৪১

[৮] ৭।৫০শ সর্গ

বানর-সভ্যতা

বানরগণের জীবনী সংকলনের পূর্বে তৎকালীন বানরসভ্যতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বানরগোষ্ঠী সাধারণতঃ পর্বতে ও পর্বতগুহায় বাস করিতেন। হিমালয়, মহেন্দ্র, বিন্ধ্য, কৈলাস, মন্দর ও দাক্ষিণাত্যের পর্বতসমূহ ছিল বানরগণের বসভূমি।[১]

মধু ও ফলমূলই তাঁহাদের প্রধান খাদ্য ছিল। ধান্যের কথাও পাওয়া যায়, কিন্তু মাছ-মাংসভোজনের কোন দৃশ্য দেখা যায় না। স্থাপত্য-বিদ্যা ও সৌন্দর্যবোধে বানরগণ বিশেষ উন্নত ছিলেন।

কিষ্কিন্ধার (মহীশূরের উত্তরে বেলারি জেলায়) গিরিগুহা বালীর রাজধানী। সেই গুহা ছিল রত্নময় ও পুষ্পিত কাননে সুসজ্জিত। গুহাটি চন্দন, অগুরু ও পদ্মগন্ধে সুবাসিত। রাজধানীর পথগুলি মৈরেয়-নামক মদ্যের এবং বিশেষ একপ্রকার মধুর গন্ধে আমোদিত। রাজধানীটি প্রকাণ্ড প্রাসাদসমূহে পরিপূর্ণ। শীতল ছায়াযুক্ত, দিব্যমাল্যশোভিত, তপ্তকাঞ্চননির্মিত তোরণ-সমন্বিত রমণীয় রাজপ্রাসাদটির দৃশ্য অতি মনোহর। যান ও আসনে সমাবৃত সাতটি কক্ষ (মহল) অতিক্রম করিলে অন্তঃপুর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অন্তঃপুরে সুবর্ণ ও রজতনির্মিত মহামূল্য পালঙ্ক ও আসনসমূহ রহিয়াছে। রমণীগণ উত্তম মাল্যাভরণে ও বহুমূল্য অলঙ্কারসমূহে সুশোভিতা।[২]

সমগ্র কিষ্কিন্ধানগরীটি হৃষ্টপুষ্ট জনগণে পরিপূর্ণ ও ধ্বজপতাকাদির দ্বারা সুসজ্জিত।[৩]

ব্যাকরণ, বেদ-বেদান্ত, রাজধর্ম, কামশাস্ত্র, অর্থনীতি, আয়ুর্বেদ

প্রভৃতি শাস্ত্রে বানরগণ সুপণ্ডিত। বালী, সুগ্রীব, অঙ্গদ, জাম্ববান্, হনুমান্, সুষেণ, নীল প্রমুখ বানরগণের পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতা রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে।

যুদ্ধবিদ্যায়ও তাঁহারা উন্নতই ছিলেন। বানরগণ গাছ-পাথর প্রভৃতির দ্বারা যুদ্ধ করিতেন, ধনুর্বাণ প্রভৃতির ব্যবহার জানিতেন না। সম্ভবতঃ মুষ্টিযুদ্ধ ও মল্লযুদ্ধেই তাঁহাদের সমধিক কৃতিত্ব ছিল।

সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত হইলেও বানরগোষ্ঠীর পৃথক্ একটি ভাষাও ছিল। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে সেই ভাষায়ই কথা বলিতেন। একস্থানে দেখা যায় যে, দধিমুখ-নামক বানর যখন সুগ্রীবের সহিত কথা বলিতেছিলেন, তখন সমীপস্থ লক্ষ্মণ দধিমুখের ভাষা বুঝিতে পারেন নাই।[৪]

বানরগণের গাত্রবর্ণ নানাপ্রকার। কেহ নীল, কেহ কৃষ্ণ, কেহ তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, কেহ সিংহকেশরবর্ণ, কেহ বা লালবর্ণ।[৫]

ইঁহাদের গোষ্ঠীতে ঋক্ষগণও (ভল্লুক) আছেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা অধিকতর রোমশ বলিয়াই ঋক্ষ-নামে অভিহিত হইতেন।

বানরগণ সকলই বলবান্, কাহাকেও দুর্বল দেখা যায় না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইচ্ছামত আকৃতির পরিবর্তন করিতে পারিতেন। তাঁহাদের পারিধানে বস্ত্র দেখিতে পাই। জুতার ব্যবহারও ছিল।[৬]

অভিষেকাদি শাস্ত্রীয় কৃত্য সম্পন্ন করিয়া বানরপতি সুগ্রীব সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। বেদমন্ত্রের দ্বারা আহুতি প্রভৃতি ক্রিয়াও প্রচলিত ছিল।

ব্রাহ্মণভোজন ও দানদক্ষিণার কথাও পাওয়া যায়। সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেকের বর্ণনা রামের রাজ্যাভিষেকেরই অনুরূপ। ছত্র, চামর প্রভৃতির কথাও রহিয়াছে।[৭]

বানরগণের লাঙ্গুলের যে বর্ণনা দেখা যায়— তাহা তাঁহাদের পোশাকবিশেষ, দেহের অবয়ব নহে। বলা হইয়াছে—

কপীনাং কিল লাঙ্গুলমিষ্টং ভবতি ভূষণম্‌। ৫।৫৩।৩

—লাঙ্গুল 'আবিদ্ধ' এইরূপ কথাও পাওয়া যায়।[৮] আবিদ্ধ শব্দের অর্থ সংযোজিতও হইতে পারে, আবার আস্ফালিতও হইতে পারে। সংযোজিত অর্থ গ্রহণ করিলে ইহাকে কৃত্রিম পোশাক বলা চলে।

অন্যত্র দেখা যায়— রাবণ হনুমানের সম্বন্ধে বলিতেছেন—'ইহার লাঙ্গুল দগ্ধ হইলে সুহৃদ্‌বর্গ ইহার 'অঙ্গবৈরূপ্য' দেখিতে পাইবে'।[৯]

একটি বর্ণনা হইতে জানা যাইবে যে, বানরের যথার্থ লাঙ্গুল ছিল না। রামের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ লইয়া হনুমান্‌ নন্দিগ্রামে ভরতের সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। হনুমানের মুখে প্রিয় সংবাদ শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল ভরত হনুমান্‌কে বহুবিধ উপঢৌকন দিলেন। তাহার মধ্যে উত্তম আচারবতী অপরূপ সুন্দরী ষোলটি কন্যাও হনুমান্‌কে ভার্যারূপে উপহার দেওয়া হইয়াছে।[১০] হনুমান্‌ মানুষ না হইলে ভরত এই উপহার দিতেন না, কন্যাগণও সম্মত হইতেন না এবং হনুমান্‌ও গ্রহণ করিতেন না। অতএব বানরগণের লেজ তাঁহাদের গোষ্ঠীর পোশাকরূপেই সংযোজিত হইত, তাহা দেহাবয়ব নহে।

তাঁহারা যদি যথার্থই বানর হইতেন, তবে ভ্রাতৃভার্যা-সম্ভোগের জন্য রাম বালীকে অপরাধী বলিতে পারিতেন না। পশুদের আবার এইসকল বিষয়ে নৈতিক বিচার কোথায়? মতঙ্গ-মুনিই বা বালীকে অভিশাপ দিবেন কেন?

বালীর শবদেহকে দিব্য ভদ্রাসনযুক্ত শিবিকায় স্থাপন করিয়া শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। গিরিনদীর পুলিনে চিতা সজ্জিত করিয়া অঙ্গদ ঘৃত মাল্য ও বস্ত্রাদি দ্বারা শবদেহকে সুসজ্জিত করিয়া চিতায় আরোহণ করাইলেন। বিধিপূর্বক অগ্নিদান করিয়া অঙ্গদ চিতা পরিক্রমণ করিয়াছেন। যথাবিধি দাহ সমাপনান্তে অঙ্গদাদি বানরগণ নদীজলে প্রেততর্পণ সম্পন্ন করেন।[১১]

আভিজাত মনুষ্যসমাজ ব্যতীত এইপ্রকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রচলন নাই। ইহাও বানরগোষ্ঠীর সভ্যতার অন্যতম নিদর্শন।

সভ্যতার এইসকল নিদর্শনের বর্ণনা করিয়াও বাল্মীকি ঋক্ষ, গোলাঙ্গুল, কপি, হরি প্রভৃতি শব্দে বানরগোষ্ঠীকে বিশেষিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের গতিবিধি প্রভৃতিরও অনেক অস্বাভাবিক বর্ণনা করিয়া আমাদের কৌতুক উদ্দীপন করিয়াছেন। সম্ভবতঃ সেই গোষ্ঠীর অনেক আচার এবং আকৃতি-প্রকৃতি সর্বাংশে তৎকালীন সুসভ্য মনুষ্যসমাজের অনুরূপ ছিল না। এইজন্যই রামায়ণ-মহাকাব্যে তাঁহাদের বর্ণনায় হাস্য ও অদ্ভুতরসের এরূপ প্রাধান্য। মহাকাব্যকে সর্বসাধারণের চিত্তাকর্ষক করিবার উপায়রূপেও সেইসকল বর্ণনা অসম্ভব নহে।

ভগবান্ বিষ্ণু মহারাজ দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করার পর ব্রহ্মা দেবতাগণকে বলিলেন—'বিষ্ণু আমাদের সকলেরই হিতকারী সত্যসংকল্প মহাবীর। তোমরা তাঁহার সাহায্যের নিমিত্ত মহাবলশালী সহায়কগণের পিতৃত্ব স্বীকার করিবে। সহায়কেরা যেন মায়াবী, বীর, বায়ুসম বেগবান্, নীতিবিৎ, উপায়জ্ঞ, বুদ্ধিমান্ ও দিব্যদেহবিশিষ্ট হয়। বানররূপ ধারণপূর্বক সম্প্রতি তোমরা অপ্সরা, গন্ধর্বী, পন্নগী, ভল্লুকী, বিদ্যাধরী, কিন্নরী ও বানরীতে স্বতুল্য পরাক্রমশালী পুত্রসমূহ উৎপাদন করিবে।'[১২]

ব্রহ্মার নির্দেশে দেবগণ বানরকুলের সৃষ্টি করেন। এই বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, রামায়ণের বানরগণ দেবযোনি ছিলেন।

---

[১] ৪।৩৭।২

[২] ৪।৩৩।৪-২৪

[৩] ৪।২৬।৪১

[৪] ৫।৬৩।১৪

[৫] ৪।৩৭শ সর্গ

[৬] ৪।২৬।২৭

[৭] ৪।২৬শ সর্গ

[৮] ৫।১।৩৪,৬১; ৪।৬৭।৪

[৯] ৫।৫৩।৪

[১০] ৬।১২৫।৪৪,৪৫

[১১] ৪।২৫ শ সর্গ

[১২] ১।১৭।১-৮

বালি (বালী)

বালী ও সুগ্রীবের অপ্রাকৃত জন্মবিবরণ উত্তরকাণ্ডের একটি প্রক্ষিপ্ত সর্গে পরিলক্ষিত হয়। এই বিবরণটি দেবর্ষি নারদ মহর্ষি অগস্ত্যকে বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মার ভূপতিত অশ্রুবিন্দু হইতে এক দিব্যদেহ বানরের উৎপত্তি হইল। তাঁহার নাম ঋক্ষরজা। একদা উত্তরমেরুতে পিপাসার্ত ঋক্ষরজা একটি নির্মল সরোবর দেখিতে পাইয়া জলপানের উদ্দেশ্যে তাহাতে অবতরণ করিয়াছেন। জলমধ্যে আপনার ছায়াকেই তিনি ভ্রান্তিবশতঃ প্রতিপক্ষ অপর বানর মনে করিয়া তাঁহাকে ধরিবার উদ্দেশ্যে জলে ঝাঁপ দিয়াছেন। পরে নিজের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া সরোবরের তীরে উঠিয়াই দেখিলেন যে, তাঁহার দেহ নারীদেহে পরিবর্তিত হইয়াছে। অপরূপ সৌন্দর্যে ঋক্ষরজা পুরুষমাত্রেরই মনোহারিণী হইয়া উঠিয়াছেন। সেইসময় দেবরাজ ইন্দ্র ও সূর্যদেব তাঁহাকে দেখিবামাত্র বিচলিত হইয়া পড়েন। সেই রমণীকে স্পর্শ করিবার পূর্বেই রমণীর মস্তকে ইন্দ্রের তেজ পতিত হইল।

বালেষু পতিতং বীজং বালী নাম বভূব সঃ।

৭।৩৭শ সর্গের পর।

—বালে (কেশে) পতিত ইন্দ্রের বীজ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় শিশুটির নাম হইল—'বালী'।

গ্রীবায়াং পতিতং বীজং সুগ্রীবঃ সমজায়ত।

—গ্রীবাদেশে নিক্ষিপ্ত বীজ হইতে সূর্যপুত্রের জন্ম হওয়ায় শিশুটির নাম হইল 'সুগ্রীব'।

পরদিন প্রাতঃকালেই ঋক্ষরজা পুনরায় পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ব্রহ্মার নির্দেশে পুত্রদ্বয়কে লইয়া তিনি কিষ্কিন্ধায় চলিয়া গেলেন এবং সেখানেই রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিলেন। অঙ্গদ কহিতেছেন—

বভূবর্ক্ষরজা নাম বানরেন্দ্রঃ প্রতাপবান্।
মমার্যঃ·································॥ ৪।৫৭।৫

—ঋক্ষরজা নামে এক প্রতাপবান্ বানররাজ ছিলেন। তিনিই আমার পিতামহ।

বানরেন্দ্রং মহেন্দ্রাভমিন্দ্রো বালিনমাত্মজম্। ১।১৭।১০

—দেবরাজ ইন্দ্র স্বতুল্য বানরশ্রেষ্ঠ বালীর জন্ম দিয়াছেন।

বালীর আকৃতির বর্ণনাও রামায়ণে পাওয়া যায়।

তত্র হেমগিরিপ্রখ্যং তরুণার্কনিভাননম্॥ ৭।৩৪।১২
বালী স কনকপ্রভঃ। ৪।১৫।৩
শক্রদত্তা বরা মালা কাঞ্চনী রত্নভূষিতা। ৪।১৭।৫
······বালিনং হেমমালিনম্।
ব্যূঢোরস্কং মহাবাহুং দীপ্তাস্যং হরিলোচনম্॥ ৪।১৭।১১
······বালী দংষ্ট্রাকরালবান্। ৪।২২।৩০

—বালীর দেহের বর্ণ সোনার মত এবং দেহ অতি বিশাল। তাঁহার মুখ প্রাতঃকালীন সূর্যের ন্যায় অরুণবর্ণ ও দীপ্তিমান্ এবং নেত্র দুইটি পিঙ্গলবর্ণ। তাঁহার বাহু দীর্ঘ এবং বক্ষঃস্থল অতি বিস্তৃত। তাঁহার কণ্ঠে ইন্দ্রপ্রদত্ত রত্নভূষিত সুবর্ণমালা বিরাজিত। বালীর দাঁতগুলি অতি তীক্ষ্ণ ও ভীষণ।

বানরবৈদ্য সুষেণের কন্যা তারা হইতেছেন বালীর পত্নী এবং অঙ্গদই তাঁহাদের একমাত্র সন্তান। বালীর আরও অনেক ভার্যা ছিলেন।[১] বানরগোষ্ঠীতে বালীই ছিলেন একচ্ছত্র সম্রাট্। তাঁহার রাজধানী কিষ্কিন্ধার গিরিগুহায় অবস্থিত। তাঁহাদের সমাজে আর কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহেন। বালীর অসাধারণ বীরত্বের কথা সুগ্রীবের মুখে শোনা যায়। সুগ্রীব রামকে কহিতেছেন—

সমুদ্রাৎ পশ্চিমাৎ পূর্বং দক্ষিণাদপি চোত্তরম্।
ক্রামত্যনুদিতে সূর্যে বালী ব্যপগতক্লমঃ ॥

ইত্যাদি। ৪।১১।৪-৬৮

—বালী অতিশয় বলবান্, কোন কার্যেই তাঁহার পরিশ্রম বোধ হয় না। সূর্য উদিত হইতে না হইতেই প্রত্যহ তিনি অক্লেশে পশ্চিমসাগর হইতে পূর্বসাগর ও দক্ষিণসাগর হইতে উত্তরসাগর পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। তিনি পর্বতশিখরে আরোহণপূর্বক প্রকাণ্ড শিখরসমূহ উৎপাটন করিয়া ঊর্ধ্বে নিক্ষেপণের পর পুনরায় আপনার হস্তে গ্রহণ করিতে পারেন। নিজের শক্তি প্রচারের নিমিত্ত তিনি বনমধ্যে সুদৃঢ় ও বৃহৎ নানাজাতীয় বৃক্ষসকল বলপূর্বক ভগ্ন করিয়া থাকেন।

দুন্দুভিনামক এক মহিষাকৃতি অতিকায় অসুর সহস্র মত্ত হস্তীর বল ধারণ করিত। বলদর্পে দর্পিত সেই অসুর পৃথিবীতে অনেককেই যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছে, কিন্তু কেহই তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস করেন নাই। পরিশেষে সে কিষ্কিন্ধানগরীর দ্বার অবরোধ করিয়া ভীষণ গর্জন করিতেছিল। মদ্যপানে উত্তেজিত বালী দুন্দুভির শৃঙ্গদ্বয়ে ধরিয়া তাহাকে আঘাত করিতে লাগিলেন। উভয়ের মধ্যে ভীষণ মল্লযুদ্ধ চলিতেছিল। বালী দুন্দুভিকে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিতে করিতে হত্যা করিয়াছেন। তারপর দুন্দুভির দেহকে তিনি একযোজন দূরে ঋষ্যমূক-পর্বতে নিক্ষেপ করেন। অতিশয় বেগে নিক্ষিপ্ত দুন্দুভির মুখ হইতে নির্গত রক্তবিন্দু বায়ুসঞ্চালিত হইয়া মতঙ্গমুনির আশ্রমে পতিত হয়। দুন্দুভির দেহও সেই আশ্রমেই পতিত হইয়াছিল। মুনি নিজের আশ্রমকে এইভাবে দূষিত হইতে দেখিয়া অভিসম্পাত দিলেন, যে-ব্যক্তি তাঁহার আশ্রমকে দূষিত করিয়াছে, সে কখনও আর সেই প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারিবে না। প্রবেশ করিলেই তাহার মৃত্যু হইবে।

বালী বানরদের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া ঋষ্যমূক-পর্বতে মুনির আশ্রমে যাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে শাপমোচনের প্রার্থনা করিলেও মুনি

তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সেই সময় হইতে শাপভীত বালী আর ঋষ্যমূক-পর্বতে প্রবেশ করেন না।

সাতটি সুবৃহৎ শালবৃক্ষ দেখাইয়া সুগ্রীব রামকে বলিয়াছেন যে, বালী ঝাঁকার দিয়া এই সাতটি বৃক্ষকেই একসঙ্গে নিষ্পত্র করিতে পারেন।

বলদর্পে দর্পিত রাবণ একদা স্বর্গ,মর্ত্য ও পাতাল জয় করিতে চাহিয়াছিলেন। অনেককেই তিনি যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছেন। বালীর শক্তিমত্তার কথা শুনিয়া রাবণ কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বালীর অমাত্যগণ হইতে রাবণ শুনিতে পাইলেন যে, বালী তখন দক্ষিণসাগরে গিয়াছেন, মুহূর্তকাল মধ্যেই ফিরিয়া আসিবেন। রাবণ প্রতীক্ষা না করিয়াই পুষ্পকারোহণে দক্ষিণসাগরে গমন করিলেন। পশ্চাৎ দিক্ হইতে বালীকে ধরিবার উদ্দেশ্যে রাবণ নিঃশব্দপদে বালীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলেও বালীর দৃষ্টিকে এড়াইতে পারেন নাই। বালী রাবণের দুষ্ট অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াও উদ্বিগ্ন হন নাই। তিনি নিশ্চিন্তমনে বেদমন্ত্র জপ করিতেছেন। মৃদু পদধ্বনি শুনিয়া তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, রাবণকে এবার হাত দিয়া ধরা যাইবে, তখন মুখ না ফিরাইয়াই রাবণকে ধরিয়া কক্ষে (বগলে) স্থাপনপূর্বক আকাশমার্গে উল্লম্ফন করিলেন। পরে রাবণকে সেইভাবে রাখিয়াই অপর তিনটি সাগরে স্নানাহ্নিক সমাপ্ত করিয়া বালী কিষ্কিন্ধায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। রাবণকে মুক্তি দিয়া বারবার উপহাসপূর্বক বালী জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, রাবণ কোথা হইতে আসিয়াছেন।

লজ্জিত রাবণ বালীর স্তবস্তুতি করিয়া তাঁহার সখ্য কামনা করেন। অগ্নিসমীপে বালী ও রাবণের সখ্য স্থাপিত হইল।[২] বালী মহাবলবান্ গোলভ-গন্ধর্বের সহিত দীর্ঘকাল দিবারাত্রি যুদ্ধ করিয়াছেন।

ততঃ ষোড়শমে বর্ষে গোলভো বিনিপাতিতঃ ।৪।২২।৩০

—তারপর ষোড়শ বর্ষে গোলভ নিহত হইয়াছেন।

কিষ্কিন্ধাধিপতি বালী তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীবকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। সুগ্রীবও তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। পরে উভয়ের মধ্যে প্রবল শত্রুতা ঘটিয়াছিল। শত্রুতার কারণটি বর্ণিত হইতেছে—দুন্দুভিনামক অসুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মায়াবিনামক (অন্যত্র দেখা যায় যে, মায়াবী ও দুন্দুভি ময়দানবের পুত্র, মন্দোদরীর ভ্রাতা—৭।১২।১৩) অসুরের সহিত বালীর নারীনিমিত্তক শত্রুতার সৃষ্টি হয়। একদা নিস্তব্ধ রাত্রিকালে মায়াবী কিষ্কিন্ধাদ্বারে উপস্থিত হইয়া গর্জন করিতে থাকে ও বালীকে যুদ্ধের আহ্বান জানায়। বালী কাহারও নিষেধ না শুনিয়া তখনই ক্রোধভরে নির্গত হইলেন। সুগ্রীবও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুসরণ করিয়াছেন। মায়াবী দূর হইতে বালী ও সুগ্রীবকে দেখিয়াই ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। চন্দ্রালোকে পথ আলোকিত ছিল। বালী ও সুগ্রীব অসুরের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছেন। অসুর তৃণাবৃত বৃহৎ এক দুর্গম গর্তে প্রবেশ করে। তখন বালী সুগ্রীবকে বলিলেন যে, তিনি সেই গর্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া মায়াবীকে বধ করিবেন। যতকাল পর্যন্ত তিনি ফিরিয়া না আসেন, ততকাল পর্যন্ত সুগ্রীব যেন সতর্ক হইয়া গর্তের দ্বারে অবস্থান করেন। সুগ্রীবও গর্তমধ্যে ভ্রাতার অনুগমন করিতে চাহিলে বালী চরণের দিব্য দিয়া সুগ্রীবকে নিরস্ত করেন ও স্বয়ং গর্তে প্রবেশ করেন।

এক বৎসর অতিক্রান্ত হইল। সুগ্রীব ভ্রাতার অনিষ্ট আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল পরে সেই গর্ত হইতে ফেনযুক্ত রক্ত উত্থিত হইতেছিল এবং অসুরগণের গর্জনধ্বনি শোনা যাইতেছিল। পরন্তু বালী গর্জন করিতে থাকিলেও সেই ধ্বনি সুগ্রীবের কর্ণগোচর হয় নাই। ভ্রাতা নিহত হইয়াছেন মনে করিয়া শোকাকুল সুগ্রীব প্রকাণ্ড এক প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা গর্তের দ্বার রুদ্ধ করিয়া কিষ্কিন্ধায় ফিরিয়া আসিলেন।

সুগ্রীব সেইসকল বৃত্তান্ত গোপন করিলেও মন্ত্রিগণের কিছুই অগোচর রহিল না। সকলে পরামর্শ করিয়া সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধার

সিংহাসনে বসাইলেন। কিছুদিন পর বালী অসুরকে বধ করিয়া কিষ্কিন্ধায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। সুগ্রীবকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়াই বালী ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া সুগ্রীবের মন্ত্রীদিগকে বন্দী করিয়াছেন। সুগ্রীব যথোচিত সম্মানপূর্বক বালীকে সমস্ত ঘটনা বলিয়া রাজ্য ফিরাইয়া দিতে চাহিলেও বালী ভ্রাতাকে ধিক্কার দিয়া অনুগত মন্ত্রিগণ ও প্রজাবর্গকে আহ্বান করিয়া সুগ্রীবের আচরণের কথা সকলকে শোনাইলেন। গর্তদ্বারে প্রস্তরখণ্ড-স্থাপনকেই বালী সুগ্রীবের দুরভিসন্ধি মনে করিয়া সমধিক কুপিত হইয়াছেন। তাঁহার কোপের আরও একটি বিশেষ কারণ ছিল। সুগ্রীব রাজা হইয়াই বালিপত্নী তারাকেও ভার্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বালী নিজমুখে কাহারও নিকট এই কথাটি প্রকাশ করেন নাই।

মন্ত্রী ও প্রজাবর্গের নিকট সুগ্রীবের কৃত সকল ঘটনা বলিয়াই বালী সুগ্রীবকে একবস্ত্রে নির্বাসিত করিলেন। এই বর্ণনাটি রামের নিকট সুগ্রীবের কথিত।[৩]

অতঃপর বালী পুনরায় সিংহাসনে বসিয়া পত্নীকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রতিহিংসার তাড়নায় কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী রুমাকেও অঙ্কশায়িনী করিয়াছেন।[৪]

সুগ্রীবের সহিত রামের সখ্য স্থাপিত হওয়ার পর রাম প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্যাপহারী বালীকে তিনি অবশ্যই বধ করিবেন।

রামের ভরসাতেই সুগ্রীব কিষ্কিন্ধার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া গর্জন করিতে লাগিলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও হনুমান্ সুগ্রীবের সঙ্গে কিষ্কিন্ধায় যাইয়া বৃক্ষের আড়ালে লুকাইয়া আছেন। সুগ্রীবের গর্জন শুনিয়া ক্রুদ্ধ বালী অস্তাচল হইতে সূর্যের বহির্গমনের ন্যায় অতি দ্রুত নগরী হইতে নির্গত হইলেন। দুই ভ্রাতাই ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ মল্লযুদ্ধ করিতেছিলেন। উভয়ের চেহারা একই রকমের বলিয়া রাম বালীর উপর বাণক্ষেপ করেন নাই।

সুগ্রীব সাহায্যকারী রামকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি ক্লান্ত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া রুধিরাক্ত দেহে ঋষ্যমূকে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মতঙ্গমুনির শাপে ভীত বালী আর সুগ্রীবের অনুসরণ করেন নাই। সুগ্রীব রামের আচরণে বিরক্তি প্রকাশ করিলে রাম বালী ও সুগ্রীবের আকৃতি ও স্বরের সাদৃশ্যে বিভ্রান্ত হইয়াই যে বালীর উপর বাণ নিক্ষেপ করেন নাই—এই কথা বলিয়া সুগ্রীবকে সান্ত্বনা দিয়াছেন।

অভিজ্ঞান-স্বরূপ প্রস্ফুটিত গজপুষ্পী-লতার মালা সুগ্রীবের কণ্ঠে পরাইয়া পুনরায় রাম সুগ্রীবকে লইয়া কিষ্কিন্ধায় গিয়াছেন। লক্ষ্মণ, হনুমান্, নল, নীল এবং তার তাঁহাদের অনুগমন করেন। কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইয়া সকলই বৃক্ষের আড়ালে লুকাইয়া আছেন, আর সুগ্রীব ভীষণ গর্জনে আকাশ কাঁপাইয়া তুলিয়াছেন। বালী অন্তঃপুরে থাকিয়া ভ্রাতার গর্জন শুনিতে পাইলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জন লক্ষ্য করিয়া গমনোদ্যত হইলে তারা তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক থামাইবার উদ্দেশ্যে কহিলেন যে, সুগ্রীব নিশ্চয়ই বিশেষ কোন ভরসায় পুনরায় যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। রামের সহিত সুগ্রীবের সখ্যস্থাপনের কথাও তারা বালীকে জানাইয়াছেন, কিন্তু তারার কোন হিতকথাই বালীকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। তিনি তারাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিতেছেন—'অয়ি ভীরু, যাঁহারা কখনও পরাভূত হন নাই এবং যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই, সেইরূপ বীরগণের পক্ষে শত্রুর উৎপীড়ন সহ্য করা মৃত্যু হইতেও অধিক ক্লেশদায়ক। অতএব আমি এই যুদ্ধাভিলাষী হীনগ্রীব সুগ্রীবের ঔদ্ধত্য সহ্য করিতে পারিব না।

> ন চ কার্যো বিষাদস্তে রাঘবং প্রতি মৎকৃতে।
> ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ কথং পাপং করিষ্যতি॥
>
> ৪।১৬।৫

—তুমি রঘুনন্দন রাম হইতে ভয়ের আশঙ্কা করিয়া আমার জন্য

বিষণ্ণা হইবে না। রাম ধার্মিক ব্যক্তি ও কর্তব্য বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানী। তিনি কিরূপে পাপ আচরণ করিবেন?'

বালী তারাকে আরও বলিতেছেন—

প্রতিযোৎস্যাম্যহং গত্বা সুগ্রীবং জহি সম্ভ্রমম্।
দর্পং চাস্য বিনেষ্যামি ন চ প্রাণৈর্বিযোক্ষ্যতে॥

ইত্যাদি। ৪।১৬।৭-১০

—আমি সেখানে যাইয়া সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার দর্প চূর্ণ করিব, কিন্তু তাহার প্রাণ নাশ করিব না। তুমি এই ভয়ব্যাকুলতা পরিত্যাগ কর। সুগ্রীব আমার মুষ্টিপ্রহারে পীড়িত হইয়া প্রস্থান করিবে। তোমাকে আমার প্রাণের দিব্য দিতেছি, তুমি পরিজনগণের সহিত নিবৃত্ত হও।

বালী যুদ্ধার্থ নির্গত হইয়া দৃঢ়রূপে বস্ত্র পরিধানপূর্বক মুষ্টি উত্তোলন করিয়া সুগ্রীবের প্রতি ধাবিত হইয়াছেন। সুগ্রীবও বালীকে লক্ষ্য করিয়া সক্রোধে অগ্রসর হইলেন। মুষ্টিপ্রহার ও বৃক্ষপ্রহারে দুই ভ্রাতায় ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছিল। বালীর প্রচণ্ড প্রহারে পীড়িত ও হীনবল সুগ্রীব পুনঃপুনঃ দশ দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন। সুগ্রীবের দুর্গতি দেখিয়া রাম প্রজ্বলিত বজ্রসম একটি বাণ বালীর বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করেন। সেই বাণে—

বিচেতনো বাসবসূনুরাহবে
প্রভ্রংশিতেন্দ্রধ্বজবৎ ক্ষিতিং গতঃ॥ ৪।১৬।৩৯

—সংজ্ঞাহীন হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রপুত্র বালী আকাশ হইতে ভূপতিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন।

ইন্দ্রদত্ত মাল্যের প্রভাবে বালীর তেজ, শোভা, পরাক্রম ও প্রাণ দেহকে ত্যাগ করে নাই। তিনি রামকে নিকটে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—'তুমি নৃপতি দশরথের সুবিখ্যাত পুত্র এবং সুদর্শন পুরুষ। অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকা অবস্থায় আমাকে বধ

করিয়া তুমি কি খ্যাতি লাভ করিলে? সকলের মুখেই তোমার অসংখ্য গুণের কথা শুনিয়াছি। তুমি পবিত্র রাজবংশের সন্তান। আমি মনে করিয়াছিলাম, নিশ্চয়ই তুমি সাধুস্বভাব বীরপুরুষ। এইজন্যই তারার নিষেধ উপেক্ষা করিয়া আমি সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলাম। আমি পূর্বে তোমাকে পাপাচারী, ধর্মধ্বজী এবং তৃণাবৃত কূপসদৃশ বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। আমি তোমাকে অবজ্ঞাও করি নাই, তোমার রাজ্যে কোন পাপাচরণও করি নাই। তুমি বিনা অপরাধে আমার প্রাণসংহার করিয়াছ। তোমার এই ক্রূর আচরণের কারণ বুঝিতে পারি না। এই গর্হিত কার্য করিয়া তুমি সাধুদিগের নিকট কি বলিবে? তুমি যদি সাক্ষাৎ-সমরে আমার সহিত প্রবৃত্ত হইতে, তবে তোমার বীরত্ব বুঝিতে পারিতাম এবং তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিতাম। তুমি যে উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত সুগ্রীবের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়াছ, আমিও তোমার সেই উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিতাম। আমি রাবণকে বন্দী করিয়া তোমার হাতে সমর্পণ করিতে পারিতাম। তুমি আমার কথাগুলির কি সঙ্গত উত্তর দিবে?'

এইপর্যন্ত বলিয়াই ব্যথিত শুষ্কবদন বালী রামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।[৫]

রাম বালীকে তেমন সঙ্গত উত্তর দিতে পারেন নাই। তিনি বালীর ভ্রাতৃবধূ-সম্ভোগের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড দানের ঔচিত্য সমর্থন করেন।

আসন্নমৃত্যু বালী রামকে আর ভর্ৎসনা করা উচিত মনে করেন নাই। অঙ্গদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়াই অতি বিচক্ষণতার সহিত তিনি রামকে বলিলেন—'রাজন, আমার প্রাণাধিক প্রিয় একমাত্র পুত্র অঙ্গদকে তুমি রক্ষা করিবে। ভরত ও লক্ষ্মণের ন্যায় সুগ্রীব ও অঙ্গদের প্রতি সস্নেহ আচরণ করিবে। সুগ্রীব যাহাতে তারাকে কোনরূপ অপমান না করেন, সেই বিষয়ে তুমি লক্ষ্য রাখিবে।

তারা আমাকে নিবারণ করিলেও আমি তোমার হাতে নিহত হইবার উদ্দেশ্যেই সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।'

রাম মৃদুবচনে বালীকে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার এই অন্তিম প্রার্থনা পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

বালীর প্রাণবায়ু ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছে। অনুজ সুগ্রীবকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া তিনি সস্নেহে কহিলেন—

সুগ্রীব দোষেণ ন মাং গন্তুমর্হসি কিল্বিষাৎ।
কৃষ্যমাণং ভবিষ্যেণ বুদ্ধিমোহেন মাং বলাৎ॥

ইত্যাদি। ৪।২২।৩—১৬

—সুগ্রীব, পূর্বকৃত দুষ্কৃতি ও বুদ্ধিমোহ আমাকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়াছে। সেইহেতু আমার প্রতি আর বিদ্বেষ পোষণ করিবে না। বৎস, একই সঙ্গে ভ্রাতৃসৌহার্দ ও রাজ্যভোগ আমার অদৃষ্টে ছিল না। এইজন্যই যুগপৎ এই দুইটি সুখ ভোগ করিতে পারি নাই।

আজই তুমি এই রাজ্য গ্রহণ কর, আমি চলিলাম। বৎস, সুখে লালিত বুদ্ধিমান্ বালক অঙ্গদ অশ্রুপূর্ণমুখে ভূমিতলে লুণ্ঠিত, তুমি তাহাকে অবলোকন কর। আমার এই প্রাণাধিক পুত্রটি যেন সর্ববিষয়ে তোমার নিকট হইতে পিতৃস্নেহ লাভ করে। তারা অতিশয় বুদ্ধিমতী নারী। তাহার পরামর্শকে উপেক্ষা করিবে না। তুমি সযত্নে রামের কার্য সম্পাদন করিবে। অন্যথা রাম ক্রুদ্ধ হইলে তোমারও জীবন থাকিবে না। বৎস,আমার কণ্ঠস্থিত কাঞ্চনময়ী মালাটি তোমার কণ্ঠে দিতেছি। ইন্দ্রের প্রসাদে ইহাতে বিজয়লক্ষ্মী বিরাজ করেন। শবস্পৃষ্ট হইলে বিজয়লক্ষ্মী এই মালাকে পরিত্যাগ করিবেন।

তাং মালাং কাঞ্চনীং দত্ত্বা দৃষ্ট্বা চৈবাত্মজং স্থিতম্।
সংসিদ্ধঃ প্রেত্যভাবায় স্নেহাদঙ্গদমব্রবীৎ॥

ইত্যাদি। ৪।২২।১৯-২৩

—সুগ্রীবকে সুবর্ণমালা দানের পর বালী বুঝিতে পারিলেন যে,

তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে। তখন সম্মুখে অবস্থিত পুত্র অঙ্গদকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন—বৎস, দেশ কাল বিবেচনাপূর্বক স্থিরচিত্তে কর্তব্যা-কর্তব্য বিচার করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইবে। সুখদুঃখ ও প্রিয়াপ্রিয় যাহাই উপস্থিত হয় না কেন, ধীরভাবে সহ্য করিবে। সর্বদা ক্ষমাশীল হইয়া সুগ্রীবের অধীন থাকিবে। হে মহাবাহো, আমার নিকট হইতে যতটুকু স্নেহ ও ক্ষমা লাভ করিয়াছ, আর কোথাও ততটুকু লাভের আশা করিবে না। সুগ্রীবের শত্রুর সহিত মিত্রতা করিবে না। জিতেন্দ্রিয় হইয়া সুগ্রীবের কার্যে সহায়তা করিবে। কাহারও সহিত অতি প্রণয় বা অপ্রণয় করিবে না, উভয়ই দোষাবহ। এইহেতু মধ্যপন্থা অবলম্বন করিবে।

ইত্যুক্ত্বাথ বিবৃত্তাক্ষঃ শরসংপীড়িতো ভৃশম্।
বিবৃতৈর্দশনৈর্ভীমৈর্বভূবোৎক্রান্তজীবিতঃ॥ ৪।২২।২৪

—এই পর্যন্ত বলিবার পর শরাঘাতে নিদারুণ পীড়িত বালীর চক্ষু দুইটি ঘুরিতে লাগিল, তাঁহার তীক্ষ্ণ দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

বানরপতির পরলোকগমনে বানরগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। তারা, সুগ্রীব ও অঙ্গদ বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। রাম তাঁহাদিগকে সময়োচিত প্রবোধ দিয়া কথঞ্চিৎ শান্ত করেন। রাজোচিত আড়ম্বরে শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে বালীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

সুগ্রীবের মুখে রাম যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাতে বালীর প্রতি তাঁহার প্রবল ঘৃণা ও বিদ্বেষই স্বাভাবিক। পরন্তু সুগ্রীবও যে পূর্বে তারাকে ভার্যারূপে গ্রহণ করিয়াছেন—এই কথাটি তখন সুগ্রীব রামকে বলেন নাই।

সুগ্রীবের এই আচরণেই বালী সুগ্রীবকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। পরে তিনিও নির্বাসিত সুগ্রীবের পত্নী রুমাকে গ্রহণ করিয়া প্রতিহিংসা মিটাইয়াছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার পৈশাচিক আচরণে মনে

মনে অতিশয় ব্যথিত হইলেও বালী রামের নিকট সুগ্রীবের কোন আচরণের কথা প্রকাশ করেন নাই। ইহা বালীর বিশেষ আভিজাত্য ও আত্মমর্যাদা বিষয়ে সচেতনতার লক্ষণ। যে ভ্রাতা একবার মাতৃতুল্যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে শয্যাসঙ্গিনী করিয়াছেন, সেই ভ্রাতাকে গৃহে স্থান দেওয়া সম্ভবপর নহে। এইজন্য সুগ্রীবের প্রতি স্নেহশীল হইয়াও বালী তাঁহাকে একবস্ত্রে নির্বাসিত করিয়াছেন। যুদ্ধেও সুগ্রীবকে বধ করিবার ইচ্ছা বালীর ছিল না। ইহাতেও তাঁহার মহানুভবতা প্রকাশ পাইয়াছে। বালীর ভর্ৎসনায় রাম বিশেষ সঙ্গত উত্তর দিতে পারেন নাই। বালীর যে অপরাধটির উপর রাম সমধিক গুরুত্ব দিয়াছেন, বালী সেই অপরাধের সমর্থনে সুগ্রীবের আচরণের কথাও রামকে শোনাইতে পারিতেন। কিন্তু ঘৃণায় ও লজ্জায় এই কেলেঙ্কারী প্রকাশ করা তিনি উচিত মনে করেন নাই।

আসন্নমৃত্যু বালী শুধু রামকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত ইহাও বলিয়াছেন যে, রামের হাতে মৃত্যু হয়—ইহা তাঁহার কাম্যই ছিল। এই উক্তিতে বালীর দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। মৃত্যু যখন অবধারিত, তখন অঙ্গদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের নিমিত্ত রামের স্তবস্তুতি করাই তিনি সঙ্গত মনে করিয়াছেন। (এই উক্তির দ্বারা মহর্ষি বাল্মীকিও সম্ভবতঃ রামের দোষকে লঘু করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।) অঙ্গদের অশ্রুপূর্ণ মুখমণ্ডল ও ভূলুণ্ঠিত দেহ দেখিয়া বালীর পিতৃহৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। তিনি রাম ও সুগ্রীবের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন। স্বহস্তে নিজের কণ্ঠ হইতে মালা খুলিয়া ভ্রাতাকে দান করিলেন। তারার সম্পর্কে বালীর বিশেষ কোন চিন্তা হয় নাই। তারা ও সুগ্রীবের চরিত্র তিনি জানিতেন। সুতরাং তারা যে কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন। এইজন্য তারার বিলাপ শুনিয়াও তারাকে তিনি কিছুই বলেন নাই! পূর্বে সুগ্রীবোপভুক্তা তারাকে পুনর্গ্রহণের সময়ও বালীর উদার হৃদয়ের

পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি হয়তো ভাবিয়া থাকিবেন যে, রাজা সুগ্রীবের অভিলাষের বিরুদ্ধে দৃঢ়তা অবলম্বনের শক্তি এই নারীর নাই এবং আত্মহত্যা করিয়া পিশাচের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের মত মনের জোরও নাই। এই কারণেও তারাকে ক্ষমা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর।

পুত্রের নিমিত্তই বালী বিশেষ চিন্তিত। পুত্রকে সম্বোধন করিয়া অন্তিমকালে তিনি যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাও স্মরণীয়। তিনি বুঝিতেছিলেন যে, অঙ্গদ সুগ্রীবকে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিবেন না। অদ্ভুত বীরত্ব, তেজস্বিতা ও উদারতায় বালীর চরিত্র অতি মহৎ। একমাত্র রুমা-সম্পর্কিত ব্যাপারে তাঁহার অসামান্য চরিত্রে কলঙ্কের ছায়া পড়িয়াছে। সম্ভবতঃ ইহা কামান্ধতা নহে, তথাপি প্রতিহিংসা মিটাইবার তাড়নায় এই ঘৃণ্য উপায়টি অবলম্বন না করিলে বালী চিরদিন শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন।

---

১ ৪।২৫।৩৫, ৪৫

২ ৭।৩৪শ সর্গ

৩ ৪।৯ম ও ১০ম সর্গ

৪ ৪।১০।২৭, ৩৩

৫ ৪।১৭শ সর্গ

সুগ্রীব

সুগ্রীব হইতেছেন—বালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। উভয়ই প্রায় সমবয়স্ক। ('বালী' প্রবন্ধে সুগ্রীবের জন্মবিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।)

সুগ্রীবের চেহারার বর্ণনা হইতে জানা যায়—

সুগ্রীবো হেমপিঙ্গলঃ। ৪।১৪।১৯
দীপ্যমানমিবানলম্। ৪।১৬।১৫
বরহেমবর্ণঃ। ৪।৩৩।৬৬

—তাঁহার দেহের বর্ণ কাঁচা সোনার মত এবং তেজস্বিতায় তাঁহাকে প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় দেখাইত।

সুগ্রীবের অনেক ভার্যা ছিলেন।[1] তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ভার্যার নাম রুমা। রুমাও সুষেণেরই দুহিতা।[2]

সুগ্রীবের কোন সন্তানসন্ততি নাই।[3] বালীর পত্নী তারার প্রতি তাঁহার অত্যধিক আসক্তি ছিল, কিন্তু বালীর ভয়েই সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিতেন না। অঙ্গদের প্রতি হনুমানের একটি উক্তিতে যেন এইরূপ আভাস পাওয়া যায়—

প্রিয়কামশ্চ তে মাতুস্তদর্থং চাস্য জীবিতম্। ৪।৫৪।২২

—সুগ্রীব তোমার মাতার প্রিয়কার্য সম্পন্ন করিতে অভিলাষী এবং তোমার মাতাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্তই তিনি জীবন ধারণ করিতেছেন।

বালীর সহিত তাঁহার শত্রুতার কারণ তিনি রামের নিকট ব্যক্ত করিবার সময় তারা-সম্পর্কিত ঘটনাটি গোপন রাখিয়াছেন। বালীর মৃত্যুর পর তিনি রামকে বলিয়াছেন—'ভ্রাতা বালী নিহত হইয়াছেন মনে করিয়া যাহাতে মহিষ গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে না পারে,

সেই উদ্দেশ্যে আমি গুহাটির দ্বারে প্রকাণ্ড একটি শিলা স্থাপন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। অতঃপর—

রাজ্যঞ্চ সুমহৎ প্রাপ্য তারাঞ্চ রুময়া সহ।
মিত্রৈশ্চ সহিতস্তত্র বসামি বিগতজ্বরঃ॥ ৪।৪৬।৯

—সুমহৎ রাজ্য ও রুমার সহিত তারাকে লাভ করিয়া মিত্রগণের সহিত সেখানে নিশ্চিন্ত মনে বাস করিতে লাগিলাম।'

সুগ্রীবের বিদ্যাবুদ্ধি কম ছিল না। বিদ্বান্ বলিয়া তাঁহার খ্যাতিও ছিল।[৪]

কবন্ধ রাম ও লক্ষ্মণের নিকট সুগ্রীবের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

বানরেন্দ্রো মহাবীর্যস্তেজোবানমিতপ্রভঃ।
সত্যসন্ধো বিনীতশ্চ ধৃতিমান্ মতিমান্ মহান্॥
দক্ষঃ প্রগল্ভো দ্যুতিমান্ মহাবলপরাক্রমঃ।
ইত্যাদি। ৩।৭২।১৩-১৫

—বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব তেজস্বী, মহাবীর, সত্যপ্রতিজ্ঞ, বিনীতস্বভাব, ধীর, বুদ্ধিমান, মহান, কার্যদক্ষ, প্রত্যুৎপন্নমতি, পরাক্রমশালী ও কান্তিযুক্ত। (তিনি সীতার অন্বেষণে রামকে নিশ্চয়ই সাহায্য করিবেন।)

বালীর অনুপস্থিতিতে সুগ্রীব যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন হনুমান্, নল, নীল ও তার—এই চারিজন ছিলেন তাঁহার সচিব ও সকল কার্যে সহায়।[৫] ইঁহাদের মধ্যে নীল তাঁহার প্রধান সেনাপতিও ছিলেন।[৬]

বালী সুগ্রীবকে নির্বাসন-দণ্ড দিবার পূর্বে এই সচিবগণকে বন্দী করিয়াছিলেন।[৭] পরে মুক্তি দিয়াছেন।

নির্বাসিত সুগ্রীব বালীর ভয়ে সাগর ও অরণ্য-পরিবৃত সমগ্র ভূমণ্ডল ভ্রমণপূর্বক নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করেন।[৮]

পরিশেষে প্রধান সচিব বুদ্ধিমান্ হনুমানের পরামর্শে কিষ্কিন্ধার অনতিদূরে ঋষ্যমূক-পর্বতে মতঙ্গমুনির আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ

করিয়াছেন। সেই আশ্রমে বালীর প্রবেশ করিবার উপায় ছিল না।[৯]

হনুমান্ প্রমুখ চারি জন সচিবের সহিত সুগ্রীব যখন ঋষ্যমূকে অবস্থান করিতেছিলেন, তখনই রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ('রাম' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)[১০]

সীতার নিক্ষিপ্ত আভরণাদি দেখিয়া রাম ব্যাকুল হইয়া পড়িলে সুগ্রীব তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছেন। সুগ্রীবের কণ্ঠও তখন বাষ্পরুদ্ধ। সান্ত্বনাচ্ছলে তিনি রামকে যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তাহার গভীর পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। ধৃতি ও পৌরুষের কার্যসাধকতা এবং শোক ও অধীরতার কার্যনাশকতা বিষয়ে তিনি সবিনয়ে রামকে অনেক-কিছু বলিয়াছেন।

সুগ্রীবের সান্ত্বনা-বচনে প্রকৃতিস্থ হইয়া রাম তাঁহাকে আলিঙ্গন-পূর্বক কহিতেছেন—

কর্তব্যং যদ্ বয়স্যেন স্নিগ্ধেন চ হিতেন চ।
অনুরূপঞ্চ যুক্তঞ্চ কৃতং সুগ্রীব তত্ত্বয়া॥
... ...
দুর্লভো হীদৃশো বন্ধুরস্মিন্ কালে বিশেষতঃ॥ ৪।৭।১৭,১৮

—হে সুগ্রীব, বয়স্যের শোকের উপশমের নিমিত্ত হিতৈষী স্নেহশীল বয়স্যের যাহা করা উচিত, তুমি তাহাই করিয়াছ। এইরূপ বিপৎকালে তোমার ন্যায় বন্ধু একান্তই দুর্লভ।

সুগ্রীবের মুখে শোনা যায় যে, বালী তাঁহার সুহৃদ্বর্গকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে অনেকবার অনেক বানরকে ঋষ্যমূকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি সেই বানরগণকে নিধন করিয়াছেন। এইহেতু রাম-লক্ষ্মণকেও বালীর প্রেরিত আশঙ্কা করিয়াই প্রথমতঃ তিনি ভয় পাইয়াছেন। হনুমান্ প্রমুখ চারিজন বীরের বুদ্ধি ও বিক্রমের বলেই তিনি জীবন রক্ষা করিতে পারিতেছেন।[১১]

যদিও বালীকে বধ করিবার নিমিত্তই সুগ্রীব রামের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন, তথাপি রামের বাণে ভূপাতিত আসন্নমৃত্যু অগ্রজের করুণ বাক্য শুনিয়া সুগ্রীব—

'হর্ষং ত্যক্ত্বা পুনর্দীনো গ্রহগ্রস্ত ইবোড়ুরাট্।

ইত্যাদি। ৪।২২।১৭,১৮

—হর্ষ ত্যাগ করিয়া রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় দীনদশা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার শত্রুভাব শান্ত হইল। বালীর প্রতি যথোচিত ভক্তি প্রদর্শনপূর্বক সুগ্রীব বালীর স্বর্ণমাল্য গ্রহণ করিলেন।

বালীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে পর সুগ্রীব ভ্রাতৃবধের জন্য নিরতিশয় ব্যথিত হইয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকেন। তিনি রামকে সবিনয়ে বলিলেন যে, রাজ্যভোগে তাঁহার আর স্পৃহা নাই। পূর্বে তিনি রামের নিকট বলিয়াছেন যে, বালী তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টাও অনেক করিয়াছেন, কিন্তু এবার কহিতেছেন—'বালী আপন মহত্ত্ব রক্ষা করিয়াছেন, আমাকে বিনাশ করিবার ইচ্ছা বালীর হয় নাই। কিন্তু—

ময়া ক্রোধশ্চ কামশ্চ কপিত্বঞ্চ প্রদর্শিতম্। ৪।২৭।১২

—আমি ক্রোধ, কাম ও বানরত্ব (চঞ্চলতা) প্রকাশ করিলাম।'

সুগ্রীব করুণ বিলাপ করিতে করিতে রামকে কহিতেছেন যে, তাঁহার ন্যায় পাপী আর ইহজগতে নাই। তিনি ভ্রাতৃহন্তা মহাপাপী। মৃত্যুই তাঁহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। সুগ্রীব রামের নিকট অগ্নিপ্রবেশের অনুমতি চাহিতেছেন।

পূর্বে রামের নিকট বালীর সহিত আপনার শত্রুতার কারণ বর্ণনাকালে সুগ্রীব তারার সহিত ব্যভিচারের কথা গোপন করিয়াছেন, বালী তাঁহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এই মিথ্যা কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু বালীর মৃত্যুর পরেই তিনি সত্য প্রকাশ করিতেছেন, দেখিতে পাই। স্বার্থসাধনের নিমিত্ত রামের সহানুভূতি আকর্ষণ করাই পূর্বে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার

পরেই সুগ্রীবের সুর বদ্‌লাইয়াছে। সুতরাং তাঁহার এইসকল বিলাপ অভিনয় কি না—বলা শক্ত। যথার্থ অনুতপ্ত হইলেও সুগ্রীবের এই অনুতাপ নিতান্তই সাময়িক। পরে দেখা যাইবে যে, পুনরায় তিনি তারাকে অঙ্কশায়িনী করিয়া মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

সুগ্রীবের বিলাপ শুনিয়া রাম তাঁহাকে নানা কথায় সান্ত্বনা দিয়াছেন। বালীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর রাম সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন বর্ষাকাল, শ্রাবণ মাস। চারি মাস পরে শরৎকালে সীতার অনুসন্ধান করিতে হইবে—সুগ্রীবকে এই কথা বলিয়া রাম প্রস্রবণ-গিরিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সুগ্রীবও—

প্রবিবেশ পুরীং রম্যাং কিষ্কিন্ধাং বালিপালিতাম্। ৪।২৬।১৯

—বালিপালিতা মনোহর কিষ্কিন্ধাপুরীতে প্রবেশ করিলেন।

প্রণত প্রজাবর্গকে সম্ভাষণপূর্বক বানরাধিপতি সুগ্রীব ভ্রাতার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন। সেইখানে শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে সুহৃদ্‌বর্গ সুগ্রীবের অভিষেক সম্পন্ন করেন। গয়, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনুমান্ ও জাম্ববান্ এই অভিষেকের ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞ। তাঁহারাই সুগন্ধি সলিলের দ্বারা সুগ্রীবকে অভিষিক্ত করিয়াছেন।[১২]

রামের আদেশে সুগ্রীব অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। রামকে অভিষেকের সকল বিষয় জানাইয়া সুগ্রীব—

রুমাঞ্চ ভার্যামুপলভ্য বীর্যবান্
অবাপ রাজ্যং ত্রিদশাধিপো যথা॥ ৪।২৬।৪২

—ভার্যা রুমাকে লাভ করিয়া ত্রিদিবাধিপ ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন।

সপ্তকক্ষ (সাতমহল) রমণীয় প্রাসাদ নানাবিধ মনোহর বহুমূল্য দ্রব্যে পরিশোভিত। তাহারই শেষপ্রান্তে সুগ্রীবের অন্তঃপুর অবস্থিত। রাজ্য লাভ করিয়াই সুগ্রীব অন্তঃপুরে বিলাসব্যসনে

মগ্ন হইয়াছেন। ধর্ম ও অর্থ সম্বন্ধে তিনি কোনরূপ চিন্তাই করেন না ; সমস্ত রাজ্যভার মন্ত্রিগণের উপর ন্যস্ত।

স্বাঞ্চ পত্নীমভিপ্রেতাং তারাঞ্চাপি সমীপ্সিতাম্।
বিহরন্তমহোরাত্রং কৃতার্থং বিগতজ্বরম্॥

ইত্যাদি। ৪।২৯।৪-১০

—অভিলষিতা আপন-পত্নী রুমা ও সবিশেষ ঈপ্সিতা তারার সহিত নিশ্চিন্তমনে বিহরণশীল সুগ্রীবকে মতিমান্ হনুমান্ বলিলেন যে, বর্ষা অপগত হইয়াছে। এখন সীতার অন্বেষণের চেষ্টা করা উচিত।

হনুমানের কথায় কামোন্মত্ত সুগ্রীবের যেন চৈতন্যোদয় হইল। তিনি দিগ্‌দিগন্ত হইতে সৈন্যসংগ্রহের নিমিত্ত নীলকে আদেশ করেন ; পনর দিনের মধ্যে যাহারা আসিবে না, তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে—এই আদেশও সুগ্রীব প্রচার করিয়াছেন।

রাজাজ্ঞা প্রচার করিয়াই পুনরায় সুগ্রীব অন্তঃপুরে কাল কাটাইতেছেন। রাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের নিকট পাঠাইলে পর দ্বারপাল প্রধান প্রধান বানরগণ ভীত হইয়া কুপিত লক্ষ্মণের আগমনবার্তা সুগ্রীবকে জানাইয়াছেন। কিন্তু—

তারয়া সহিতঃ কামী সক্তঃ কপিবৃষস্তদা।
ন তেষাং কপিসিংহানাং শুশ্রাব বচনং তদা॥ ৪।৩১।২২

—কামমত্ত কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব তারার সহিত বিহারাসক্ত থাকায় সেই বানরগণের কথা শুনিতে পান নাই।

এবার লক্ষ্মণ তাঁহার আগমনবার্তা সুগ্রীবকে জানাইবার নিমিত্ত অঙ্গদকে পাঠাইয়াছেন। অঙ্গদ পিতৃব্যের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াও দেখিতে পাইয়াছেন, তাঁহার পিতৃব্য যেন প্রকৃতিস্থ নহেন।

স নিদ্রাক্লান্তসংবীতো বানরো ন বিবুদ্ধবান্।
বভূব মদমত্তশ্চ মদনেন চ মোহিতঃ॥ ৪।৩১।৩৮

—ক্লান্ত সুগ্রীব যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন। তিনি মদমত্ত ও কামমোহিত থাকায় অঙ্গদের কথা বুঝিতে পারিলেন না।

এদিকে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণকে দেখিয়া বানরগণ ভয়ে কিল-কিল শব্দ করিতে লাগিল। তাহাদের ভীষণ শব্দে মদবিহ্বল সুগ্রীবের তন্দ্রা অপগত হইয়াছে। সুগ্রীবের ধর্ম ও অর্থ বিষয়ের মন্ত্রী প্লক্ষ ও প্রভাব তখন সুগ্রীবকে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণের আগমনবার্তা জানাইলেন। হনুমান্ সুগ্রীবকে কহিলেন যে, শরৎকাল উপস্থিত হইয়াছে, তথাপি সুগ্রীব সীতার অন্বেষণ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট আছেন মনে করিয়াই সম্ভবতঃ রাম ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণকে পাঠাইয়াছেন। লক্ষ্মণের ধনু-আস্ফালনের শব্দ শুনিয়া—

বুবুধে লক্ষ্মণং প্রাপ্তং মুখং চাস্য ব্যশুষ্যত। ৪।৩৩।৩০

—ভয়ে সুগ্রীবের মুখ শুকাইয়া গেল।

লক্ষ্মণকে প্রিয় বাক্যে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত সুগ্রীব তারাকে পাঠাইয়াছেন। তারা নানাবিধ মিষ্ট কথায় লক্ষ্মণকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন। লক্ষ্মণ বহুমূল্য স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট প্রমদাপরিবেষ্টিত রূপবান্ সুগ্রীবকে দেখিয়াই ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া উঠিলেন। নির্লজ্জ সুগ্রীব তখনও রুমাকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন।[১৩]

লক্ষ্মণের কঠোর ভর্ৎসনায় সুগ্রীবের চৈতন্যোদয় হইয়াছে। তিনি সীতান্বেষণের আশ্বাস দিয়া কহিতেছেন—

যদি কিঞ্চিদতিক্রান্তং বিশ্বাসাৎ প্রণয়েন বা।
প্রেষ্যস্য ক্ষমিতব্যং মে ন কশ্চিন্নাপরাধ্যতি॥
৪।৩৬।১১

—বিশ্বাস বা প্রণয়বশতঃ এই দাসের যদি কিছু অপরাধ হইয়া থাকে, তবে তাহা ক্ষমা করিবেন। সকল সেবকই প্রভুর নিকট অপরাধ করিয়া থাকে।

সুগ্রীবের সবিনয় বচনে লক্ষ্মণ প্রসন্ন হইয়াছেন। সুগ্রীব তখনই সমীপস্থ হনুমান্‌কে বানর-সংগ্রহের নির্দেশ দিয়া কহিলেন—দশ

দিনের ভিতরে যাহারা না আসিবে, রাজাজ্ঞা-লঙ্ঘনকারী সেইসকল বানরের প্রাণদণ্ড হইবে।[১৪]

বানরবাহিত শিবিকায় আরোহণ করিয়া লক্ষ্মণ-সহ সুগ্রীব প্রস্রবণগিরিতে রামের সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। রামের চরণে প্রণাম করিয়া সুগ্রীব জোড়হাতে কহিতেছেন—'দেব, আপনার অনুগ্রহেই আমি শ্রী, কীর্তি ও কপিরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি। আমার অনুচর বানর, গোলাঙ্গুল ও ঋক্ষগণ আপন আপন বিক্রমশালী সৈন্যসমূহ লইয়া শীঘ্রই আপনার সমীপে উপস্থিত হইবে। তাহারা অবশ্যই রাবণকে বধ করিয়া সীতার উদ্ধারসাধন করিবে।'

কয়েকদিনের মধ্যেই সকল দেশের বানরগণ প্রস্রবণগিরিতে সম্মিলিত হইলে সুগ্রীব তাঁহাদিগকে চারি দলে বিভক্ত করিয়া চারিদিকে সীতার অন্বেষণে পাঠাইবার সময় কহিতেছেন—

> উর্ধ্বং মাসান্ন বস্তব্যং বসন্ বধ্যো ভবেন্মম।
> সিদ্ধার্থাঃ সন্নিবর্তধ্বমধিগম্য চ মৈথিলীম্॥ ৪।৪০।৭০

—এক মাসের মধ্যে মৈথিলীর বৃত্তান্ত অবগত ও কৃতকার্য হইয়া তোমরা ফিরিয়া আসিবে। যে এক মাসের মধ্যে ফিরিয়া না আসিবে, তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিব।

বানরগণকে পাঠাইবার সময় সুগ্রীব তাঁহাদের নিকট সমগ্র ভারতের ভৌগোলিক বর্ণনা করিয়াছেন। বালীর ভয়ে তিনি যে দেশভ্রমণ করিয়াছিলেন—ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে।

সুগ্রীব কিষ্কিন্ধায় ফিরিয়া যান নাই, রামের সহিত প্রস্রবণেই অবস্থান করিতেছেন। এক মাস অনুসন্ধান করিয়া পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকে প্রেরিত মহাবীর বানরগণ ভগ্নহৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সকলেই আশা করিতেছেন যে, দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থিত হনুমানের দ্বারাই কার্য সিদ্ধ হইবে।

সীতাকে সন্দর্শন করিয়া দুই মাস কাল পরে হনুমান্ ফিরিয়া আসিয়াছেন। মহেন্দ্রপর্বত হইতে কিষ্কিন্ধার পথে সুগ্রীবের মধুবন

অবস্থিত। সুগ্রীবের মাতুল দধিমুখ সেই বনের রক্ষক। অঙ্গদের অনুমোদনক্রমে দক্ষিণ দিকে প্রস্থিত হৃষ্ট বানরগণ সেই মনোহর বনটিকে লণ্ডভণ্ড করিয়া মধু পান করিতে লাগিলেন। অপরিমিত মধু (সম্ভবতঃ মিষ্ট মদ্যবিশেষ) পানের ফলে প্রমত্ত বানরগণ দধিমুখের নিষেধকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিলেন না, পরন্তু তাঁহাকে প্রহার করিয়া বিক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। নিরুপায় দধিমুখ প্রস্রবণগিরিতে যাইয়া সুগ্রীবকে এইসকল বৃত্তান্ত জানাইলে পর সুগ্রীব তাঁহার পার্শ্বস্থিত লক্ষ্মণকে বলিয়াছেন—

নৈষামকৃতকার্যাণামীদৃশঃ স্যাদ্ ব্যতিক্রমঃ। ৫।৬৩।১৭

—আমাদের নিয়োগে অকৃতকার্য হইলে ইহাদের এইপ্রকার ব্যতিক্রম হইত না। অতএব নিশ্চয়ই ইহারা কার্য সিদ্ধ করিয়াছে।

এই অনুমানে সুগ্রীবের ভুল হয় নাই। হনুমানের উপর বিশেষ আস্থা ছিল বলিয়াই তিনি এই অনুমান করিয়াছেন। হনুমানের মুখে সীতার বৃত্তান্ত শুনিয়া রাম আশান্বিত হইলেও সাগর পার হইতে হইবে মনে করিয়াই হতাশ হইয়া পড়েন। সুগ্রীব শোকার্ত রামের মনে উৎসাহের সঞ্চার করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—'হে বীর, আপনি কেন প্রাকৃত জনের ন্যায় হতাশ হইতেছেন? আমরা অবশ্যই সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কা আক্রমণ করিব এবং রাবণকে বধ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিব।

সেতুরত্র যথা বধ্যেদ্ যথা পশ্যেম তাং পুরীম্।
তস্য রাক্ষসরাজস্য তথা ত্বং কুরু রাঘব॥ ইত্যাদি। ৬।২।৯-১২

—হে রাঘব, আপনি সেইরূপ উপায় স্থির করুন, যাহাতে সমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়া রাক্ষসরাজের পুরী লঙ্কা দেখা সম্ভবপর হয়। আমরা লঙ্কাপুরী দেখিতে পাইলেই জানিবেন, রাবণ অবশ্যই নিহত হইয়াছে।

হে মহাবাহো, আপনি কার্যনাশিনী এই বুদ্ধিবিকলতা ত্যাগ করুন।

পুরুষস্য হি লোকেঽস্মিন্ শোকঃ শৌর্যাপকর্ষণঃ। ৬।২।১৪

—কারণ, জগতে দেখা যায় যে, শোক পুরুষের শৌর্যাদি গুণকে নাশ করিয়া থাকে।’

সুগ্রীবের মুখেই প্রথমতঃ সমুদ্রে সেতুবন্ধনের পরামর্শ শোনা যায়। বিভীষণ রামের শরণাপন্ন হইলে সুগ্রীব তাঁহাকে রাবণের গুপ্তচর মনে করিয়া রামকে সতর্ক হইতে বলিয়াছেন। তিনি রামকে আরও বলিয়াছেন—

নিহন্যাদন্তরং লব্ধ্বা উলূকো বায়সানিব। ৬।১৭।১৯

—পেচক যেমন কাকসমূহকে হত্যা করে, সেইরূপ রাবণের প্রেরিত এই লোকটিও অবসর প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকে বিনাশ করিবে।

বিভীষণকে বন্দী করিয়া রাখিবার কথাও সুগ্রীব রামকে বলিয়াছেন। সুগ্রীবের এই সন্দেহ পরে অমূলক সপ্রমাণ হইলেও সুগ্রীবের পরামর্শ রাজনীতির ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রশংসনীয়। বিশেষতঃ রামের দ্বারা জিজ্ঞাসিত না হইয়াই অকৃত্রিম সৌহৃদ্যবশতঃ সুগ্রীব এই পরামর্শ দেওয়ায় যথার্থই মিত্রের কার্য করিয়াছেন।

সুগ্রীব যখন বুঝিতে পারিলেন যে, বিভীষণকে আশ্রয় দেওয়াই রামের অভিপ্রেত, তখনও তিনি প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন—‘এই নিশাচর দুষ্টই হউক, আর অদুষ্টই হউক, তাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই। যে-ব্যক্তি ঈদৃশ বিপদাপন্ন সহোদরকে পরিত্যাগ করিতে পারে, সে কোন্ আত্মীয়কে পরিত্যাগ না করিবে?’ এই কথা শুনিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিয়াছেন যে, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও বৃদ্ধসেবন ব্যতীত কেহই এরূপ কথা বলিতে পারেন না।[১৫]

বস্তুতঃ সুগ্রীবের এই সন্দেহপ্রবণতা বিচক্ষণতার পরিচায়ক। লঙ্কাপুরীকে অবরোধপূর্বক বানরসৈন্যগণ যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছেন। রাম কর্তৃক জাম্ববান্ ও বিভীষণের সহিত সুগ্রীব সেনাবাহিনীর মধ্যস্থলে স্থাপিত হইলেন। যুদ্ধারম্ভের পূর্বরাত্রিতে রাম প্রমুখ সকলই সুবেল-পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। সুবেলের শিখর হইতে লঙ্কাপুরী স্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছিল। লঙ্কার

বহির্দ্বারের উপরিভাগে সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘরাশির ন্যায় রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখিতে পাইয়াই ক্রোধে সুগ্রীবের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি এক লাফে রাবণের সমীপে উপস্থিত হইয়া নির্ভয়ে কহিতেছেন—

লোকনাথস্য রামস্য সখা দাসোঽস্মি রাক্ষস।
ন ময়া মোক্ষ্যসেঽদ্য ত্বং পার্থিবেন্দ্রস্য তেজসা॥ ৬।৪০।১০

—'রে রাক্ষস, আমি লোকনাথ রামের সখা ও দাস। সেই রাজেন্দ্রের তেজে তেজস্বী আমার হাত হইতে আজ তুই মুক্তি পাইবি না।'

এই কথা বলিয়াই সুগ্রীব রাবণের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার মুকুট আকর্ষণ করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। উভয় বীরের মধ্যে তুমুল মল্লযুদ্ধ চলিতেছিল। সুগ্রীবের হাত হইতে মুক্তিলাভের উপায়ান্তর না দেখিয়া রাবণ স্বীয় রাক্ষসী মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন বুঝিতে পারিয়া বানররাজ আকাশপথে রামের সমীপে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

এই দুঃসাহসের জন্য রাম সুগ্রীবকে সস্নেহ ভর্ৎসনা করিলে সুগ্রীব কহিতেছেন—

তব ভার্যাপহর্তারং দৃষ্ট্বা রাঘব রাবণম্।
মর্ষয়ামি কথং বীর জানন্ বিক্রমমাত্মনঃ॥ ৬।৪১।৭

—হে রাঘব, আমি স্বীয় বিক্রম জানিয়াও আপনার ভার্যাপহারী রাবণকে দেখিয়া কিরূপে ক্ষমা করিতে পারি?

যুদ্ধক্ষেত্রে সময় সময় রাম হতাশ হইলে সুগ্রীব তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার তেজ উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছেন—এরূপ দৃশ্য বিরল নহে। সুগ্রীব নিজেও প্রচণ্ড বিক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রধান প্রধান সকল প্রতিপক্ষের সহিতই সুগ্রীবকে যুদ্ধ করিতে দেখা যায়।

কুম্ভকর্ণের সহিত মল্লযুদ্ধের সময় সুগ্রীব নখের দ্বারা কুম্ভকর্ণের কর্ণ ও দাঁতের দ্বারা তাঁহার নাসিকা ছেদন করেন। সুগ্রীবের পায়ের নখে কুম্ভকর্ণের পার্শ্বদ্বয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।[১৬]

কুম্ভকর্ণ ও রাবণপুত্রগণের নিধনের পর সুগ্রীবের নির্দেশে

বানরসেনা রাত্রিকালে উল্কাহস্তে লঙ্কাপুরী দহন করিয়াছে। সেই রাত্রিযুদ্ধে সুগ্রীবের বজ্রসম মুষ্টির প্রহারে কুম্ভকর্ণতনয় কুম্ভ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।[১৭]

ইন্দ্রজিতের নিধনের পরদিন রণভূমিতে সুগ্রীব অসংখ্য রাক্ষস-সৈন্যকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া প্রখ্যাত রাক্ষসবীর রাবণামাত্য বিরূপাক্ষের ললাটে মুষ্টিপ্রহার করেন। সেই প্রহারেই বিরূপাক্ষ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন, আর উঠিলেন না।[১৮]

রাবণামাত্য মহোদরও সুগ্রীবের খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিলেন। মহোদরের ছিন্ন দেহ ভূপাতিত হইলে—

সূর্যাত্মজস্তত্র ররাজ লক্ষ্ম্যা
সূর্যঃ স্বতেজোভিরিবাপ্রধৃষ্যঃ॥ ৬।৯৭।৩৭

—সূর্যনন্দন (বানরেন্দ্র সুগ্রীব) স্বীয় তেজে দুরাধর্ষ সূর্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

রাবণবধের পর রামের অযোধ্যা-যাত্রার সময় সুগ্রীবও সপরিবারে রামের সহিত গিয়াছিলেন। ভরত তাঁহাকে পঞ্চম ভ্রাতৃরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।[১৯]

যে ভবনটি মুক্তা ও বৈদূর্য দ্বারা শোভিত অশোক-বনযুক্ত এবং সর্বপ্রকারে মনোহর, যে ভবনে রাম বাস করিতেন, রামের নির্দেশে ভরত অযোধ্যার সেই শ্রেষ্ঠ ভবনটি সুগ্রীবকে বাসের নিমিত্ত দিয়াছিলেন।[২০] অযোধ্যায় পরম আনন্দে কিছুকাল বাস করিয়া—

সুগ্রীবো বানরশ্রেষ্ঠো দৃষ্ট্বা রামাভিষেচনম্।
পূজিতশ্চৈব রামেণ কিষ্কিন্ধাং প্রাবিশৎ পুরীম্॥
৬।১২৮।৮৯

—বানরাধিপতি সুগ্রীব রামের অভিষেক দর্শনপূর্বক রাম কর্তৃক সম্মানিত হইয়া কিষ্কিন্ধায় প্রত্যাবর্তন করেন।

রামের অশ্বমেধ-যজ্ঞে আমন্ত্রিত হইয়া সুগ্রীব পাত্রমিত্র সহ অযোধ্যায় গিয়াছেন।

বানরাশ্চ মহাত্মানঃ সুগ্রীবসহিতাস্তদা।
বিপ্রাণাং প্রবরাঃ সর্বে চক্রুশ্চ পরিবেষণম্॥ ৭।৯১।২৮; ৭।৯২।৬

—মহাবল বানরগণ সুগ্রীবের সহিত সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের পরিবেষণকার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

সীতার পাতাল-প্রবেশের পর সুগ্রীবাদি বানরগণ কিষ্কিন্ধায় ফিরিয়া গিয়াছেন।[২১]

অনেক দিন পরে রামের মহাপ্রস্থানের সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া সুগ্রীবাদি বানরগণ অযোধ্যায় আসিয়াছেন। রামের চরণে প্রণামপূর্বক সুগ্রীব কহিতেছেন—

অভিষিচ্যাঙ্গদং বীরমাগতোঽস্মি নরেশ্বর।
তবানুগমনে রাজন্ বিদ্ধি মাং কৃতনিশ্চয়ম্॥ ৭।১০৮।২৩

—হে রাজন্, হে নরেশ্বর, আমি বীর অঙ্গদকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া আসিয়াছি। আপনার অনুগমনে আমাকে কৃতনিশ্চয় বলিয়া জানিবেন।

রাম প্রসন্নচিত্তে সুগ্রীবকে অনুমতি দিলেন। রামের অনুগমন করিয়া সুগ্রীব হৃষ্টান্তঃকরণে দেহত্যাগপূর্বক বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইলেন।[২২]

দোষে ও গুণে সুগ্রীবের চরিত্রও রামায়ণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী মাতৃসমা তারার সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ায় তাঁহার উজ্জ্বল চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছে। যদিও এই ব্যাপারে তারার অপরাধ কিছুমাত্র কম নহে, তথাপি সুগ্রীবের অপরাধকে লঘু বলা চলে না। বালীর নিধন ব্যাপারে তাঁহার দোষও অল্প নহে। তাঁহারই কথায় ইহাও বোঝা যায় যে, রাজ্য এবং তারার প্রতি তাঁহার লোভ ছিল। যাহাই হউক, যোগিজনোচিত দেহত্যাগের ফলে তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

১	৪।৩৩।২২ ;
	৪।৩৪।৪
২	৪।৪৩।১
৩	৪।৫৪।২২
৪	৪।৭।২৫
৫	৪।১৩।৪
৬	৬।৪।১০
৭	৪।৯।২৩
৮	৪।১০।২৭; ৪।৪৬শ সর্গ
৯	৪।৪৬।২১-২৩
১০	৩।৭২।১২
১১	৪।৮।৩৩-৩৬
১২	৪।২৬।৩৫
১৩	৪।৩৩।৬৬
১৪	৪।৩৭।১২
১৫	৬।১৮।৮
১৬	৬।৬৭।৮৬
১৭	৬।৭৬।৯১
১৮	৬।৯৬।২৯-৩২
১৯	৬।১২৭।৪৬
২০	৬।১২৮।৪৫
২১	৭।৯৯।৫
২২	৭।১০৮।২৫

অঙ্গদ

অঙ্গদ হইতেছেন বালী ও তারার একমাত্র সন্তান। তিনি বিশেষ বিদ্বান, বুদ্ধিমান্ ও মহাবীর।

মহাপ্রাজ্ঞঃ। ৪।৫৩।৭

বুদ্ধ্যা হ্যষ্টাঙ্গয়া যুক্তং চতুর্বলসমন্বিতম্।
চতুর্দশগুণং মেনে হনুমান্ বালিনঃ সুতম্॥
আপূর্যমানং শশ্বচ্চ তেজোবলপরাক্রমৈঃ।
শশিনং শুক্লপক্ষাদৌ বর্ধমানমিব শ্রিয়া॥
বৃহস্পতিসমং বুদ্ধ্যা বিক্রমে সদৃশং পিতুঃ॥ ৪।৫৪।২-৪

—(হনুমান্ জানিতেন—) শ্রবণেচ্ছা, শ্রবণ করানো, শ্রুত বিষয়ের সারাংশ গ্রহণ করা, সারাংশ ধারণ করা, সমুচিত তর্ক করা, বিতর্ক করা, অর্থ ও তাৎপর্যের প্রকৃত বোধ, এবং তত্ত্বজ্ঞান—এই অষ্টাঙ্গ বুদ্ধিই বালিপুত্রের রহিয়াছে। বাহুবল, মনোবল, উপায়বল এবং বন্ধুবলেও অঙ্গদ বলীয়ান্। দেশকালজ্ঞান, দৃঢ়তা, ক্লেশসহিষ্ণুতা, সর্ব বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা, তেজ, মন্ত্রগুপ্তি, অবিসংবাদিতা অর্থাৎ পরস্পর বিরোধী বাক্য না বলা, শৌর্য, ভক্তি ও অপরের ভক্তিজ্ঞতা, কৃতজ্ঞতা, শরণাগতবাৎসল্য, অমর্ষ ও অচাঞ্চল্য—এই চৌদ্দটি গুণ অঙ্গদে বিরাজ করিতেছে। তিনি তেজ, বল ও পরাক্রমে সর্বদা পরিপূর্ণ। শুক্লপক্ষের আরম্ভ হইতে চন্দ্রের শ্রী যেরূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, অঙ্গদেরও শ্রী সেইরূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। অঙ্গদ বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্ এবং আপন পিতার ন্যায় পরাক্রমশালী।

অঙ্গদের আকৃতিও অতি মনোহর। বর্ণিত হইয়াছে—

স তু সিংহবৃষস্কন্ধঃ পীনায়তভুজঃ কপিঃ। ৪।৫৩।৭

দীপ্তাগ্নিসদৃশস্তস্থাবঙ্গদঃ কনকাঙ্গদঃ। ৬।৪১।৭৫

উবাচ তারা পিঙ্গাক্ষং পুত্রমঙ্গদমঙ্গনা। ৪।২৩।২২

—সিংহ ও বৃষের স্কন্ধের ন্যায় উন্নত তাঁহার স্কন্ধদেশ এবং স্থূল ও দীর্ঘ তাঁহার বাহু। সুবর্ণনির্মিত অঙ্গদে অঙ্গদের বাহুদ্বয় সুশোভিত। তাঁহার দেহের তেজ প্রদীপ্ত অগ্নিসদৃশ। (ইহাতে অনুমিত হয়—গাত্রবর্ণ সোনার মত উজ্জ্বল।) অঙ্গদের চক্ষু ছিল পিঙ্গলবর্ণ।

আসন্নমৃত্যু পিতার উপদেশ শুনিয়া অঙ্গদ চুপ করিয়া ছিলেন, কোন কথা বলেন নাই, শুধু পিতার চরণে প্রণাম করিয়াছেন। মৃত্যুকালে বালীও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, অঙ্গদ তাঁহার পিতৃব্য সুগ্রীবকে ক্ষমা করিতে পারিবেন না। বালীর উপদেশে যেন ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। অঙ্গদ যে যথার্থই সুগ্রীবের উপর প্রসন্ন ছিলেন না, তাহা পরে জানা যাইবে।

রামের নির্দেশে সুগ্রীব অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। রাম সুগ্রীবকে বলিয়াছেন—

জ্যেষ্ঠস্য হি সুতো জ্যেষ্ঠঃ সদৃশো বিক্রমেণ চ।
অঙ্গদোঽয়মদীনাত্মা যৌবরাজ্যস্য ভাজনম্॥ ৪।২৬।১৩

—তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীর জ্যেষ্ঠপুত্র অঙ্গদ। তিনি পিতার ন্যায় বিক্রমশালী ও তাঁহার হৃদয় অতি মহৎ। তিনি যৌবরাজ্যের উপযুক্ত পাত্র।

অঙ্গদের অভিষেকে সহৃদয় বানরগণ বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। তাঁহারা—

সাধু সাধ্বিতি সুগ্রীবং মহাত্মানো হ্যপূজয়ন্। ৪।২৬।৩৯

—'সাধু সাধু' বলিয়া সুগ্রীবের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অঙ্গদের জনপ্রিয়তার আরও অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

সীতার অন্বেষণে সুগ্রীব যে-সকল বানরকে দক্ষিণ দিকে পাঠাইয়াছিলেন, অঙ্গদ তাঁহাদের অন্যতম। বিন্ধ্যপর্বত হইতে

তাঁহাদের সীতার অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। লতাগুল্মের দ্বারা সমাচ্ছন্ন এক গভীর অরণ্যে এক ভীষণ অসুরকে দেখিতে পাইয়া অঙ্গদ তাহাকে রাবণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। অসুরটি বানরগণকে আক্রমণ করিলে অঙ্গদ এক চাপড়েই তাহাকে হত্যা করেন।[১]

অনেক অনুসন্ধানেও সীতার এবং রাবণের খোঁজ না পাইয়া বানরগণ হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। অঙ্গদ নানা কথায় সকলের মনে উৎসাহ সঞ্চার করিতেছেন। তাঁহার যুক্তিযুক্ত ভাষণে সকলই উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিলেন।

সীতার অনুসন্ধান করিতে করিতে বানরগণ যখন সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন, তখন গণনা করিয়া দেখিলেন যে, সুগ্রীবের নির্দিষ্ট একমাস সময় অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। সকলই ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। যুবরাজ অঙ্গদ শ্রেষ্ঠ ও বৃদ্ধ বানরগণকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনপূর্বক মধুর বাক্যে বলিতেছেন—'কপিরাজের নির্দিষ্ট কাল অতীত হইয়াছে। এখন নিশ্চয়ই আমরা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইব। সুগ্রীবের সমীপে যাইয়া দণ্ডিত হওয়া অপেক্ষা এইস্থানেই প্রায়োপবেশনে মৃত্যুকে বরণ করা শ্রেয়ঃ বোধ করি। সীতার সন্ধান না দিতে পারিলে ক্রোধন কপিরাজ আমাদিগকে কখনই ক্ষমা করিবেন না। অতএব আমরা স্ত্রী পুত্র ও গৃহাদি ধনসম্পত্তির মায়া পরিত্যাগ করিয়া মরণান্ত উপবাসের সঙ্কল্প গ্রহণ করিব। সুগ্রীব আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন নাই। নরপতি রামের দ্বারাই আমি অভিষিক্ত হইয়াছি। সুগ্রীব পূর্ব হইতেই আমার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, এখন আমার এই অপরাধ দেখিয়া অবশ্যই আমাকে বধ করিবেন। অতএব আমি ফিরিয়া যাইব না।

ইহৈব প্রায়মাসিষ্যে পুণ্যে সাগররোধসি। ৪।৫৩।১৯

—এই পুণ্য সাগরতীরে প্রায়োপবেশন করিব।'

সুগ্রীবের ভয়ে ভীত বানরগণ সকলেই অঙ্গদের বাক্য সমর্থন করিয়া প্রায়োপবেশনের উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া হনুমান্ যুক্তিযুক্ত

বচনে বানরগণের মধ্যে ভেদনীতি প্রয়োগ করিলেন। হনুমান্ অঙ্গদকেও প্রবোধ দিয়া কহিলেন—'তোমার পিতৃব্য সুগ্রীব ধার্মিক রাজা। তিনি দৃঢ়ব্রত, পবিত্র ও সত্যপ্রতিজ্ঞ। অতএর কদাপি তোমাকে বিনাশ করিবেন না। তিনি সর্বদাই তোমার প্রীতি কামনা করেন।'

হনুমানের এই কথা শুনিয়া অঙ্গদ আর স্থির থাকিতে পারেন নাই। সুগ্রীবের উপর তাঁহার যে বিদ্বেষ ও ঘৃণা এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, সর্বসমক্ষে তাহা প্রকাশ পাইল। অঙ্গদ বলিলেন—

স্থৈর্যমাত্মমনঃশৌচমানৃশংস্যমথার্জবম্।
বিক্রমশ্চৈব ধৈর্যঞ্চ সুগ্রীবে নোপপদ্যতে॥ ইত্যাদি। ৪।৫৫।২-১২

—আমি সুগ্রীবের স্থিরতা, দেহ ও মনের পবিত্রতা, অক্রূরতা, সরলতা, বিক্রম ও ধৈর্য দেখিতে পাই না। মায়াবীর সঙ্গে আমার পিতার যুদ্ধকালে যে অধার্মিক মাতৃতুল্যা ভ্রাতৃভার্যাকে কুৎসিত ভাবনায় গ্রহণ করিয়াছে, যে দুরাত্মা শত্রুর সহিত যুদ্ধরত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নির্গমন-দ্বার প্রস্তর দ্বারা বন্ধ করিয়া দেয়, তাহাকে কিরূপে ধর্মজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিব? যে অকৃতজ্ঞ তাহার মিত্র রামের দ্বারা আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া রামকেই ভুলিয়া যায়, সেই ব্যক্তি অপর কাহার উপকার স্মরণ করিবে? যে-ব্যক্তি ধর্মের ভয়ে ভীত না হইয়া শুধু লক্ষ্মণের ভয়েই আমাদিগকে সীতার অন্বেষণে পাঠাইয়াছে, তাহাকে কি ধার্মিক বলিব? সেই পাপী কৃতঘ্ন চঞ্চলমতি সুগ্রীবকে কোন সাধু পুরুষই বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। আমি সুগ্রীবের শত্রুর পুত্র, সে কি আমাকে জীবিত রাখিবে? সুগ্রীব হইতে দূরে বাস করিবার গোপন-বাসনা পোষণ করিতেছিলাম। আজ তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। আমি দুর্বল ও অনাথ (পিতৃহীন), বিশেষতঃ তাহার আদেশ পালন করিতে পারি নাই। এই অবস্থায় সুগ্রীবের নিকট যাইয়া দণ্ডভোগ করিতে চাহি না। আপনারা সকলে আমাকে এখানে থাকিবার আজ্ঞা দিয়া আপন আপন গৃহে গমন করুন।

এইকথা বলিয়া বৃদ্ধ বানরগণকে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অঙ্গদ ভূমিতে আস্তৃত কুশের উপর মরণান্ত উপবাসে উপবেশন করিয়াছেন। অঙ্গদের করুণ বাক্য শুনিয়া বানরগণ কাঁদিতে লাগিলেন। সকলেই সুগ্রীবের নিন্দা ও বালীর প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠেন। অঙ্গদকে বেষ্টন করিয়া তাঁহারাও মরণান্ত উপবাসের সঙ্কল্প গ্রহণপূর্বক কুশোপরি উপবেশন করিলেন।

সকলে মিলিয়া রামের বনবাস, রাক্ষসগণের বিনাশ, সীতাহরণ, বালীর নিধন ও রামের ক্রোধের কথা বলিতেছিলেন। তখন গৃধ্ররাজ সম্পাতি পর্বতশিখর হইতে সেইসকল কথা শুনিতেছিলেন। সীতাকে উদ্ধার করিতে যাইয়া জটায়ু রাবণের হাতে নিহত হইয়াছেন—অঙ্গদের মুখে এই কথা শুনিয়া জটায়ুর অগ্রজ সম্পাতি পর্বতের নীচে অবতরণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহার পাখা দুইখানি সূর্যকিরণে দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। এইহেতু তিনি বানরদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। অঙ্গদ সম্পাতিকে পর্বত হইতে নামাইয়া আনেন এবং তাঁহার নিকট রামের ও নিজেদের সকল বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে বলেন। সম্পাতিও বানরদের নিকট আপনার জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

অঙ্গদের মুখে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দিব্যচক্ষু সম্পাতি কহিতেছেন—'তোমাদের সহায়তা করিয়া আমি ভ্রাতৃহন্তা রাবণের উপর প্রতিশোধ মিটাইব। আমি এইস্থানে থাকিয়াই লঙ্কাস্থিত রাবণ ও সীতাকে দেখিতে পাইতেছি।'

সম্পাতির মুখে এই কথা শুনিয়াই বানরগণ আশান্বিত হইলেন। সম্পাতির পুত্র সুপার্শ্ব রাবণাপহৃতা সীতাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন—এইকথাও বানরগণ সম্পাতি হইতে শুনিয়াছেন। তাঁহারা প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া সোৎসাহে সমুদ্র পার হইবার পরামর্শ করিতেছেন। সমুদ্রের ভীষণতা ও দুর্লঙ্ঘ্যতার বিষয় ভাবিয়া বানরগণ যেন বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। অঙ্গদ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

যো বিষাদং প্রসহতে বিক্রমে সমুপস্থিতে।
তেজসা তস্য হীনস্য পুরুষার্থো ন সিধ্যতি ॥

ইত্যাদি। ৪।৬৪।১০-২২

—যে-ব্যক্তি বিক্রম প্রকাশের সময় বিষাদগ্রস্ত হয়, সে তেজোহীন হওয়ায় কখনও তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কোন্ বীর শতযোজন সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবেন, কে এই যূথপতিগণকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিবেন, কাঁহার অনুগ্রহে কার্য সিদ্ধ করিয়া আমরা পুত্র-কলত্রাদির সহিত মিলিত হইতে পারিব—তাহাই চিন্তা করুন। আপনারা সকলেই বলবান্ পরাক্রান্ত ও মহৎবংশে জাত। কেহই আপনাদের গতি রোধ করিতে পারিবে না। অতএব আপনাদের মধ্যে সাগর-উত্তরণে যাঁহার যতটুকু শক্তি আছে, প্রকাশ করিয়া বলুন।

প্রত্যেকেই আপন আপন ক্ষমতার কথা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু কাঁহারও দ্বারা কার্য সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এবার বুদ্ধিমান্ অঙ্গদ বৃদ্ধ জাম্ববানের অনুমতি গ্রহণ করিয়া বলিলেন—

অহমেতদ্ গমিষ্যামি যোজনানাং শতং মহৎ।
নিবর্তনে তু মে শক্তিঃ স্যান্নবেতি ন নিশ্চিতম্ ॥ ৪।৬৫।১৮

—শতযোজন বিস্তীর্ণ এই মহাসমুদ্র আমি পার হইতে পারিব। কিন্তু প্রত্যাবর্তন করিতে পারিব কি না—নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।

বৃদ্ধ জাম্ববান্ অঙ্গদকে বাধা দিয়া কহিলেন—'হে শত্রুনাশন সত্যবিক্রম, গমন এবং প্রত্যাবর্তনের শক্তি আপনার অবশ্যই রহিয়াছে, কিন্তু আমরা আপনাকে যাইতে দিতে পারি না। আপনি এই কার্য সাধনের হেতুমাত্র হইবেন। আপনি আমাদের গুরু ও গুরুপুত্র, আপনাকে অবলম্বন করিয়া আমরা এই কার্য সাধনে সমর্থ হইব। আমি এমন বীরকে পাঠাইব, যাঁহার দ্বারা নিশ্চয়ই কার্য সিদ্ধ হইবে।'[২]

কৃতকৃত্য হনুমান্ লঙ্কা হইতে মহেন্দ্র-পর্বতে স্বজনগোষ্ঠীর ভিতর

ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া অঙ্গদ বলিলেন—

অযুক্তং তু বিনা দেবীং দৃষ্টবদ্ভিশ্চ বানর।
সমীপং গন্তুমস্মাভিঃ রাঘবস্য মহাত্মনঃ॥ ইত্যাদি। ৫।৬০।১-১৩

—হে বানরগণ, সীতাদেবীকে না লইয়া মহাত্মা রামের সমীপে যাওয়া আমাদের উচিত হইবে না। অশ্বিপুত্রদ্বয় (মৈন্দ ও দ্বিবিদ) অতিশয় বিক্রমশালী। তাঁহারা অনায়াসে লঙ্কাপুরী বিধ্বস্ত করিতে পারিবেন। আমিও একক সমস্ত রাক্ষসগণের সহিত লঙ্কাকে ধ্বংস করিতে পারি। আপনারা প্রত্যেকেই প্রখ্যাত বীর। আমি মনে করি, রাবণকে সবংশে নিধন করিয়া সীতাদেবীকে লইয়া সাফল্যের সহিত হৃষ্টচিত্তে আমরা রামের সমীপে উপস্থিত হইব।

মতিমান্ জাম্ববানের যুক্তিপূর্ণ বচনে অঙ্গদের এই সঙ্কল্প শিথিল হইয়াছে। জাম্ববানের উক্তির সারবত্তা প্রত্যেকেই স্বীকার করিয়াছেন। হৃষ্টচিত্ত বানরগণ কিষ্কিন্ধার দিকে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে আনন্দের আতিশয্যে অঙ্গদের অনুমোদনক্রমে তাঁহারা সুগ্রীবের মধুবনকে লণ্ডভণ্ড করিয়াছেন। বনরক্ষক দধিমুখ ছিলেন সুগ্রীবের মাতুল। তিনি বানরগণকে বাধা দিতে যাইয়া অঙ্গদের দ্বারা প্রহৃত হইয়াছেন। দধিমুখের মুখে এইসকল ঘটনা শুনিয়া সুগ্রীব লক্ষ্মণকে বলিয়াছেন—হনুমান্ প্রমুখ বানরগণ অবশ্যই সীতার সন্ধান পাইয়াছেন—

জাম্ববান্ যত্র নেতা স্যাদঙ্গদশ্চ মহাবলঃ।
হনুমাংশ্চাপ্যধিষ্ঠাতা ন তত্র গতিরন্যথা॥ ৫।৬৩।২১

—যে সৈন্যবাহিনীতে জাম্ববান্ নেতা, মহাবল অঙ্গদ নিয়ন্তা, হনুমান্ বুদ্ধিদাতা, সেই বাহিনীর অন্যায় পথে গমন সম্ভবপর নহে।

সুগ্রীবের এই উক্তি হইতে জানা যাইতেছে যে, অঙ্গদের বুদ্ধি ও শক্তি সম্বন্ধে তাঁহারও উচ্চ ধারণা ছিল।

সুগ্রীব মিষ্টবচনে দধিমুখকে শান্ত করিয়া হনুমান্ প্রমুখ

বানরগণকে শীঘ্রই তাঁহার নিকট পাঠাইবার নিমিত্ত বিদায় দিলেন। দধিমুখও ফিরিয়া আসিয়া সবিনয়ে অঙ্গদের নিকট সুগ্রীবের আদেশ জ্ঞাপন করেন।

দধিমুখের উৎফুল্ল নয়ন দেখিয়াই অঙ্গদ বুঝিতে পারিলেন যে, সুগ্রীব তাঁহাদের সাফল্য অনুমান করিয়া থাকিবেন। অঙ্গদ সবিনয়ে সঙ্গিগণকে কহিতেছেন—'হে মহাবল যূথপতিগণ, আমাদের সুগ্রীবের নিকট গমন করা উচিত। আপনারা যদিও আমাকে নিয়ন্তা মনে করেন, তথাপি আপনাদের পরামর্শ ব্যতীত আমি একা কিছুই করিতে পারি না। আমি যুবরাজ হইলেও আপনাদিগকে আদেশ দেওয়া ধৃষ্টতা মনে করি। আপনাদের প্রতি প্রভুত্ব প্রকাশ করা আমার পক্ষে নিতান্ত অন্যায়।'

বানরগণ অঙ্গদের বিনয়মধুর বচনের উত্তরে বলিতেছেন—'যুবরাজ, এরূপ বিনয় আপনারই অনুরূপ। এইপ্রকার বিনয় আপনার ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য সূচনা করিতেছে।'[৩]

শরণাগত বিভীষণকে স্থান দেওয়া উচিত কি না—এই বিষয়ে রাম প্রত্যেকের মতামত জানিতে চাহিলে অঙ্গদ বলিয়াছেন—

শত্রোঃ সকাশাৎ সম্প্রাপ্তঃ সর্বথা তর্ক্য এব হি।
বিশ্বাসনীয়ঃ সহসা ন কর্তব্যো বিভীষণঃ॥ ইত্যাদি। ৬।১৭।৩৯-৪১

—হে রাজন্, বিভীষণ শত্রুর নিকট হইতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে সন্দেহ করাই উচিত। সহসা তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন মনে করা উচিত নহে। শঠেরা মনের ভাব গোপন রাখে এবং ছিদ্র পাইলেই প্রহার করে। যদি তাহাতে বহু গুণ পরিলক্ষিত হয়, তবে আমাদের দলে বিভীষণকে গ্রহণ করাই কর্তব্য মনে করি।

রাম কর্তৃক লঙ্কাপুরীর অবরোধের সময় মহাবীর অঙ্গদ দক্ষিণ দ্বারে স্থাপিত হইয়াছেন। সেই দ্বারে তাঁহার প্রতিপক্ষ ছিলেন রাক্ষসবীর মহাপার্শ্ব ও মহোদর।[৪]

সেনাসন্নিবেশের পর রাম সীতাকে প্রত্যর্পণ ও ক্ষমাপ্রার্থনা অথবা

যুদ্ধ করিবার কথা বলিবার নিমিত্ত রাবণ সমীপে অঙ্গদকে দূতরূপে পাঠাইয়াছেন। অঙ্গদ মুহূর্তমধ্যে প্রাকার উল্লঙ্ঘনপূর্বক রাবণভবনে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রিগণপরিবৃত রাবণকে দেখিতে পাইলেন। অঙ্গদ রাবণকে সম্বোধন করিয়া রামের কথিত কথাগুলি কহিতেছেন—

দূতোঽহং কোসলেন্দ্রস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
বালিপুত্রোঽঙ্গদো নাম যদি তে শ্রোত্রমাগতঃ॥

ইত্যাদি। ৬।৪১।৭৭-৮১

—আমি বালীর পুত্র অঙ্গদ এবং কোসলাধিপতি উত্তমকর্মা রামের দূত। সম্ভবতঃ আমার নাম তোমার কর্ণগোচর হইয়াছে। রঘুপতি তোমাকে বলিতেছেন—'হে নৃশংস, গৃহ হইতে বাহির হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর, প্রকৃত পৌরুষ প্রদর্শন কর। তোমাকে সবান্ধব নিধন করিয়া আমি ত্রিভুবন নিরুদ্বিগ্ন করিব। তুমি দেবতা, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব, নাগ এবং রাক্ষসগণের শত্রু, আর ঋষিগণের কণ্টকস্বরূপ। আজ আমি সেই কণ্টক উদ্ধার করিব। যদি তুমি আমার চরণে প্রণিপাতপূর্বক সৎকৃতা বৈদেহীকে প্রত্যর্পণ না কর, তবে অবশ্যই আমার হাতে নিহত হইবে এবং বিভীষণ লঙ্কার সমস্ত ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইবেন।'

অঙ্গদের মুখে রামের কঠোর উক্তিগুলি শুনিয়াই রাবণ ভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি অঙ্গদকে ধরিয়া বধ করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ সচিবগণকে আদেশ দিতে লাগিলেন। চারিজন ভীষণ রাক্ষস অঙ্গদকে ধরিয়া ফেলিল। অঙ্গদ তাঁহার হস্তধারণকারী সেই চারিজন বীরকে লইয়াই লাফ দিয়া উচ্চ প্রাসাদে আরোহণ করিয়াছেন। রাক্ষসচতুষ্টয় অঙ্গদের প্রবল ঝাঁকুনিতে ভূমিতে পতিত হইল। রাবণের সম্মুখেই প্রাসাদ-শিখর ভঙ্গ করিয়া আপনার নাম শুনাইয়া এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া অঙ্গদ আকাশপথে উৎপতিত হইলেন।

ব্যথয়ন্ রাক্ষসান্ সর্বান্ হর্ষয়ংশ্চাপি বানরান্।
স বানরাণাং মধ্যে তু রামপার্শ্বমুপাগতঃ॥ ৬।৪১।৯১

—রাক্ষসগণকে ব্যথিত ও বানরগণকে আনন্দিত করিয়া অঙ্গদ বানরগণের মধ্যে অবস্থিত রামের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন ।

অঙ্গদের এইপ্রকার শক্তি দেখিয়া রাবণ ক্রুদ্ধ হইলেও বুঝিতে পারিলেন যে, নিজের বিনাশকাল উপস্থিত হইয়াছে ।

যুদ্ধের প্রথম দিন রাত্রিকালেও যুদ্ধ চলিতেছিল। অঙ্গদ ইন্দ্রজিতের রথের অশ্ব ও সারথিকে বধ করিলে পর বিপন্ন ইন্দ্রজিৎ পলায়ন করেন। অমিতবিক্রম ইন্দ্রজিৎকে পরাজিত করায় সকলেই বিস্ময়ে অঙ্গদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া 'সাধু সাধু' বলিতে লাগিলেন ।[৫]

মহাবীর রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্র অঙ্গদের অসির আঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বজ্রদংষ্ট্রের সাহায্যকারী যোদ্ধৃবর্গের মধ্যেও অনেকেই অঙ্গদের হাতে প্রাণ হারাইয়াছেন ।[৬]

রণভূমিতে সমাগত কুম্ভকর্ণের ভীষণ আকৃতি দেখিয়াই ভয়ে বানর'-সৈন্যগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছিলেন। তখন অঙ্গদ নীল নল প্রমুখ প্রধান বানরগণকে কহিলেন—'হে বীরগণ, ভয়ে বিহ্বল হইয়া তোমরাও নিজেদের শক্তি ও বংশমর্যাদা বিস্মৃত হইয়া কোথায় পলাইতেছ ? এইভাবে প্রাণরক্ষার কি প্রয়োজন ? এই বিশালদেহ রাক্ষসের নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা নাই। ইহা একটি বিভীষিকা' মাত্র।'[৭]

অঙ্গদের উৎসাহবাক্যে বানরগণ মিলিত হইয়া কুম্ভকর্ণকে প্রহার করিতে লাগিলেন ।

রাবণপুত্র নরান্তকের বুকে মুষ্টিপ্রহার করিয়া অঙ্গদ তাঁহাকে সংহার করিয়াছেন ।[৮]

অন্য এক রাত্রিযুদ্ধে অঙ্গদ গিরিশিখর নিক্ষেপ করিয়া রাক্ষসবীর কম্পনকে ও মুষ্টির আঘাতে রাক্ষসবীর প্রজঙ্ঘকে বধ করেন ।[৯]

মহাবল মৈন্দ ও দ্বিবিদ ছিলেন অঙ্গদের মাতুল। কুম্ভের সহিত যুদ্ধকালে মাতুলদ্বয়কে বিপন্ন দেখিয়া অঙ্গদ তাঁহাদের সাহায্যার্থ ছুটিয়া

আসেন। কুম্ভের অসামান্য বীরত্বে অঙ্গদও যেন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরে সুগ্রীবের হাতে কুম্ভ নিহত হইয়াছেন।[১০]

রাবণের অমাত্য মহাপার্শ্বের সহিত যুদ্ধে অঙ্গদ মহাপার্শ্বের বুকে বজ্রসম মুষ্টিপ্রহার করেন।

তেন তস্য নিপাতেন রাক্ষসস্য মহামৃধে।
পফাল হৃদয়ং চাস্য স পপাত হতো ভুবি ॥ ৬।৯৮।২২

—সেই মুষ্টিপ্রহারেই মহাযুদ্ধে রাক্ষস মহাপার্শ্বের বক্ষোদেশ বিদীর্ণ হইল এবং তিনি গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে এইগুলিই অঙ্গদের বীরত্বের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। আরও অনেক রাক্ষসসৈন্য তাঁহার হাতে প্রাণ হারাইয়াছেন।

সীতা-সহ রামের অযোধ্যা-যাত্রাকালে অঙ্গদও রামের সহিত অযোধ্যায় গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি রামের দ্বারা বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়াছেন। রামের রাজ্যাভিষেকের কিছুকাল পর বানরগণ বিদায় গ্রহণ করিবেন, তখন রাম অঙ্গদকে ক্রোড়ে লইয়া আপন শরীর হইতে মহামূল্য ভূষণসমূহ উন্মোচন করিয়া অঙ্গদের অঙ্গে স্বহস্তে পরাইয়া দিয়াছেন। রাম সুগ্রীবকে ইহাও বলিয়াছেন যে, অঙ্গদ সুগ্রীবের সুপুত্র।[১১]

রামের অশ্বমেধ-যজ্ঞেও সম্ভবতঃ অঙ্গদ উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাবল বানরগণ সুগ্রীবের সহিত উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণগণের পরিবেষণ-কার্যে নিযুক্ত হন।[১২]

রামের মহাপ্রয়াণের সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া সুগ্রীবও রামের অনুগমনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। রামের চরণে প্রণামপূর্বক সুগ্রীব বলিয়াছেন—

অভিষিচ্যাঙ্গদং বীরমাগতোঽস্মি নরেশ্বর। ৭।১০৮।২৩

—হে নরেশ্বর, (আপনার অনুগমনের উদ্দেশ্যে) অঙ্গদকে কিষ্কিন্ধা-রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আমি এখানে আসিয়াছি।

ইহা হইতে জানা যায়, সুগ্রীবের পরে অঙ্গদ বানরগণের

অধিপতি হইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

অঙ্গদের জীবনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা না থাকিলেও রূপ গুণ ও শক্তিসামর্থ্যে তিনি পিতার উপযুক্ত পুত্রই ছিলেন।

১ ৪।৪৮।২১
২ ৪।৬১।২০-৩৪
৩ ৫।৬৪।১৩-২০
৪ ৬।৩৭।২৭
৫ ৬।৪৪।২৯-৩২
৬ ৬।৫৪।৩৪
৭ ৬।৬৬।৪-৬
৮ ৬।৬৯।৯৪
৯ ৬।৭৬।৩, ২৭
১০ ৬।৭৬।৪৭-৫৮
১১ ৭।৩৯।১৬-১৯
১২ ৭।৯১।২৮

জাম্ববান্

কিষ্কিন্ধায় যে-সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটে, তন্মধ্যে জাম্ববান্ একজন বিশেষ সম্মানিত পুরুষ। জাম্ববান্ ঋক্ষগোষ্ঠীর অধিপতি ছিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়াছেন—

পূর্বমেব ময়া সৃষ্টো জাম্ববানৃক্ষপুঙ্গবঃ।
জৃম্ভমাণস্য সহসা মম বক্ত্রাদজায়ত ॥
১।১৭।৭ ; ৪।৪১।২ ; ৬।৫০।১১

—আমি পূর্বেই জাম্ববান্-নামক ঋক্ষ-(ভল্লূক) প্রধানকে সৃষ্টি করিয়াছি। আমার জৃম্ভণকালে (হাই তুলিবার সময়) হঠাৎ সে মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

অন্যত্র দেখা যায়, জাম্ববানের পিতার নাম ছিল—গদ্গদ।

গদ্গদস্যাথ পুত্রোঽত্র জাম্ববানিতি বিশ্রুতঃ।
গদ্গদস্যাথ পুত্রোঽন্যঃ··· ··· ···॥ ৬।৩০।২০

—গদ্গদের পুত্র লোকবিখ্যাত জাম্ববান্ এবং সেই গদ্গদের অপর (ক্ষেত্রজ) পুত্র ধূম্র সেখানে অবস্থান করিতেছেন।

তিলক-টীকাকার বলিতেছেন—জাম্ববান্ ঋক্ষ গদ্গদের ক্ষেত্রজ পুত্র। ব্রহ্মার জৃম্ভণকালে উদ্গত ভগবচ্ছক্তি গদ্গদের পত্নীগর্ভে আবিষ্ট হইয়া জাম্ববানের জন্ম দিয়াছে।

নর্মদা-নদীর তীরে ঋক্ষবান্-নামক পর্বত জাম্ববানের জন্মভূমি। জাম্ববানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল—ধূম্র।[১]

জাম্ববান্ জ্ঞানে গুণে এবং বীরত্বে একজন অসামান্য পুরুষ।

স এষ জাম্ববান্নাম মহাযূথপযূথপঃ।
প্রশান্তো গুরুবর্তী চ সম্প্রহারেষ্‌মর্ষণঃ ॥ ইত্যাদি।৬।২৭।১১-১৪

—(লঙ্কায় রাবণামাত্য সারণ রাবণের নিকট রামের সাহায্যার্থ সমাগত বীরগণের পরিচয় দিতেছেন।) মহারাজ, যাঁহাকে রণভূমিতে পরাভূত করা যায় না, ইনিই সেই মহাযূথপতিগণেরও যূথপতি শান্তমূর্তি গুরুবশবর্তী জাম্ববান। ধীমান্ জাম্ববান্ সুরাসুরের যুদ্ধে শচীপতির সাহায্য করিয়া অনেক বর লাভ করিয়াছেন। নির্ভয় ক্রূরস্বভাব অমিতবল অসংখ্য সৈন্য ইঁহার অধীন। জাম্ববানের গাত্রবর্ণ নীল কাজলের মত।

—ঋক্ষরাজস্তেজস্বী নীলাঞ্জনচয়োপমঃ। ৬।৯৮।৮

এই ঋক্ষরাজ মহাতেজা জাম্ববান্ দশ কোটি সৈন্য লইয়া রামের সাহায্যার্থ সুগ্রীবের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন।[২]

লঙ্কায় মহাযুদ্ধের সময় জাম্ববানের অনেক বয়স হইয়াছে। তিনি তখন বৃদ্ধতম। সকলেই এই গম্ভীরপ্রকৃতি মিতভাষী ব্যক্তিটিকে মান্য করিয়া চলেন।[৩]

তিনি ছিলেন বিচক্ষণ ও অতিশয় বুদ্ধিমান্। বিশেষ চিন্তা না করিয়া তিনি কোন কথা বলিতেন না।[৪]

নানা বিষয়ে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে জাম্ববান্ অনেক দেশভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি নিজেই একস্থানে বলিয়াছেন—

ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবী পরিক্রান্তা প্রদক্ষিণম্। ৪।৬৬।৩২

—আমি একুশবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণপূর্বক পরিক্রমণ করিয়াছিলাম।

সীতার অন্বেষণে সুগ্রীবের নির্দেশে যাঁহারা দক্ষিণদিকে যাত্রা করিয়াছিলেন, জাম্ববান্ তাঁহাদের অন্যতম।[৫]

নানাস্থানে অন্বেষণের পর সম্পাতি হইতে সীতার সন্ধান জানিয়া বানরগণ লঙ্কাগমনের উদ্দেশ্যে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়াছেন। পরামর্শে স্থির হইল যে, আকাশমার্গে প্লবনের দ্বারা সমুদ্রের দক্ষিণ তীরে যাইতে হইবে। কাঁহার কতটুকু শক্তি আছে—অঙ্গদ জানিতে চাহিয়াছেন। বৃদ্ধতম জাম্ববান্ বলিলেন, যুবা অবস্থায় তাঁহার

অনির্বচনীয় গতিশক্তি ছিল, বর্তমান বার্ধক্যেও তিনি নিঃসন্দেহে নব্বই যোজন যাইতে পারিবেন।

নৈতাবতা চ সংসিদ্ধিঃ কার্যস্যাস্য ভবিষ্যতি। ৪।৬৫।১৬

—কিন্তু ইহাতে ত উপস্থিত কার্য সিদ্ধ হইবে না।

অতঃপর অঙ্গদ আপন শক্তির কথা বলিতে থাকিলে বাক্যবিশারদ জাম্ববান্ তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিতেছেন—'যুবরাজ, আপনার শক্তির কথা আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি, আপনাকে প্রেরণ করা আমাদের উচিত হইবে না। আপনি আমাদের প্রভু, অতএব সর্বপ্রকারে রক্ষণীয়।

গুরুশ্চ গুরুপুত্রশ্চ ত্বং হি নঃ কপিসত্তম।
বয়ং ভবন্তমাশ্রিত্য সমর্থা হ্যর্থসাধনে॥ ৪।৬৫।২৬

—আপনি আমাদের গুরু ও গুরুপুত্র। সুতরাং আপনাকে আশ্রয় করিয়াই আমরা উপস্থিত কার্য সাধনে সমর্থ হইব।'

কাঁহাকে পাঠানো হইবে—ইহা স্থির করিবার ভার অঙ্গদ জাম্ববানের উপর ন্যস্ত করিলে জাম্ববান্ বলিলেন যে, যাঁহার দ্বারা অবশ্যই কার্য সিদ্ধ হইবে, তিনি তেমন পুরুষকেই পাঠাইবেন। তারপর তিনি নানাবিধ উৎসাহবাক্যে বীরশ্রেষ্ঠ হনুমানকে এই কার্যে উদ্‌যুক্ত করিয়াছেন।[৬]

উপযুক্ত পুরুষনির্বাচনে মহাপ্রাজ্ঞ জাম্ববানের কিছুমাত্র ভুল হয় নাই।

হনুমান্ লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মহেন্দ্র-পর্বতের শিখরদেশে সকলে হনুমানকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। হৃষ্ট জাম্ববান্ হনুমান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কপিবর, তুমি কিরূপে দেবীর দর্শন লাভ করিলে? জানকী সেইস্থানে কি-প্রকারে কাল যাপন করিতেছেন? দুরাত্মা রাবণই বা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেছে? তোমার মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া আমরা স্থির করিব—

যশ্চার্থস্তত্র বক্তব্যো গতৈরস্মাভিরাত্মবান্।
রক্ষিতব্যঞ্চ যত্তত্র তদ্‌ভবান্ ব্যাকরোতু নঃ॥ ৫।৫৮।৬

—আত্মজ্ঞ রামের সমীপে যাইয়া তাঁহার নিকট কোন্ কথা বলিতে হইবে, আর কোন্ কথাই বা গোপন রাখিতে হইবে।

তাৎপর্য এই যে, যদি কোন কলঙ্কজনক ঘটনা সীতার সম্পর্কে ঘটিয়া থাকে, তবে রামের নিকট তাহা প্রকাশ করা উচিত হইবে না। জাম্ববানের এই কথাতেও তাঁহার বিচক্ষণতার পরিচয় পাইতেছি।

হনুমানের মুখে লঙ্কার সকল বর্ণনা শুনিয়া অঙ্গদ প্রস্তাব করিলেন যে, রাম এবং সুগ্রীবকে কোন কিছু না জানাইয়াই তাঁহারা লঙ্কা আক্রমণ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিবেন। পরে সীতাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা রামের সহিত দেখা করিবেন।

এই প্রস্তাবটিকেও জাম্ববান্ সঙ্গত মনে করেন নাই।

তমেবং কৃতসঙ্কল্পং জাম্ববান্ হরিসত্তমঃ।
উবাচ পরমপ্রীতো বাক্যমর্থবদর্থবিৎ॥ ইত্যাদি ৫।৬০।১৪-২০

—কার্যকুশল হরিশ্রেষ্ঠ জাম্ববান্ পরম প্রীতিসহকারে এইপ্রকার সঙ্কল্পকারী অঙ্গদকে অর্থপূর্ণ বাক্য বলিতে লাগিলেন—'হে মহামতে, যেহেতু আমরা দক্ষিণদিকে শুধু জানকীর অন্বেষণে আদিষ্ট হইয়াছি, সেইহেতু তোমার এই সঙ্কল্পকে সমর্থন করিতে পারি না। কপিরাজ সুগ্রীব অথবা ধীমান্ রাম আমাদিগকে জানকীর উদ্ধারের আদেশ দেন নাই। প্রথমতঃ, রাবণের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করা সহজসাধ্য নহে। যদিবা রাবণকে পরাভূত করিয়া জানকীকে উদ্ধার করিয়া আনা হয়, তাহাও কুলমর্যাদাসম্পন্ন নৃপশ্রেষ্ঠ রাঘবের প্রীতিকর হইবে না। কপিরাজ সুগ্রীব সবসমক্ষে সীতার সমুদ্ধরণের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞাকে ব্যর্থ করিলে তিনিও প্রীত হইবেন না। অতএব রাম ও সুগ্রীবের আদেশ অনুসারেই আমাদের কর্তব্য নির্ণয় করা উচিত।'

অঙ্গদ হনুমান্ প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই প্রাজ্ঞসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

বিভীষণ রামের শরণাপন্ন হইলে পর তাঁহাকে আশ্রয় দেওয়া

হইবে কি না—এই বিষয়ে রাম পৃথক্‌ভাবে প্রত্যেকের অভিমত শুনিতে চাহিয়াছেন। বিচক্ষণ জাম্ববান্ শাস্ত্রবুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া কহিতেছেন—

বদ্ধবৈরাচ্চ পাপাচ্চ রাক্ষসেন্দ্রাদ্ বিভীষণঃ।
অদেশকালে সম্প্রাপ্তঃ সর্বথা শঙ্ক্যতাময়ম্॥ ৬।১৭।৪৬

—কৃতবৈর পাপী রাক্ষসরাজের নিকট হইতে অসময়ে এবং অস্থানে উপস্থিত হওয়ায় এই বিভীষণকে সর্বপ্রকারে সন্দেহ করাই উচিত।

লঙ্কার সমরাঙ্গণে রামের সেনাব্যূহের কুক্ষিদেশে জাম্ববান্‌কে স্থাপন করা হয়। সুষেণ ও বেগদর্শী তাঁহার সঙ্গী ছিলেন।[৭]

ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্রে রাম, লক্ষ্মণ ও বহু বানরসৈন্য মূর্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত আছেন। বিভীষণ ও হনুমান্ উল্কাহস্তে রণক্ষেত্রে নিপাতিত বীরগণের অবস্থা দর্শন করিতেছেন। তাঁহারা উভয়েই জাম্ববান্‌কে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

নির্বাণোন্মুখ অগ্নির ন্যায় বাণাচ্ছন্ন জরাগ্রস্ত বীর জাম্ববান্‌কে দেখিতে পাইয়া বিভীষণ তাঁহার সমীপে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আর্য, তীক্ষ্ণ শরবর্ষণে আপনার প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই তো?'

বিভীষণের কণ্ঠস্বরে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া জাম্ববান্ বলিতেছেন—'হে বীর, তীক্ষ্ণ বাণে আমার দেহ এরূপ বিদ্ধ হইয়াছে যে, আপনাকে দেখিতে পাইতেছি না। বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ জীবিত আছেন কি?'

বিভীষণ সবিনয়ে জাম্ববান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাম-লক্ষ্মণাদির কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তিনি শুধু হনুমানের কথা কেন জানিতে চাহিতেছেন। জাম্ববান্ উত্তর দিলেন, মহাবীর হনুমান্ সুস্থ থাকিলে কাহারও বিপদ ঘটিবে না। হনুমান্ জীবিত থাকিলে কাহারও জীবন নাশ হইবে না।

অনন্তর হনুমান্ বৃদ্ধ জাম্ববানের চরণে ধরিয়া আপন নাম উচ্চারণপূর্বক অভিবাদন করিলে জাম্ববান্ তাঁহাকে সস্নেহে কহিতে

লাগিলেন—'হে বানরশ্রেষ্ঠ, তুমি ব্যতীত এই বিপদে আর কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। এখন তোমার পরাক্রম-প্রকাশের উপযুক্ত সময়। অবিলম্বে হিমালয়-পর্বতে যাত্রা কর। সেখান হইতে দুর্গম ঋষভ ও কৈলাসশৃঙ্গ দেখিতে পাইবে। সেই শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যভাগে ওষধিপর্বত অবস্থিত। সেই পর্বতের উপরে মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী ও সন্ধানী-নামক চারিটি ওষধি দেখিতে পাইবে। তাহাদের দীপ্তিতে দশদিক্ আলোকিত। অবিলম্বে সেই-সকল ওষধি আনিয়া সকলের প্রাণ রক্ষা কর।'[৮]

হনুমানের আনীত ওষধির গন্ধে মূর্ছিত বীরগণ সুস্থ হইয়া উঠেন। রণক্ষেত্রে বৃদ্ধ জাম্ববানের কোন বীরত্বের পরিচয় পাওয়া না। গেলেও তাঁহার বুদ্ধিবলে রামের এই বিপদ কাটিয়া গিয়াছে।

বিজয়ী রামের সহিত জাম্ববান্‌ও অযোধ্যায় গিয়াছেন এবং রামও বস্ত্র, ভূষণ ও বহুবিধ রত্নাদির দ্বারা তাঁহাকে সম্মান করিয়াছেন।[৯]

রামের মহাপ্রস্থানের সঙ্কল্প শুনিয়া জাম্ববান্ অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়াছেন। রামের সহিত তিনিও দেহত্যাগের সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন।

> জাম্ববন্তং তথোক্ত্বা তু বৃদ্ধং ব্রহ্মসুতং তদা।
> মৈন্দঞ্চ দ্বিবিদঞ্চৈব পঞ্চ জাম্ববতা সহ।
> যাবৎ কলিশ্চ সম্প্রাপ্তস্তাবজ্জীবত সর্বদা॥ ৭।১০৮।৩৭

—রাম তাঁহাকে বলিলেন যে, এখন তোমার দেহত্যাগের সময় নহে। হনুমান্ ও বিভীষণ প্রলয়কাল পর্যন্ত জীবিত থাকিবেন। মৈন্দ, দ্বিবিদ ও তুমি কলিকালের আরম্ভ পর্যন্ত জীবিত থাকিবে। (ব্রহ্মা তাঁহার পুত্র জাম্ববান্‌কে অতি দীর্ঘ পরমায়ু-প্রাপ্তির বর দিয়াছিলেন। এইহেতু জাম্ববানের প্রতি রামের এই আদেশ। অশ্বিনীকুমারের পুত্রদ্বয় মৈন্দ ও দ্বিবিদ পিতার প্রসাদে দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছিলেন। এইহেতু রাম তাঁহাদিগকেও দেহত্যাগে নিষেধ করিয়াছেন। পরে জাম্ববান্ কৃষ্ণের হাতে নিহত হইয়াছেন, আর মৈন্দ ও দ্বিবিদ দেহত্যাগ করিয়াছেন।)

ব্রহ্মার পুত্র জাম্ববানের জীবনী রামায়ণে অতি সংক্ষেপে কীর্তিত হইলেও তাঁহার বীরত্ব ও প্রজ্ঞা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সকলেই এই বৃদ্ধতম পুরুষটিকে শ্রদ্ধা করিতেন।

১ ৬।২৭।৯,১০
২ ৪।৩৯।২৭
৩ ৪।৬৫।৯, ১৭, ১৯
৪ ৬।১৭।৪৫
৫ ৪।৫০।৬
৬ ৪।৬৬ তম সর্গ
৭ ৬।২৪।১৭
৮ ৬।৭৪।১৩-৩৪
৯ ৬।১২৭।৪২ ;
৬।১২৮।৮৫

হনুমান্ (হনুমান্)

হনুমানের চরিত্রটি রামায়ণে বিশেষ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। জগতে এইরূপ সর্বগুণবিভূষিত পুরুষের আবির্ভাব সম্ভবতঃ আর ঘটে নাই। তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত একাধিক স্থানে বর্ণিত দেখা যায়। পরম রূপবতী অপ্সরা পুঞ্জিকস্থলা এক ঋষির অভিশাপে ভূতলে বানরকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন বানরেন্দ্র কুঞ্জর। কুঞ্জর তাঁহার সুন্দরী কন্যাটির নাম রাখেন—অঞ্জনা। সুমেরু-পর্বতের বানরাধিপতি কেশরীর সহিত অঞ্জনার বিবাহ হয়। একদা অঞ্জনা মানুষীর রূপ ধারণ করিয়া বিচিত্র মাল্যাভরণে সুশোভিত হইয়া পর্বতশিখরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। পবনদেব তাঁহাকে দেখিয়াই বিমোহিত হইলেন। পবন অঞ্জনার পাতিব্রত্য নষ্ট না করিয়া শুধু স্পর্শ দ্বারাই এক মহাবলশালী পুত্র উৎপাদন করেন। এক পর্বতগুহায় অঞ্জনার কোলে পবনতনয় হনুমানের আবির্ভাব ঘটিল।[১]

নিতান্ত শৈশবেই একদিন জননীর অনুপস্থিতে প্রাতঃকালীন সূর্যকে ফল মনে করিয়া হনুমান্ তাঁহাকে ধরিতে আকাশে উৎপতিত হইয়াছেন। তুষারশীতল পবনদেব শিশুটিকে সূর্যের তেজ হইতে রক্ষা করিতেছিলেন। অনেক সহস্রযোজন আকাশ অতিক্রম করিয়া শিশুটি সূর্যের সমীপে উপস্থিত হইল। রাহুকে সূর্যের সমীপস্থ দেখিয়া শিশুটি এবার রাহুকেই আক্রমণ করিয়াছে। অতঃপর রাহুর সাহায্যার্থ সমাগত ইন্দ্রের ঐরাবতকে দেখিতে পাইয়া শিশুটি ঐরাবতকে আক্রমণ করিল। ইন্দ্র শিশুটিকে সরাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার বজ্রের দ্বারা মৃদুভাবে আঘাত করিলেন। বজ্রতাড়িত

শিশুটি এক পর্বতে পড়িয়া গেল এবং তাহার বাম হনু (গণ্ডস্থলের উপরিভাগ, চোয়াল) ভগ্ন হইয়া গেল।

ইন্দ্রের আচরণে পবন কুপিত হইলেন। ত্রিভুবন প্রমাদ গণিতে লাগিল। পরে পিতামহ ব্রহ্মার করস্পর্শে শিশুটি জলসিক্ত শস্যের মত সজীব হইয়া উঠিয়াছে। দেবগণ প্রসন্ন হইয়া শিশুটিকে নানাবিধ বরপ্রদানে মহাশক্তিশালী করিয়া তুলিলেন।

ইন্দ্র কহিলেন—

মৎকরোৎসৃষ্টবজ্রেণ হনুরস্য যথা হতঃ।
নাম্না বৈ কপিশার্দূলো ভবিতা হনুমানিতি॥ ৭।৩৬।১১

—আমার হস্তনিক্ষিপ্ত বজ্রের দ্বারা ইহার হনু ভগ্ন হইয়াছে। অতএব এই বানরশ্রেষ্ঠ 'হনুমান্' নামে খ্যাতি লাভ করিবে।

দেবতাদের বরে হনুমান্ অজেয় ও অশস্ত্রবধ্য হইয়াছেন। তিনি পবননন্দন হইলেও কেশরীর ক্ষেত্রজ পুত্র।[২]

দেবতাদের বরদানে দর্পিত হনুমান্ নির্ভয়ে ঋষিদের আশ্রমে নানাবিধ উপদ্রব করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। পিতা কেশরী ও বায়ুর নিষেধেও তিনি কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া ভৃগু ও অঙ্গিরা মুনির বংশধর মুনিগণ তাঁহাকে অভিসম্পাত করেন—

বাধসে যৎ সমাশ্রিত্য বলমস্মান্ প্লবঙ্গম।
তদ্দীর্ঘকালং বেত্তাসি নাস্মাকং শাপমোহিতঃ।
যদা তে স্মার্যতে কীর্তিস্তদা তে বর্ধতে বলম্॥

৭।৩৬।৩৫; ৭।৩৫।১৬

—হে বানর, তুমি যে-শক্তির মত্ততাবশতঃ আমাদিগকে পীড়া দিতেছ, আমাদের শাপে মোহিত হইয়া তুমি দীর্ঘকাল সেই শক্তি বিস্মৃত হইবে। কিন্তু কেহ তোমার কীর্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিলে তোমার বল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

হনুমানের চেহারা অতি মনোহর। অনেক স্থানেই তাঁহার ছবি

অঙ্কিত হইয়াছে—

শালিশূকনিভাভাসং···।৭।৩৫।২১
—কাঞ্চনশৈলাভস্তরুণার্কনিভাননঃ।৪।২৬।৩
পিঙ্গে পিঙ্গাক্ষমুখস্য বৃহতী পরিমণ্ডলে।
চক্ষুষী সং প্রকাশেতে চন্দ্রসূর্যাবিব স্থিতৌ॥
ইত্যাদি। ৫।১।৫৯-৬২

বেষ্টিতার্জুনবস্ত্রং তং বিদ্যুৎসঙ্ঘাতপিঙ্গলম্। ৫।৩২।১

—শালিধান্যের অগ্রভাগসদৃশ পিঙ্গলবর্ণ তাঁহার দেহটিকে সুবর্ণময় পর্বতের ন্যায় দেখাইত। হনুমানের বদনমণ্ডল তরুণ সূর্যের ন্যায় তাম্রাভ। তাম্রবর্ণ নাসিকাসমন্বিত তাম্রাভ মুখমণ্ডলে হনুমানের বিশাল নয়নযুগল চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় প্রদীপ্ত হইতেছে। তাঁহার দন্তপঙ্‌ক্তি অতিশয় শুভ্র এবং সমাবিদ্ধ লাঙ্গুলটি যেন শক্রধ্বজের মত দেখাইত। হনুমান্ শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিতেন। তাঁহার দেহের প্রভা যেন বিদ্যুন্মালার ন্যায় সমুজ্জ্বল।

বিদ্যা ও বুদ্ধিতে হনুমান্ তুলনারহিত। তাঁহার ন্যায় স্থির ধীর ও বিদ্বান্ ব্যক্তি জগতে দুর্লভ। বর্ণিত হইয়াছে—

শৌর্যং দাক্ষ্যং বলং ধৈর্যং প্রাজ্ঞতা নয়সাধনম্।
বিক্রমশ্চ প্রভাবশ্চ হনুমতি কৃতালয়াঃ॥ ৭।৩৫।৩
পরাক্রমোৎসাহমতিপ্রতাপ—
সৌশীল্যমাধুর্যনয়ানয়ৈশ্চ।
গাম্ভীর্যচাতুর্যসুবীর্যধৈর্যৈ-
র্হনূমতঃ কোঽপ্যধিকোঽস্তি লোকে॥
ইত্যাদি। ৭।৩৭।৪৪-৪৮

—শৌর্য, দক্ষতা, বল, ধৈর্য, বুদ্ধিমত্তা, নীতি, বিক্রম ও প্রভাব প্রভৃতি সদ্‌গুণ হনুমানে প্রতিষ্ঠিত। পরাক্রম, উৎসাহ, সুশীলতা, চরিত্রমাধুর্য, নীতি ও দুর্নীতির জ্ঞান, বিবেক, গাম্ভীর্য, চতুরতা প্রভৃতি হনুমানের অপেক্ষা অধিক জগতে আর কাঁহার আছে? কপিশ্রেষ্ঠ

হনুমান্ ব্যাকরণ-শাস্ত্রের কঠিন সিদ্ধান্তগুলি সূর্যদেব হইতে জানিবার উদ্দেশ্যে মহান্ গ্রন্থ ধারণ করিয়া উদয়গিরি হইতে অস্তগিরি পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন। শব্দশাস্ত্রে হনুমানের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। অন্যান্য শাস্ত্রেও তাঁহার সমান বিদ্বান্ আর কেহই ছিলেন না। বিদ্যা ও তপস্যায় তিনি দেবগুরু বৃহস্পতিকে অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি রামের সহায়তার নিমিত্তই দেবপ্রেরিত মহাপুরুষরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। (মহামুনি অগস্ত্য রামকে এইসকল কথা বলিয়াছেন।)

হনুমান্ কিষ্কিন্ধায় বাস করিতেন। সুগ্রীবের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। তিনি সুগ্রীবের সচিব ছিলেন।[৩]

বালী যখন সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধা হইতে নির্বাসিত করেন, হনুমান্ও তখন সুগ্রীবের অনুচররূপে সুগ্রীবের সহিত ঋষ্যমূক-পর্বতে বাস করিতেছিলেন।

হনুমান্ বিবাহিত কি না, এবং তাঁহার স্ত্রী-পুত্রাদি ছিলেন কি না—এইসকল বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। একটি ঘটনা হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি ব্রহ্মচারী নহেন। হনুমান্ রাম কর্তৃক নন্দিগ্রামে প্রেরিত হইয়া লঙ্কাপ্রত্যাগত রাম-সীতার আগমনবার্তা ভরতকে জানাইলে পর সেই শুভবার্তা শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া ভরত হনুমানকে বহুবিধ মূলবান্ বস্তু উপহার দিয়াছেন। সেইসকল উপহারের মধ্যে ষোলটি সুন্দরী কুমারীও রহিয়াছে। হনুমান্ তাহাদিগকেও গ্রহণ করিয়াছেন, কোনরূপ আপত্তি করেন নাই।[৪] তিনি ব্রহ্মচারী হইলে নিশ্চয়ই ভরতের প্রদত্ত এই উপহার গ্রহণ করিতেন না।

বালীর অগম্য ঋষ্যমূক-পর্বতে অবস্থান করিবার পরামর্শ হনুমানই সুগ্রীবকে দিয়াছিলেন। অকস্মাৎ পম্পাতীরে ধনুষ্পাণি রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইয়া সুগ্রীব ভীত হইয়া পড়েন। মতিমান্ হনুমান্ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলে পর সুগ্রীব রাম-লক্ষ্মণের অভিপ্রায় বুঝিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকেই পম্পাতীরে পাঠাইয়াছেন। হনুমান্ কপিরূপ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে দাশরথি সমীপে উপস্থিত

হন। রাম-লক্ষ্মণকে প্রণামপূর্বক তাঁহাদের রূপ ও গুণের সমুচিত প্রশংসা করিয়া হনুমান্ আপনাকে সুগ্রীবের সচিব বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং সংক্ষেপে সুগ্রীবের দুঃখের কথা তাঁহাদিগকে শোনাইয়া কহিয়াছেন যে, ধর্মাত্মা সুগ্রীব তাঁহাদের সহিত সখ্য স্থাপন করিতে ইচ্ছুক।

হনুমানের সুমধুর বচনে রাম বিস্মিত হইয়া লক্ষ্মণকে বলিয়াছেন—

নানৃগ্‌বেদবিনীতস্য নাযজুর্বেদধারিণঃ।
নাসামবেদবিদুষঃ শক্যমেবং বিভাষিতুম্॥ ইত্যাদি। ৪।৩।২৮-৩৪

—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদে বিশেষ অভিজ্ঞ পুরুষ ব্যতীত অপর কেহ এইপ্রকার বিশুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারেন না। ইহার অনেক কথার ভিতরে একটিও অশুদ্ধ শব্দ শোনা যায় নাই। ইনি ব্যাকরণশাস্ত্রে অসাধারণ বিদ্বান্। ইঁহার পদবিন্যাস এবং উচ্চারণের ক্রম অতি বিশুদ্ধ। বাক্যপ্রয়োগের সময় মুখ নেত্র প্রভৃতি অবয়বে কিছুমাত্র বিকৃতি লক্ষিত হয় নাই। ইঁহার সংক্ষিপ্ত ও সরল বচন চিত্তকে আনন্দ দান করে। যে-রাজার এইরূপ বিচক্ষণ দূত রহিয়াছেন, তাঁহার সকল কার্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

লক্ষ্মণের মুখে রামের অরণ্যবাস ও সীতাহরণাদি সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া এবং রাম সুগ্রীবের সহিত সখ্যস্থাপনে অভিলাষী এই কথা জানিয়া বাক্যবিশারদ হনুমান্ কহিলেন যে, এইরূপ অসামান্য পুরুষের সহিত মিত্রতা স্থাপিত হইলে সুগ্রীব কৃতার্থ হইবেন। সুগ্রীব অবশ্যই সর্বতোভাবে রামকে সাহায্য করিবেন।

হনুমানের বাক্য শুনিয়া লক্ষ্মণ রামকে কহিতেছেন—'কপিবর হনুমান্ হৃষ্ট হইয়া যেরূপ বলিলেন, তাহাতে মনে হইতেছে, সুগ্রীবেরও আপনার দ্বারা কোন করণীয় বিষয় আছে। অতএব আপনি কৃতকার্য হইবেন।' এবার—

ভিক্ষুরূপং পরিত্যজ্য বানরং রূপমাস্থিতঃ।
পৃষ্ঠমারোপ্য তৌ বীরৌ জগাম কপিকুঞ্জরঃ॥ ৪।৪।৩৪

—হনুমান্ সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগপূর্বক বানররূপ অবলম্বন করিলেন এবং সেই দুই বীরপুরুষকে পিঠে লইয়া ঋষ্যমূক-পর্বতে উপস্থিত হইলেন।

রাম ও লক্ষ্মণের পরিচয় ও সীতাহরণাদি বৃত্তান্ত সুগ্রীবকে শোনাইয়া হনুমান্ বলিলেন—'এই উভয় ভ্রাতা আপনার সহিত সখ্যস্থাপনে ইচ্ছুক, ইহারা পূজ্যতম, আপনি সখ্যস্থাপন করিয়া ইহাদের পূজা করুন।' হনুমানের দৌত্যের ফলেই রামের সহিত সুগ্রীবের মিত্রতা স্থাপিত হইল।

বালীর মৃত্যুর পর শোকসন্তপ্তা তারাকে সান্ত্বনা দিতে যাইয়া হনুমান্ যে-সকল সময়োচিত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, সেইগুলির মধ্যে একটি বাক্য হইতেছে—

কশ্চ কস্যানুশোচ্যোঽস্তি দেহেঽস্মিন্ বুদ্‌বুদোপমে।৪।২১।৩

—বুদ্‌বুদসদৃশ ক্ষণস্থায়ী এই দেহে কে কাহার নিমিত্ত শোক করিবে?

বালীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর হনুমান্ যুক্তকরে রামের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যে, রাম যেন অনুগ্রহপূর্বক কিষ্কিন্ধার গিরিগুহায় পদার্পণ করিয়া সুগ্রীবকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।[৫]

রাজ্যপ্রাপ্তির পর সুগ্রীব একান্ত বিলাসব্যসনে দিন যাপন করিতেছেন। শরৎকাল উপস্থিত হইলে সীতার অন্বেষণের নিমিত্ত তাঁহাকে যে প্রস্তুত হইতে হইবে, সেইকথা তিনি যেন ভুলিয়াই গিয়াছেন। সুগ্রীবের এই ব্যসনাসক্তি দেখিয়া বাক্যবিৎ হনুমান্ নিঃসঙ্কোচে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া হিত, তথ্য, পথ্য এবং সাম, ধর্ম, অর্থ ও নীতিযুক্ত বাক্যে সুগ্রীবকে তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালনে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছেন। সেইসকল বাক্যে হনুমানের যেরূপ বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। তিনি যে সুগ্রীবের কিরূপ হিতকারী ও উৎকৃষ্ট মন্ত্রী, তাঁহার উক্তি হইতে তাহাও বোঝা যায়।[৬]

সুগ্রীবকে নিরুদ্যম দেখিয়া রাম অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণকে

সুগ্রীব-সমীপে পাঠাইয়াছেন। অঙ্গদের মুখে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণের আগমন-বার্তা শুনিয়া সুগ্রীব কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াছেন। তিনি মন্ত্রিগণের পরামর্শ চাহিলে পর হনুমান্ কহিতেছেন—'রাজন্, রাম আপনার প্রভূত উপকার করিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি শরৎকাল উপস্থিত দেখিয়াও আপনি গ্রাম্যসুখে প্রমত্ত হইয়া সীতার অন্বেষণ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন। এইজন্যই তিনি প্রণয়বশতঃ আপনার উপর কুপিত হইয়া লক্ষ্মণকে পাঠাইয়াছেন। লক্ষ্মণ কুপিত রাঘবের যে-সকল কর্কশ বাক্য আপনাকে শোনাইবেন, তাহা আপনার সহ্য করা উচিত। আপনি রামের নিকট অপরাধী হইয়াছেন। অতএব কৃতাঞ্জলি হইয়া লক্ষ্মণের প্রসন্নতা বিধান ব্যতীত গত্যন্তর দেখিতেছি না।

নিযুক্তৈর্মন্ত্রিভির্বাচ্যো হ্যবশ্যং পার্থিবো হিতম্।
ইত এব ভয়ং ত্যক্ত্বা ব্রবীম্যবধৃতং বচঃ॥ ৪।৩২।১৮

—হিতার্থী মন্ত্রিগণের পক্ষে নৃপতির হিতকর বাক্য বলাই উচিত। এইহেতু আমি নির্ভয়ে আপনাকে আমার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত বলিলাম।'

হনুমানের এইসকল উক্তি হইতেও তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও কর্তব্য-নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

সুগ্রীব সীতার অন্বেষণে বানরগণকে চতুর্দিকে পাঠাইয়াছেন। দক্ষিণদিকে যাঁহাদিগকে পাঠানো হইয়াছে, হনুমান্ তাঁহাদের অন্যতম।

বিশেষেণ তু সুগ্রীবো হনুমত্যর্থমুক্তবান্।
স হি তস্মিন্ হরিশ্রেষ্ঠে নিশ্চিতার্থোঽর্থসাধনে॥
ইত্যাদি। ৪।৪৪।১-১৭

—সুগ্রীব প্রয়োজনসাধনে হনুমানের উপরই সমধিক আস্থাবান্ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—হে বীর, তোমার ন্যায় বল, বুদ্ধি, গতি, বেগ প্রভৃতি আর কাহার আছে? যেরূপে সীতার সন্ধান পাওয়া যায়, তুমি তাহার উপায় চিন্তা কর।

রামও হনুমানের বুদ্ধি ও সামর্থ্যবিষয়ে বিশেষ আস্থাবান্। তিনি স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কটি সীতার অভিজ্ঞাস্বরূপ হনুমানের হাতে দিয়া কহিতেছেন—'হে বীর, তোমার উদ্যোগ এবং সত্ত্বগুণযুক্ত বিক্রমে আমি আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।' হনুমান্ রামের চরণে প্রণাম করিয়া যাত্রা করিলেন।

সুগ্রীব ও রামের অনুমান মিথ্যা হয় নাই। অঙ্গদ-পরিচালিত বানরগোষ্ঠীতে জাম্ববান্ হনুমান্ প্রমুখ কপিমুখ্যগণ স্থান পাইয়াছেন। বিন্ধ্যপর্বতের গুহাসমূহ হইতে সীতার অন্বেষণ আরম্ভ হইল।

কণ্ডুবন, অনেক গহন অরণ্য, গিরিগুহা প্রভৃতিতে অন্বেষণ করিয়া কপিগণ দানবরক্ষিত দুর্গম ঋক্ষবিলে প্রবেশ করিয়াছেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন বিলের ভিতরে এক যোজন পথ অতিক্রম করার পর তাঁহারা একটি প্রভাময় বনপ্রদেশ দেখিতে পাইলেন। সুবর্ণময় পুষ্পিত শাল তমাল প্রভৃতি বৃক্ষে সেই বনটি অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। সেই বনে সীতার অন্বেষণকালে কপিগণ একজন তেজস্বিনী তাপসীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। হনুমান্ কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই তাপসীর পরিচয় জানিতে চাহিলে তাপসী কহিলেন, 'মহাতেজস্বী মায়াবী ময়-নামে এক দানব এই অপরূপ অরণ্য নির্মাণ করিয়াছেন। হেমানাম্নী অপ্সরাতে আসক্ত হওয়ায় ময়দানব ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হইলে পর ব্রহ্মা হেমাকে সেই বন দান করিয়াছিলেন। আমি মেরু-সাবর্ণির দুহিতা স্বয়ংপ্রভা। আমার প্রিয়সখী হেমা আমাকে এখানকার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়ায় আমি এইস্থানে রহিয়াছি।'

বানরগণ পান-ভোজনে আপ্যায়িত হইয়াছেন। হনুমান্ তাঁহাদের সেখানে গমনের উদ্দেশ্য স্বয়ংপ্রভাকে শোনাইলেন এবং স্বয়ংপ্রভার তপঃপ্রভাবে মুহূর্তকাল মধ্যে মুদ্রিতনয়ন কপিগণ বিলের বাহিরে উত্তীর্ণ হইলেন। বিল হইতে বাহির হইয়াই তাঁহারা প্রস্রবণগিরি'ও সমুদ্র দেখিতে পাইয়াছেন। সুগ্রীবের নির্দিষ্ট একমাস অতিক্রান্ত হইয়াছে।[৭]

বিন্ধ্যগিরির পাদদেশে বসিয়া অঙ্গদ স্থির করিলেন যে, যেহেতু রাজনির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, সেইহেতু অকৃতকার্য বানরগণের পক্ষে প্রাণদণ্ড গ্রহণ করিবার নিমিত্ত কিষ্কিন্ধায় ফিরিয়া যাওয়া উচিত হইবে না। তিনি সুগ্রীবের চরিত্রের নানাপ্রকার নিন্দা এবং করুণ বিলাপ করিয়া বানরগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন।

হনুমান্ বুঝিতে পারিলেন যে, প্রধান প্রধান বানরগণ অঙ্গদের ভাষণে সুগ্রীবের উপর বিদ্বিষ্ট হইয়াছেন। যদি ভবিষ্যতে সুগ্রীব ও অঙ্গদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তবে সুগ্রীবের সমূহ বিপদ ঘটিবে। অঙ্গদের বিদ্যাবুদ্ধি ও সামর্থ্য হনুমানের অবিদিত নহে।

ভর্তুরর্থে পরিশ্রান্তং সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
অভিসন্ধাতুমারেভে হনুমানঙ্গদং ততঃ॥ ইত্যাদি। ৪।৫৪।৫-২২

—প্রভু সুগ্রীবের কার্য সিদ্ধ করিতে যাইয়া অঙ্গদ পরিশ্রান্ত। সর্বশাস্ত্রবিশারদ হনুমান্ অন্যান্য বানরগণ হইতে অঙ্গদের বিভেদ ঘটাইতে কৃতপ্রযত্ন হইলেন। আপন বাক্যবৈভবে ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া বানরগণকে অঙ্গদের পক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নানাবিধ ভয়প্রদর্শক বাক্যবিন্যাসে তিনি অঙ্গদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাইতে চেষ্টা করেন। অঙ্গদকে সম্বোধন করিয়া তিনি কহিতেছেন—'হে কপিসত্তম, চঞ্চলচিত্ত বানরগণ আপন পুত্রকলত্রাদিকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার সহিত এইস্থানে চিরকাল থাকিবে না। তোমার প্রতি অনুরাগ থাকিলেও কেহই সুগ্রীবের সহিত বিবাদ করিবে না, আমাকেও সেইরূপই জানিবে। আমাদের সকলের সহিত বিবাদ করিয়া তুমি জয়ী হইতে পারিবে না। সুগ্রীবের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে রাম-লক্ষ্মণও সুগ্রীবের পক্ষই অবলম্বন করিবেন। তোমার তখন কিরূপ অবস্থা ঘটিবে, ভাবিয়া দেখ। আমরা যদি বিনীতভাবে কপিরাজের সমীপে উপস্থিত হই, তবে অবশ্যই তিনি ক্ষমা করিবেন। তুমিই ভবিষ্যতে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তোমার জননীকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্তই সুগ্রীব জীবন

ধারণ করিতেছেন। সুগ্রীব নিঃসন্তান। অতএব তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেই কল্যাণ হইবে।’

হনুমান্ এইপ্রকার ভেদনীতি প্রয়োগ ও দণ্ডের ভয়প্রদর্শন না করিলে সুগ্রীবের সমূহ বিপদের আশঙ্কা ছিল। হনুমানের বুদ্ধিবলেই এই অমঙ্গলের আশঙ্কা দূর হইল। প্রত্যেক কাজেই হনুমানের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

সম্পাতির মুখে বানরগণ সীতার সন্ধান জানিয়াছে, কিন্তু সমুদ্রের বিশালতা দর্শনে তাঁহারা ভরসা পাইতেছেন না। সমুদ্র উত্তরণে কাঁহার কতটুকু সামর্থ্য আছে, এই বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে। সকলেই আপন আপন সামর্থ্যের কথা বলিতেছেন, কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, কাঁহারও দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার নহে। হনুমান্ চুপ করিয়া এক নিভৃত স্থানে বসিয়া আছেন। বৃদ্ধ জাম্ববান্ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—‘হে সবশাস্ত্রজ্ঞ বীর, তুমি কেন নির্জনে মৌনী হইয়া বসিয়া রহিয়াছ। তুমি বিক্রমে সুগ্রীবের এবং তেজে রাম-লক্ষ্মণের তুল্য। তোমার শক্তি ও গতি গরুড়ের ন্যায়। হে পবননন্দন কপিবর, শৈশবেই তুমি অসামান্য শক্তি প্রদর্শন করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলে। হে কপিসত্তম, উত্থিত হও, মহাসাগর অতিক্রম কর। সমুদ্রপারে তোমার গমন সকলেরই কল্যাণকর হইবে।’[৮]

জাম্ববানের উৎসাহবাক্যে হনুমান্ দেহকে স্ফীত করিয়া তেজে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছেন।

> অশোভত মুখং তস্য জৃম্ভমানস্য ধীমতঃ।
> অম্বরীষোপমং দীপ্তং বিধূম ইব পাবকঃ॥

ইত্যাদি। ৪।৬৭।৭-২৬

—ধীমান্ হনুমান্ সোৎসাহে মুখব্যাদান করিলে পর তাঁহার মুখমণ্ডল যেন প্রদীপ্ত ভর্জন-পাত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। তিনি স্বয়ং ধূমশূন্য অগ্নির ন্যায় ভাস্বর হইয়া উঠিলেন। হর্ষবশতঃ রোমাঞ্চিত-কলেবর হনুমান্ বৃদ্ধ বানরদিগকে অভিবাদনপূর্বক বলিতেছেন—

'আমি মহাত্মা পবনদেবের পুত্র। আজ পিতার ন্যায় শক্তিপ্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইতেছি। কোথাও বিশ্রাম না করিয়াই আমি লম্ফপ্রদানে সমুদ্রের পরপারে উত্তীর্ণ হইব। আমার মন বলিতেছে যে, অবশ্যই আমি বৈদেহীর দর্শন লাভ করিব। অতএব হে বানরগণ, হর্ষান্বিত হও।'

হনুমান্ মহেন্দ্র-পর্বতের শিখরে আরোহণ করিলে পর তাঁহার পদভরে নিপীড়িত শিলাসমূহ বিকীর্ণ হইতে লাগিল। পর্বতস্থ সকল প্রাণীই যেন ভয়ে কম্পিতকলেবর। মহানুভব কপিপ্রবর মনে মনে লঙ্কাপুরীকে স্মরণ করিলেন।

দুষ্করং নিষ্প্রতিদ্বন্দ্বং চিকীর্ষন্ কর্ম বানরঃ।
সমুদগ্রশিরোগ্রীবো গবাং পতিরিবাবভৌ॥

ইত্যাদি। ৫।১।২-৩২

—অনন্যসাধারণ দুষ্কর কর্ম সম্পাদনে উদ্‌যুক্ত কপিবর গ্রীবা ও মস্তক সমুন্নত করিয়া বৃষভের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তিনি গিরিসন্নিহিত তৃণভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সূর্য, মহেন্দ্র ও পবনাদি দেবগণকে প্রণামপূর্বক তিনি আপন দেহকে স্ফীত করিয়া তুলিলেন। দেহকে ইতস্ততঃ দুলাইয়া তিনি মেঘের ন্যায় গর্জন করিতেছেন।

অতঃপর তেজে পরিপূর্ণ হইয়া হনুমান্ প্রবল বেগে আকাশে উত্থিত হইলেন। তাঁহার বেগোত্থিত পুষ্পপুঞ্জে সাগরসলিল শোভা পাইতে লাগিল। তিনি যেন আকাশে ভাস্করের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। কপিরাজ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা আকর্ষণপূর্বক স্বর্গ ও পৃথিবীকে বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে শূন্যমার্গে সাগর লঙ্ঘন করিতে লাগিলেন। দশ যোজন বিস্তীর্ণ ও ত্রিশ যোজন দীর্ঘ তাঁহার ছায়া দ্বারা সমুদ্রও যেন শোভিত হইল। তাঁহার দেহসঙ্ঘাতে মেঘমালা হইতে জল বর্ষিত হইতেছিল। মেঘপঙ্‌ক্তির অভ্যন্তরে পুনঃপুনঃ প্রবেশ ও তাহা হইতে বহির্গমনে হনুমান্ চন্দ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতেছিলেন। সূর্য পবন প্রমুখ দেবগণও তাঁহার আনুকূল্য

করিতেছেন। নভোবিহারী হনুমানের বিশ্রামের নিমিত্ত সমুদ্রের আদেশে মৈনাক-পর্বত ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া হনুমান্‌কে অভ্যর্থনা করেন। হনুমান্ প্রীত হইয়া মৈনাককে শুধু স্পর্শ করিয়াই হাসিতে হাসিতে গমন করিলেন।

নাগজননী সুরসাদেবী বিরূপ রাক্ষসদেহ ধারণপূর্বক হনুমানের পথরোধ করিয়া তাঁহাকে গিলিয়া ফেলিতে উদ্যত হইলে ক্রুদ্ধ কপি-রাজ আপন দেহকে বর্ধিত করেন। সুরসা আপন মুখগহ্বরকে তদধিক বিস্তৃত করিলে পর হনুমান্ ক্ষণমধ্যে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ দেহ ধারণ করিয়া ক্ষিপ্রগতিতে সুরসার বদনবিবরে প্রবেশ করিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন। অপ্রতিভ সুরসা হনুমান্‌কে সাধুবাদ প্রদানপূর্বক অন্তর্হিতা হইলেন।

কামরূপিণী বিশালদেহা সিংহিকা-নাম্নী এক রাক্ষসীও হনুমানের গতিপথ অবরুদ্ধ করিয়াছিল। সিংহিকার মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইয়া হনুমান্ সুতীক্ষ্ণ নখের দ্বারা তাঁহার মর্মস্থল বিদীর্ণ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দেবগণও হনুমানের ধৈর্য, সূক্ষ্মদর্শিতা, বুদ্ধি ও কৌশলের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

শত-যোজন উত্তীর্ণ হইয়া হনুমান্ এবার সমুদ্রের দক্ষিণতীরে লম্ব-নামক পর্বতের শিখরদেশে অবতরণ করিয়াছেন। পূর্বের রূপ সংবরণপূর্বক হনুমান্ পর্বতশিখরে বসিয়া লঙ্কানগরী অবলোকন করিতে লাগিলেন।[৯]

সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াও হনুমান্ কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ করেন নাই। লঙ্কানগরীর উত্তরদ্বারে উপস্থিত হইয়া ধনুর্বাণধারী ভীষণাকৃতি রাক্ষসগণে পরিবৃতা ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় সুরম্য লঙ্কাপুরী দর্শন করিয়াই হনুমান্ বুঝিতে পারিলেন যে, রাক্ষসরাজ রাবণ সাধারণ শত্রু নহেন। অতএব সকলের অলক্ষ্যভাবে রাত্রিকালেই সেই নগরীতে মৈথিলীর অনুসন্ধান করিতে হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি সূর্যাস্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সূর্যে চাস্তং গতে রাত্রৌ দেহং সংক্ষিপ্য মারুতিঃ।
বৃষদংশকমাত্রোঽথ বভূবাদ্ভুতদর্শনঃ॥ ৫।২।৪৯

—অনন্তর সূর্য অস্তগমন করিলে তিনি শরীর সঙ্কুচিত করিয়া বিড়াল-সদৃশ ক্ষুদ্রকায় হইয়া অদ্ভুত আকৃতি ধারণ করিলেন।

প্রদোষসময়ে লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া সুবর্ণময় স্তম্ভরাশিশোভিত মণিমাণিক্যখচিত প্রাসাদাবলীতে শোভিত অচিন্ত্যবৈভব লঙ্কানগরীকে দর্শন করিয়া সীতার সন্ধান পাইবেন কি না—ইহা ভাবিয়া হনুমান্ কিঞ্চিৎ বিষণ্ণও হইয়াছেন।

লঙ্কা স্বয়ং মূর্তিমতী হইয়া পবনতনয়কে দেখিতে পাইলেন। তিনি হনুমানের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে হনুমান্ কহিলেন যে, তিনি আপন পরিচয় পরে দিবেন, পরন্তু প্রথমতঃ তিনি প্রশ্নকর্ত্রীর পরিচয় জানিতে চাহেন। প্রশ্নকর্ত্রী কর্কশস্বরে কহিলেন, তিনি লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁহাকে পরাজিত না করিয়া কেহ লঙ্কাপুরী দেখিতে পারিবে না। হনুমানের মিষ্ট কথায় কোন ফল হইল না। লঙ্কাদেবী ভীষণ চীৎকার করিয়া হনুমান্‌কে করতল দ্বারা আঘাত করেন। হনুমান্‌ও কুপিত হইয়া তাঁহাকে বাম মুষ্টি দ্বারা আঘাত করিয়াছেন। সেই আঘাতেই লঙ্কাদেবী ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। হনুমানকে সম্বোধন করিয়া দেবী সবিনয়ে বলিতেছেন—'হে বানর-সত্তম, রক্ষা কর। স্বয়ং ব্রহ্মা আমাকে বর প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যে-দিন কোন বানরের হাতে আমি পরাজিত হইব, সেইদিনই রাক্ষসগণের বিপদ উপস্থিত হইবে। হে বীর, তুমি এই পুরীতে প্রবেশ করিয়া অভিলাষ পূর্ণ কর।' (রাবণের দিগ্‌বিজয়কালে 'লঙ্কা বিনষ্ট হউক' বলিয়া নন্দীকেশ্বর অভিসম্পাত করিলে লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া আত্মরক্ষার প্রার্থনা করেন। তখন ব্রহ্মা দেবীকে বর দিয়া প্রাগুক্ত কথাটি বলিয়াছিলেন। —গোবিন্দরাজের টীকা।)

শত্রুবিজয়ার্থীকে বাম পদ অগ্রে স্থাপন করিতে হয় এবং অদ্বারে

শত্রুপুরীতে প্রবেশ করিতে হয়—ইহাই বিধান। হনুমান্‌ও দ্বাররহিত উৎপথে প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া শত্রুদের মস্তকে যেন বাম পদ অগ্রে স্থাপন করিলেন। রাজপথ দিয়া চলিতে চলিতে তিনি আনন্দকোলাহলে মুখরিত বিচিত্র লঙ্কাপুরী দেখিতে পাইলেন। ভবন হইতে ভবনান্তরে প্রবেশপূর্বক হনুমান্ সুন্দরীগণের সুললিত সঙ্গীত, কাঞ্চী ও নূপুরের অব্যক্ত মধুর ধ্বনি শুনিতে পাইলেন এবং বেদপাঠরত নিশাচরগণকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

রাজপথ অবরোধপূর্বক মধ্যম কক্ষমধ্যে অবস্থিত অস্ত্রশস্ত্রধারী রাক্ষসগণ ও অনেক রাক্ষসচর তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। শতসহস্র রক্ষীর দৃষ্টি এড়াইয়া মহামতি হনুমান পর্বতশিখরে প্রতিষ্ঠিত বিচিত্র অন্তঃপুর দেখিতেছিলেন। ক্রমশঃ তিনি কৃষ্ণাগুরু ও চন্দনে সুবাসিত অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। রাত্রির প্রথম যামার্ধের পর চন্দ্রোদয় হইল। চন্দ্রালোকে হনুমান্ সমগ্র অন্তঃপুর খুঁজিয়াও সীতার দর্শন না পাইয়া কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইয়া পড়েন।

প্রসিদ্ধ রাক্ষসগণের গৃহগুলি অতিক্রম করিয়া অবশেষে কপিবর রাবণের পুষ্পক-বিমানে আরোহণ করিয়া তাহার সমৃদ্ধিদর্শনে বিস্মিত হইয়াছেন। সুন্দরী প্রমদাগণে পরিবেষ্টিত লঙ্কাধিপতি যেন শরতের নক্ষত্রমালা দ্বারা পরিশোভিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। গভীর রাত্রিতে সকলেই নিদ্রামগ্ন। অসংখ্য সুন্দরীগণের মধ্যে মণিমুক্তায় সমলঙ্কৃতা মন্দোদরী নিজের দেহলাবণ্যে যেন সেই ভবনটিকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই কনকবর্ণা রমণীশ্রেষ্ঠাকে সীতা মনে করিয়া হনুমান্ অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরেই—

> অবধূয় চ তাং বুদ্ধিং বভূবাবস্থিতস্তদা।
> জগাম চাপরাং চিন্তাং সীতাং প্রতি মহাকপিঃ॥
>
> ইত্যাদি। ৫।১১।১-৪

—মহাকপি সেই বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্বক সীতার বিষয়ে অন্যপ্রকার

চিন্তা করিতে লাগিলেন। রামবিযুক্তা সীতা কখনও শয়ন-ভোজন ও পান, অথবা অলঙ্কারাদি পরিধান করিতে পারেন না। অতএব নিশ্চয়ই ইনি অপর কোন রমণী হইবেন। এইরূপ স্থির করিয়া সীতার দর্শনে সমুৎসুক কপিবর পুনরায় সেই পানভূমিতে নিদ্রিতা রমণীগণকে একে একে দেখিতে লাগিলেন।

বিশেষ নিপুণতার সহিত রাবণের শয়নগৃহ পর্যবেক্ষণ করিয়াও হনুমান্ সীতার সন্ধান পাইলেন না।

নিরীক্ষমাণশ্চ ততস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ স মহাকপিঃ।
জগাম মহতীং শঙ্কাং ধর্মসাধ্বসশঙ্কিতঃ॥

ইত্যাদি। ৫।১১।৩৭-৪৬

—অনন্তর কপিবর শ্লথবসনা পরস্ত্রীগণকে দেখিতে দেখিতে ধর্মলোপের ভয়ে শঙ্কিত হইয়া পড়েন। মনস্বী হনুমান্ ভাবিলেন—যথেচ্ছভাবে পরস্ত্রীদর্শনে তো আমার চিত্তে কোনরূপ বিকার উপস্থিত হয় নাই, আমার চিত্ত বিশুদ্ধই রহিয়াছে। স্ত্রীলোকের মধ্য ব্যতীত অন্য কোথাও বৈদেহীর অনুসন্ধান করা তো সম্ভবপর নহে।

এবার হনুমান্ সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। লতাগৃহ, চিত্রগৃহ ও নিকুঞ্জাদিতে অন্বেষণ করিয়াও সীতার দর্শন না পাইয়া হনুমান্ ভাবিলেন যে, সম্ভবতঃ সীতা বাঁচিয়া নাই। সেই পতিব্রতাকে হয়তো হত্যা করা হইয়াছে, অথবা তিনি স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সীতার সন্ধান না পাইয়া কিরূপে তিনি জাম্ববান্ অঙ্গদ প্রমুখ ব্যক্তিগণকে মুখ দেখাইবেন—এইসকল চিন্তায় হনুমান্ একান্তই বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন।

হনুমান্ পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন যে, উৎসাহই সকল কার্যের সাধক। অতএব যে-সকল স্থানে অন্বেষণ করা হয় নাই, সেইসকল স্থানও দেখিতে হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া হনুমান্ দেবায়তন চৈত্যগৃহ প্রভৃতিতে বৈদেহীর অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সকল

স্থানেই শুধু রাক্ষস ও রাক্ষসীগণ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, কোথাও তিনি সীতাকে দেখিতে পাইলেন না।

এবার তাঁহার মনে নানারূপ চিন্তার উদয় হইল। একবার ভাবিতেছেন যে, প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিবেন। আবার ভাবিতেছেন যে, রাবণকে বধ করিয়া সীতাহরণের প্রতিশোধ লইবেন। অথবা রাবণকে বন্দী করিয়া রামের সমীপে উপস্থিত করিবেন।

মুহূর্তকাল এইভাবে নানাবিধ চিন্তা করিয়াই তিনি দেবগণ, রামলক্ষ্মণ ও সীতাকে মনে মনে প্রণাম করিয়া রাবণের সুদৃশ্য অশোকবনে গমন করিয়াছেন। সেই বনের মধ্যভাগে হনুমান্ কাঞ্চনময় বেদিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি কাঞ্চনময় শিংশপা-(শিশু) বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। ঘনপত্রাচ্ছাদিত সেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ক্ষুদ্রকায় কপিবর চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। অনতিদূরে ক্রূরাকৃতি রাক্ষসীগণে পরিবেষ্টিতা শোকমলিনা ব্রতচারিণী তাপসীর ন্যায় এক রমণীকে দেখিয়াই তিনি সীতা বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। দুঃখে ও হর্ষে তাঁহার নয়নযুগল আর্দ্র হইয়া উঠিল। রাত্রির অবসানে তিনি ব্রাহ্মণ রাক্ষসগণের বেদধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

হনুমান্ দেখিতে পাইলেন যে, সুন্দরীগণে পরিবৃত রাবণ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ মধুর বচনে সীতাকে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইতেছেন এবং সীতা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছেন। পরে রাবণ কঠোর বচনে অনেক ভয় দেখাইয়া চলিয়া গেলেন। রাক্ষসীরাও নানাবিধ তিরস্কার-বাক্যে সীতাকে পীড়া দিতেছিল। সীতার করুণ বিলাপ শুনিয়া হনুমান্ও বিচলিত হইয়াছেন। অকস্মাৎ কতকগুলি শুভসূচক লক্ষণ দেখিয়া সীতা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলে পর হনুমান্ অনেক চিন্তা করিয়া মধুর স্বরে রামের কীর্তিকলাপের কথা বলিয়া অবশেষে নিজের সমুদ্র-লঙ্ঘনাদিরও উল্লেখ করেন। হনুমানের কথা শুনিয়া বিস্মিতা মৈথিলী শাখাভ্যন্তরে

এতত্তে দেবি সদৃশং পত্ন্যাস্তস্য মহাত্মনঃ।
কা হ্যন্যা ত্বামৃতে দেবি ব্রূয়াদ্ বচনমীদৃশম্॥ ৫।৩৮।৫

—দেবি, আপনার কথাগুলি মহাত্মা রামের পত্নীর অনুরূপই হইয়াছে। (এই ঘোর বিপৎকালে) আপনি ব্যতীত আর কোন মহিলা এইরূপ বাক্য বলিতে পারেন?

হনুমান্ সীতার নিকট অভিজ্ঞান চাহিলে পর সীতা চিত্রকূট-পর্বতে অবস্থানকালীন একটি ঘটনার কথা হনুমান্‌কে শোনাইয়া বলিলেন, এই কথাটি রামকে বলিলেই তাহা শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান হইবে। রাম স্বহস্তে সীতার গণ্ডপার্শ্বে মনঃশিলার তিলক অঙ্কন করিয়াছিলেন। এই কথাটিও রামকে স্মরণ করাইবার নিমিত্ত সীতা হনুমান্‌কে বলিয়াছেন। অধিকন্তু সীতা তাঁহার বস্ত্রের ভিতর হইতে বাহির করিয়া অতি মনোহর চূড়ামণিটি রামের হাতে দিবার নিমিত্ত হনুমান্‌কে দিয়াছেন।

হনুমান্ সীতাকে প্রদক্ষিণপূর্বক প্রণাম করিয়া লঙ্কার দুর্গ-প্রাকারের অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন। সীতা কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া কপিবর অশোকবন হইতে বহির্গত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—

অল্পশেষমিদং কার্যং দৃষ্টেয়মসিতেক্ষণা।
ত্রীনুপায়ানতিক্রম্য চতুর্থ ইহ দৃশ্যতে॥

ইত্যাদি। ৫।৪১।২-৫

—আমার প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, কৃষ্ণনয়না সীতার দর্শন লাভ করিয়াছি। এখন শত্রুপক্ষের সামর্থ্য পরীক্ষা করিতে হইবে। এই কাজটি অবশিষ্ট রহিয়াছে। এই বিষয়ে সাম, দান ও ভেদ—এই তিনটি উপায়ে কোন ফল হইবে না। যেহেতু রাক্ষসগণ কুটিলমতি, অর্থশালী এবং বলদর্পে গর্বিত। অতএব দণ্ডরূপ চতুর্থ উপায়টিই আমাকে অবলম্বন করিতে হইবে। আজ আমার পরাক্রমে কিছু-সংখ্যক রাক্ষসবীর নিহত হইলে ভবিষ্যৎ সংগ্রামে রাক্ষসগণ মৃদুভাব

অবলম্বন করিতে পারে। আদিষ্ট কার্য সম্পন্ন করিয়া তাহার অবিরোধে অতিরিক্ত কিছু করিতে পারাই উপযুক্ত দূতের কৃতিত্ব।

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়াই হনুমান্ রাবণের দৃষ্টি আকর্ষণ ও রাক্ষসগণের সহিত সংগ্রামের উদ্দেশ্যে মনোহর তরুলতাসমাচ্ছন্ন নন্দনবনতুল্য অশোকবনকে বিধ্বস্ত করিতে উদ্যত হইলেন। সেই অশোকবনে অশোকবৃক্ষের আধিক্য থাকিলেও অন্যান্য নানাবিধ বৃক্ষরাজি তাহাতে শোভা পাইত। প্রমদাগণের প্রমোদোদ্যান বলিয়া তাহার অপর নাম ছিল—'প্রমদাবন'। হনুমানের দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়া সেই বন একেবারে শোভাহীন ও বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। অশোকবন বিধ্বস্ত করিয়া মহাবীর হনুমান্ উদ্যানের বহির্দ্বারে তোরণে আরোহণ করিয়াছেন।

রাক্ষসীগণ সীতাকে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়াও এই মহাকপির পরিচয় জানিতে পারে নাই। ভয়ত্রস্তা রাক্ষসীদের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া লঙ্কেশ্বর ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার আদেশে আশি হাজার রাক্ষসসৈন্য মুদ্গরাদি হস্তে লইয়া হনুমান্‌কে আক্রমণ করিয়াছে। হনুমানের পুচ্ছের আস্ফোটন ও ভীষণ নিনাদে লঙ্কাপুরী যেন কাঁপিতেছে। হনুমান্ উচ্চৈঃস্বরে আত্মপরিচয় ঘোষণা করিতেছেন—

> জয়ত্যতিবলো রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
> রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেণাভিপালিতঃ॥
> দাসোঽহং কোসলেন্দ্রস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
> হনুমান্ শত্রুসৈন্যানাং নিহন্তা মারুতাত্মজঃ॥ ৫।৪২।৩৩, ৩৪

—অতি বলবান্ রাম ও মহাবল লক্ষ্মণের জয় হউক। রাঘবপালিত মহারাজ সুগ্রীবের জয় হউক। আমি শুভকর্মা কোসলাধিপতির দাস, শত্রুসৈন্যের নিহন্তা পবননন্দন হনুমান্।

ঘোষণার পরিশেষে সাহঙ্কারে তিনি আরও বলিলেন—'অসংখ্য শিলা ও পাদপপ্রহারে আমি সহস্র রাবণকে জয় করিতে পারি।

লঙ্কানগরী বিধ্বস্ত করিয়া মৈথিলীকে অভিবাদনপূর্বক আমি চলিয়া যাইব।'

রাক্ষসসৈন্যে পরিবেষ্টিত হনুমান্ তোরণদ্বার হইতে লৌহময় পরিঘ (গদার ন্যায় অর্গল) হাতে লইয়া রাক্ষসগণকে বধ করিতে লাগিলেন। আশি হাজার রাক্ষসের মধ্যে মাত্র কয়েকজন প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

এবার ক্রুদ্ধ রাবণ প্রহস্তপুত্র জম্বুমালীকে যুদ্ধে পাঠাইয়াছেন। হনুমান্ ইতিমধ্যে রক্ষঃকুলদেবতার চৈত্যপ্রাসাদকে বিনষ্ট করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জন করিতেছেন। রাক্ষসগণ খড়্গ পরশু প্রভৃতি ক্ষেপণাস্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিতে থাকিলে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি চৈত্যপ্রাসাদের শতধার স্তম্ভ উৎপাটন করিয়া তাহা ঘুরাইতে লাগিলেন এবং রাম, লক্ষ্মণ ও বানরশ্রেষ্ঠগণের বলবীর্যের কথা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। জম্বুমালীর বক্ষে পরিঘের আঘাত করিয়া হনুমান্ তাঁহাকে যমালয়ে পাঠাইয়াছেন।

ক্রোধে রক্তচক্ষু রাক্ষসরাজ তাঁহার অমাত্যপুত্রগণকে যুদ্ধযাত্রার আদেশ দিয়াছেন। রাবণের সাতজন মন্ত্রিপুত্র হনুমানের হাতে প্রাণ হারাইলেন। প্রত্যেকবারেই রাক্ষসনিধনের পর হনুমান্ পুনরায় যুদ্ধাভিলাষে তোরণের উপরিভাগে বসিয়া গর্জন করিতে থাকেন।[১০]

রাবণ হনুমান্‌কে বাঁধিয়া আনিবার নিমিত্ত তাহার পাঁচজন সেনাপতিকে (বিরূপাক্ষ, যূপাক্ষ, দুর্ধর, প্রঘস ও ভাসকর্ণ) পাঠাইয়াছেন। হনুমানের বীরত্ব দেখিয়া রাবণও চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। হনুমান্ বিপুল সৈন্যসামন্ত সহ সেই পাঁচজন সেনাপতিকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন। অতঃপর যুদ্ধাগত রাবণপুত্র অক্ষও হনুমানের হাতে নিহত হইলেন।

এবার মহাবীর রাজপুত্র ইন্দ্রজিতের সহিত হনুমানের ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছে। ইন্দ্রজিৎ যেন কিছুতেই পারিয়া উঠিতেছেন না। পরিশেষে তিনি ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা হনুমান্‌কে বন্ধন করেন। হনূমান্

ব্রহ্মা হইতে ব্রহ্মাস্ত্র-বিনির্মুক্তির বর লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—

গ্রহণে চাপি রক্ষোভির্মহন্মে গুণদর্শনম্।
রাক্ষসেন্দ্রেণ সংবাদস্তস্মাদ্ গৃহ্ণন্তু মাং পরে ॥ ৫।৪৮।৪৪

—রাক্ষসগণ আমাকে বন্দী করায় ভালই হইল। ইহার ফলে রাক্ষসরাজের সহিত আমার কথাবার্তা হইবে। অতএব শত্রুগণ আমাকে লইয়া যাউক।

হনুমান্‌কে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া রাক্ষসগণ তাঁহাকে শণের ছাল ও গাছের ছালের দড়ি দিয়া বাঁধিতে লাগিলেন। ইহাতে তিনি ব্রহ্মাস্ত্রেব বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। যেহেতু অপর কোনরূপ বন্ধন ঘটিলে মন্ত্রের বন্ধন বিনষ্ট হইয়া যায়। হনুমান্‌কে লইয়া রাক্ষসেরা রাবণের সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন।

ক্রুদ্ধ রাবণের আদেশে অমাত্যগণ হনুমানের বিস্তৃত পরিচয়াদি জানিতে চাহিলে হনুমান্ কহিলেন যে, তিনি কপীশ্বর সুগ্রীবের দূতরূপে লঙ্কায় আসিয়াছেন। রাবণের আকৃতি ও ঐশ্বর্য দেখিয়া হনুমান্ বিস্মিত হইয়াছেন। রাবণও হনুমানের তেজঃপ্রভাব দর্শনে ভাবিতেছেন যে, একদা তাঁহার দ্বারা উপহসিত ভগবান্ নন্দীই কি স্বয়ং উপস্থিত হইলেন? রাবণের প্রধান মন্ত্রী প্রহস্তের প্রশ্নের উত্তরে কপিবর কহিতেছেন, তিনি রাক্ষসরাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে অশোকবন বিনষ্ট করিয়াছেন। অতঃপর তিনি রাবণকেই সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

কেনচিৎ রামকার্যেণ আগতোঽস্মি তবাস্তিকম্।
ইত্যাদি। ৫।৪৯।১৮,১৯

—রামের কোন কার্যসাধনের উদ্দেশ্যে আমি দূতরূপে আপনার নিকট আসিয়াছি। হে প্রভো, আপনার কল্যাণকর বাক্য শ্রবণ করুন।

মহামতি হনুমান্ ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন—‘হে রাজন্, আপনার ভ্রাতা কপিপতি সুগ্রীব (বালীর দ্বারা পরাজিত হইয়া

রাবণ বালীর সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন। এইহেতু সুগ্রীব রাবণের ভ্রাতৃস্থানীয়।) আপনার কুশলবার্তা জানিতে চাহিয়াছেন। তিনি আপনার ইহকাল ও পরকালের হিতসাধক বাক্য বলিয়াছেন। বালীর ন্যায় বীরপুরুষ যাঁহার একটিমাত্র বাণে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই মহাত্মা রামের সহিত সুগ্রীবের মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছে। সুগ্রীবের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই আমি সীতার অন্বেষণের উদ্দেশ্যে সমুদ্র পার হইয়া এখানে আসিয়াছি। আপনার পুরীতে আমি সীতাদেবীর দর্শন লাভ করিয়াছি। আমি পবনতনয় হনুমান্। হে মহাপ্রাজ্ঞ, আপনি ধার্মিক ও ঐশ্বর্যবান্। পরপত্নীকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা আপনার উচিত নহে।'

তারপর রাম, লক্ষ্মণ ও বানরগণের শক্তিসামর্থ্য কীর্তন করিয়া হনুমান্ রাবণের চিত্তে ত্রাসের সঞ্চার করিতে চেষ্টা করেন। পরিশেষে তিনি পুনরায় বলিয়াছেন—

যাং সীতেত্যভিজানাসি যেয়ং তিষ্ঠতি তে গৃহে।
কালরাত্রীতি তাং বিদ্ধি সর্বলঙ্কাবিনাশিনীম্॥
তদলং কালপাশেন সীতাবিগ্রহরূপিণা।
স্বয়ং স্কন্ধাবসক্তেন ক্ষেমমাত্মনি চিন্ত্যতাম্॥ ৫।৫১।৩৪,৩৫

—আপনার গৃহে অবস্থিতা যে-নারীকে আপনি সীতা বলিয়া জানিতেছেন, তাঁহাকে সমগ্র লঙ্কার বিনাশকর্ত্রী কালরাত্রি বলিয়া জানিবেন। সীতারূপ কালপাশকে আপনি স্বয়ং কণ্ঠে বন্ধন করিয়াছেন। এই বন্ধন পরিহার করিয়া স্বীয় মঙ্গল চিন্তা করুন।

হনুমানের বচনে রাবণের আপাদমস্তক যেন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি নয়নযুগল বিঘূর্ণিত করিয়া মহাকপিকে হত্যা করিবার আদেশ দিয়াছেন। দূতের অবধ্যতার কথা বলিয়া বিভীষণ তাঁহার অগ্রজকে কোনপ্রকারে নিবৃত্ত করেন। রাবণের আদেশে নিশাচরগণ তৈলসিক্ত বস্ত্রখণ্ডে হনুমানের পুচ্ছ সংবেষ্টন করিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিল।

হনুমান্ ইচ্ছা করিলে সেই রাক্ষসগণকে তখনই বিনাশ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, পূর্বে রাত্রিকালে ভালরূপে লঙ্কার দুর্গগুলি দেখা হয় নাই, দিবাভাগে সমগ্র লঙ্কাপুরী দেখিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে। অতএব এই বন্ধন তিনি সহ্য করিবেন।

রাক্ষসেরা ঢাক, ঢোল ও শঙ্খ বাজাইয়া রাজদ্রোহীর রাজদণ্ড ঘোষণাপূর্বক হনুমান্‌কে সমগ্র লঙ্কা ভ্রমণ করাইতে লাগিল। রাক্ষসীদের মুখে সীতাদেবীও এই সংবাদ শুনিতে পাইয়াছেন। তিনি অগ্নিদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন—

যদ্যস্তি পতিশুশ্রূষা যদ্যস্তি চরিতং তপঃ।
যদি বা ত্বেকপত্নীত্বং শীতো ভব হনূমতঃ॥ ৫।৫৩।২৭

—হে হুতাশন, যদি আমার পতিশুশ্রূষা ও তপশ্চর্যার ফল থাকে, আমি যদি পতিব্রতা হইয়া থাকি, তবে তুমি হনুমানের প্রতি শীতল হও।

হনুমান্‌ও অনুভব করিলেন, প্রবল শিখা বিস্তার করিয়া প্রজ্বলিত হইতে থাকিলেও অগ্নি যেন শিশিরের ন্যায় স্নিগ্ধ হইয়া তাঁহার পুচ্ছের অগ্রভাগে অবস্থান করিতেছেন। তিনি ভাবিলেন যে, সীতার আশীর্বাদ, রামের মহত্ত্ব এবং পিতা পবনদেবের সহিত সখ্যবশতঃ অগ্নিদেব শীতলতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।[১১]

এবার হনুমান্ রাবণকৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত নিমেষ মধ্যে দেহের সকল পাশবন্ধন ছিন্ন করিয়া ভীষণ গর্জন করিতে করিতে উল্লম্ফনপূর্বক এক অত্যুচ্চ তোরণের উপরে উপবিষ্ট হইলেন। সেইস্থান হইতে প্রকাণ্ড একটি লৌহমুদ্গর হাতে লইয়া তাঁহার রক্ষক রাক্ষসগণকে পিষিয়া মারিলেন। অতঃপর দগ্ধলাঙ্গুল কপিবর বিদ্যুদ্‌বেগে লঙ্কার সুদৃশ্য ভবনসমূহের উপরে বিচরণ করিতেছিলেন। একমাত্র বিভীষণের গৃহ বাদ দিয়া অপর সকল গৃহেই তিনি অগ্নিসংযোগ করিয়াছেন। লঙ্কায় হাহাকার পড়িয়া গেল। সকলেই ভাবিতে লাগিলেন যে, বানরমূর্তি গ্রহণ করিয়া সাক্ষাৎ মহাকাল যেন

লঙ্কার এহেন দুর্গতি ঘটাইতেছেন। হনুমান্‌কে প্রলয়াগ্নি মনে করিয়া ভীত রাক্ষসগণ ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে, আর হনুমান্ তেজঃপুঞ্জ-শোভিত আদিত্যের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন।[১২]

দহ্যমান লঙ্কাপুরী ও ভীত রাক্ষসগণকে দেখিয়া হনুমানের অতিশয় ভয় ও আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, লঙ্কা দগ্ধ হইলে সীতাও দগ্ধ হইবেন—এই কথা চিন্তা না করিয়া তিনি নিতান্ত নির্বোধের কাজ করিয়াছেন। যদি তাহাই ঘটিয়া থাকে, তবে তিনি লঙ্কাতেই প্রাণত্যাগ করিয়া এই নির্বুদ্ধিতার প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। তিনি পুনরায় ভাবিতেছেন, সীতার ন্যায় পতিব্রতাকে অগ্নি নিশ্চয়ই স্পর্শ করিতে সমর্থ নহেন। হনুমান্ যখন এইভাবে নানাবিধ চিন্তা করিতেছিলেন, তখন চারণগণের একটি কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তাঁহারা বলিতেছিলেন—'লঙ্কানগরীর অনেক কিছুই ভস্মীভূত হইয়াছে, কিন্তু জানকী দগ্ধ হন নাই—ইহা অতি বিস্ময়ের ব্যাপার।' এই অমৃতোপম বাক্য শ্রবণ করিয়া হনুমান্ হৃষ্টচিত্তে পুনরায় অশোকবনে জানকীর সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন।[১৩]

বিনয়মধুর বচনে সীতাকে আশ্বাস দিয়া এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া হনুমান্ অরিষ্ট-পর্বতে আরোহণপূর্বক দেহকে বর্ধিত করিলেন। অতঃপর আকাশমার্গে উৎপতিত হইয়া বায়ুবেগে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দৃশ্যাদৃশ্যতনুর্বীরস্তথা চন্দ্রায়তেঽম্বরে।
তার্ক্ষ্যায়মাণো গগনে স বভৌ বায়ুনন্দনঃ॥ ৫।৫৭।৯

—বায়ুনন্দন (মেঘমালার অন্তরালে) কখন প্রকাশ, কখন-বা অপ্রকাশ চন্দ্রমার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন। কখনও (মেঘমালা বিদারণপূর্বক নিপতিত হইয়া) গগনমণ্ডলে গরুড়ের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন।

এইভাবে স্বল্পকাল মধ্যে সাগর লঙ্ঘনপূর্বক মহেন্দ্রপর্বত দেখিতে

পাইয়াই হনুমান্ ভীষণ গর্জন করিতে করিতে ধাবিত হইতেছেন। সুহৃদের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বানরগণ উৎসুক হইয়া ছিলেন। হনুমানের গর্জন শুনিয়াই জাম্ববান্ কহিলেন—'হনুমানের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইয়াছে। তিনি কৃতকার্য না হইলে এইরূপ নিনাদ শোনা যাইত না।'

হনুমান্ মেঘের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে আকাশপথে আসিতেছেন দেখিয়া বানরগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। হনুমান্ মহেন্দ্র-শিখরে নিপতিত হইলে সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছেন। ফল, মূল প্রভৃতি উপঢৌকন লইয়া সুহৃদ্‌গণ তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। জাম্ববান্ প্রভৃতি পূজ্যগণকে অভিবাদন করিয়া—

দৃষ্টা দেবীতি বিক্রান্তঃ সংক্ষেপেণ ন্যবেদয়ৎ। ৫।৫৭।৩৬

—বিক্রমশালী হনুমান্ সংক্ষেপে কহিলেন—'দেবীর দর্শন পাইয়াছি।'

বানরগণের জিজ্ঞাসার উত্তরে হনুমান্ অশোকবনে রাক্ষসীপরিবৃতা মলিনা উপবাসক্লিষ্টা পতিব্রতা জানকীর বর্ণনা করিলে পর সেই অমৃতোপম বাক্য শ্রবণ করিয়া বানরগণের আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাঁহারা নাচিয়া গাইয়া নানাভাবে সেই আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন। হনুমানের বলবীর্য ও বুদ্ধিমত্তার প্রশস্তিকীর্তনে অঙ্গদাদি বীরগণ পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন। জাম্ববানের জিজ্ঞাসার উত্তরে হনুমান্ লঙ্কাযাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত যে-সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, সমস্তই আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া উপসংহারে কহিলেন—

এতৎ সর্বং ময়া তত্র যথাবদুপপাদিতম্।
তত্র যন্ন কৃতং শেষং তৎ সর্বং ক্রিয়তামিতি॥ ৫।৫৮।১৬৯

—আমি সেখানে (লঙ্কায়) এই সকল কার্য যথানিয়মে সম্পন্ন করিয়াছি, আর যাহা যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে, সেইসকল কার্য আপনারা সম্পূর্ণ করুন।

হনুমান্ পুনরায় সীতার পাতিব্রত্য ও বর্তমান দুরবস্থার করুণ বর্ণনা করিয়া লঙ্কানগরী আক্রমণে কপিকুলকে উৎসাহ দিয়া কহিতেছেন—

রামসুগ্রীবসখ্যঞ্চ শ্রুত্বা প্রীতিমুপাগতা।
নিয়তঃ সমুদাচারো ভক্তির্ভর্তরি চোত্তমা॥
যন্ন হন্তি দশগ্রীবং স মহাত্মা দশাননঃ।
নিমিত্তমাত্রং রামস্তু বধে তস্য ভবিষ্যতি॥ ৫।৫৯।২৯,৩০

—রাম ও সুগ্রীবের সখ্যের কথা শুনিয়া জানকী পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার নিয়ত সদাচার ও উত্তম পতিভক্তি যে দশাননকে ধ্বংস করে নাই, রাবণের তপোমাহাত্ম্যই তাহার কারণ। দশাননের বধে রাম নিমিত্তমাত্র হইবেন।

সীতার দুরবস্থার কথা শুনিয়া অঙ্গদ উত্তেজিত হইয়া উঠেন। তিনি তখনই সহচর কপিকুলকে লইয়া লঙ্কাভিযানের সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে পর মহামতি জাম্ববান্ যুক্তিপূর্ণ বচনে সেই সঙ্কল্পে বাধা দিয়াছেন।

এবার বানরগণ হৃষ্টচিত্তে রাম ও সুগ্রীবের সমীপে যাত্রা করিয়াছেন। আনন্দের আতিশয্যে পথিমধ্যে সুগ্রীবের মধুবনকে তাঁহারা বিপর্যস্ত করিয়াছেন। সুগ্রীব বনরক্ষকের মুখে এই সংবাদ শুনিয়াই লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—

দৃষ্টা দেবী ন সন্দেহো ন চান্যেন হনূমতা।
ন হ্যন্যঃ সাধনে হেতুঃ কর্মণোঽস্য হনূমতঃ॥
ইত্যাদি। ৫।৬৩।১৯,২০

—অন্য কেহ নহেন—নিশ্চয়ই হনুমান্ দেবীর দর্শন লাভ করিয়াছেন। হনুমান্ ব্যতীত অপর কেহ এই দুষ্কর কর্ম সাধন করিতে পারেন না। প্রজ্ঞা, অধ্যবসায়, বীর্য ও শাস্ত্রজ্ঞান এই কপিবরেই সুপ্রতিষ্ঠিত।

সুগ্রীবের নির্দেশে হনুমান্ প্রমুখ বানরগণ প্রস্রবণগিরিতে সমাগত হইয়াছেন। হনুমানের মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া এবং

সীতার কথিত ও প্রদত্ত অভিজ্ঞান লাভ করিয়া রাম শোকে ও হর্ষে অভিভূত হইয়া পড়েন। হনুমানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। তিনি দীনতাবশতঃ এরূপ হিতকারীর উপযুক্ত সম্মান করিতে নিজেকে অসমর্থ মনে করিয়া পুলকিতদেহে তাঁহার সর্বস্বভূত গাঢ় আলিঙ্গনে হনুমান্‌কে বদ্ধ করিলেন।[১৪]

রামের প্রশ্নের উত্তরে হনুমান্ রামের নিকট লঙ্কাপুরীর সম্পূর্ণ বর্ণনা করিয়াছেন। এবার রাম সুগ্রীবাদি সহ লঙ্কায় যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন। হনুমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনি যাত্রা করেন।

বিভীষণ রামের আশ্রয়ে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে স্থান দেওয়া উচিত হইবে কি না—এই বিষয়ে রাম সকলের অভিমত জানিতে চাহিলেন। হনুমান্ সবিনয়ে রামকে কহিতেছেন—'রাজন্, কর্মে নিয়োগ না করিয়া কাহারও দোষগুণ জানা যায় না। আর হঠাৎ নিয়োগ করাও উচিত মনে করি না। মন্ত্রিগণ গুপ্তচর-নিয়োগের যে পরামর্শ দিয়াছেন, প্রয়োজনাভাবে তাহারও কারণ দেখিতেছি না। বিভীষণ দেশ-কাল বিচার করিয়া আসেন নাই—এই কথাও ঠিক নহে। রাবণের অশিষ্টতা ও আপনার বিক্রম দর্শন করিয়া এই সময়ে তাঁহার আসা উচিতই হইয়াছে। তাঁহার মুখমণ্ডল প্রসন্ন এবং কথা-বার্তায় কোনরূপ দুষ্টভাব লক্ষিত হয় নাই। আমার মনে হইতেছে যে, ভবিষ্যতে আপনার কৃপায় লঙ্কারাজ্য লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি আসিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে আশ্রয় দিলে আমাদের ভালই হইবে।'[১৫] বিচক্ষণ হনুমানের অনুমান নির্ভুল প্রতিপন্ন হইয়াছে।

লঙ্কাপুরীর বিভিন্ন দ্বারে রাম সৈন্যসমাবেশ করিতেছেন। তিনি আদেশ দিতেছেন—

> হনুমান্ পশ্চিমদ্বারং নিষ্পীড্য পবনাত্মজঃ।
> প্রবিশত্বপ্রমেয়াত্মা বহুভিঃ কপিভির্বৃতঃ॥ ৬।৩৭।২৮

—অপ্রমেয় বলবান্ হনুমান্ কপিগণে পরিবৃত হইয়া পশ্চিমদ্বারে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ করিতে থাকুন।

বানরগণ ঝড়ের মত রাক্ষসসৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে। দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে রাক্ষসবীর ধূম্রাক্ষ হনুমানের নিক্ষিপ্ত গিরিশৃঙ্গের আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।[১৬]

হনুমান্ বীর অকম্পনকে বৃক্ষের আঘাতে বধ করিয়াছিলেন।[১৭] নীল কর্তৃক রাক্ষস-সেনাপতি প্রহস্ত নিহত হইলে ক্রুদ্ধ রাবণ স্বয়ং সমরাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছেন! হনুমান্ রাবণকে এরূপ এক ভীষণ চপেটাঘাত করেন যে, সেই আঘাতে রাবণের মাথা ঘুরিয়া যায়। পরে হনুমানের বুকে মুষ্টিপ্রহার করিয়া রাবণ নীলকে আক্রমণ করিলে পর হনুমান্ সরোষে রাবণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—'রাক্ষসরাজ, তুমি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছ, এইহেতু তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিতেছি না।'[১৮]

এই উক্তি হইতে হনুমানের মহানুভবতা ও ধর্মানুমোদিত বীরত্বের একটি দিক্ উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে রাম রাবণের সম্মুখীন হইলেই হনুমান্ রামকে স্বীয় পৃষ্ঠে আরোহণ করাইতেন।[১৯]

কুম্ভকর্ণের সহিতও হনুমান্ প্রমুখ বীর বানরগণ পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ করিয়াছেন। রাম কর্তৃক কুম্ভকর্ণের নিধনের পর রাবণের বৈমাত্র ভ্রাতা মহোদর ও মহাপার্শ্ব এবং রাবণের পুত্র দেবান্তক, নরান্তক, ত্রিশিরাঃ ও অতিকায় যুদ্ধভূমিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কাহাকেও আর ফিরিতে হয় নাই। মহাবল বানরগণের হাতে সকলকেই প্রাণ দিতে হইয়াছে। দেবান্তকের মস্তকে মুষ্টিপ্রহার করিয়া হনুমান্ তাঁহাকে বধ করিয়াছেন। মহোদরের মাথায় শৈলখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া নীল তাঁহাকে যমালয়ে পাঠাইয়াছেন। হনুমান্ খড়্গের দ্বারা ত্রিশিরার শিরশ্ছেদ করেন। মহাপার্শ্বেরই হস্তস্থিত গদা কাড়িয়া লইয়া সেই গদার আঘাতে বানরবীর ঋষভ মহাপার্শ্বকে সংহার করিয়াছেন। অন্যান্য প্রসিদ্ধ রাক্ষসবীরগণ

সুগ্রীব, অঙ্গদ, দ্বিবিদ প্রমুখ কপিবীরগণের সহিত যুদ্ধে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।[২০]

ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্র-প্রয়োগে বানরসৈন্য সহ রাম ও লক্ষ্মণ মূর্ছিত হইয়া পড়েন। সাতষট্টি কোটি বানরসৈন্য সেই ভীষণ অস্ত্রে নিহত হইয়াছেন। সুগ্রীব, অঙ্গদ, জাম্ববান্, হনুমান্, নীল প্রমুখ কয়েকজন বানর জীবিত ছিলেন। হনুমান্ ও বিভীষণ উল্কাহস্তে রাত্রিকালে সমরভূমিতে বিচরণ করিতে করিতে জাম্ববান্‌কে অন্বেষণ করিতেছিলেন। বিভীষণের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়াই জাম্ববান্ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া কহিলেন, 'বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের কুশল তো?' রাম লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, অঙ্গদ প্রমুখ বীরগণের কুশল জিজ্ঞাসা না করিয়া হনুমানের কথা জিজ্ঞাসা করিবার কারণ জানিতে চাহিলে জাম্ববান্ বিভীষণকে বলিয়াছেন—

শৃণু নৈর্ঋতশার্দূল যস্মাৎ পৃচ্ছামি মারুতিম্।
অস্মিঞ্জীবতি বীরে তু হতমপ্যহতং বলম্॥

ইত্যাদি। ৬।৭৪।২১-২৩

—হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, হনুমানের কুশল জিজ্ঞাসার কারণ শ্রবণ করুন। বীরবর হনুমান্ জীবিত থাকিলে সকলকেই প্রাণদান করিতে পারিবেন। অগ্নির ন্যায় বীর্যবান্ পবনসদৃশ হনুমান্ জীবিত থাকিলে আমাদের সকলেরই জীবনের আশা রহিয়াছে।

হনুমান্ বিনীতভাবে জাম্ববানের চরণে প্রণাম করিলে পর জাম্ববান্ সস্নেহে কহিতেছেন—'হে কপিশ্রেষ্ঠ, এখন তোমার পরাক্রমের উপরেই সকলের জীবন নির্ভর করিতেছে। তুমি হিমালয়ে গমন করিয়া স্বর্ণময় দুর্গম ঋষভ ও কৈলাস-শৃঙ্গ দেখিতে পাইবে। সেই শৈলদ্বয়ের মধ্যে ওষধিপর্বত রহিয়াছে। সেই পর্বতে দীপ্তিমান্ মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী ও সন্ধানকরণী-নামক চারিটি ওষধি দেখিতে পাইবে। তুমি অবিলম্বে সেই ওষধিগুলি আনিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর।'

হনুমান্ তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিয়া আকাশমার্গে প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হইলেন। স্বল্পকাল মধ্যে সেই শৈলশিখরে উপস্থিত হইয়া শৃঙ্গটি উৎপাটন করিয়া ধারণপূর্বক বায়ুবেগে তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। সেইসকল ওষধির আঘ্রাণেই রাম-লক্ষ্মণ ও বানরগণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। বিপক্ষ যাহাতে নিহত রাক্ষসসৈন্যদের সংখ্যা গণনা করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে যুদ্ধের আরম্ভেই রাবণ রাক্ষসগণকে আদেশ দিয়াছিলেন যে, নিহত রাক্ষসগণকে যেন সাগরে নিক্ষেপ করা হয়। এইজন্য রাক্ষসেরা সেই ওষধি দ্বারা উপকৃত হয় নাই। বিশল্য ও ব্রণহীন হইয়া রাঘবপক্ষীয়গণ সকলেই রক্ষা পাইয়াছেন। কপিবর হনুমান্ পুনরায় সেই পর্বতশৃঙ্গকে যথাস্থানে রাখিয়া আসিলেন।[২১]

সুগ্রীবের আদেশে পরদিবস রাত্রিকালে বানরগণ লঙ্কাপুরীতে আগুন লাগাইয়া অনেক কিছু ছারখার করিয়াছেন। হনুমান্ কুম্ভকর্ণের পুত্র নিকুম্ভকে পিষিয়া মারিয়াছেন।[২২]

বীর হনুমান আরও অসংখ্য রাক্ষসকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন। ইন্দ্রজিতের সহিত লক্ষ্মণের যুদ্ধকালেও হনুমান্ ও বিভীষণই ছিলেন লক্ষ্মণের প্রধান সহায়। ইন্দ্রজিতের নিধনের পর রামের মুখেও শোনা যায়—

বিভীষণহনূমদ্ভ্যাং কৃতং কর্ম মহদ্ রণে। ৬।৯১।১৫

দশাননের শক্তি-অস্ত্রে আহত লক্ষ্মণ অজ্ঞান হইয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলে রাম সুকরুণ বিলাপ করিতে থাকেন। বানরবৈদ্য সুষেণ লক্ষ্মণের দেহ পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন যে, লক্ষ্মণ জীবিত আছেন। আবার ওষধি আনিবার নিমিত্ত হনুমানের ডাক পড়িল। কপিবৈদ্যের নির্দেশে হনুমান্ পুনরায় হিমালয়ের দক্ষিণ শিখরে যাইয়া ওষধি চিনিতে না পারিয়া পর্বতশৃঙ্গকেই উৎপাটনপূর্বক লইয়া আসেন। সুষেণের চিকিৎসায় লক্ষ্মণ সুস্থ হইয়াছেন।[২৩]

রাবণবধের পর রাম তাঁহাদের কুশলবার্তা ও যুদ্ধজয়ের সংবাদ সীতাকে জানাইবার নিমিত্ত হনুমান্‌কে অশোকবনে প্রেরণ করিয়া-

ছিলেন। হনুমান্ সীতাকে প্রণামপূর্বক এই প্রিয় সংবাদ জানাইলে সীতা আনন্দে বিহ্বল হইয়া কপিবরকে কহিলেন যে, এইপ্রকার প্রিয় সংবাদ যিনি দান করিলেন, তাঁহাকে দিবার উপযুক্ত কোন বস্তু এই পৃথিবীতে নাই। এমন কি, ত্রৈলোক্যরাজ্য প্রদান করিলেও হনুমানের যোগ্য পুরস্কার হয় না। হনুমান্ সবিনয়ে যুক্তকরে কহিতেছেন—

তবৈতদ্ বচনং সৌম্যে সারবৎ স্নিগ্ধমেব চ।
রত্নৌঘাদ্ বিবিধাচ্চাপি দেবরাজ্যাদ্ বিশিষ্যতে॥
ইত্যাদি। ৬৷১১৩৷২৩,২৪

—দেবি, আপনার এই স্নেহপূর্ণ সারবৎ বাক্য বিবিধ রত্নরাজি অথবা দেবরাজ্য হইতেও অধিক। রামকে শত্রুবিজয়ী দেখিয়া আমার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে এবং সমস্ত কিছুই আমি প্রাপ্ত হইয়াছি।

সীতা মধুর বচনে হনুমানের বল, বুদ্ধি ও চরিত্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত। হনুমান হর্ষে ও শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া পুনরায় বলিলেন—

ইমাস্তু খলু রাক্ষস্যো যদি ত্বমনুমন্যসে।
হন্তুমিচ্ছামি তাঃ সর্বা যাভিস্ত্বং তর্জিতা পুরা॥ ৬৷১১৩৷৩০

—আমার ইচ্ছা হইতেছে, যে-রাক্ষসীগণ পূর্বে আপনাকে পীড়ন করিয়াছিল, আপনার অনুমতি পাইলে ইহাদিগকে হত্যা করি।

সীতার যুক্তিপূর্ণ ও ধর্মসঙ্গত বচনে হনুমান্ নিবৃত্ত হইয়াছেন এবং রামের সমীপে প্রত্যাবর্তন করিয়া সীতার কথিত বাক্যগুলি রামকে নিবেদন করিয়াছেন।

অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন-কালে রাম মুনি ভরদ্বাজের আশ্রম হইতে নিষাদরাজ গুহ ও ভরতকে তাঁহার আগমনবার্তা জানাইবার নিমিত্ত হনুমান্‌কেই পাঠাইয়াছিলেন।[২৪]

রাম অযোধ্যায় রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছেন। চন্দ্ররশ্মির ন্যায়

প্রভাবিশিষ্ট, উৎকৃষ্ট মণিখচিত একগাছি মুক্তাহার রাম জানকীকে উপহার দিয়াছেন। জানকী আপন কণ্ঠ হইতে সেই হারগাছি উন্মোচন করিয়া বারংবার ভর্তা ও বানরগণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন দেখিয়া রাম জানকীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি কহিলেন—'সুভগে, যাঁহাকে এই হার প্রদান করিলে তোমার তৃপ্তি হয়, তাঁহাকেই ইহা প্রদান কর।' স্বামীর অনুমতি পাইয়াই জানকী তেজ, ধৃতি, বিনয়, পৌরুষ, বুদ্ধি প্রভৃতি সর্বগুণে বিভূষিত হনুমানের কণ্ঠে সেই হার অর্পণ করেন।

হনুমাংস্তেন হারেণ শুশুভে বানরর্ষভঃ।
চন্দ্রাংশুচয়গৌরেণ শ্বেতাভ্রেণ যথাচলঃ॥ ৬।১২৮।৮৩

—সেই চন্দ্রকান্তি শুভ্র হার কণ্ঠে ধারণ করিয়া বানরোত্তম হনুমান শ্বেত মেঘযুক্ত পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন।

রামও বহুবিধ বসনভূষণে হনুমানকে সম্মানিত করিয়াছেন।[১৫] পরম সমাদরে মাসাধিক কাল অযোধ্যায় যাপনের পর বানরগণ কিষ্কিন্ধায় প্রত্যাবর্তন করিবেন। রাম একে একে সকলকেই সস্নেহ বিদায় সম্ভাষণ জানাইতে থাকিলে—

হনুমান্ প্রণতো ভূত্বা রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ।
স্নেহো মে পরমো রাজংস্ত্বয়ি তিষ্ঠতু নিত্যদা।
ভক্তিশ্চ নিয়তা বীর ভাবো নান্যত্র গচ্ছতু॥

ইত্যাদি। ৭।৪০।১৫-১৯

—হনুমান্ প্রণত হইয়া রামকে বলিলেন—হে বীর, হে রাজন, আপনার প্রতি সতত যেন আমার মহান্ স্নেহ থাকে। আপনাতে আমার অবিচলা ভক্তি যেন প্রতিষ্ঠিতা থাকে, আমার চিত্ত যেন বিষয়ান্তরে লিপ্ত না হয়। হে বীর, যতকাল রামকথা পৃথিবীতে কীর্তিত হইবে, ততকাল আমার যেন প্রাণ থাকে। অপ্সরোগণ আপনার চরিতকথা আমাকে শোনাইবে। আপনার চরিতামৃত পান করিয়া আমি আপনার অদর্শনজনিত উৎকণ্ঠা দূর করিব।

রাম আসন হইতে উঠিয়া ভক্তপ্রবর হনুমান্‌কে আলিঙ্গন করিয়া কহিতেছেন—'কপিবর, তোমার সকল বাসনাই পূর্ণ হইবে।

একৈকস্যোপকারস্য প্রাণান্‌ দাস্যামি তে কপে।
শেষস্যেহোপকারাণাং ভবাম ঋণিনো বয়ম্‌॥

ইত্যাদি। ৭।৪০।২৩-২৬

—কপিবর, তোমার এক একটি উপকারের প্রতিদানে আমার প্রাণ দিতে পারি। কিন্তু অসংখ্য উপকারের মধ্যে শেষ উপকারের জন্য আমি ঋণী রহিলাম। তোমার উপকারসমূহ আমার মনেই থাকুক, আপৎকাল উপস্থিত হইলে মানবের প্রত্যুপকার করিতে হয়। কখনও যেন আমাকে তোমার প্রত্যুপকার না করিতে হয়।' এই কথা বলিয়া রাম আপন কণ্ঠ হইতে বৈদূর্যমণিশোভিত উজ্জ্বল হার উন্মোচন করিয়া হনুমানের কণ্ঠে অর্পণ করিয়াছেন।

রামের অশ্বমেধ-যজ্ঞে সম্ভবতঃ হনুমান্‌ উপস্থিত হইয়াছিলেন। রামের মহাপ্রয়াণের সময়ও হনুমান্‌ উপস্থিত হইয়া প্রভুর অনুগমনে প্রার্থনা নিবেদন করিলে রাম বলিতেছেন—'হে হরিশ্রেষ্ঠ, তুমি দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিয়াছিলে, এখন তাহার অন্যথা করিবে না। যতদিন পৃথিবীতে আমার কথা প্রচলিত থাকিবে, ততদিন হৃষ্টান্তঃকরণে আমার আদেশ পালন করিয়া জগতে বিচরণ কর।'[২৬]

রামের আদেশ শুনিয়া হনুমান্‌ সানন্দে কহিতেছেন—

যাবত্তব কথা লোকে বিচরিষ্যতি পাবনী।
তাবৎ স্থাস্যামি মেদিন্যাং তবাজ্ঞামনুপালয়ন্‌॥ ৭।১০৮।৩৫

—যে-পর্যন্ত পৃথিবীতে আপনার পবিত্র কথা প্রচারিত থাকিবে, সেই-পর্যন্ত আমি আপনার আদেশ পালনপূর্বক পৃথিবীতে অবস্থান করিব।

হিন্দুগণ এই ভক্তপ্রবর মহাবীরকে চিরজীবী বলিয়া বিশ্বাস করেন। দাস্যভাবের উপাসকরূপে হনুমানের পুণ্য নামই সর্বাগ্রে কীর্তিত হইয়া থাকে। ভারতের বহু মন্দিরে এই মহাবীরের মূর্তি

নিত্য পূজিত হইতেছে। হনুমানের গুণগ্রাম আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এমন অহেতুক ভক্তির অবতার আর কোথাও দেখা যায় না। বিশেষ বিবেচনা না করিয়া এই মনস্বী কোন কাজ করিতেন না, আর তাঁহাকে যে-কাজের ভার দেওয়া হইত, প্রাণপণে তাহা সম্পন্ন করিতেন। এই জিতেন্দ্রিয় বীরপুরুষ কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠা ও নিষ্কাম কর্মের জীবন্ত প্রতীক্। ভবভূতি তাঁহার নামে 'আর্য'-বিশেষণটি প্রয়োগ করিয়াছেন। ভারতবাসিগণ এই মহাবীরকে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম নিবেদনকালে বলিয়া থাকেন—

মনোজবং মারুততুল্যবেগম্,
জিতেন্দ্রিয়াং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্।
বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যম্,
শ্রীরামদূতং শিরসা নমামি ॥

—যাঁহার গতিবেগ মন ও পবনের গতিবেগের সমান, যিনি জিতেন্দ্রিয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্, যে পবনপুত্র বানরসঙ্ঘের প্রধান ও শ্রীরামের দূত, সেই ব্যক্তিকে অবনতমস্তকে প্রণাম করিতেছি।

---

১ ৪।৬৬।২-৩৪
২ ৪।৬৬।২৭-২৯
৩ ৫।৫৮।১৩৫ ;
৪।৩।২২
৪ ৬।১২৫।৪৪
৫ ৪।২৬।৩-৮
৬ ৪।২৯শ সর্গ
৭ ৪।৪৮শ-৫২শ-সর্গ
৮ ৪।৬৬ তম সর্গ
৯ ৫।১ম সর্গ
১০ ৫।৪৫।১৭
১১ ৫।৫৩।৩৭
১২ ৫।৫৪শ সর্গ
১৩ ৫।৫৫ শ সর্গ
১৪ ৬।১।১১-১৪
১৫ ৬।১৭।৫১-৬৮
১৬ ৬।৫২।৩৬
১৭ ৬।৫৬।৩০
১৮ ৬।৫৯।৭৪
১৯ ৬।৫৯।১২৬
২০ ৬।৭০তম সর্গ
২১ ৬।৭৩ তম ও ৭৪ তম সর্গ
২২ ৬।৭৭/২৪
২৩ ৬।১০১ তম সর্গ
২৪ ৬।১২৫ তম সর্গ
২৫ ৬।১২৮।৮৫
২৬ ৭।১০৮।৩২-৩৪

রাক্ষস-সভ্যতা

রামায়ণে বর্ণিত রাক্ষস চরিত্র আলোচনার পূর্বে রাক্ষসগণের সভ্যতা বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। 'রাক্ষস'-শব্দটি শুনিলেই আমাদের অন্তঃকরণে যে বিভীষিকার চিত্র উদিত হয়, বস্তুতঃ রাক্ষসগণ সেইরূপ নহেন। রাক্ষস ও যক্ষগণের উৎপত্তি বিষয়ে বলা হইয়াছে যে, প্রজাপতি জল সৃষ্টি করিয়া তাহার রক্ষার নিমিত্ত অনেক প্রাণী সৃষ্টি করেন। সেই প্রাণিগণের মধ্যে কেহ-কেহ বলিল—'আমরা জলকে রক্ষা করিব।' আবার কেহ কেহ বলিল—'আমরা জলের যক্ষণ (পূজা) করিব।' প্রজাপতি বলিলেন—

রক্ষাম ইতি যৈরুক্তং রাক্ষসাস্তে ভবন্তু বঃ।
যক্ষাম ইতি যৈরুক্তং যক্ষা এব ভবন্তু বঃ॥ ৭।৪।১৩

—তোমাদের মধ্যে যাহারা 'রক্ষা করিব' বলিয়াছ, তাহারা রাক্ষস নামে খ্যাত হইবে, আর যাহারা 'যক্ষণ করিব' বলিয়াছ, তাহারা যক্ষ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে।

মাতৃপরিত্যক্ত একটি রাক্ষস-শিশুকে ক্রন্দনরত দেখিয়া ভগবতী পার্বতী বর দিয়াছিলেন যে, রাক্ষসীগণ গর্ভধারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সন্তান প্রসব করিবে এবং প্রসূত শিশুও সঙ্গে-সঙ্গেই যৌবনদশা প্রাপ্ত হইবে।[১]

রাক্ষসগণের চেহারা নানাপ্রকার। তাঁহাদের মধ্যে সুদর্শন পুরুষ এবং নারীও আছেন এবং বিকট কদাকারও আছেন। তাঁহারা ক্রূরস্বভাব ও পিঙ্গলনয়ন। রাক্ষসগণ ইচ্ছামত রূপ পরিবর্তন করিতে পারেন। সাধারণতঃ রাক্ষসগণ কৃষ্ণবর্ণ। তাঁহাদের গাত্রবর্ণ মেঘ, মহিষ ও হাতীর বর্ণের মত।[২]

রাক্ষসদের বাহনও বিচিত্র। অশ্ব, রথ প্রভৃতি তো আছেই, অধিকন্তু সিংহ, বাঘ, উট, হরিণ, গাধা, সাপ এবং পাখীকেও তাঁহাদের বাহনরূপে দেখিতে পাই।[৩]

যুদ্ধ-বিদ্যায় তাঁহারা নিপুণ ছিলেন। বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্র এবং রাজনীতিতেও তাঁহাদের জ্ঞান যথেষ্টই ছিল। বেদপাঠ ও যাগযজ্ঞের প্রচলনও রাক্ষসদের মধ্যে দেখা যায়। এইসকল কথা রাক্ষসদের চরিত্রের আলোচনায় জানা যাইবে। রাবণের অগ্নিহোত্রের অগ্নি দ্বারা তাঁহার শবদেহের সংকার করা হইয়াছে। তাঁহারা যে মুনিঋষিগণের যাগযজ্ঞে উপদ্রব করিতেন, তাহা সম্ভবতঃ মুনিঋষিদের প্রতি বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ।

ভারতের দক্ষিণস্থ সমুদ্রের দক্ষিণতীরে ত্রিকূট ও সুবেল-নামে পাশাপাশি দুইটি পর্বত আছে। ত্রিকূটের মধ্যশিখরে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার সৃষ্ট একটি বিশাল নগরী ছিল। নগরীটির দৈর্ঘ্য একশত যোজন ও প্রস্থ ত্রিশ যোজন। তাহার চারিদিক্ স্বর্ণপ্রাকারে বেষ্টিত ও নগরীটি স্বর্ণতোরণে বিভূষিত। এই নগরীটির নাম লঙ্কা এবং তাহাই রাক্ষসদের আদি নিবাস।[৪]

স্থাপত্যবিদ্যায় রাক্ষসগণ যে কিরূপ উন্নত ছিলেন, লঙ্কানগরীর বর্ণনা হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। অনেক স্থানেই লঙ্কাপুরীর চমৎকার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

পদ্ম ও উৎপলসমূহে পরিব্যাপ্ত, পরিখাসমূহে সুরক্ষিত পুরীটি কাঞ্চনময় প্রাকারের দ্বারা পরিবেষ্টিত। পর্বতের ন্যায় উচ্চ শারদ-মেঘবর্ণ প্রাসাদসমূহে পরিপূর্ণ লঙ্কানগরী ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় মনোহর। ধ্বজ-পতাকাশোভিত, লতাপ্রভৃতি-মণ্ডিত, সুরম্য কনকময় তোরণসমূহে বিভূষিত লঙ্কার সৌন্দর্য হনুমানকে মুগ্ধ করিয়াছিল।[৫]

রাবণের বাসগৃহের বর্ণনা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এরূপ ঐশ্বর্যপূর্ণ সুবিন্যস্ত প্রাসাদের বর্ণনা রামায়ণে আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না।[৬]

লঙ্কা দর্শন করিয়া হনুমান্ বলিতেছেন—

যা হি বৈশ্রবণে লক্ষ্মীর্যা চন্দ্রে হরিবাহনে।
সা রাবণগৃহে রম্যা নিত্যমেবানপায়িনী॥

ইত্যাদি। ৫।৯।৮, ৯

—কুবের, চন্দ্র ও ইন্দ্রে যে লক্ষ্মী বিরাজমানা, রাবণের গৃহেও সেই পরমরমণীয়া অবিনশ্বরা লক্ষ্মী নিত্য বিরাজ করিতেছেন। ঐশ্বর্যশালী দেবগণের সমৃদ্ধি অপেক্ষাও রাবণের ঐশ্বর্য সমধিক।

স্বর্গোঽয়ং দেবলোকোঽয়মিন্দ্রস্যাপি পুরী ভবেৎ।
সিদ্ধির্বেয়ং পরা হি স্যাদিত্যমন্যত মারুতিঃ॥ ৫।৯।৩০

—ইহা কি স্বর্গ, না দেবলোক, অথবা ইন্দ্রের পুরী, না পরমা সিদ্ধি? পবনতনয় এইরূপ মনে করিতেছিলেন।

রাক্ষসগণ শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিতেন এবং অঙ্গদাদি অলঙ্কারও ধারণ করিতেন।[৭]

অভিজাত শ্রেণীর বসনভূণের প্রাচুর্যের বর্ণনা দেখিলেও বিস্মিত হইতে হয়। হনুমান্ সীতার অন্বেষণ-কালে রাত্রিতে রাবণের অন্তঃপুরে নিদ্রিতা রাক্ষসীগণের ঐশ্বর্যদর্শনে চমৎকৃত হইয়াছেন। তিনি সেখানে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রও দেখিতে পাইয়াছিলেন। রাক্ষস-সমাজে মাল্য, চন্দন প্রভৃতি প্রসাধনদ্রব্যের আদরও যথেষ্টই ছিল। তাঁহাদের সুরুচি কোন সমাজ হইতে ন্যূন নহে।

ছাগল, হরিণ, মহিষ, শূকর, ময়ূর, শজারু প্রভৃতি প্রাণীর মাংসই ছিল রাক্ষসগণের প্রধান খাদ্য। গুড়, চিনি, দধি, লবণ এবং নানাবিধ ফলের ব্যবহারও প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। কাঁচা মাংস খাইতেই রাক্ষসেরা সমধিক অভ্যস্ত ছিলেন, মাংস পাক করিয়াও তাঁহারা খাইতেন। পানীয়ের মধ্যে মদ্যই ছিল প্রধান। নানাবিধ গন্ধদ্রব্যের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সুরাকে সুগন্ধ করা হইত। স্ফটিক, সুবর্ণ এবং মণিময় কুম্ভে সুরা রাখা হইত। ভাত বা রুটির কথা কোথাও পাওয়া যায় না[৮]

অভিজাত বংশের নারীগণ ঘোম্‌টা দিতেন এবং অন্তঃপুরেই থাকিতেন। রাবণের মৃত্যুর পর শোকাকুলা মন্দোদরীর বিলাপে শোনা যায়—

দৃষ্ট্বা ন খল্বভিক্রুদ্ধো মামিহানবগুণ্ঠিতাম্‌।
নির্গতাং নগরদ্বারাৎ পদ্ভ্যামেবাগতাং প্রভো॥
ইত্যাদি। ৬।১১১।৬১,৬২

—প্রভো, আমি অনবগুণ্ঠিতা হইয়া নগরদ্বার হইতে বাহির হইয়া পদব্রজে এই স্থানে আসিয়াছি। ইহা দেখিয়াও কেন ক্রুদ্ধ হইতেছ না? তোমার অন্য ভার্যাগণও লজ্জা ও অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছেন। ইহাতেও তোমার ক্রোধের উদ্রেক হইতেছে না কেন?

যুদ্ধে তাঁহারা নানাপ্রকার ছলচাতুরী ও মায়া আশ্রয় করিলেও ধর্মবুদ্ধি একেবারে বিসর্জন দিতেন না। রাক্ষস অতিকায়—

নাযুধ্যমানং নিজঘান কঞ্চিৎ।৬।৭১।৪৪

—বানরযূথের মধ্যে অযুধ্যমান কোন বানরকে প্রহার করেন নাই।

বিবাহাদি বিষয়ে শুচিতার জ্ঞান সম্ভবতঃ রাক্ষসসমাজে খুব দৃঢ় ছিল না। কামার্ত রাবণ সীতাকে বলিতেছেন—

স্বধর্মো রক্ষসাং ভীরু সর্বদৈব ন সংশয়ঃ।
গমনং বা পরস্ত্রীণাং হরণং সংপ্রমথ্য বা॥ ৫।২০।৫

—হে ভীরু, বলপূর্বক পরস্ত্রী-হরণ বা পরস্ত্রী-গমন রাক্ষসগণের সনাতন নিজধর্ম, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

বিভীষণাদির মুখে এইপ্রকার ব্যবহারের নিন্দাবাদও শোনা যায়। রাবণের মৃত্যুর পর মন্দোদরীর বিলাপেও রাবণের কামমূলক আচরণের নিন্দাই শোনা যাইতেছে। অতএব রাবণের উল্লিখিত উক্তিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা এবং এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া রাক্ষসধর্ম স্থির করা সম্ভবতঃ সঙ্গত হইবে না।[১]

লঙ্কার নিকুম্ভিলায় ভদ্রকালীর মন্দির ছিল। ইন্দ্রজিৎ সেই

দেবীর পূজা করিতেন। লঙ্কাতে আরও দেবতায়তন ও চৈত্যপ্রাসাদ ছিল। ইহাতে অনুমিত হয়—বিহিত পূজা-অর্চাদিতেও রাক্ষসগণ আস্থাবান্ ছিলেন। রাক্ষসসমাজের সভ্যতা এবং আচরণে বেদ এবং তন্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রাবণ প্রত্যহ শিবপূজা করিতেন।

১ ৭।৪।৩১

২ ৬।৭৮ তম সর্গ

৩ ৬।৬৫।৩৫

৪ ৭।৫ম সর্গ

৫ ৫।২।৫১-৫৬ ;
৫।৩।২-১৩

৬ ৫।৬।২-১৫ ;
৬।৩য় সর্গ

৭ ৫।১৮।২৪

৮ ৫।১১শ সর্গ ;
৬।১১।২৯

৯ ৬।১১১তম সগ

দশগ্রীব (রাবণ)

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার ছয়জন মানস পুত্র ছিলেন। তাঁহাদের নাম হইতেছে—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু। তাঁহাদিগকেও প্রজাপতি বলা হয়।

পুলস্ত্যস্য তু তেজস্বী মহর্ষির্মানসঃ সুতঃ।
নাম্না স বিশ্রবা নাম প্রজাপতিসমপ্রভঃ॥ ৬।২৩।৭

—প্রজাপতির সমান দ্যুতিমান্ তেজস্বী মহর্ষি বিশ্রবা ছিলেন পুলস্ত্যের মানস্ পুত্র।

অন্যত্র দেখিতে পাই যে, ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্য ধর্মাচরণের নিমিত্ত মহাগিরি মেরুর সমীপবর্তী রাজর্ষি তৃণবিন্দুর আশ্রমে যাইয়া সেখানে বাস করিতেছিলেন। ঋষি, পন্নগ, রাজর্ষি প্রমুখ ব্যক্তিগণের কন্যা ও অপ্সরাগণ প্রায়ই সেই আশ্রমে যাইয়া ক্রীড়া করিতেন। তাঁহারা তপস্বী পুলস্ত্যের তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করায় ক্রুদ্ধ পুলস্ত্য অভিসম্পাত করিলেন—

যা মে দর্শনমাগচ্ছেৎ সা গর্ভং ধারয়িষ্যতি। ৭।২।১৩

—যে কন্যা অতঃপর আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবে, সে গর্ভধারণ করিবে।

কন্যাগণ এই অভিসম্পাত শুনিয়াই পলায়ন করিয়াছেন, কিন্তু রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা সেই অভিসম্পাতের কথা শোনেন নাই। পরদিনও তিনি আশ্রমে যাইয়া পুলস্ত্যকে দর্শন করিয়াছেন। তপস্বীর দৃষ্টিমাত্র কন্যাটির গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল। রাজর্ষি তৃণবিন্দু ধ্যানস্থ হইয়া সমস্তই অবগত হইয়াছেন। তিনি পুলস্ত্যকে ভিক্ষারূপে এই কন্যাটি দান করিতে চাহিলে পুলস্ত্য সম্মত হইতে

বাধ্য হইলেন। পত্নীর সেবাযত্নে প্রসন্ন হইয়া পুলস্ত্য পত্নীকে কহিলেন—'দেবি, তোমাকে অতি তেজস্বী একটি পুত্র দান করিব। যেহেতু তুমি আমার বেদাধ্যয়ন শুনিতে শুনিতে গর্ভবতী হইয়াছ, সেইহেতু পুত্রটির নাম হইবে বিশ্রবা।'

যথাকালে তৃণবিন্দুকন্যা (বেদশ্রুতি) বিশ্রবার জননী হইয়াছেন। বিশ্রবাও পিতার ন্যায় তপস্বী। তাঁহার চরিত্রগুণে আকৃষ্ট হইয়া মহামুনি ভরদ্বাজ তাঁহার হস্তে আপন কন্যা দেববর্ণিনীকে সম্প্রদান করেন। দেববর্ণিনীর পুত্রের নাম বৈশ্রবণ (কুবের)। পিতার আদেশে বৈশ্রবণ লঙ্কার অধিপতি হইয়াছেন।[১]

লঙ্কাস্থিত রাক্ষস সুকেশের তিনজন পুত্র ছিলেন—মাল্যবান্, সুমালি ও মালি। তাঁহারা তিনজনই মহাতপস্বী এবং তিনজনেই গন্ধর্ববংশে বিবাহ করিয়াছেন। মধ্যম ভ্রাতা সুমালির এগারটি পুত্র ও চারিটি কন্যা জন্মে। তপস্যায় নানাবিধ বর লাভ করিয়া রাক্ষসগণ দেবতাদের উপর অত্যাচার করিতে থাকিলে দেবতাদের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাক্ষসগণ রসাতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

একদা সুমালি বৈশ্রবণকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, তিনি যদি এরূপ তেজস্বী একটি দৌহিত্র প্রাপ্ত হন, তবে তাঁহার বংশ ধন্য হইবে। তিনি তাঁহার সর্বগুণসম্পন্না তৃতীয়া কন্যা কৈকসীকে কহিলেন—

> সা ত্বং মুনিবরং শ্রেষ্ঠং প্রজাপতিকুলোদ্ভবম্।
> ভজ বিশ্রবসং পুত্রি পৌলস্ত্যং বরয় স্বয়ম্॥

ইত্যাদি। ৭।৯।১১,১২

—পুত্রি, তুমি প্রজাপতিকুলোৎপন্ন শ্রেষ্ঠগুণভূষিত পুলস্ত্যনন্দন মুনিবর বিশ্রবার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ কর এবং তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হও। তুমি মুনিবর হইতে তেজস্বী পুত্র লাভ করিবে।

কৈকসী তপস্বীর অগ্নিহোত্রের সময় তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন এবং ধ্যানযোগে তাঁহার বাসনা অবগত হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছেন।

বিশ্রবা কৈকসীর বাসনা জানিতে পারিয়া কহিলেন—'ভদ্রে, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে, কিন্তু তুমি দারুণ বেলায় পুত্রার্থিনী হইয়াছ বলিয়া ক্রূরকর্মা রাক্ষসের জননী হইবে।' কৈকসী বিশ্রবার চরণে ধরিয়া সুপুত্রের প্রার্থনা জানাইলে পর বিশ্রবা বলিলেন—'তোমার তিনটি পুত্রের মধ্যে তৃতীয় পুত্রটি ধর্মনিষ্ঠ হইবে।' কিছুদিন পর কৈকসী—

জনয়ামাস বীভৎসং রক্ষোরূপং সুদারুণম্।
দশগ্রীবং মহাদংষ্ট্রং নীলাঞ্জনচয়োপমম্॥ ইত্যাদি। ৭।৯।২৮-৩২

—অত্যন্ত ভয়ানক ও ক্রূরস্বভাব এরু রাক্ষসের জননী হইলেন। পুত্রটির দশটি মস্তক, বৃহৎ দন্ত এবং গাত্রবর্ণ নীল অঞ্জনপুঞ্জের ন্যায়। তাহার জন্মকালে উল্কামুখ শিবাকুল ও মাংসভুক্ পক্ষিসমূহ দক্ষিণদিকে মণ্ডলাকারে ঘুরিতেছিল।

তখন সূর্যমণ্ডল মলিনতা প্রাপ্ত হইল, রক্তধারা বর্ষিত হইতে লাগিল এবং ভয়ঙ্কর বায়ুপ্রবাহে সমুদ্রও ক্ষুভিত হইয়া উঠিল।

অথ নামাকরোৎ তস্য পিতামহসমঃ পিতা।
দশগ্রীবঃ প্রসূতোঽয়ং দশগ্রীবো ভবিষ্যতি॥ ৭।৯।৩২

—অতঃপর ব্রহ্মার তুল্য তেজস্বী পিতা বলিলেন—এই পুত্রটি দশটি গ্রীবা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অতএব ইহার নাম হইবে 'দশগ্রীব'।

ইহার পর কৈকসী ক্রমশঃ কুম্ভকর্ণ, শূর্পণখা ও বিভীষণের জননী হইয়াছেন। যৌবনারম্ভে দশগ্রীব অতিশয় দুর্দান্ত ও সকলের উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিলেন।

দশগ্রীবের বৃদ্ধপ্রমাতামহের নাম ছিল—বিদ্যুৎকেশ এবং বিদ্যুৎকেশের পত্নীর নাম ছিল—সালকটঙ্কটা। সেই রমণী অতি

ভয়ঙ্করী ও তেজস্বিনী ছিলেন। এইজন্য দশগ্রীবের মাতামহবংশ সালকটঙ্কট-বংশ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[২]

ত্রিকূটশিখরে অবস্থিতা লঙ্কাপুরী ছিল দশগ্রীবের মাতামহের পূর্বপুরুষদের নিবাস। দেবগণের সহিত শত্রুতার ফলে রাক্ষসগণ সেই পুরী হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন।[৩]

রাক্ষসদের মনে দীর্ঘকাল সেই পরাজয়ের দুঃখ ছিল। কৈকসী পতির সমীপে সমাগত সপত্নীপুত্র কুবেরকে দেখিয়া দশগ্রীবকে বলিলেন—'বৎস তোমার ভ্রাতা বৈশ্রবণকে দেখ। সে কিরূপ তেজস্বী ?, একই পিতার সন্তান হইয়াও তোমার এমন দশা কেন ?'

জননীর ভৎর্সনায় দশগ্রীব ঈর্ষান্বিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছেন—

সত্যং তে প্রতিজানামি ভ্রাতৃতুল্যোঽধিকোঽপি বা।
ভবিষ্যাম্যোজসা চৈব সন্তাপং ত্যজ হৃদ্‌গতম্॥ ৭।৯।৪৫

—মাতঃ, তুমি নিশ্চিন্ত হও। আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি পরাক্রমে ভ্রাতা বৈশ্রবণের তুল্য কিংবা তাঁহার অপেক্ষাও অধিক শক্তিমান্ হইব।

দশগ্রীব স্থির করিলেন যে, কঠোর তপস্যা দ্বারা তিনি শক্তি সঞ্চয় করিবেন। দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া তিনি গোকর্ণের আশ্রমে যাইয়া তপশ্চর্যায় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার কঠোর তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে বিজয় লাভের বর প্রদান করেন। দশগ্রীব ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিলেন, তিনি যেন সুপর্ণ, নাগ, যক্ষ, দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণের অবধ্য হন। অন্য কোন প্রাণী হইতে তাঁহার ভয়ের কারণ নাই। মনুষ্যাদি প্রাণিবর্গকে তিনি তৃণতুল্য মনে করেন। ব্রহ্মা বলিয়াছেন—'তাহাই হইবে।' অধিকন্তু ব্রহ্মা আরও বলিয়াছেন—

বিতরামীহ তে সৌম্য বরঞ্চান্যং দুরাসদম্।
ছন্দতস্তব রূপঞ্চ মনসা যদ্ যথেপ্সিতম্॥ ৭।১০।২৪

—হে সৌম্য, আমি তোমাকে অন্য একটি দুর্লভ বর প্রদান করিতেছি। তুমি মনে মনে যখন যে-প্রকার রূপ ধারণ করিবার ইচ্ছা করিবে, তখনই সেইপ্রকার রূপ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে।

শাস্ত্রবিদ্যা ও শস্ত্রবিদ্যায় দশগ্রীব অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার শারীরিক শক্তিও অনন্যসাধারণ। কালকেয় প্রমুখ দানবগণ হইতে দশগ্রীব নানাপ্রকার মায়াও শিক্ষা করিয়াছেন।[৪]

শক্তিগর্বে উন্মত্ত দশগ্রীব ত্রিভুবনে কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না। মাতামহ সুমালি ও মাতুল প্রহস্ত তাঁহার গর্বাগ্নিতে ইন্ধন যোগাইতেছেন। সুমালি দেবতাদের হাত হইতে লঙ্কা উদ্ধারের নিমিত্ত দশগ্রীবকে পরামর্শ দিলে দশগ্রীব কহিলেন যে, লঙ্কাধিপতি কুবের তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহার সহিত বিবাদ করা উচিত হইবে না। পরে প্রহস্ত নানাভাবে ভাগিনেয়কে উত্তেজিত করায় মদোন্মত্ত দশগ্রীবের শুভবুদ্ধি লোপ পাইল। তিনি রাক্ষসগণের প্রাপ্য লঙ্কাপুরী তাঁহার হাতে প্রত্যর্পণের প্রস্তাব করিয়া প্রহস্তকেই কুবেরের নিকট দূতরূপে পাঠাইয়াছেন। কুবের এই প্রস্তাব শুনিয়া বলিলেন যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্পত্তিতে কনিষ্ঠের তো অধিকারই আছে, বিশেষতঃ বিষ্ণুবিতাড়িত রাক্ষসগণকেও তিনি সসম্মানে লঙ্কায় স্থান দিয়াছেন। দূতকে এই কথা বলিয়াই কুবের পিতার নিকট যাইয়া দশগ্রীবের দূত-প্রেরণের কথা বলিয়াছেন। পিতা বিশ্রবা তাঁহাকে উপদেশ দিলেন যে, বলদৃপ্ত দুর্মতি হইতে দূরে বাস করাই উচিত। অতএব কুবের যেন লঙ্কাপুরী পরিত্যাগ করিয়া কৈলাস-পর্বতে স্বীয় আবাস রচনা করেন।

পিতার আদেশে কুবের অনতিবিলম্বে লঙ্কা ত্যাগ করিয়া সপরিবারে কৈলাসে চলিয়া গেলেন।

> স চাভিষিক্তঃ ক্ষণদাচরৈস্তদা
> নিবেশয়ামাস পুরীং দশাননঃ। ৭।১১।৫১

—দশানন রাক্ষসগণ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া লঙ্কাপুরীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

নীলমেঘতুল্য রাক্ষসগণে লঙ্কা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সিংহাসন লাভ করিয়াই দশানন কালকাসুরের পুত্র বিদ্যুজ্জিহ্বের সহিত ভগিনী শূর্পণখার বিবাহ দিয়াছেন।[৫]

একদিন মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া দশগ্রীব ময়-দানবের সহিত পরিচিত হন। দানবের সঙ্গে তাঁহার কন্যা মন্দোদরীও বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। দশগ্রীব ও ময় পরস্পরের বংশের পরিচয় অবগত হইলেন। মন্দোদরী অতি সুন্দরী ও হেমা-নাম্নী অপ্সরার গর্ভজাতা। ময় মহর্ষিপুত্র দশাননকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া কন্যাদানের প্রস্তাব করিলে পর দশানন সম্মত হইয়া সেই অরণ্যের ভিতরেই মন্দোদরীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ময় তাঁহার বীর জামাতাকে তপস্যালব্ধ একটি উৎকৃষ্ট শক্তি-অস্ত্র যৌতুকস্বরূপ দান করেন।[৬]

অন্যত্র দেখা যায় যে, পার্ষদ রাক্ষসগণ দশাননের বলবীর্যের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিতেছেন—

ময়েন দানবেন্দ্রেণ ত্বদ্ভয়াৎ সখ্যমিচ্ছতা।
দুহিতা তব ভার্যার্থে দত্তা রাক্ষসপুঙ্গব॥ ৬।৭।৭

—হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, দানবরাজ ময় আপনার ভয়ে ভীত হইয়া আপনার সহিত সখ্যস্থাপনের ইচ্ছায় আপন দুহিতাকে আপনার ভার্যারূপে সম্প্রদান করিয়াছেন।

এই উক্তিটিকে অনুগত স্তাবকগণের স্তুতি বলিয়াও মনে করা যায়। দশাননের অসংখ্য ভার্যা ছিলেন। মারীচ দশাননকে বলিতেছেন—

প্রমদানাং সহস্রাণি তব রাজন্ পরিগ্রহে। ৩।৩৮।৩০

—হে রাজন্, আপনার সহস্র সহস্র সুন্দরী ভার্যা রহিয়াছেন।

দশাননের মৃত্যুর পরেও তাঁহার অসংখ্য ভার্যার বিলাপ শোনা যায়।[৭]

দশাননের অন্তঃপুরে সীতার অন্বেষণকালে হনুমান্‌ও দেখিয়াছেন—

রাক্ষসীভিশ্চ পত্নীভী রাবণস্য নিবেশনম্।
আহৃতাভিশ্চ বিক্রম্য রাজকন্যাভিরাবৃতম্॥ ৫।৯।৬
রাজর্ষিবিপ্রদৈত্যানাং গন্ধর্বাণাঞ্চ যোষিতঃ।
রক্ষসাং চাভবন্ কন্যাস্তস্য কামবশঙ্গতাঃ॥

ইত্যাদি। ৫।৯।৬৮-৭০

—রাক্ষসকন্যা ও অনেক রাজকন্যা দশাননের ভার্যা ছিলেন। অনেক প্রমদাকে তিনি বলপূর্বক আনয়ন করিয়াছেন। রাজর্ষি, ব্রাহ্মণ, দৈত্য, গন্ধর্ব এবং রাক্ষসের কন্যাগণ তাঁহার ভার্যা ছিলেন। কোন কোন প্রমদার পিতাকে যুদ্ধে জয় করিয়া দশানন তাঁহাদিগকে অন্তঃপুরে আনিয়াছেন। কোন কোন প্রমদা তাঁহার রূপে মোহিতা হইয়াও তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন।

দশানন বলপূর্বক অনেক পরস্ত্রীকেও স্বীয় অন্তঃপুরে আনয়ন করিয়াছেন। সেই সতী রমণীগণ তাঁহাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন—

যস্মাদেষ পরক্যাসু রমতে রাক্ষসাধমঃ।
তস্মাদ্ বৈ স্ত্রীকৃতেনৈব বধং প্রাপ্স্যতি দুর্মতিঃ॥ ৭।২৪।২০

—যেহেতু এই রাক্ষসাধম পরস্ত্রীতে আসক্ত হইয়াছে, সেইহেতু স্ত্রীলোকের নিমিত্তই এই দুর্মতি বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

এইসকল উক্তির বিপরীত উক্তিও রামায়ণেই রহিয়াছে। যথা—

ন চান্যকামাপি ন চান্যপূর্বা
বিনা বরার্হাং জনকাত্মজাস্তু॥ ৫।৯।৭০

—একমাত্র সীতা ব্যতীত যাঁহারা পূর্বে অন্য পুরুষে আসক্তা অথবা অন্য কর্তৃক গৃহীতা, এরূপ কোন রমণী রাবণ কর্তৃক অপহৃত হন নাই।

হনুমান্ ভাবিতেছিলেন—মহাত্মা লঙ্কেশ্বর সীতার প্রতি কি ক্লেশদায়ক অনার্য আচরণ করিবেন?[৮]

এই স্থলে 'মহাত্মা' বিশেষণটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিভীষণের

মুখেও শোনা যায় যে, দশানন দাতা, বীর, তপস্বী ও ভোগী, বেদান্তবিৎ, বিদ্বান্ ও অগ্নিহোত্রী।[৯]

এই শক্তিমান্ পুরুষের গুণগ্রাম ও দোষের সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভবপর না হইলেও সীতা ব্যতীত অপর কোন পরস্ত্রীকে তিনি হরণ করিয়াছেন কি না—এই বিষয়টি বিচার্য। কারণ, তাঁহার মৃত্যুর পর অন্তঃপুরের কোন রমণীকে আনন্দিতা দেখিতে পাই না। অতএব বর্ণিত পরস্ত্রীহরণ যথার্থ কি না—এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।

দশাননের প্রধান সচিব ছিলেন চারিজন। তাঁহাদের নাম হইতেছে—দুর্ধর, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব ও নিকুম্ভ।[১০]

ইঁহাদের মধ্যে প্রহস্ত দশাননের মাতুল, মহাপার্শ্ব বৈমাত্র ভ্রাতা এবং নিকুম্ভ হইতেছেন ভ্রাতুষ্পুত্র (কুম্ভকর্ণের পুত্র)। মহোদর (যুদ্ধোন্মত্ত) ও মহাপার্শ্ব (মত্ত) দশাননের কোন্ বিমাতার গর্ভজাত, তাহা জানা যায় না।[১১]

দশাননের সৈন্যসংখ্যা ছিল দশহাজার কোটি। প্রহস্ত শুধু মন্ত্রীই নহেন, তিনি দশাননের প্রধান সেনাপতিও ছিলেন।[১২]

মন্দোদরীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হইতেছে—অক্ষ এবং দ্বিতীয় পুত্রের নাম মেঘনাদ (ইন্দ্রজিৎ)।[১৩]

দশাননের একজন ভার্যার নাম ছিল—ধান্যমালিনী। তাঁহার পুত্র অতিকায় মহাযুদ্ধে লক্ষ্মণের ব্রাহ্ম অস্ত্রে নিহত হইয়াছিলেন।[১৪]

দেবান্তক, নরান্তক ও ত্রিশিরা-নামে দশগ্রীবের আরও তিনজন পুত্রের নাম জানা যায়, কিন্তু তাঁহাদের জননীর নাম জানা যায় না। কুম্ভকর্ণের নিধনের পর তাঁহারাও মহাযুদ্ধে যাইয়া নিহত হইয়াছেন।[১৫]

অসংখ্য ভার্যা, বীর পুত্রগণ ও পাত্রমিত্র সহ দশানন অনুপম লঙ্কাপুরীতে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেছেন। ব্রহ্মার বরদানে দর্পোদ্ধত দশাননকে সকলেই ভয় করিতেন।

নৈনং সূর্য্যঃ প্রতপতি পার্শ্বে বাতি ন মারুতঃ।
চলোর্মিমালী তং দৃষ্ট্বা সমুদ্রোঽপি ন কম্পতে॥ ১।১৫।১০

—সূর্য দশাননকে উত্তপ্ত করেন না। বায়ু ইঁহার পার্শ্বে বেগে প্রবাহিত হন না। অতি চঞ্চল তরঙ্গময় সমুদ্রও ইঁহার ভয়ে স্তব্ধ হইয়া অবস্থান করেন।

দশাননের আকৃতি অতি মনোহর। রামায়ণের নানা স্থানে সেই মনোহর আকৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

বিংশদ্ভুজং দশগ্রীবং দর্শনীয়পরিচ্ছদম্।
বিশালবক্ষসং বীরং রাজলক্ষণলক্ষিতম্॥ ৩।৩২।৮ ; ৩।৩৫।৯
নীলজীমূতসন্নিভঃ। ৩।৪৯।৮
নীলজীমূতসঙ্কাশ পীতাম্বর শুভাঙ্গদ। ৬।১১১।৭৯ ; ৪।৫৯।১৪
বিক্ষিপ্তৌ রাক্ষসেন্দ্রস্য ভুজাবিন্দ্রধ্বজোপমৌ।
ইত্যাদি। ৫।১০।১৫-২৫
মুকুটেনাপবৃত্তেন কুণ্ডলোজ্জ্বলিতাননম্। ৫।১০।২৫ ; ৬।১০৯।৩
শ্বেতচামরপর্যন্তং বিজয়চ্ছত্রশোভিতম্।
রক্তচন্দনসংলিপ্তং রত্নাভরণভূষিতম্॥ ইত্যাদি। ৬।৪০।৪-৬
বজ্রাশনিকৃতব্রণম্। ইত্যাদি। ৩।৩২।৭-৯
রক্তমাল্যাম্বরধরস্তপ্তাঙ্গদবিভূষণঃ। ইত্যাদি। ৫।২২।২৫-২৮
শ্মশানচৈত্যপ্রতিমো ভূষিতোঽপি ভয়ঙ্করঃ। ৫।২২।২৯
কিরীটী চলকুণ্ডলাস্যঃ। ৬।৫৯।২৫
দেবদানববীরাণাং বপুর্নৈবংবিধং ভবেৎ। ৬।৫৯।২৮
পূর্ণচন্দ্রাভবক্ত্রেণ সবালার্কমিবাম্বুদম্। ইত্যাদি। ৫।৪৯।৭-৯
অহো রূপমহো ধৈর্যমহো সত্ত্বমহো দ্যুতিঃ।
অহো রাক্ষসরাজস্য সর্বলক্ষণযুক্ততা॥ ইত্যাদি। ৫।৪৯।১৭, ১৮

—দশগ্রীবের দশটি মাথা ও বিশটি হাত। তাঁহার পরিচ্ছদ সুদৃশ্য এবং বক্ষঃস্থল বিশাল। তাঁহার দেহকান্তি বৈদূর্যমণিতুল্য ও রাজোচিত লক্ষণযুক্ত। নীল মেঘখণ্ডের ন্যায় তাঁহার নীলবর্ণ বিশাল

দেহ। তিনি শ্বেত, পীত ও রক্তবর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করেন। (সীতার অন্বেষণে দশাননের অন্তঃপুরে যাইয়া হনুমান্ সুখসুপ্ত দশাননের রূপ দেখিতেছেন—) কনকময় অঙ্গদে ভূষিত মহাত্মা রাক্ষসেন্দ্রের বাহুদ্বয় ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় বিক্ষিপ্ত। ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধকালে ঐরাবতের দন্তের অগ্রভাগের দ্বারা যে ক্ষত হইয়াছিল, বাহুযুগলে সেই ক্ষতচিহ্ন রহিয়াছে। বিষ্ণুচক্রের প্রহারেও সেই বাহুযুগল বিক্ষত। হস্তিশুণ্ডসদৃশ বাহুযুগল অমিত শক্তির পরিচায়ক। বাহুদ্বয়ের সন্ধিগ্রন্থি সুলগ্ন, অঙ্গুলীসমূহ সুপুষ্ট ও বর্তুল। অংসদ্বয় সুগঠিত ও বজ্রপ্রহার-চিহ্নিত। রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত ভুজযুগল যেন পঞ্চশীর্ষ সর্পের ন্যায় শুভ্র শয্যাতলে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। আম্র ও নাগকেশর পুষ্পের ন্যায় দশাননের সুরভি নিশ্বাসবায়ু বিনিঃসৃত হইতেছে। মণিমুক্তাচিত্রিত স্খলিত মুকুটে দশাননের কুণ্ডলোজ্জ্বল বদনমণ্ডল অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। রক্তচন্দনলিপ্ত হারসমন্বিত বিশাল বক্ষঃস্থলও অতি মনোহর। শুক্ল ক্ষৌম বসন ও পীতবর্ণ উত্তরীয়ে তাঁহার দেহকান্তি অতীব দর্শনীয়।

(সুগ্রীব দশাননকে দেখিতেছেন—) দশাননের মস্তকোপরি বিজয়চ্ছত্র ও দুই পার্শ্বে শুভ্র চামর শোভা পাইতেছে। তাঁহার সর্বাঙ্গ রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত ও রত্নাভরণে সুশোভিত। দশাননের উত্তরীয়-বস্ত্র সুবর্ণরঞ্জিত এবং গাত্র নীলবর্ণ। তাঁহার বক্ষঃস্থলে ঐরাবতের দন্তাঘাতের চিহ্ন বর্তমান। দশাননের পরিধেয় বস্ত্র রক্তবর্ণ। দূর হইতে তিনি সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘখণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন।

দশাননের গতিভঙ্গী সিংহের ন্যায়। তাঁহার নিতম্বদেশে পরিহিত বৃহৎ মেখলা ভুজঙ্গপরিবেষ্টিত মন্দরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। দশাননের পরিপুষ্ট ভুজদ্বয় যেন দুইটি পর্বতশৃঙ্গের ন্যায়। বিবিধ আভরণে ও সমুজ্জ্বল দেহকান্তিতে বিভূষিত হইলেও দশাননের রূপ শ্মশানবৃক্ষের ন্যায় ভয়ঙ্কর।

(স্বয়ং রঘুপতিও প্রথমতঃ দশাননকে দেখিয়া বিভীষণকে বলিতেছেন—) 'অহো, রাক্ষসরাজ অতিশয় তেজস্বী। তিনি যেন তুষ্প্রেক্ষ্য সূর্যের ন্যায় শোভিত। তেজঃপুঞ্জকলেবর রাক্ষসপতির রূপ যেন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না। দেবতা অথবা দানববীর-গণের দেহও এইপ্রকার প্রভান্বিত নহে।'

(হনুমান্ বলিতেছেন—) 'নবোদিত সূর্যের দ্বারা মেঘমালা যেরূপ শোভা ধারণ করে, মণিমুক্তারঞ্জিত নীলকান্তি পূর্ণচন্দ্রবদন দশাননও সেইরূপ কান্তিমান্ পুরুষ। অহো, রাক্ষসরাজের আশ্চর্য রূপ, আশ্চর্য ধৈর্য ও অদ্ভুত পরাক্রম। বিচিত্র ইঁহার দেহত্যুতি এবং ইনি সর্ববিধ সুলক্ষণসম্পন্ন। ইঁহার অধর্ম যদি প্রবল না হইত, তবে ইনি দেবতাদেরও অধিপতি হইতে পারিতেন।'

দশাননের রূপের বর্ণনায় দশ মাথা ও বিশ হাতের কথা যেরূপ রহিয়াছে, সেইরূপ এক মাথা ও তুই হাতের কথাও রহিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পরেও দেখা যায় যে, শোকাকুল ভার্যাগণের কেহ তাঁহার মুখখানি দেখিয়া, কেহ বা মাথাটি দেখিয়া, কেহ বা মাথাটি কোলে রাখিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়েন। সর্বত্রই একবচনান্ত শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে।[১৬]

এইসকল বর্ণনা হইতে অনুমিত হয়—দশাননের তুই হাত ও এক মাথাই যথার্থ, বিশখানি হাত ও দশটি মাথা সম্ভবতঃ তাঁহার প্রভাব-বর্ণনার উদ্দেশ্যে মহাকাব্যে কল্পিত হইয়াছে। অথবা সময়বিশেষে দশানন কৃত্রিম মাথা ও হাত যোজনা করিয়া নিজের ভয়ানকত্ব প্রদর্শন করিতেন।

সুপণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ হইলেও তুর্বিনীত গর্বোদ্ধত দশানন সকলের নিকটই মণিভূষিত সর্পের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন। তাঁহার অত্যাচারে ত্রিভুবন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বৈশ্রবণ কনিষ্ঠের অত্যাচারের খবর পাইয়া দূতমুখে তাঁহাকে উপদেশ দিলেন, তিনি যেন সকলের সহিত সাধু আচরণ করেন। দশাননের

দ্বারা লাঞ্ছিত দেবতাগণ দশাননের বিরুদ্ধে উদ্যোগ করিতেছেন। অতএব কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি স্নেহবশতঃ তিনি এই উপদেশ দিতেছেন।

দূতের মুখে অগ্রজের উপদেশ-বাক্য শুনিয়াই দশানন রক্তচক্ষু হইয়া উঠিলেন। দূতকে ও বৈশ্রবণকে নানাপ্রকার তিরস্কার করিয়া তিনি কহিলেন যে, একজন লোকপালের (বৈশ্রবণের) ধৃষ্টতার জন্য অচিরেই তিনি চারিজন লোকপালকে হত্যা করিবেন।

এবমুক্ত্বা তু লঙ্কেশো দূতং খড়্গেন জঘ্নিবান্।
দদৌ ভক্ষয়িতুং হ্যেনং রাক্ষসানাং দুরাত্মনাম্ ॥ ৭।১৩।৪০

—এই কথা বলিয়াই লঙ্কেশ খড়্গদ্বারা দূতকে হত্যা করিলেন এবং তাহার দেহ দুরাত্মা রাক্ষসগণের ভক্ষণের নিমিত্ত দিয়া দিলেন।

অতঃপর দশানন মহোদর, প্রহস্ত, মারীচ, শুক, সারণ ও ধূম্রাক্ষকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধযাত্রা করেন। প্রথমেই তিনি কৈলাসে যাইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুবেরকে আক্রমণ করিলেন। কুবেরকে জয় করিয়া দশানন কুবেরের পুষ্পক-বিমান অধিকার করিয়াছেন।

পুষ্পকারোহণে কৈলাসের সমুচ্চ প্রদেশে যাইতে থাকিলে মহাদেবের কিঙ্কর নন্দী দশাননকে বাধা দেন। নন্দী শঙ্করের দোহাই দিলেও মদমত্ত দশানন তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। পরন্ত—

তং দৃষ্ট্বা বানরমুখমবজ্ঞায় স রাক্ষসঃ।
প্রহাসং মুমুচে তত্র সতোয় ইব তোয়দঃ ॥ ৭।১৬।১৪

—নন্দীর মুখ বানরের মুখের ন্যায়। নন্দীকে দেখিয়া রাক্ষস দশানন অবজ্ঞাপূর্বক সজল জলধরের গর্জনের ন্যায় অট্টহাস্যে উপহাস করেন।

দশাননের এই অশিষ্টতায় ক্রুদ্ধ হইয়া নন্দী অভিসম্পাত করিয়া বলিলেন—'হে দশানন, যেহেতু আমার এই বানররূপ দেখিয়া তুমি আমাকে উপহাস করিলে, সেইহেতু আমার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট বানরগণ হইতেই তোমার বংশ বিনষ্ট হইবে। তুমি আপন কুকর্ম

দ্বারাই হত হইয়াছ। এইহেতু তোমাকে বধ করিতে সমর্থ হইলেও আমি বধ করিব না।'১৭

অহঙ্কৃত দশানন নন্দীকে অবজ্ঞা করিয়া হস্তের দ্বারা কৈলাসকে কাঁপাইয়া তুলিলেন। মহাদেব তাঁহার পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সেই পর্বতকে অনায়াসে দাবাইয়া দেন। দশানন আপন হস্তের পীড়নে ও রোষে এমন চীৎকার করিতে লাগিলেন যে, সেই চীৎকারে ত্রিলোক কম্পিত হইতেছিল। মন্ত্রিগণের পরামর্শে বিপন্ন দশানন মহাদেবের স্তুতি করিতে লাগিলেন। আশুতোষ প্রসন্ন হইয়া বলিতেছেন—

প্রীতোঽস্মি তব বীরস্য শৌটীর্যাচ্চ দশানন।
শৈলাক্রান্তেন যো মুক্তস্ত্বয়া রাবঃ সুদারুণঃ॥
যস্মাল্লোকত্রয়ং চৈতদ্ রাবিতং ভয়মাগতম্।
তস্মাত্ত্বং রাবণো নাম নাম্না রাজন্ ভবিষ্যসি॥ ৭।১৬।৩৬, ৩৭

—হে দশানন, তুমি বীরপুরুষ, তোমার পরাক্রমে আমি প্রীত হইয়াছি। পর্বতের চাপে তুমি যে দারুণ রাব (চীৎকার) করিয়াছ, তাহাতে ভয়ে ত্রিলোক রাবিত (শব্দিত) হইয়াছে। হে রাজন্, সেইহেতু আজ হইতে তুমি 'রাবণ'-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে।

প্রণত রাবণ মহাদেবের নিকট একটি অস্ত্র প্রার্থনা করিলে পর মহাদেব তাঁহাকে অত্যন্ত দীপ্তিমান্ 'চন্দ্রহাস'-নামক একখানি খড়্গ প্রদান করেন এবং তাঁহাকে দীর্ঘজীবন লাভের বর দিয়া বিদায় দেন।

সমধিক গর্বোদ্ধত রাবণ এবার সমস্ত পৃথিবী বিজয়ের উদ্দেশ্যে পর্যটন করিতে লাগিলেন। রাবণের শাসন না মানিয়া অনেক বীর ক্ষত্রিয় সসৈন্যে বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন, আর অনেকে রাবণের বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

হিমালয়ে পরিভ্রমণকালে রাবণ এক সুন্দরী তপস্বিনী কন্যার সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। জিজ্ঞাসায় রাবণ জানিতে পারিলেন যে, সেই কন্যা বৃহস্পতিপুত্র ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজের দুহিতা এবং তাঁহার নাম

'বেদবতী'। নারায়ণকে পতিরূপে লাভ করিবার নিমিত্ত তিনি কঠোর তপস্যা করিতেছেন।

তপস্বিনীর রূপলাবণ্য দর্শনে কামোন্মত্ত রাবণ তাঁহাকে ভার্যাত্বে বরণ করিতে চাহিলেন। বেদবতী রাবণকে বাধা দিয়াও নিরস্ত করিতে পারেন নাই। রাবণ বলপূর্বক বেদবতীর কেশগুচ্ছ ধারণ করিবামাত্র বেদবতী তপোবলে হস্তরূপ ছুরিকা দ্বারা কেশগুলি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দেহত্যাগের নিমিত্ত অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ক্রুদ্ধা বেদবতী রাবণকে বলিলেন—'হে অনার্য, তোমার দ্বারা ধর্ষিতা হইয়া আমি এই দেহ ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না। তোমাকে অভিসম্পাত করিলে আমার তপঃক্ষয় হইবে, আর দৈহিক শক্তিতে আমি তোমাকে বধ করিতে পারিব না। অতএব তোমার সাক্ষাতেই আমি অগ্নিতে এই দেহ বিসর্জন করিব। তোমার বধের নিমিত্ত আমি পুনরায় নারীরূপে জন্মগ্রহণ করিব।'

এইকথা বলিয়া তপস্বিনী অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়াছেন। পরজন্মে তিনি এক পদ্মপুষ্প হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। পুনরায় রাবণ সেই সুন্দরীকে দেখিতে পাইয়া আপন ভবনে লইয়া যান। রাবণের লক্ষণজ্ঞ মন্ত্রী সেই অপরূপ সুন্দরীকে দেখিয়া রাবণকে বলিলেন যে, সেই সুন্দরীকে গৃহে রাখিলে রাবণের মৃত্যু হইবে। মন্ত্রীর কথা শুনিয়া রাবণ সেই সুন্দরীকে সাগরজলে নিক্ষেপ করেন।

সা চৈব ক্ষিতিমাসাদ্য যজ্ঞায়তনমধ্যগা।
রাজ্ঞো হলমুখোৎকৃষ্টা পুনরপ্যুত্থিতা সতী॥ ৭।১৭।৩৯

—সেই কন্যাই ভূমিপ্রদেশ প্রাপ্ত হইয়া রাজর্ষি জনকের যজ্ঞভূমির মধ্যবর্তী ভূভাগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজর্ষির হলকর্ষণের সময় হলাগ্রভাগের দ্বারা কৃষ্ট হইয়া তিনিই পুনরায় প্রকটিত হইয়াছেন। (রাবণচরিত্রের এইসকল ঘটনা মহামুনি অগস্ত্য রামকে শোনাইয়াছেন।)

বেদবতীর অগ্নিপ্রবেশের পর নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে রাবণ উশীরবীজ-নামক দেশে যাইয়া যজ্ঞশীল নৃপতি মরুত্তকে দেখিতে পাইলেন। রাক্ষসের ভয়ে ভীত যজ্ঞভূমিস্থিত দেবগণ ময়ূরাদি পক্ষী প্রভৃতির রূপ ধারণ করিয়া আত্মরক্ষা করেন। যুদ্ধের নিমিত্ত রাবণ কর্তৃক আহূত হইয়াও যজ্ঞদীক্ষিত মরুত্ত যুদ্ধ না করায় রাবণ উচ্চৈঃস্বরে আপন জয় ঘোষণা করিয়া এবং যজ্ঞমণ্ডপস্থ মহর্ষিগণকে ভক্ষণ করিয়া প্রস্থান করেন।[১৮]

অনেক নৃপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া রাবণ অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়াছেন। অযোধ্যাধিপতি অনরণ্যকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলে পর অনরণ্য রাবণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রাবণের করাঘাতে অনরণ্য ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন। রাবণের উপহাস সহ্য করিতে না পারিয়া মুমূর্ষু অনরণ্য অভিসম্পাত করিতেছেন—

উৎপৎস্যতে কুলে হ্যস্মিন্নিক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্।
রামো দাশরথির্নাম যস্তে প্রাণান্ হরিষ্যতি॥ ৭।১৯।৩০

—ইক্ষ্বাকুবংশের মহাত্মা নৃপতিগণের এই বংশে দশরথনন্দন রাম জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি তোমার প্রাণ সংহার করিবেন।

অনরণ্যের প্রাণবায়ু নির্গত হইলে পর রাবণ প্রস্থান করিলেন। দেবর্ষি নারদের পরামর্শে যমরাজকে আক্রমণ করিয়া রাবণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন। তিনি কালকেয়-দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছেন এবং বরুণপুত্রকেও যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছেন। নিবাতকবচগণের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া রাবণ সমধিক দুর্ধর্ষ হইয়া উঠেন।[১৯]

চৌদ্দ হাজার কালকেয়-দৈত্যগণকে হত্যা করিবার সময় যুদ্ধোন্মত্ত রাবণ আত্মপর বিচার না করিয়া শূর্পণখার স্বামীকেও হত্যা করিয়াছেন। শূর্পণখার করুণ বিলাপ শুনিয়াও তিনি নির্লজ্জের ন্যায় বলিতেছেন—

নাহমজ্ঞাসিষং যুধ্যন্ স্বান্ পরান্ বাপি সংযুগে। ৭।২৪।৩৪

—যুদ্ধকালে আমার নিজ ও পর—এইপ্রকার জ্ঞান ছিল না।

রাবণ বহুবিধ ধনরত্নে সন্তুষ্ট করিয়া বিধবা ভগিনী শূর্পণখাকে আপন মাস্‌তুতো ভাই চৌদ্দ হাজার রাক্ষসের অধিপতি খরের নিকট জনস্থানে পাঠাইয়া দিলেন।[২০]

দেবলোক বিজয়ের সময় রাবণ কৈলাসে সৈন্যস্থাপন করিয়াছেন। একদা গভীর রাত্রিকালে পর্বতশিখরে বসিয়া রাবণ কৌমুদীবিধৌত কৈলাসের সৌন্দর্য দর্শন করিতেছিলেন। সেই সময়ে অপ্সরা রম্ভা দিব্য আভরণে ভূষিতা হইয়া সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। রাবণ রম্ভার হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। রম্ভা কহিলেন যে, রাবণের ভ্রাতুষ্পুত্র (কুবেরের পুত্র) নলকুবের তাঁহার প্রিয়তম। অতএব তিনি ধর্মতঃ রাবণের পুত্রবধূ। রাবণের পক্ষে এইপ্রকার প্রস্তাব করা নিতান্তই অনুচিত। শত অনুনয়-বিনয় ও ধর্মের দোহাই দিয়াও রম্ভা দুর্বৃত্তের হাত হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিলেন না। রাবণ তাঁহার বাসনা চরিতার্থ করিয়া রম্ভাকে ছাড়িয়া দিলেন। ভ্রষ্টাভরণা রম্ভা কাঁপিতে কাঁপিতে নলকুবেরের নিকট যাইয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইয়াছেন। ধর্ষিতা রম্ভার মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া ক্রুদ্ধ নলকুবের অভিসম্পাত করিলেন—

যদা হ্যকামাং কামার্তো ধর্ষয়িষ্যতি যোষিতম্।
মূর্ধা তু সপ্তধা তস্য শকলীভবিতা তদা॥ ৭।২৬।৫৫

—রাক্ষস রাবণ আজ হইতে কোন নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাতে উপগত হইলে রাবণের মাথা সাতখণ্ডে বিভক্ত হইয়া যাইবে।

রাবণও সেই শাপের কথা শুনিতে পাইয়াছেন। এইজন্য এই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন।[২১]

রাবণের অত্যাচারে সকলই অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার পুত্র মেঘনাদও পিতার ন্যায় মহাপ্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছেন।

এবং রাম সমুদ্ভূতো রাবণঃ লোককণ্টকঃ।
সপুত্রো যেন সংগ্রামে জিতঃ শক্রঃ সুরেশ্বরঃ॥ ৭।৩০।৫৬

—(মহর্ষি অগস্ত্য রামকে বলিতেছেন—) হে রাম, এইরূপে সপুত্র রাবণ সমগ্র জগতের কণ্টক হইয়া উঠিলেন। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকেও যুদ্ধে জয় করিয়াছেন।

একদা রাবণ হৈহয়রাজধানী মাহিষ্মতীপুরীতে (জব্বলপুরের দক্ষিণে) উপস্থিত হইয়া হৈহয়রাজ কার্তবীর্যার্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। অর্জুন তখন নর্মদানদীতে স্নান করিতে গিয়াছেন। রাবণও সসৈন্যে নর্মদায় স্নান করিয়া তীরে উঠিলেন।

যত্র যত্র চ যাতি স্ম রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
জাম্বূনদময়ং লিঙ্গং তত্র তত্র স্ম নীয়তে॥

ইত্যাদি। ৭।৩১।৪২-৪৪

—রাবণ যেখানেই যান না কেন, সুবর্ণময় একটি শিবলিঙ্গ তিনি সঙ্গে রাখেন। রাবণ বালুকার বেদির উপর সেই শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া পুষ্পাদি উপচারে মহাদেবের পূজা করিলেন। পূজান্তে রাক্ষসরাজ শিবলিঙ্গের সম্মুখে গান ও নৃত্য করিতে লাগিলেন।

অর্জুনও অনতিদূরেই নর্মদায় স্নান করিতেছিলেন। শুক ও সারণের মুখে অর্জুনের অবস্থিতির সংবাদ শুনিয়া যুদ্ধমদে অধীর রাবণ অর্জুন-সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। অর্জুনের সঙ্গিগণের মুখে রাবণ শুনিলেন যে, তাঁহাদের মহারাজ পরদিন যুদ্ধ করিবেন। কিন্তু রাবণ কালবিলম্ব করিতে অনিচ্ছুক হইয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। রাবণের সঙ্গিগণ অর্জুনের সঙ্গিগণকে আক্রমণ করিয়া বসিল। অগত্যা অর্জুনকেও তখনই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইল। অর্জুনের ভীষণ গদা বক্ষে পতিত হওয়ায় রাবণ পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইয়া আর্তনাদ করিতে করিতে বসিয়া পড়িলেন। অর্জুন বলপূর্বক রাবণকে বাঁধিয়া লইয়া আপন পুরীতে প্রবেশ করেন।

রাবণের পিতামহ পুলস্ত্য পৌত্রের এই শোচনীয় দশার সংবাদ শুনিয়া মাহিষ্মতীপুরীতে উপস্থিত হইয়াছেন। অর্জুনের দ্বারা যথাবিধি অর্চিত হইয়া তিনি অর্জুনকে কহিলেন যে, তিনি পৌত্রের

মুক্তির নিমিত্ত অর্জুন-সকাশে আগমন করিয়াছেন। অর্জুন ব্রহ্মর্ষির অনুরোধ শিরে ধারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ রাবণকে মুক্ত করিয়াছেন এবং নানাবিধ উপহারে রাবণকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া অগ্নিসমীপে তাঁহার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়াছেন।

পুলস্ত্যেনাপি সন্ত্যক্তো রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্।
পরিষ্বক্তঃ কৃতাতিথ্যো লজ্জমানো বিনির্জিতঃ॥

৭।৩৩।১৯

—পুলস্ত্যের অনুরোধে মুক্তিলাভ করিয়া প্রতাপশালী রাক্ষসপতি পরাজয়হেতু লজ্জিতভাবে আতিথ্য স্বীকারপূর্বক অর্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন।

এখনও রাবণের শিক্ষা হয় নাই। তিনি পুনরায় রাজন্যবর্গের সহিত যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিষ্কিন্ধারাজ বালীর শক্তিমত্তার কথা শুনিয়া রাবণ কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইয়া বালীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করেন। বালীর অমাত্যগণের মুখে রাবণ শুনিতে পাইলেন যে, বালী সন্ধ্যা করিবার উদ্দেশ্যে সমুদ্রে গিয়াছেন, শীঘ্রই তিনি ফিরিয়া আসিবেন। রাবণ কালক্ষেপ করা উচিত বিবেচনা করিলেন না। তিনি তখনই পুষ্পকারোহণে দক্ষিণ সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়াছেন। উপাসনারত বালীকে দেখিতে পাইয়া রাবণ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তাঁহাকে ধরিবার উদ্দেশ্যে চলিতেছেন। বালীও রাবণকে দেখিতে পাইয়াছেন এবং তাঁহার উদ্দেশ্যও বুঝিতে পারিয়াছেন, পরন্তু তিনি বিচলিত হন নাই। পশ্চাদ্ভাগে রাবণের পদশব্দ শুনিয়া বালী যখন বুঝিতে পারিলেন যে, রাবণকে হাত দিয়া ধরা যাইবে, তখন মুখ না ফিরাইয়াই গরুড়ের সর্পগ্রহণের ন্যায় খপ্ করিয়া রাবণকে ধরিয়া ফেলিলেন। রাবণকে বগলে চাপিয়া ধরিয়াই বালী আকাশে উত্থিত হইয়াছেন। রাবণের সঙ্গিগণ বালীর অনুসরণ করিতে পারেন নাই। অনেক চেষ্টা করিয়াও রাবণ আপনাকে মুক্ত করিতে পারিলেন না। রাবণকে

বগলে রাখিয়াই বালী ক্রমশঃ পশ্চিম, উত্তর ও পূর্বসাগরে যাইয়া সন্ধ্যোপাসনা সম্পন্ন করিয়াছেন। পরে সেই অবস্থায়ই কিষ্কিন্ধায় প্রত্যাবর্তন করিয়া বালী রাবণকে কক্ষমুক্ত করিয়া পুনঃ পুনঃ উপহাসপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন যে, রাবণ কোথা হইতে আসিয়াছিলেন।

বিস্মিত ও লজ্জিত রাবণ আত্মপরিচয় দিয়া মহাবীর বালীর অশেষ স্তুতি করিতেছেন। পরে সবিনয়ে বালীকে কহিতেছেন—

সোঽহং দৃষ্টবলস্তুভ্যমিচ্ছামি হরিপুঙ্গব।
ত্বয়া সহ চিরং সখ্যং সুস্নিগ্ধং পাবকাগ্রতঃ॥ ৭।৩৪।৪০

—হে কপিশ্রেষ্ঠ, আমি আপনার শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিয়াছি। অগ্নিসমীপে আপনার সহিত সুস্নিগ্ধ চিরসখ্য স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি।

উভয়ে পরস্পর আলিঙ্গন ও হস্তধারণপূর্বক অগ্নিসমীপে সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন। সঙ্গী অমাত্যগণের সহিত রাবণ একমাসকাল পরম সুখে কিষ্কিন্ধায় বাস করিলেন।

রাবণের দিগ্বিজয়ে অর্জুন ও বালীর হাতে তিনি অপদস্থ হইয়াছেন, আর সর্বত্রই তিনি জয়লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ঔদ্ধত্য কিছুমাত্র প্রশমিত হয় নাই। বিশেষতঃ মানুষকে তিনি একেবারেই গ্রাহ্য করেন না। এহেন রাক্ষসরাজ যখন শূর্পণখার বিড়ম্বনা ও জনস্থানের রাক্ষসকুল-নিধনের সংবাদ শুনিলেন, তখন ক্রোধে অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন।

জনস্থানের রাক্ষসনিধনের সংবাদদাতা রাক্ষস অকম্পনের মুখে রাবণ রাম ও লক্ষ্মণের পরিচয় ও বীরত্বের কথা শুনিয়াছেন। সীতার রূপলাবণ্যের বর্ণনা করিয়া অকম্পন রাবণকে সীতাহরণের পরামর্শও [illegible]।২২

ইহাতে বোঝা যায় যে, লঙ্কেশ্বরের নারী-বিষয়ে দৌর্বল্যের কথা প্রজাবর্গেরও অবিদিত নহে।

অরোচয়ত তদ্‌বাক্যং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ। ৩।৩১।৩২

—রাক্ষসাধিপতি রাবণও অকম্পনের বাক্যকে যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে করিয়াছেন।

পরদিন রাবণ সীতাহরণে সহায়তার নিমিত্ত সমুদ্রের উত্তরতীরে তাড়কাপুত্র মারীচের আশ্রমে গমন করিয়াছেন। মারীচ রাবণকে এই দুঃসাহসিক কর্ম হইতে বিরত হইবার নিমিত্ত অনেক যুক্তিপূর্ণ বাক্য বলায় রাবণ লঙ্কায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই বিরূপা শূর্পণখা রাবণ সমীপে উপস্থিত হইয়া করুণ আর্তনাদে ও নানাবিধ ভর্ৎসনাবাক্যে অগ্রজকে সবিশেষ উত্তেজিত করিয়াছে। রাবণের বলবীর্যকীর্তনে মুখরা শূর্পণখার উক্তি হইতে জানা যায় যে, রাবণ রসাতলে ভোগবতীপুরীতে তক্ষককে পরাজিত করিয়া তাঁহার পত্নীকে হরণ করিয়াছিলেন।[২৩]

শূর্পণখাও সীতাহরণে রাবণকে উত্তেজনা দিতে ত্রুটি করে নাই। সে রাবণের নিকট মিথ্যা বলিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। শূর্পণখা বলিতেছে—

তাস্তু বিস্তীর্ণজঘনাং পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাম্।
ভার্যার্থন্তু তবানেতুমুদ্যতাহং বরাননাম্॥

ইত্যাদি। ৩।৩৪।২১, ২২

—সেই বিস্তৃতজঘনা পীনোত্তুঙ্গস্তনী সুন্দরীকে আপনার ভার্যারূপে আনিবার নিমিত্ত উদ্যতা হইয়া আমি ক্রূর লক্ষ্মণের দ্বারা এইভাবে বিরূপিতা হইয়াছি।

শূর্পণখাও অগ্রজের স্বভাবচরিত্র ভালরূপেই জানিত। তাহার এই উক্তি বিফল হয় নাই। লঙ্কেশ্বর সীতাহরণে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছেন। যেরূপেই হউক না কেন, সীতাকে তিনি অবশ্যই হরণ করিয়া আনিবেন।

রাবণ রথ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত সারথিকে আদেশ দিলেন। সারথি পিশাচের ন্যায় মুখবিশিষ্ট গর্দভসমূহকে উত্তম রথে যোজনা করিয়া লঙ্কেশ্বরকে নিবেদন করিলে পর লঙ্কেশ্বর তাহাতে আরোহণ করিয়া যাত্রা করেন।[২৪]

রাবণের সেই রথও আকাশমার্গে উত্থিত হইত। অল্প সময়েই রাবণ সমুদ্রের উত্তরতীরে অরণ্যের ভিতর মারীচের আশ্রমে উপনীত হইয়াছেন। মারীচের দ্বারা যথাবিধি সৎকৃত হইয়া রাবণ জনস্থানের সকল ঘটনা মারীচের নিকট বর্ণনা করিলেন এবং রামের নানাবিধ অত্যাচারের কথা বলিয়া মারীচকে অনুরোধ করিলেন—

তস্য ভার্যাং জনস্থানাৎ সীতাং সুরসুতোপমাম্।
আনয়িষ্যামি বিক্রম্য সহায়স্তত্র মে ভব ॥

ইত্যাদি। ৩।৩৬।১৩-২০

—দেবকন্যাসদৃশী রামের ভার্যাকে আমি জনস্থান হইতে বলপূর্বক আনয়ন করিব। তুমি আমার সহায় হও। তুমি মায়াপ্রয়োগে নিপুণ ও উপায়জ্ঞ। তোমার ন্যায় বীর আর কে আছে? তুমি রজতবিন্দুচিত্রিত স্বর্ণমৃগরূপে রামের আশ্রমে যাইয়া সীতার সমক্ষে বিচরণ করিবে। সীতার আগ্রহে রাম ও লক্ষ্মণ অবশ্যই তোমাকে ধরিতে যাইবেন। তুমি তাঁহাদিগকে দূরে আকর্ষণ করিবে, আর সেই অবসরে আমি সীতাকে হরণ করিব। ভার্যার শোকে রাম কাতর হইয়া পড়িলে আমি নির্ভয়ে তাঁহাকে বধ করিব।

রাবণের এই ভয়ানক প্রস্তাব শুনিয়াই মারীচের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। তিনি রামের শক্তিসামর্থ্যের কীর্তন করিয়া সীতারূপিণী অগ্নিশিখায় হাত না দিবার নিমিত্ত রাবণকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু রাবণের সঙ্কল্প কিছুতেই শিথিল হইল না।

তং পথ্যহিতবক্তারং মারীচং রাক্ষসাধিপঃ।
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যমযুক্তং কালচোদিতঃ ॥ ৩।৪০।২

—কালগ্রস্ত রাক্ষসাধিপতি মারীচের হিতকর সমুচিত বাক্য গ্রহণ না করিয়া মারীচকে কর্কশ বাক্য বলিতে লাগিলেন।

রাবণ মারীচকে অর্ধরাজ্য প্রদানের লোভও দেখাইয়াছেন। পরিশেষে তিনি মারীচকে বলিয়াছেন—

আসাদ্য তং জীবিতসংশয়স্তে,

মৃত্যুর্ধ্রুবোঽদ্য ময়া বিরুধ্যতঃ। ৩।৪০।২৭

—রামের নিকট গমন করিলে তোমার জীবন হয়তো সংশয়াপন্ন হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের অন্যথা করিলে এখনই তোমার মৃত্যু ঘটিবে।

অগত্যা মারীচকে সোনার হরিণ সাজিতে হইল। রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ই আশ্রমে অনুপস্থিত। রাবণ এই সুযোগে—

অভিচক্রাম বৈদেহীং পরিব্রাজকরূপধৃক্।

ইত্যাদি। ৩।৪৬।২-৮

—সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া বৈদেহীর সমীপে গমন করিলেন। রাবণ গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া ছত্র ও শিখা ধারণ করিয়াছেন। তিনি বাম স্কন্ধে যষ্টি ও কমণ্ডলু এবং পদযুগলে পাদুকা ধারণ করিয়াছেন। রাবণকে দেখিয়া জনস্থানের বৃক্ষগুলি নিস্পন্দ ও বায়ু স্তব্ধ হইয়া রহিল এবং বেগবতী গোদাবরী শান্তভাব অবলম্বন করিল।

দৃষ্ট্বা কামশরাবিদ্ধো ব্রহ্মঘোষমুদীরয়ন্।

ইত্যাদি। ৩।৪৬।১৪, ১৫

—সীতাকে দেখিয়াই রাবণ কামবাণে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। বেদবচন উচ্চারণপূর্বক তিনি সীতার রূপের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সাধ্বী সীতা পাদ্যাদি উপচারে সন্ন্যাসীর পূজা করিয়া বিস্তৃতরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। সীতা সন্ন্যাসীর বিস্তৃত পরিচয় ও পর্যটনের কারণ জানিতে চাহিলে লম্পট লঙ্কেশ্বর আপনার পরিচয় দিয়া বলিতেছেন—

তাস্তু কাঞ্চনবর্ণাভাং দৃষ্ট্বা কৌশেয়বাসিনীম্।
রতিং স্বকেষু দারেষু নাধিগচ্ছাম্যনিন্দিতে॥

ইত্যাদি। ৩।৪৭।২৭-৩১

—হে অনিন্দিতে, কৌশেয়-বসনা কাঞ্চনবর্ণা তোমাকে দর্শন করিয়া

নিজের ভার্যাদের প্রতি আমার আর অনুরাগ হইতেছে না। আমার অনেক উত্তমা ভার্যা রহিয়াছেন। তুমি আমার প্রধানা মহিষী হইবে। মনোহর লঙ্কাপুরীর উপবনসমূহে আমার সহিত তুমি সানন্দে বিহার করিবে। পাঁচ হাজার পরিচারিকা তোমার পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিবে।

সীতার উত্তরে ক্রুদ্ধ হইলেও রাবণ সেই ক্রোধ গোপন রাখিয়া নিজের শক্তিমত্তা ও লঙ্কাপুরীর ঐশ্বর্যের বর্ণনা দ্বারা সীতার চিত্ত-হরণের চেষ্টা করিলেন। পুনরায় সীতার তেজোদৃপ্ত বচন শুনিয়া রাবণ আপন মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। তারপর—

অভিগম্য সুদুষ্টাত্মা রাক্ষসঃ কামমোহিতঃ।
জগ্রাহ রাবণঃ সীতাং বুধঃ খে রোহিণীমিব॥

ইত্যাদি। ৩।৪৯।১৬, ১৭

—আকাশে বুধগ্রহ রোহিণীকে গ্রহণ করিলে যেরূপ দুঃসাহসিকতা হইত, কামমোহিত দুরাত্মা রাক্ষস রাবণ সেইরূপ দুঃসাহসে সীতার সমীপে যাইয়া তাঁহাকে ধরিলেন। (এই শ্লোকে অভূতোপমা অলঙ্কার। বুধ হইতেছেন চন্দ্রের পুত্র, আর রোহিণী চন্দ্রের পত্নী। কামবশে জননীর প্রতি কুদৃষ্টি করিলে পুত্রের যে গতি হয়, দুরাত্মা রাবণেরও সেইরূপ গতি হইবে—ইহাই এই উপমার তাৎপর্য।)

রাবণ বামহস্তে সীতার কেশ ও দক্ষিণহস্তে উরুদ্বয় ধারণ করিয়া তাঁহাকে রথে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিতেছেন।

পথিমধ্যে জটায়ু সীতাকে উদ্ধারের চেষ্টা করায় রাবণের হাতে প্রাণ দিয়াছেন।

স তু সীতাং বিচেষ্টন্তীমঙ্কেনাদায় রাবণঃ।
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং রূপিণীং মৃত্যুমাত্মনঃ॥

ইত্যাদি। ৩।৫৪।১১-১৬

—রাবণের হাত হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত যিনি পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতেছেন, সেই আপনার মৃত্যুরূপিণী সীতাকে ক্রোড়ে করিয়া রাবণ

লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ আপন অন্তঃপুরে সীতাকে রাখিয়া তাঁহার পাহারার নিমিত্ত রাবণ কয়েকজন রাক্ষসীকে নিযুক্ত করিয়া বলিতেছেন—'কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক আমার অনুমতি না লইয়া সীতার সহিত দেখা করিতে পারিবেন না। ইনি মণি-মুক্তা, বস্ত্র বা অলঙ্কারাদি যাহা চাহিবেন, তোমরা তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিবে। তোমাদের মধ্যে যে ইঁহাকে কোন অপ্রিয় কথা বলিবে, তাহাকেই আমি হত্যা করিব।'

অতঃপর রাবণ রামের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার নিমিত্ত আটজন বীর রাক্ষসকে গুপ্তচররূপে জনস্থানে প্রেরণ করেন। রাবণ তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন যে, তাঁহারা যেন নিয়মিতরূপে সংবাদ জানাইতে অন্যথা না করেন এবং সর্বদা যেন রামকে হত্যা করিবার চেষ্টা করেন।[২৫]

স চিন্তয়ানো বৈদেহীং কামবাণৈঃ প্রপীড়িতঃ।
প্রবিবেশ গৃহং রম্যং সীতাং দ্রষ্টুমভিত্বরন্॥

ইত্যাদি। ৩।৫৫।২-৩৭

—বিদেহরাজনন্দিনী সীতার চিন্তা করিতে করিতে রাবণ কামবাণে পীড়িত হইয়া সীতার দর্শনের নিমিত্ত অতি শীঘ্র সেই রমণীয় গৃহে প্রবেশ করিলেন। শোকভারে অবসন্না অশ্রুমুখী সীতাকে তিনি বলপূর্বক স্বীয় অন্তঃপুরের ঐশ্বর্য দেখাইয়া বলিতেছেন—'দেবি, আমি তোমার চরণে মস্তক রাখিতেছি, প্রসন্ন হও, আমি তোমার ভৃত্য হইলাম। রাবণ আর কোন স্ত্রীলোককে প্রণাম করে নাই।' কামসন্তপ্ত রাবণ যমের বশীভূত হইয়া সীতাকে এইরূপ বলিয়া মনে মনে ভাবিলেন যে, সীতা তাঁহার প্রণয়ে নিশ্চয়ই বশীভূতা হইয়াছেন।

বৈদেহীর পরুষ বচনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণ বলিতেছেন—

শৃণু মৈথিলি মদ্বাক্যং মাসান্ দ্বাদশ ভামিনি।
কালেনানেন নাভ্যেষি যদি মাং চারুহাসিনি।
ততস্ত্বাং প্রাতরাশার্থং সূদাশ্ছেৎস্যন্তি লেশতঃ॥ ৩।৫৬।২৪, ২৫

—হে চারুহাসিনি মৈথিলি, তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর। হে ভামিনি, তুমি যদি এক বৎসরের মধ্যে আমার অনুগতা না হও, তবে পাচকগণ আমার প্রাতঃকালীন ভোজনের নিমিত্ত তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিবে।

সীতার পাহারায় নিযুক্ত রাক্ষসীগণকে রাবণ বলিতেছেন—

অশোকবনিকামধ্যে মৈথিলী নীয়তামিতি।
অত্রেয়ং রক্ষ্যতাং গূঢ়ং যুষ্মাভিঃ পরিবারিতা॥

ইত্যাদি। ৩।৫৬।৩০, ৩১

—তোমরা সকলে মৈথিলীকে অশোকবনে লইয়া যাও। তোমরা বিশেষ সতর্কতার সহিত ইঁহাকে পাহারা দিবে। কখনও সান্ত্বনাপূর্ণ বচনে কখনও বা ভয়প্রদর্শক ভর্ৎসনাবাক্যে বন্যহস্তিনীর ন্যায় ইঁহাকে আমার প্রতি অনুরক্ত করিবে।

রাক্ষসীগণ প্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়াছে। সীতা অশোকবনে স্থাপিত হইলেন। রাবণ নানা উপায়ে সীতাকে প্রলোভন দিতেছেন, ভয় দেখাইতেছেন, কিন্তু কিছুতেই সতীসাধ্বী সীতাকে নিজের প্রতি অনুকূল করিতে পারিতেছেন না। প্রায় দশ মাস কাল গত হইল। হনুমান্ অশোকবনে সীতার দর্শন পাইয়াছেন। হনুমান্‌ও দেখিতে পাইলেন যে, কামোন্মত্ত রাবণ অতি প্রত্যূষে একশত সুন্দরী ভার্যায় পরিবৃত হইয়া সীতার সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। রাবণ তাঁহাকে পতিরূপে স্বীকার করিবার নিমিত্ত নিজের বলবীর্য ও ঐশ্বর্যের কীর্তন করিয়া সীতাকে প্রলুব্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, পরন্তু সীতা রামের গুণাবলী কীর্তনপূর্বক লঙ্কেশ্বরকে তিরস্কার করিতেছেন। সীতার উগ্র বচনে ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণ বলিতেছেন—

সন্নিযচ্ছতি মে ক্রোধং ত্বয়ি কামঃ সমুত্থিতঃ।
দ্রবতো মার্গমাসাদ্য হয়ানিব সুসারথিঃ॥ ইত্যাদি। ৫।২২।৩-৫

—বিপথে ধাবিত অশ্বগণকে উত্তম সারথি যেরূপ সংযত করিয়া রাখে, তোমার প্রতি সমুত্থিত কামও আমার ক্রোধকে সেইরূপ সংযত

করিয়া রাখিতেছে। তুমি বধার্হ হইলেও তোমার প্রতি আসক্তিবশতঃ তোমাকে হত্যা করি নাই, পরন্তু তোমার কঠোর বাক্য সহ্য করিতেছি।

অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসরাজ সীতাকে বলিতেছেন—

দ্বৌ মাসৌ রক্ষিতব্যৌ মে যোঽবধিস্তে ময়া কৃতঃ।
ততঃ শয়নমারোহ মম ত্বং বরবর্ণিনি॥
দ্বাভ্যামূর্ধ্বন্তু মাসাভ্যাং ভর্তারং মামনিচ্ছতীম্।
মম ত্বাং প্রাতরাশার্থে সূদাশ্ছেৎস্যন্তি খণ্ডশঃ॥ ৫।২২।৮,৯

—তোমার মনঃস্থির করার নিমিত্ত আমি যে সময় নির্ধারণ করিয়াছিলাম, তাহার অবশিষ্ট দুইমাস কাল প্রতীক্ষা করিব। এই সময়ের মধ্যে তুমি আমার শয্যাসঙ্গিনী হইবে। দুইমাস পরেও আমাকে পতিরূপে গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে পাচকগণ আমার প্রাতর্ভোজনের নিমিত্ত তোমাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছেদন করিবে।

প্রস্থানকালে রাবণ কিঙ্করীগণকে বলিয়া গেলেন যে, তাহারা যেন সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডপ্রয়োগে সীতাকে তাঁহার বশে আনিতে চেষ্টা করে। কাম ও ক্রোধে প্রস্থানোদ্যত লঙ্কেশ্বর যখন সীতাকে লক্ষ্য করিয়া গর্জন করিতেছেন, তখন রাক্ষসী ধান্যমালিনী (রাবণের ভার্যা) রাবণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—'মহারাজ, এই কুরূপা মানুষী দ্বারা কি হইবে? অকামার প্রতি আসক্ত হইলে শরীর সন্তপ্ত হয়। সকামা আমাকে আলিঙ্গন করুন।'

রাক্ষসীর এই অদ্ভুত আচরণে হাসিতে হাসিতে রাবণ স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন।[২৬]

(তিলকটীকাকার বলিতেছেন যে, সীতার প্রতি দয়াবশতঃ কুপিত লঙ্কেশ্বরের ক্রোধের উপশমের নিমিত্তই ধান্যমালিনী এই হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন।)

দেব-গন্ধর্বকন্যাদি ভার্যাগণও রাবণের উপর প্রসন্ন ছিলেন না।

সীতার তেজস্বিতা দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহারা মুখের ও চোখের ভাবভঙ্গী দ্বারা সীতাকে আশ্বাস দিয়াছেন।[২৭]

(হনুমান্ মহেন্দ্রপর্বতে প্রত্যাবর্তনের পর লঙ্কাপুরীর সকল ঘটনা জাম্ববান্ প্রমুখ স্বজনগণের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। তখন হনুমানের মুখে শোনা যায় যে, জানকীর পরুষ বচনে ক্রুদ্ধ হইয়া দুরাত্মা রাবণ—

> মৈথিলীং হন্তুমারব্ধঃ স্ত্রীভির্হাহাকৃতস্তদা।
>
> ইত্যাদি। ৫।৫৮।৭৬-৮০

—মৈথিলীকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন তাঁহার ভার্যাগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন। দুরাত্মার মহিষী মন্দোদরী কামপীড়িত পতিকে নিবারণপূর্বক বলিয়াছেন—'হে বীর, জানকী আমা অপেক্ষা সুন্দরী নহে, তুমি আমার সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হও।' সকল রমণী রাবণকে ধরিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

অশোকবনের ঘটনায় এইরূপ কথা পাওয়া যায় না। সেইস্থানে সীতাকে লক্ষ্য করিয়া রাবণের গর্জনের কথাই জানা যায় এবং মন্দোদরীর নামও সেইস্থানে গৃহীত হয় নাই। তিলকটীকাকার বলিতেছেন—'হয়তো মন্দোদরীর অপর নাম ছিল ধান্যমালিনী। অথবা মন্দোদরী ও মালিনী উভয় ভার্যাই পতিকে তখন আলিঙ্গন করিয়াছেন।' মন্দোদরী আর ধান্যমালিনী যে অভিন্ন নহেন, ইহা নিশ্চিত। যদি উভয়েই আলিঙ্গনের দ্বারা পতিকে বাধা দিয়া থাকেন, তথাপি 'গর্জিতঃ' এবং 'হন্তুমারব্ধঃ' সমানার্থক নহে। ভয়ঙ্কর লঙ্কেশ্বরের গর্জন হইতে হনুমান্ হয়তো অনুমান করিয়াছেন যে, এবার নিশ্চয়ই রাবণ সীতাকে হত্যা করিবেন। আর ধান্যমালিনী কর্তৃক নিবারণের পরে মন্দোদরীও হয়তো একই উপায়ে ক্রুদ্ধ ও কামোন্মত্ত পতিকে নিবারণ করিয়াছেন। হনুমান্ স্বজনগণের নিকট শুধু প্রধানা মহিষীর কথাই বলিয়াছেন। এইপ্রকার কল্পনা ব্যতীত উভয় স্থলের সামঞ্জস্য বিধান করা কঠিন।)

অতঃপর মহাবীর হনুমান্ লঙ্কাপুরীর যে দুর্দশা ঘটাইয়াছেন,

তাহা হনুমানের চরিতেই আলোচিত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ রাবণের তৎকালীন আচরণের কথাও বিবৃত হইয়াছে।

হনুমানের অসাধারণ বিক্রম ও কৃতিত্ব দেখিয়া লঙ্কেশ্বর মন্ত্রিগণের পরামর্শ গ্রহণ করিতে বসিয়াছেন। তিনি—

অব্রবীদ্ রাক্ষসান্ সর্বান্ হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ।

ইত্যাদি। ৬।৬।২-১৮

—লজ্জায় কিঞ্চিৎ অধোবদন হইয়া মন্ত্রিগণকে কহিতেছেন—সামান্য একটি বানর এই লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়া সীতার সহিত দেখা করিয়াছে এবং আমাদের অনেক আত্মীয়-স্বজনকে বধ করিয়া লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়াছে। ইহার পর আমাদের কি করা উচিত হইবে—আপনারা চিন্তা করুন। মন্ত্রিগণও মিত্রবর্গের সহিত পরামর্শপূর্বক কর্তব্য স্থির করিলে ভবিষ্যতে কল্যাণ হয়। হাজার হাজার বানরসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া শীঘ্রই রাম লঙ্কায় উপস্থিত হইবেন। রামের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে সদলবলে সমুদ্র উত্তরণ কঠিন হইবে না। অতএব শীঘ্রই আমাদের কর্তব্য স্থির করিতে হইবে।

প্রহস্ত, দুর্মুখ, নিকুম্ভ প্রমুখ রাক্ষসগণ রাবণকে যুদ্ধের উত্তেজনা দিতে লাগিলেন, কিন্তু বিভীষণের পরামর্শ অন্যরূপ। তিনি রামের লোকোত্তর ক্ষমতার কথা বলিয়া সবিনয়ে অগ্রজকে বলিলেন যে, রামের সহিত যুদ্ধ করিলে রাক্ষসগণ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। অতএব রামের হাতে সসম্মানে সীতাকে প্রত্যর্পণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। বিভীষণের পরামর্শ রাবণের মনঃপূত হয় নাই। তিনি সভাভঙ্গ করিয়া চলিয়া গেলেন।

পরদিন প্রত্যূষে অনাহূত হইয়াও বিভীষণ অগ্রজের সহিত দেখা করিবার নিমিত্ত রাক্ষসরাজের সুরম্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেছেন। রাবণ আপন বিজয়ের নিমিত্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পুণ্যাহবাচন করাইতেছেন। দধি, ঘৃত, ও পুষ্পাক্ষতের দ্বারা রাবণ সেইসকল ব্রাহ্মণকে পূজা করিয়াছেন।[২৮]

প্রণাম ও সান্ত্বনাপূর্ণ বচনে অগ্রজকে প্রসন্ন করিয়া মন্ত্রিগণের সম্মুখেই বিভীষণ সীতাকে প্রত্যর্পণ করিবার নিমিত্ত পুনরায় লঙ্কেশ্বরকে অনুরোধ করিলেন। রাবণ সেই অনুরোধ উপেক্ষা করেন।

স বভূব কৃশো রাজা মৈথিলীকামমোহিতঃ।
অসম্মানাচ্চ সুহৃদাং পাপঃ পাপেন কর্মণা॥ ৬।১১।১

—বিভীষণাদি সুহৃদ্বর্গের কৃত অসম্মানে এবং সীতাহরণরূপ পাপকর্মে সীতার প্রতি কামমোহিত পাপী রাক্ষসরাজ কৃশত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহাজাঁকজমকে রাবণ রাজসভায় উপবেশন করিয়াছেন। সকলের সাক্ষাতেই নির্লজ্জভাবে তিনি সীতার মনোহর রূপ বর্ণনা করিয়া সীতার প্রতি আপনার অত্যাসক্তির কথা বিবৃত করিতেছেন। রাম সুগ্রীবাদি বীরগণ সহ সমুদ্রের উত্তরতীরে উপস্থিত হইয়াছেন— এই কথা সভাসদ্‌গণকে শোনাইয়া রাবণ বলিতেছেন—

অদেয়া চ যথা সীতা বধ্যৌ দশরথাত্মজৌ।
ভবদ্ভির্মন্ত্র্যতাং মন্ত্রঃ সুনীতঞ্চাভিধীয়তাম্॥ ৬।১২।২৫

—আপনারা এইরূপ কোন উপায় স্থির করুন—যাহাতে সীতাকে প্রত্যর্পণ করিতে না হয় এবং দশরথের পুত্রদ্বয়ও বিনষ্ট হয়।

কামাতুর অগ্রজের খেদোক্তি শুনিয়া সীতাহরণের জন্য প্রথমতঃ কুম্ভকর্ণ রাবণকে তিরস্কার করিয়াছেন, পরে আশ্বাসও দিয়াছেন। সীতাকে বলপূর্বক কুক্কুটের ন্যায় ভোগ করিবার নিমিত্ত মহাপার্শ্ব লঙ্কেশ্বরকে পরামর্শ দিলে লঙ্কেশ্বর মহাপার্শ্বকে প্রশংসা করিয়াছেন। রাবণ মহাপার্শ্বকে কহিলেন যে, সীতার উপর বল প্রয়োগের একটি প্রবল বাধা রহিয়াছে। একদা অপ্সরা পুঞ্জিকস্থলা আকাশমার্গে ব্রহ্মার ভবনে যাইতেছিলেন। সেই সুন্দরীকে দেখিয়া রাবণ বলপূর্বক তাঁহাকে ভোগ করিয়াছিলেন। ইহাতে কুপিত হইয়া ব্রহ্মা রাবণকে কহিলেন যে, অতঃপর বলপূর্বক কোন নারীকে ভোগ করিলে তাঁহার মস্তক শতখণ্ডে বিদীর্ণ হইবে। এই ভয়েই তিনি সীতাকে ধর্ষণ

করিতে ভয় পাইতেছেন। (রাবণ নলকুবেরের অভিসম্পাতের কথা মহাপার্শ্বকে বলেন নাই।)

রাবণ আস্ফালন করিয়া সভাসদ্‌গণকে কহিতেছেন—

সাগরস্যেব মে বেগো মারুতস্যেব মে গতিঃ।
নৈতদ্ দাশরথির্বেদ হ্যাসাদয়তি তেন মাম্॥ ৬।১৩।১৬

—আমার বেগ সমুদ্রের ন্যায় এবং গতি পবনের ন্যায়। রাম ইহা জানেন না বলিয়াই আমাকে আক্রমণ করিতেছেন।

রাবণের নানাবিধ আস্ফালন-বাক্য শুনিয়া বিভীষণ পুনরায় যুক্তিপূর্ণ বচনে রামের অসাধারণ শৌর্যবীর্য কীর্তন করিয়াছেন এবং সীতাকে প্রত্যর্পণ না করিলে রাক্ষসকুলের যে সমূহ বিপদ ঘটিবে, তাহাও পুনঃপুনঃ অগ্রজকে বলিয়াছেন।

রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ—উভয়েই বিভীষণকে তিরস্কার করেন। রাবণের সুর চরমে উঠিল। জ্ঞাতিগণের স্বাভাবিক শত্রুতা সম্পর্কে অনেক কটুকথা বলিয়া রাবণ গর্জন করিয়া বিভীষণকে কহিতেছেন—

যোঽন্যস্ত্বেবংবিধং ব্রূয়াদ্ বাক্যমেতন্নিশাচর।
অস্মিন্ মুহূর্তে ন ভবেৎ ত্বাস্তু ধিক্ কুলপাংসন॥ ৬।১৬।১৬

—হে কুলকলঙ্ক রাক্ষস, তোমাকে ধিক্। যদি তুমি ব্যতীত অপর কেহ এরূপ কথা বলিত, তবে এই মুহূর্তে সে জীবিত থাকিত না।

ন্যায়বাদী বিভীষণ তাঁহার অনুগত চারিজন রাক্ষসকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

রাবণের প্রেরিত গুপ্তচর রাক্ষস শার্দূল সাগরতীরে বানরসেনা দেখিয়া রাবণের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছেন। শার্দূলের মুখে সকল সংবাদ শুনিয়া রাবণ রাক্ষস শুককে সুগ্রীবের নিকট পাঠাইলেন। রাবণের উদ্দেশ্য ভেদনীতির প্রয়োগে রাম হইতে সুগ্রীবকে বিচ্ছিন্ন করা। শুক পাখীর রূপ ধারণ করিয়া আকাশমার্গে সুগ্রীবের সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন এবং আকাশে থাকিয়াই রাবণের কথাগুলি সুগ্রীবকে শোনাইয়াছেন।

বানরগণ রাবণের এই বার্তাবহটিকে ধরিয়া যথেচ্ছ প্রহার করিতে থাকায় শুক প্রাণরক্ষার নিমিত্ত রামের শরণাপন্ন হইয়াছেন। শুক প্রাণে রক্ষা পাইলেন, কিন্তু বানরদের হাতে বন্দী হইয়া বানরসেনার সঙ্গেই রহিয়া গেলেন। রাম সসৈন্যে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া সুবেল-পর্বতে অবস্থান করিতেছেন। এবার শুককে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

রামের সৈন্যবল ও সমস্ত গতিবিধি বিশেষভাবে জানিবার নিমিত্ত রাবণ পুনরায় তাঁহার অমাত্য শুক ও সারণকে সুবেল-পর্বতে পাঠাইয়াছেন। বানররূপ ধারণপূর্বক শুক ও সারণ বানরসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেও বিভীষণ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছেন। তিনি উভয় গুপ্তচরকে ধরিয়া রামের নিকট লইয়া গেলে শুক ও সারণ নিজেদের যথার্থ পরিচয় দিয়া আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন।

শুক ও সারণ লঙ্কেশ্বরের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া রামের ও বানরসৈন্যের বলবীর্য কীর্তনপূর্বক রামের সহিত সন্ধি করিবার নিমিত্ত প্রভুকে পরামর্শ দিলেন। রাবণ অমাত্যদের হিতবচন উপেক্ষা করিয়া নিজের ক্ষমতার গর্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। স্বচক্ষে বানরসৈন্য দেখিবার নিমিত্ত লঙ্কেশ্বর উভয় অমাত্য সহ অত্যুচ্চ প্রাসাদে আরোহণ করিয়াছেন।

শুক ও সারণ রাবণের নিকট একে একে বিপক্ষের প্রধান যূথপতিগণের পরিচয় দিতেছেন এবং তাঁহাদের শক্তির কথা বলিতেছেন। অমাত্যগণের মুখে বিপক্ষসৈন্যের শক্তির প্রশংসা শুনিয়া—

কিঞ্চিদাবিগ্নহৃদয়ো জাতক্রোধশ্চ রাবণঃ।
ভর্ৎসয়ামাস তৌ বীরৌ কথান্তে শুকসারণৌ॥ ৬।২৯।৫

—রাবণ কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, ক্রুদ্ধও হইয়াছেন। তিনি বীর শুক ও সারণকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

যেহেতু উপজীবী অমাত্যদ্বয় প্রভুর সম্মুখে শত্রু-পক্ষের উৎকর্ষ বর্ণনা করিয়াছেন, সেইহেতু ক্রুদ্ধ প্রভু তাঁহাদিগকে কর্মচ্যুত করিলেন।

রাম ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গের কার্যকলাপ অবগত হইবার নিমিত্ত রাবণ আরও কয়েকজন গুপ্তচরকে পাঠাইয়াছেন। রাক্ষস গুপ্তচরগণ শত্রুপক্ষকে দেখিয়াই ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল। বিভীষণ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়া বানরগণের দ্বারা তাহাদের দুর্গতি ঘটাইলেন। এবারও রামের কৃপায় চরগণ প্রাণ লইয়া লঙ্কায় ফিরিয়াছে।

চরমুখে বিপক্ষের বীরগণের বর্ণনা শুনিয়া রাবণ কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইয়া সচিবগণের সহিত মন্ত্রণায় বসিয়াছেন। মন্ত্রণা শেষ হইলে তিনি মায়াবী বিদ্যুজ্জিহ্বকে লইয়া অশোকবনে প্রবেশ করেন। সীতার সমীপে যাইয়া তিনি বলিতেছেন—

সান্ত্ব্যমানা ময়া ভদ্রে যমাশ্রিত্য বিমন্যসে।
খরহন্তা স তে ভর্তা রাঘবঃ সমরে হতঃ॥

ইত্যাদি। ৬৷৩১৷১৪-৩৫

—হে ভদ্রে, আমি বহুবিধ অনুনয়-বিনয় করিলেও যাঁহার ভরসায় তুমি আমাকে তিরস্কার করিতে, তোমার সেই ভর্তা খরহন্তা রাম সমরে নিহত হইয়াছেন। ভদ্রে, সম্প্রতি আমাকে পতিত্বে বরণ কর। রাত্রিকালে অতর্কিত আক্রমণে আমার সৈন্যগণ পথশ্রান্ত শত্রুগণকে নিধন করিয়াছে। কিছুসংখ্যক বানর তাড়িত হইয়া পলায়ন করিয়াছে।

সীতাকে এই দুঃসংবাদ শোনাইয়া রাবণ এক রাক্ষসীকে বলিলেন —'রণভূমি হইতে রামের ছিন্ন মস্তকটি যে-ব্যক্তি আনিয়াছে, সেই ক্রূরকর্মা রাক্ষস বিদ্যুজ্জিহ্বকে শীঘ্র এইস্থানে আনয়ন কর।'

বিদ্যুজ্জিহ্ব রাবণের পূর্ব-মন্ত্রণা অনুসারে মায়াকল্পিত রামমস্তক ও রামের ধনুর্বাণ সহ প্রবেশ করিয়া রাবণকে প্রণামপূর্বক দাঁড়াইয়াছে। রাবণের আদেশে বিদ্যুজ্জিহ্ব মায়াকল্পিত বস্তুগুলি সীতার সম্মুখে স্থাপন করিয়াই প্রস্থান করিল।

সীতা যখন এই দৃশ্য দেখিয়া বিলাপ করিতেছেন, তখন প্রহস্ত-প্রেরিত একজন দারোয়ান সেইস্থানে আসিয়া রাবণকে নিবেদন করিল যে, সেনাপতি প্রহস্ত এবং সচিবগণ মহারাজের দর্শন প্রার্থনা

করিতেছেন। রাবণ প্রস্থান করিলেন। তাঁহার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই মায়াকল্পিত বস্তুগুলিও অন্তর্হিত হইল।[২৯]

এই সময়ে বিভীষণপত্নী সরমা সীতাকে যে-সকল সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিয়াছেন, সেইসকল বাক্যের ভিতরে পাওয়া যাইতেছে—

জনন্যা রাক্ষসেন্দ্রো বৈ ত্বন্মোক্ষার্থং বৃহদ্বচঃ।
অতিস্নিগ্ধেন বৈদেহি মন্ত্রিবৃদ্ধেন চোদিতঃ॥ ৬।৩৪।২০

—রাক্ষসপতির জননী ও স্নেহশীল বৃদ্ধ একজন মন্ত্রী তোমাকে প্রত্যর্পণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছেন। (কিন্তু তাঁহাদের উপদেশে রাবণ কর্ণপাত করেন নাই। এই বৃদ্ধ মন্ত্রী সম্ভবতঃ মাল্যবান্‌ই হইবেন।)

বানরসৈন্যের গর্জনে লঙ্কাপুরী কাঁপিতেছে। লঙ্কেশ্বরের অন্যায় আচরণে অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া ভীত ও নিস্তেজ রাক্ষসগণ জীবনের আশা পরিত্যাগ করিল।[৩০]

বানরসেনার তুমুল শব্দে রাবণও চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু বাহিরে তিনি ভয়ের চিহ্ন প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার মাতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রাজ্ঞ মাল্যবান্ তাঁহাকে নানাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, সীতাকে প্রত্যর্পণ করিয়া রামের সহিত সন্ধি না করিলে রাক্ষসকুল ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। তিনি রাবণকে ইহাও স্মরণ করাইতেছেন, রাবণ মানুষ ও বানরের হাতে অবধ্যত্বের বর লাভ করেন নাই। বিশেষতঃ লঙ্কাপুরীতে নানাবিধ অমঙ্গলের সূচনা দেখা যাইতেছে। কুপিত রাবণ সেই বৃদ্ধকে অপমানসূচক বাক্য বলিতেছেন—

হিতবুদ্ধ্যা যদহিতং বচঃ পরুষমুচ্যতে।
পরপক্ষং প্রবিশ্যৈব নৈতচ্ছ্রোত্রগতং মম॥ ৬।৩৬।৩
দ্বিধা ভজ্যেয়মপ্যেবং ন নমেয়ন্তু কস্যচিৎ।
এষ মে সহজো দোষঃ স্বভাবো দুরতিক্রমঃ॥

ইত্যাদি। ৬।৩৬।১১-১৩

—শত্রুপক্ষকে প্রবল বিবেচনা করিয়া সেই পক্ষের অনুকূলভাবে আমার হিতকামনায় আপনি আমার অহিতকর যে-সকল কঠোর বাক্য বলিলেন, তাহা আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই।

বরং দুই খণ্ডে ভাঙ্গিয়া পড়িব, তথাপি কাহারও নিকট নত হইব না। যদিও ইহা আমার স্বভাবসিদ্ধ দোষ, তথাপি স্বভাবকে অতিক্রম করা কষ্টসাধ্য। আমার শক্তিও কম নহে। আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলিতেছি যে, রাম জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে পারিবেন না।

ক্রুদ্ধ রাবণের সদম্ভ উক্তি শুনিয়া মাল্যবান্ লজ্জিত হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছেন।

রাবণ লঙ্কার প্রত্যেক দ্বারদেশে উপযুক্ত বীর রাক্ষসগণকে স্থাপন করিবার আদেশ দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং উত্তর দ্বারে অবস্থান করিবেন—ইহাও বলিয়াছেন। এইপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া—

কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মন্যতে কালচোদিতঃ। ৬।৩৬।২১

—কালপ্রেরিত রাবণ আপনাকে কৃতকৃত্য (সুরক্ষিত) জ্ঞান করিলেন।

দশ যোজন প্রস্থ ও বিশ যোজন দীর্ঘ লঙ্কাপুরীকে সুরক্ষিত করিবার নিমিত্ত রাবণ সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতেছেন। রাবণের সমৃদ্ধ লঙ্কা-নগরী দেখিয়া রামও বিস্মিত হইয়াছেন।[৩১]

লঙ্কাপতির যুদ্ধবল দেখিয়াও রাম বিস্ময় বোধ করিতেছেন—

গজানাং দশসাহস্রং রথানামযুতং তথা।
হয়ানামযুতে দ্বে চ সাগ্রকোটিশ্চ রক্ষসাম্॥
ইত্যাদি। ৬।৩৭।১৬-১৮

—দশ হাজার হাতী, দশ হাজার রথ, বিশ হাজার অশ্ব এবং রাক্ষসরাজের প্রিয় এক কোটি বল্‌বান্ শস্ত্রপাণি নিশাচর যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়াছেন। সেই নিশাচরগণ পরাক্রমে ও ধৈর্যে রাবণ অপেক্ষা ন্যূন নহেন।

যুদ্ধারম্ভের পূর্বেই সুগ্রীব রাবণকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। (সুগ্রীবের চরিত্রে আলোচিত হইয়াছে।)

উভয় পক্ষই সমরসজ্জায় সজ্জিত। রাম অঙ্গদকে রাবণের নিকট দূতরূপে পাঠাইতেছেন। যদি রাবণ সীতাকে প্রত্যর্পণ না করেন এবং রামের শরণাপন্ন না হন, তবে রাম সমগ্র রাক্ষসবংশ ধ্বংস করিবেন—ইহাই রাবণকে জানানো হইতেছে।

সচিবগণে পরিবৃত রাবণ অঙ্গদের মুখে রামের কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। তিনি সচিবগণকে পুনঃপুনঃ আদেশ দিতেছেন—'এই দুর্বুদ্ধি বানরকে ধরিয়া হত্যা কর।' রাক্ষসগণ অঙ্গদকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। বীর অঙ্গদ রাবণের প্রাসাদ-শিখর ভঙ্গ করিয়া রামের সমীপে ফিরিয়া আসিলেন।

রাবণস্তু পরং চক্রে ক্রোধং প্রাসাদধর্ষণাৎ।
বিনাশঞ্চাত্মনঃ পশ্যন্ নিঃশ্বাসপরমোঽভবৎ ॥ ৬।৪১।৯২

—স্বীয় প্রাসাদ ভগ্ন হওয়ায় রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং নিজের বিনাশকাল সমাগত দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

রাম ও তাঁহার সৈন্যগণ লঙ্কাপুরী অবরোধ করিয়াছেন দেখিয়া লঙ্কেশ্বর সৈন্যগণকে বহির্গমনের আদেশ দিয়াছেন। নানাবিধ আভরণে শোভিত নীলকান্তি নিশাচরগণ ভেরী ও শঙ্খের নিনাদে আকাশ-পাতাল কাঁপাইয়া তুলিল। পুরাকালে দেবাসুর-সংগ্রামের ন্যায় রাম-রাবণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে।[৩২]

প্রথম দিনের দিবাযুদ্ধে রাক্ষসগণ বানরগণ কর্তৃক শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছে। রাত্রিতেও যুদ্ধ চলিতেছে। সেই যুদ্ধে অদৃশ্য মায়াবী ইন্দ্রজিতের নাগবাণে রাম ও লক্ষ্মণ মূর্ছিত হইলেন। রাম ও লক্ষ্মণকে প্রাণহীন মনে করিয়া ইন্দ্রজিৎ পরম উল্লাসে পিতাকে প্রধান শত্রুদ্বয়ের মৃত্যুসংবাদ জানাইয়াছেন। এই প্রিয় সংবাদে আনন্দিত রাবণ স্নেহালিঙ্গনে বীর পুত্রকে অভিনন্দিত করেন।

রাবণের আদেশে রাক্ষসীগণ সীতাকে পুষ্পক-বিমানে আরোহণ

করাইয়া সমরভূমিতে লইয়া গেল। স্বামী ও দেবরকে দেখিয়া সীতা তাঁহাদিগকে মৃত বলিয়াই মনে করিয়াছেন। সীতার করুণ বিলাপে রাবণ পরম আনন্দিত। তিনি আশা করিতেছেন—

নির্বিশঙ্কা নিরুদ্বিগ্না নিরপেক্ষা চ মৈথিলী।
মামুপস্থাস্যতে সীতা সর্বাভরণভূষিতা॥ ৬।৪৭।৯

—এবার মৈথিলী কাহারও অপেক্ষা না করিয়া উদ্বেগরহিতা ও আশঙ্কাশূন্যা হইয়া এবং নানাবিধ আভরণে ভূষিতা হইয়া আমার সেবার নিমিত্ত উপস্থিত হইবেন।

কামবাণে নিতান্ত অন্ধ না হইলে রাবণ এইরূপ ভাবিতে পারিতেন না। তিনি মনে করিতেছেন যে, তাঁহার প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও সীতা শুধু রামের ভয়ে এবং আশঙ্কায় তাঁহার বাসনা-পূরণে বিলম্ব করিতেছেন। রাবণের ন্যায় বিদ্বান্ ও বিচক্ষণ ব্যক্তির এইপ্রকার বুদ্ধিভ্রংশ দুঃখের উদ্রেক না করিয়া যেন হাস্যরসেরই পোষকতা করে। তিনি যেন কোন সতী নারী দেখেন নাই এবং কোন সতীর চরিতকথাও শোনেন নাই।

বানরসৈন্যের হর্ষধ্বনি শুনিয়া রাবণ চিন্তিত হইয়া শত্রুপক্ষের সংবাদ জানিবার নিমিত্ত রাক্ষসগণকে পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের মুখে রাবণ জানিলেন যে, রাম ও লক্ষ্মণ জীবিত আছেন, তাঁহাদের মূর্ছা ভঙ্গ হইয়াছে।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেষাং রাক্ষসেন্দ্রো মহাবলঃ।
চিন্তাশোকসমাক্রান্তো বিবর্ণবদনোঽভবৎ॥

ইত্যাদি। ৬।৫১।১৪-১৬

—রাক্ষসগণের সেই কথা শুনিয়া মহাবলবান্ রাক্ষসরাজের মুখমণ্ডল চিন্তায় ও শোকে বিবর্ণ হইয়া পড়িল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, শত্রুগণ যখন এরূপ ভীষণ নাগপাশ হইতেও মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তখন তাঁহার সমস্ত সৈন্য দ্বারা বিজয় লাভ হইবে কি না—সেই বিষয়েও সংশয় রহিয়াছে।

ধূম্রাক্ষ, বজ্রদংষ্ট্র, অকম্পন, প্রহস্ত প্রমুখ প্রধান রাক্ষস-বীরগণ একে একে নিহত হইয়াছেন। চিন্তিত রাবণ দীনমুখে নিজের আসন্ন বিনাশের কথা ভাবিতেছেন। তথাপি তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ক্রোধ ও অহঙ্কার ত্যাগ করিতে পারেন নাই।[৩৩]

এবার রাবণ স্বয়ং সমরভূমিতে উপস্থিত হইলেন। হনুমানের চপেটাঘাতে তাঁহার ক্রোধ সমধিক বর্ধিত হইয়াছে। রাবণের ব্রাহ্মী শক্তির প্রহারে লক্ষ্মণের সংজ্ঞা লোপ পাইয়াছে। তিনি ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িয়াছেন। রাবণ মূর্ছিত লক্ষ্মণকে স্বীয় রথে তুলিয়া লইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণের দেহকে তিনি নড়াইতেও সমর্থ হইলেন না।[৩৪]

অতঃপর রামের সহিত যুদ্ধে রাবণ চূড়ান্তরূপে পরাভূত হইয়াছেন। রাম রাবণের মাথার মুকুট কাটিয়া ফেলিয়াছেন। পরিশ্রান্ত রাবণ নির্বিষ সর্পের মত ব্যর্থ আক্রোশে রামের প্রতি ধাবিত হইলে রাম তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া বিশ্রামের উপদেশ দিলেন।

স এবমুক্তো হতদর্পহর্ষো
নিকৃত্তচাপঃ স হতাশ্বসূতঃ।
শরার্দিতো ভগ্নমহাকিরীটো
বিবেশ লঙ্কাং সহসা স্ম রাজা॥ ৬।৫৯।১৪৪

—রাম এইরূপ বলিলে পর দর্পহর্ষবিহীন কর্তিতধনু অশ্বসারথিশূন্য ভগ্নকিরীট বাণপীড়িত রাজা রাবণ সহসা পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রামের বাণে পীড়িত লঙ্কেশ্বরের দর্প চূর্ণ হইয়াছে। তিনি ব্যথিতচিত্তে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাক্ষসগণকে কহিতেছেন—

সর্বং তৎ খলু মে মোঘং যৎ তপ্তং পরমং তপঃ।
যৎ সমানো মহেন্দ্রেণ মানুষেণ বিনির্জিতঃ॥
ইত্যাদি। ৬।৬০।৫-১২

—আমার কঠোর তপস্যাও ব্যর্থ হইল। যেহেতু মহেন্দ্রসদৃশ আমি আজ মানুষের হাতে পরাজিত হইলাম। ব্রহ্মা আমাকে বলিয়াছিলেন

যে, মানুষ হইতে আমার ভয় উপস্থিত হইবে। মনে হইতেছে, ব্রহ্মার সেই বাক্যই আজ সফল হইতে চলিয়াছে। মানুষ হইতে অবধ্যত্ব আমি প্রার্থনা করি নাই। অযোধ্যাধিপতি অনরণ্যের অভিসম্পাত স্মরণ করিতেছি। আমার দ্বারা ধর্ষিতা বেদবতীই সীতারূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। উমা, নন্দীশ্বর, পুঞ্জিকস্থলা, ব্রহ্মা ও নলকুবেরের অভিসম্পাতও আজ স্মরণ করিতেছি। ঋষিগণের বচন কখনও মিথ্যা হয় না। সকল অভিসম্পাতের ফলই আজ ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। যাহাই হউক, সমাগত এই বিপদে তোমরা প্রতীকারের নিমিত্ত চেষ্টা কর।

স্থির হইল যে, নিদ্রিত কুম্ভকর্ণকে জাগাইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পাঠাইতে হইবে। কুম্ভকর্ণ অগ্রজের সমীপে উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত শুনিয়াছেন। তিনিও সীতাহরণের জন্য প্রথমতঃ রাবণকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া পরে রাবণের অনুরোধে যুদ্ধে যাইতে সম্মত হইলেন। রাবণ কুম্ভকর্ণকে বলিতেছেন—

মমাপনয়জং দোষং বিক্রমেণ সমীকুরু।
যদি খল্বস্তি মে স্নেহো বিক্রমং বাধিগচ্ছসি॥ ৬।৬৩।২৬

—যদি আমার প্রতি তোমার স্নেহ থাকে এবং তুমি বিক্রমশালী হও, তবে তোমার শক্তিপ্রয়োগে আমার এই দুর্নীতিজনিত দোষের প্রতিবিধান কর।

রাক্ষস মহোদর রাবণকে পরামর্শ দিলেন যে, রাম সসৈন্যে নিহত হইয়াছেন, এই বার্তা সমগ্র লঙ্কাপুরীতে ঘোষণা করিলেই অগত্যা সীতা লঙ্কেশ্বরের বশীভূতা হইবেন, যুদ্ধে লোকক্ষয়ও হইবে না। কুম্ভকর্ণের তিরস্কারে মহোদরকে চুপ করিতে হইল। রাবণও মহোদরের পরামর্শে কর্ণপাত করেন নাই।[৩৫]

রামের হাতে কুম্ভকর্ণ নিহত হইয়াছেন। এই দুঃসংবাদ শুনিয়া—

রাবণঃ শোকসন্তপ্তো মুমোহ চ পপাত চ। ৬।৬৮।৬

—রাবণ শোকসন্তপ্ত হইয়া মূর্ছিত হইলেন ও ভূমিতে পড়িয়া গেলেন।

সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে লঙ্কেশ স্মরণ করিতেছেন—

তদিদং মামনুপ্রাপ্তং বিভীষণবচঃ শুভম্।
যদজ্ঞানান্ময়া তস্য ন গৃহীতং মহাত্মনঃ॥

ইত্যাদি। ৬।৬৮।২১-২৩

—মহাত্মা বিভীষণের কল্যাণকর উপদেশ আমি অজ্ঞানতাবশতঃ গ্রহণ করি নাই। আজ আমি তাহার ফল প্রাপ্ত হইলাম। কুম্ভকর্ণ ও প্রহস্তের বিনাশের পর এখন আমা-দ্বারা দূরীকৃত ধার্মিক বিভীষণের সাধু পরামর্শ স্মৃতিপথে উপস্থিত হওয়ায় লজ্জা অনুভব করিতেছি।

রাক্ষস-বীরগণ একে একে নিহত হইতেছেন, আর বিপক্ষের শক্তি দেখিয়া রাবণ ক্রমশঃ হতাশ হইতেছেন। এইরূপ করুণ দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়িতেছে। তিনি ইহাও বলিতেছেন—

অহো সুবলবান্ রামো মহদস্ত্রবলঞ্চ বৈ।
তং মন্যে রাঘবং বীরং নারায়ণমনাময়ম্॥ ৬।৭২।১১

—অহো, রাম কি বিপুল শক্তিশালী এবং তাঁহার অস্ত্রবলও কি ভয়ঙ্কর। বীর রাঘবকে রোগশোকমুক্ত নারায়ণ বলিয়াই আমার মনে হইতেছে।

রাবণের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণও পর পর যমালয়ে যাইতেছেন। ইন্দ্রজিতের নিধনের পর রাবণ শোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন।

স পুত্রবধসন্তপ্তঃ ক্রূরঃ ক্রোধবশঙ্গতঃ।
সমীক্ষ্য রাবণো বুদ্ধ্যা সীতাং হন্তুং ব্যবস্যত॥ ৬।৯২।৩৪

—পুত্রবধসন্তপ্ত ক্রূর ও ক্রুদ্ধ রাবণ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সীতাকে হত্যা করাই স্থির করিলেন।

সুতীক্ষ্ণ খড়্গ হাতে লইয়া ভার্যা ও সচিবগণে পরিবৃত রাবণ অশোকবনের দিকে যাত্রা করিলেন। তাঁহার ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখিয়াই তপস্বিনী বৈদেহী ভয়ে ও দুঃখে করুণ বিলাপ করিতেছেন। শুভবুদ্ধি

সুহৃদ্‌বর্গ রাবণকে এই ক্রূর কর্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। রাবণ কাহারও কথায় কর্ণপাত করেন না।

মৈথিলীর বিলাপ শুনিয়া শুদ্ধাচার সুশীল ও মেধাবী সুপার্শ্বনামক রাবণের একজন অমাত্য অপর সচিবগণের দ্বারা বারিত হইয়াও লঙ্কেশ্বরকে কহিলেন—'মহারাজ, আপনি পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। স্ত্রীহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হওয়া কি আপনার পক্ষে উচিত হইবে? এই রূপবতী মৈথিলীকে দেখিয়া আমাদের সহিত সমরাঙ্গণে যাত্রা করুন। আপনার দারুণ ক্রোধ রামের উপর পতিত হউক।

অভ্যুত্থানং ত্বমদ্যৈব কৃষ্ণপক্ষচতুর্দশী।
কৃত্বা নির্যাহ্যমাবাস্যাং বিজয়ায় বলৈর্বৃতঃ॥

ইত্যাদি। ৬।৯২।৬৬-৬৮

—রাজন্, আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী-তিথি। অতএব আজই প্রস্তুত হইয়া আগামী কল্য অমাবস্যায় সৈন্যপরিবৃত হইয়া বিজয়ার্থ যুদ্ধযাত্রা করুন। আপনি বীরপুরুষ, নিশ্চয়ই আপনি রামকে নিধন করিয়া জানকীকে প্রাপ্ত হইবেন।'

সুহৃদের ধর্মসঙ্গত বাক্যে রাবণ গৃহে ফিরিয়া গেলেন। সীতার প্রতি তাঁহার আসক্তি এখনও শিথিল হয় নাই। এখনও তিনি আশা ত্যাগ করেন নাই।

রাম পূর্ণ তেজে অসংখ্য রাক্ষসসেনা নিধন করিতেছেন। প্রতি গৃহে বিধবা ও হতপুত্রা রাক্ষসীদের বিলাপধ্বনি শোনা যাইতেছে। সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন—

বিভীষণবচঃ কুর্যাদ্ যদি স্ম ধনদানুজঃ।
শ্মশানভূতা দুঃখার্তা নেয়ং লঙ্কা ভবিষ্যতি॥ ৬।৯৪।২০

—কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (রাবণ) যদি বিভীষণের পরামর্শ অনুসারে কার্য করিতেন, তবে লঙ্কানগরী দুঃখসঙ্কুল শ্মশানভূমি হইত না।

রাক্ষসীদের বিলাপ শুনিয়া লঙ্কেশ্বর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ

করিতেছেন। ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া তিনি সৈন্যগণকে যুদ্ধযাত্রার আদেশ দিলেন। নানাবিধ আভরণে অলঙ্কৃত রথে আরোহণ করিয়া দিব্যাস্ত্রধারী রাবণ আজ যুদ্ধে যাত্রা করিতেছেন। আটটি অশ্ব তাঁহার রথে যোজনা করা হইয়াছে। মৃদঙ্গ, পটহ ও শঙ্খের নিনাদে এবং রাক্ষসগণের কোলাহলে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ।

রাবণের যাত্রাকালে সূর্যদেব নিষ্প্রভ ও দশ দিক্ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ভৌম ও দৈব নানাবিধ উৎপাত ও দুর্নিমিত্ত পরিলক্ষিত হইতেছিল।[৩৬]

রাবণ ও তাঁহার সঙ্গিগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও বানরদের হাতে পুনঃপুনঃ বিড়ম্বিত হইতেছেন। অত্যুগ্র পৌরুষের প্রতিমূর্তি রাবণও যেন চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

> প্রক্ষীণং স্ববলং দৃষ্ট্বা বধ্যমানং বলীমুখৈঃ।
> বভূবাস্য ব্যথা যুদ্ধে দৃষ্ট্বা দৈববিপর্যয়ম্॥ ৬।৯৭।৩

—বানরগণ কর্তৃক স্বীয় সৈন্যগণের নিধনরূপ দৈববিপর্যয় দেখিয়া রাবণের চিত্ত ব্যথিত হইল।

মহোদর, মহাপার্শ্ব, বিরূপাক্ষ প্রমুখ প্রধান বীরগণও যখন নিহত হইলেন, তখন ক্রোধে ও শোকে রাক্ষসরাজ বিপক্ষের প্রধান পুরুষ রাম ও লক্ষ্মণকে আক্রমণ করিলেন। ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছে।

রাবণের রথের ধ্বজ ছিল মনুষ্যশীর্ষ এবং রথের ঘোড়াগুলি ছিল কৃষ্ণবর্ণ (নীলমেঘনিভ)।[৩৭]

লক্ষ্মণ রাক্ষসরাজের সারথিকে বধ করিয়াছেন ও তাঁহার রথের ধ্বজ ছেদন করিয়াছেন। বিভীষণের গদার আঘাতে রথের ঘোড়াগুলি নিহত হইলে রাবণ এক লাফে ভূমিতে অবতরণ করেন। বিভীষণের প্রতি নিক্ষিপ্ত রাক্ষসরাজের শক্তি-অস্ত্রকে লক্ষ্মণ ব্যর্থ করিয়া দিলে রাবণ লক্ষ্মণের প্রতি ময়প্রদত্তা অষ্টঘণ্টাসমন্বিতা মহাশক্তিটি নিক্ষেপ করিয়াছেন। লক্ষ্মণ মূর্ছিত হইয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িয়াছেন। এবার রাম শরবর্ষণে রাবণকে এমনভাবে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন

যে, বাতাহত মেঘের ন্যায় লঙ্কেশ্বর প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন।[৩৮]

পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রাবণ রামের বাণে ভীষণরূপে আহত হইয়াছেন। রাবণ মূর্ছিত হইয়া পড়িলে রাম আর তাঁহাকে আঘাত করেন নাই। সারথি লঙ্কেশ্বরের তাদৃশ দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

সংজ্ঞা লাভ করিয়াই রাবণ সারথিকে তিরস্কারপূর্বক বলিতেছেন—

ত্বয়াদ্য হি মমানার্য চিরকালমুপার্জিতম্।
যশো বীর্যঞ্চ তেজশ্চ প্রত্যয়শ্চ বিনাশিতঃ॥

৬।১০৪।৫

—রে অনার্য, অদ্য তুই আমার চিরোপার্জিত যশ, বীরত্ব ও তেজ এবং আমাকে অতি বলবান্ বলিয়া লোকের যে বিশ্বাস ছিল, তাহা নষ্ট করিয়াছিস্।

সারথির সবিনয় যুক্তিপূর্ণ-বচনে লঙ্কেশ্বরের ক্রোধের উপশম ঘটিয়াছে। তিনি সারথির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কহিতেছেন—

রথং শীঘ্রমিমং সূত রাঘবাভিমুখং নয়।
নাহত্বা সমরে শত্রূন্নিবর্তিষ্যতি রাবণঃ॥

ইত্যাদি। ৬।১০৪।২৫,২৬

—সারথে, সত্বর রাঘবের অভিমুখে রথ লইয়া চল। আজ রাবণ শত্রুগণকে বধ না করিয়া ফিরিবে না। এই বলিয়া রাক্ষসরাজ সারথিকে একটি সুন্দর হস্তাভরণ প্রদান করিলেন।

দশানন যাত্রা করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে বহুবিধ দুর্লক্ষণ প্রাদুর্ভূত হইতেছে। তিনি তাহাতে বিচলিত হন নাই। আজ একমাত্র রামের সহিত দশাননের ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। দশানন পূর্ণ উদ্যমে মায়ানির্মিত অসংখ্য বাণ, গদা, পরিঘ, চক্র, মুষল, শূল, শক্তি, পরশু, গিরিশৃঙ্গ, বৃক্ষ ও অপর বহুবিধ শস্ত্র রামের উপর নিক্ষেপ করিতেছেন। দৈববলে বলীয়ান্ রামও পূর্ণ তেজ প্রয়োগ-

পূর্বক দশাননের উপর বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছেন। সেই ভীষণ রোমহর্ষণ যুদ্ধকালে—

চকম্পে মেদিনী কৃৎস্না সশৈলবনকাননা।
ভাস্করো নিষ্প্রভশ্চাসীন্ন ববৌ চাপি মারুতঃ॥ ৬।১০৭।৪৭

—শৈল ও কাননসমূহের সহিত সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল। সূর্য নিষ্প্রভ হইলেন। বায়ুর গতি স্তব্ধ হইল।

দেবতা, গন্ধর্ব প্রমুখ ত্রিভুবনবাসী চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন—

সাগরং চাম্বরপ্রখ্যমম্বরং সাগরোপমম্।
রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব॥ ৬।১০৭।৫১

—সাগর যেমন সাগরের ন্যায়, আকাশ যেমন আকাশের ন্যায়, রাম-রাবণের যুদ্ধও সেইরূপ রাম-রাবণের যুদ্ধের ন্যায়, অর্থাৎ তুলনা-রহিত।

রঘুকুলের কীর্তিবর্ধন মহাবাহু রাম ধনুতে বিষধরসদৃশ বাণ যোজনা করিয়া রাবণের শির ভূপাতিত করিয়াছেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ রাবণের নূতন শির উদ্গত হইতেছে। (রাবণের মায়া?) এইরূপে শত শত শির উদ্গত হইল। পরে সারথি মাতলির পরামর্শে রাম ব্রাহ্ম অস্ত্রকে অভিমন্ত্রিত করিয়া রাবণের বক্ষে নিক্ষেপ করিয়াছেন। সেই মহাস্ত্র—

রাবণস্য হরন্ প্রাণান্ বিবেশ ধরণীতলম্। ৬।১০৮।১৯

—রাবণের প্রাণ হরণ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিল।

মহাতেজস্বী রাক্ষসরাজ রথ হইতে ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন। হতাবশেষ রাক্ষসগণ ভয়ে দিশাহারা হইয়া পলায়ন করিল।

অগ্নিহোত্রী বেদজ্ঞ রাবণের অগ্নিহোত্রের অগ্নি দ্বারা বেদোক্ত বিধানে তাঁহার শবদেহ সংকৃত হইয়াছে। বিভীষণই অগ্রজের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।[৩৯]

বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ তপস্বী শক্তিশালী সুদর্শন ঐশ্বর্যবান্ ঋষিপুত্র

ব্রাহ্মণ লঙ্কেশ্বর রাবণ বহুগুণে ভূষিত হইলেও অত্যন্ত দর্পিত ও অভিমানী ছিলেন। 'অতি দর্পে হতা লঙ্কা'—এই কথাটি সর্বজনবিদিত। শুধু দর্পই নহে, লঙ্কেশ্বরের ধর্মবিরুদ্ধ কামপ্রবৃত্তিই তাঁহার সকল অনর্থের মূল। জনস্থানের রাক্ষসনিধনের প্রতিহিংসা মিটাইবার নিমিত্তই তিনি সীতাকে হরণ করেন নাই। রামকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সীতাহরণ করিলে সীতার প্রাথমিক দর্শনেই রাবণ এরূপ কামোন্মত্ত হইতেন না। দুশ্চরিত্র লম্পটগণ যাহা করে, তিনিও তাহাই করিয়াছেন। আরও কয়েকটি ঘটনা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, তাঁহার এই দৌর্বল্য যেন জন্মগত। তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করিবার সময় তাঁহার জননীর আচরণ পুত্রের এইপ্রকার মনোবৃত্তির কারণ হওয়াও অসম্ভব নহে।

রাবণচরিতে নারীবিষয়ক দৌর্বল্য না থাকিলে তিনিও জগতের পূজ্য ব্যক্তিদের মধ্যে স্থান পাইতেন—সন্দেহ নাই। দৈব বা নিয়তির বিধান স্বীকার করিলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, দর্পোদ্ধত লোককণ্টক দশানন আত্মবিনাশের নিমিত্তই নিয়তিপরিচালিত হইয়া সীতাকে হরণ করিয়াছিলেন।

---

১ ৭।২য় ও ৩য় সর্গ
২ ৭।৮।২৩
৩ ৭।৬।১৫
৪ ৬।৭ম সর্গ
৫ ৭।১২।২
৬ ৭।১২।১-২২
৭ ৬।১১০তম সর্গ
৮ ৫।৯।৭৩
৯ ৬।১০৯।২২,২৩
১০ ৫।৪৯।১১
১১ ৬।৬৮।৮ ; ৬।৬৯।১৬
১২ ৬।১৯।১১-১৫ ;
৬।১২।১
১৩ ৬।৪৭।১ ; ৬।৪৮।৮ ;
৬।৫৮।১২৫ ; ৬।৫৮।১২৭
১৪ ৬।৭১।৩০, ১১০
১৫ ৬।৬৯।১-১০ ;
৬।৬৮।৭
১৬ ৬।১১০।৯, ১০
১৭ ৭।১৬।১৫-২০
১৮ ৭।১৮শ সর্গ
১৯ ৭।২০শ-২৩শ সর্গ

—ব্রহ্মার জিজ্ঞাসার উত্তরে কুম্ভকর্ণ বলিতেছেন—হে দেবদেব, আমি অনেক বৎসর ব্যাপিয়া ঘুমাইতে চাই। ইহাই আমার প্রার্থিত বর।

'তাহাই হইবে' বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। বাগ্দেবীও কুম্ভকর্ণের রসনা ত্যাগ করিলেন। আপন চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে কুম্ভকর্ণ এই বর প্রার্থনার জন্য অনুতপ্ত হইয়াছেন। রাবণের প্রার্থনায় ব্রহ্মা পরে বলিয়াছিলেন যে, কুম্ভকর্ণ ছয়মাস নিদ্রিত থাকিয়া মাত্র একদিন জাগ্রত থাকিবেন।[২]

কুম্ভকর্ণের আকৃতি অতি ভয়ানক। তাঁহার বিকট চেহারা দেখিলে সকলই বিস্মিত হইয়া থাকেন।

> ধনুঃশতপরিণাহঃ স ষট্শতসমুচ্ছ্রিতঃ।
> রৌদ্রঃ শকটচক্রাক্ষো মহাপর্বতসন্নিভঃ॥ ৬।৬৫।৪১
> দগ্ধশৈলোপমো মহান্। ৬।৬৫।৪২
> নীলাঞ্জনচয়াকারং। ৬।৬০।৪৩ ; ৬।৬৭।৯১
> সতোয়াম্বুদসঙ্কাশং কাঞ্চনাঙ্গদভূষণম্। ৬।৬১।৩
> কিরীটিনং মহাকায়ম্। ৬।৬১।১ ; ৬।৬০।৩০
> কিরীটী হরিলোচনঃ।
> সবিদ্যুদিব তোয়দঃ॥ ৬।৬১।৫
> শ্রোণীসূত্রেণ মহতা মেচকেন ব্যরাজত। ৬।৬৫।২৯

—শকটচক্রের ন্যায় নেত্রবিশিষ্ট মহাপর্বততুল্য কুম্ভকর্ণের দেহের পরিধি একশত ধনু (একধনু = চারিহাত) এবং উচ্চতা ছয়শত ধনু। তাঁহার বিপুল দেহটিকে দগ্ধ পর্বতের ন্যায় দেখাইত। কৃষ্ণবর্ণ কজ্জল-পর্বতের ন্যায় তাঁহার দেহটি যেন সজল মেঘখণ্ডের মত শোভা পাইত। কুম্ভকর্ণের মস্তকে কিরীট ও বাহুতে সুবর্ণনির্মিত অঙ্গদ বিরাজিত। বিদ্যুচ্ছটাশোভিত মেঘের ন্যায় দেহবিশিষ্ট মহাকায় কুম্ভকর্ণের নয়নযুগল ছিল পিঙ্গলবর্ণ। অতি স্থূল কৃষ্ণবর্ণ কটিসূত্রে তাঁহাকে সর্পবেষ্টিত মন্দরের ন্যায় দেখাইত।

মন্দোদরীকে পত্নীরূপে লাভ করার পর—

বৈরোচনস্য দৌহিত্রীং বজ্রজ্বালেতি নামতঃ।
তাং ভার্যাং কুম্ভকর্ণস্য রাবণঃ সমকল্পয়ৎ॥ ৭।১২।২৩

—রাবণ বিরোচনপুত্র বলীর দৌহিত্রী বজ্রজ্বালার সহিত কুম্ভকর্ণের বিবাহ দিয়াছেন।

কুম্ভকর্ণ দুইটি পুত্র লাভ করিয়াছেন। তাহাদের নাম—কুম্ভ ও নিকুম্ভ। মহাযুদ্ধে সুগ্রীবের হাতে কুম্ভ ও হনুমানের হাতে নিকুম্ভ নিহত হইয়াছিলেন।[৩]

রামের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাবণ পলায়নপূর্বক আত্মরক্ষা করিয়াছেন। দুঃখ, লজ্জা ও ক্রোধে তিনি উন্মত্তপ্রায়। রাবণ তাঁহার মন্ত্রিগণকে আদেশ করিলেন—

নিদ্রাবশসমাবিষ্টঃ কুম্ভকর্ণো বিবোধ্যতাম্।

ইত্যাদি। ৬।৬০।১৬-১৮

— নিদ্রাভিভূত কুম্ভকর্ণকে জাগরিত কর। সে কখনও সাতমাস কখনও আটমাস, কখনও বা দশমাস নিদ্রা যায়। আমার সহিত মন্ত্রণা করিয়া সে বিগত নবম দিনে নিদ্রিত হইয়াছে। রাক্ষসকুল-শিরোমণি কুম্ভকর্ণ নিশ্চয়ই বানরবৃন্দের সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে নিধন করিবে।

রাম সৈন্যগণ সহ সুবেল-পর্বতে উপস্থিত হইয়াছেন—এই সংবাদ পাইয়াই রাবণ সভাসদ্‌গণের সহিত মন্ত্রণা করিতে বসিয়াছিলেন। রাবণের মুখে সীতাহরণাদি বৃত্তান্ত ও নানা খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া সেই সভায় কুম্ভকর্ণ অগ্রজকে বলিয়াছেন—

সর্বমেতন্মহারাজ কৃতমপ্রতিমং তব।
বিধীয়েত সহাস্মাভিরাদাবেবাস্য কর্মণঃ॥

ইত্যাদি। ৬।১২।২৯-৩৫

—মহারাজ, বলপূর্বক পরস্ত্রীহরণাদি আপনার পক্ষে অনুচিত হইয়াছে। এইসকল কার্যের পূর্বেই আমাদের সহিত পরামর্শ করা উচিত ছিল। ন্যায়পূর্বক কার্য করিলে পরে অনুতাপ করিতে হয় না। পরিণাম চিন্তা না করিয়াই আপনি আজ বিপদাপন্ন হইয়াছেন।

রাম যে এখনও আপনাকে সংহার করেন নাই, ইহাই আপনার সৌভাগ্য। যদিও আপনি অন্যায় কাজ করিয়াছেন, তথাপি আপনার শত্রুগণকে বধ করিয়া আমি আপনাকে রক্ষা করিব।

তখন মহাপার্শ্বের চালাকীর পরামর্শ শুনিয়াও কুম্ভকর্ণ মহাপার্শ্বকে তিরস্কার করিয়াছেন।

সেই মন্ত্রণার পরেই কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত হইয়াছিলেন। আজ রাক্ষসরাজ তাঁহার বীর ভ্রাতাকে জাগাইবার আদেশ দিয়াছেন। রাবণের আদেশে রাক্ষসগণ গন্ধ, মাল্য ও বহুবিধ আহার্য-সামগ্রী লইয়া কুম্ভকর্ণের গুহাস্থিত রত্নভূষিত ভবনে গমন করিয়াছেন। সুবর্ণাঙ্গদশোভিত সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ কিরীটসমুজ্জ্বল মহাকায় কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করিবার নিমিত্ত তাঁহারা কুম্ভকর্ণের দেহে চন্দন লেপন করিয়া কোন ফল পাইলেন না। রাক্ষসবর্গের ঘোরতর গর্জন এবং শঙ্খ-ভেরীর নিনাদও বিফল হইল। হস্তী প্রভৃতি জন্তুকে কুম্ভকর্ণের উপর চালিত করিয়াও ফল হইল না। কুম্ভকর্ণের কর্ণবিবরে জল ঢালিয়াও কিছু করা গেল না। দেহে মুষলের আঘাতেও তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। পর্বতশিখর ও বৃক্ষরাজির আঘাত এবং অনেকগুলি হাতীর পায়ের চাপে কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইয়াছেন।

প্রচুর মাংসভোজন ও মদ্যপানের পর কুম্ভকর্ণ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তাঁহাকে জাগরিত করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাক্ষসগণ রামের বলবীর্য ও পরাজিত রাবণের সমরাঙ্গণ হইতে পলায়নের কথা সবিনয়ে তাঁহাকে শোনাইয়াছেন।

কুম্ভকর্ণ সাহঙ্কারে বলিলেন যে, বানরগণের রক্ত ও মাংসের দ্বারা তিনি রাক্ষসগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া স্বয়ং রাম-লক্ষ্মণের রক্ত পান করিবেন। রাক্ষস মহোদরের পরামর্শে প্রথমতঃ তিনি অগ্রজের সহিত দেখা করিতে যাত্রা করিলেন।

রাজপথে কুম্ভকর্ণকে দেখিয়া বানরগণ ভয়ে পলায়ন করিয়াছেন।[৪] রামও বিস্মিত হইয়া বিভীষণকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে

বিভীষণ কুম্ভকর্ণের পরিচয় দিয়া রামকে বলিতেছেন—

শূলপাণিং বিরূপাক্ষং কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।
হন্তুং ন শেকুস্ত্রিদশাঃ কালোঽয়মিতি মোহিতাঃ॥ ইত্যাদি।
৬।৬১।১১,১২

—শূলহস্ত বিরূপাক্ষ মহাবল কুম্ভকর্ণকে হনন করিতে দেবগণও সমর্থ নহেন। ইঁহাকে স্বয়ং কাল মনে করিয়া দেবগণ মোহিত হন। কুম্ভকর্ণ স্বভাবতঃ তেজস্বী ও বলবান্। অপর রাক্ষসগণ বর পাইয়া বলশালী হইয়াছেন।

উচ্যন্তাং বানরাঃ সর্বে যন্ত্রমেতৎ সমুচ্ছ্রিতম্।
ইতি বিজ্ঞায় হরয়ো ভবিষ্যন্তীহ নির্ভয়াঃ॥ ৬।৬১।৩৩

—(বিভীষণ রামকে বলিতেছেন) আপনি বানরগণকে বলুন যে, ইহা অত্যুচ্চ একটি যন্ত্রমাত্র। এই কথা শুনিলে বানরগণ আর ভয় পাইবে না।

রাবণ কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া কুম্ভকর্ণ উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিয়াছেন। রাবণের মুখে দারুণ বিপদের বার্তা শুনিয়া কুম্ভকর্ণ অনেক মূল্যবান্ রাজনীতি অগ্রজকে শোনাইলেন এবং রাজধর্মগর্হিত পরস্ত্রীহরণের জন্য কঠোর তিরস্কার করিলেন।

রাবণ কহিলেন যে, যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য দোষারোপ করিয়া কোন ফল হইবে না। এখন তিনি কুম্ভকর্ণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

রাবণকে ক্রুদ্ধ ও সন্তপ্ত মনে করিয়া—

কুম্ভকর্ণঃ শনৈর্বাক্যং বভাষে পরিসান্ত্বয়ন্। ইত্যাদি। ৬।৬৩।২৯-৩২

—কুম্ভকর্ণ রাবণকে সান্ত্বনাদানপূর্বক ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—রাজন্, আপনি দুঃখ করিবেন না, স্বস্থ হউন, আমি জীবিত থাকিতে ভয় কি ?

ময়াদ্য রামে গমিতে যমক্ষয়ং
চিরায় সীতা বশগা ভবিষ্যতি॥ ৬।৬৩।৫৮

—আমি আজ রামকে যমালয়ে পাঠাইলে সীতা চিরকালের জন্য আপনার বশ্যতা স্বীকার করিবেন।

একাকী দুর্ধর্ষ রামের সহিত যুদ্ধ করিতে যাওয়া কুম্ভকর্ণের পক্ষে উচিত হইবে না এবং কুম্ভকর্ণের উক্তি নিতান্তই বালকোচিত—মহোদর এইভাবে কুম্ভকর্ণকে ব্যঙ্গ করিয়া রাবণকে কহিলেন যে, রামের মৃত্যুসংবাদ সাড়ম্বরে ঘোষণা করিলেই সীতা রাক্ষসরাজের বশীভূতা হইবেন।[৫]

মহোদরের এইসকল কথা শুনিয়া কুম্ভকর্ণ তাঁহাকে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করিয়া কহিতেছেন—

এষ নির্যাম্যহং যুদ্ধমুদ্যতঃ শক্রনির্জয়ে।
দুর্নয়ং ভবতামদ্য সমীকর্তুং মহাহবে॥ ৬।৬৫।৮

—আমি যুদ্ধের দ্বারা আপনাদের এই দূর্নীতিকে দূর করিবার নিমিত্ত শত্রুজয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যাত্রা করিতেছি।

অগ্রজের দ্বারা প্রশংসিত কুম্ভকর্ণ তপ্তকাঞ্চনভূষণ ভীষণ শূল হস্তে লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন। সর্প, উষ্ট্র, গর্দভ, সিংহ, ব্যাঘ্র এবং মৃগ প্রভৃতির পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মহাবলশালী রাক্ষসগণ কুম্ভকর্ণের অনুগমন করিতে লাগিলেন।[৬]

কুম্ভকর্ণের তেজে অসংখ্য বানরসেনা নিহত হইতেছে। তিনি হাতের কাছে যাহাকে পান, তাহাকেই ধরিয়া মুখে দেন। বানরগণ যেন তাঁহার তেজে ভীত হইয়া পড়িয়াছেন।

বজ্রহস্তো যথা শক্রঃ পাশহস্ত ইবান্তকঃ।
শূলহস্তো বভৌ যুদ্ধে কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ॥ ৬।৬৭।৩৮

—মহাবল কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে শূল ধারণ করিয়া বজ্রহস্ত ইন্দ্র এবং পাশহস্ত যমের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিলেন।

হনুমান্ কুম্ভকর্ণের শূল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। ক্রুদ্ধ কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবকে কক্ষপুটে গ্রহণ করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছেন। সুগ্রীব তীক্ষ্ণ নখের দ্বারা কুম্ভকর্ণের দুইটি কান ও দাঁতের দ্বারা নাসিকা ছিন্ন

করিয়া পায়ের নখের দ্বারা তাঁহার উভয় পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ করিয়াছেন। কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবকে ভূতলে পেষণ করিতে থাকিলে সুগ্রীব হঠাৎ আকাশমার্গে উৎপতিত হইয়া রামের সমীপে ফিরিয়া আসিয়াছেন।৭

রক্তমাংসলোলুপ কুম্ভকর্ণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া রাক্ষস এবং বানর যাহাকে সম্মুখে পাইলেন, তাহাকেই ধরিয়া খাইতে লাগিলেন।৮

রাম বায়ব্য-অস্ত্রের দ্বারা কুম্ভকর্ণের সমুদ্গর বাহুখানি ছেদন করিয়াছেন। ছিন্ন বাহুখানি বানরগণের মধ্যে পতিত হওয়ায় বাহুর চাপে অনেক বানর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এক হাতের দ্বারা একটি বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া কুম্ভকর্ণ রামের প্রতি ধাবিত হইয়াছেন। রাম দুইটি শাণিত অর্ধচন্দ্রবাণে তাঁহার দুইখানি পা কাটিয়া ফেলিলেন। ছিন্নবাহু ও ছিন্নপদ কুম্ভকর্ণ ভীষণ হা করিয়া গর্জন করিতে করিতে রামের দিকে ধাবিত হইলে রাম তীক্ষ্ণাগ্র বাণসমূহে তাঁহার মুখবিবর পরিপূরিত করেন। অস্ফুট শব্দ করিতে করিতে কুম্ভকর্ণ মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন।

এবার রাম কুম্ভকর্ণের শির লক্ষ্য করিয়া ভীষণ একটি বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। সেই বাণে কুম্ভকর্ণের মস্তকটি ছিন্ন হইয়াছে। পর্বততুল্য সেই ছিন্ন মস্তকটি লঙ্কায় পতিত হইয়া চর্যাগৃহ, গোপুর ও প্রাচীরকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এবং কুম্ভকর্ণের মস্তকহীন দেহ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াছে।৯

সীতাহরণের জন্য কুম্ভকর্ণ অগ্রজকে স্পষ্টভাষায় তিরস্কার করিয়াছেন এবং কোনপ্রকার মিথ্যা ছলচাতুরীর আশ্রয় লইতেও ঘৃণাবোধ করিয়াছেন। রাজনীতি বিষয়েও তিনি অগ্রজকে অনেক ভাল ভাল কথা শোনাইয়াছেন। শক্তিমদে দর্পিত কুম্ভকর্ণ অগ্রজকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন। রামের শক্তিসামর্থ্য জানিয়াও তিনি রাবণকে আশ্বাস দিয়া যুদ্ধযাত্রা করেন।

এই সরলচিত্ত শক্তিমান্ পুরুষটি বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়াই প্রাণ দিয়াছেন।

---

১ ৭।৯।৩৪

২ ৬।৬১।২৮

৩ ৬।৭৫।৪৬ ;
৬।৭৬ তম ও ৭৭ তম সর্গ

৪ ৬।৬০ তম সর্গ

৫ ৬।৬৪ তম সর্গ

৬ ৬।৬৫।৩৫,৩৬

৭ ৬।৬৭।৮৬-৮৮

৮ ৬।৬৭।৯৪,১২৮

৯ ৬।৬৭।১৭১

বিভীষণ

বিভীষণ রাবণের কনিষ্ঠ সহোদর। তিনি ছিলেন কৈকসীর চতুর্থ সন্তান। জন্মের পূর্বেই বিভীষণ তাঁহার জনকের আশীর্বাদ লাভ করিয়াছেন। মুনিবর বিশ্রবা কৈকসীকে বলিয়াছেন—

পশ্চিমো যস্তব সুতো ভবিষ্যতি শুভাননে।
মম বংশানুরূপঃ স ধর্মাত্মা চ ন সংশয়॥ ৭।৯।২৭

—শুভাননে, তোমার যে কনিষ্ঠ পুত্র হইবে, সে আমার বংশানুরূপ ধর্মাত্মা হইবে—ইহাতে সংশয় নাই।

তস্মিন্ জাতে মহাসত্ত্বে পুষ্পবর্ষং পপাত হ। ৭।৯।৩৬

—সেই মহাসত্ত্বশালী পুত্রের জন্মমুহূর্তে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দেবগণ দুন্দুভি বাদ্য করিতে লাগিলেন।

বিভীষণ বাল্যকাল হইতেই ধার্মিক ছিলেন। তিনি স্বাধ্যায়ী, নিয়তাহার ও সংযমী।[১]

বিভীষণের কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে তিনি প্রার্থনা করিতেছেন—

প্রীতেন যদি দাতব্যো বরো মে শৃণু সুব্রত।
পরমাপদ্গতস্যাপি ধর্মে মম মতির্ভবেৎ॥ ইত্যাদি। ৭।১০।৩০-৩২

—হে সুব্রত পিতামহ, আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া আমাকে বর দান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমি প্রার্থনা করিতেছি—হে ভগবন্, অতিশয় বিপদে পতিত হইলেও আমার বুদ্ধি যেন ধর্মপথে থাকে এবং শিক্ষা না করিয়াও আমি যেন ব্রহ্মাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করি।

পিতামহ প্রসন্ন হইয়া বিভীষণকে প্রার্থিত বর দান করিয়া কহিতেছেন—

যস্মাদ্ রাক্ষসযোনৌ তে জাতস্যামিত্রনাশন।
নাধর্মে জায়তে বুদ্ধিরমরত্বং দদামি তে॥ ৭।১০।৩৪

—হে শত্রুনাশন, যেহেতু রাক্ষসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও তোমার বুদ্ধি অধর্ম পথে গমন করে নাই, সেইহেতু তুমি অমর হইবে—আমি এই বরও প্রদান করিতেছি।

বিভীষণ চিরকালই সাধুচরিত্র ধার্মিক পুরুষ। শূর্পণখার উক্তিতেও জানা যায়—

বিভীষণস্তু ধর্মাত্মা ন তু রাক্ষসচেষ্টিতঃ। ৩।১৭।২৩

—বিভীষণ ধর্মাত্মা, তাহার আচরণ রাক্ষসসুলভ নহে।

বিভীষণের আকৃতির বর্ণনা রামায়ণে বেশী না থাকিলেও মোটামুটি একটি ধারণা করা যায়—

স চ মেঘাচলপ্রখ্যো বজ্রায়ুধসমপ্রভঃ।
বরায়ুধবরো বীরো দিব্যাভরণভূষিতঃ॥ ৬।১৭।৪
···মেঘসঙ্কাশং বিভীষণমুপস্থিতম্। ৬।১১৪।৬

—মেঘ ও পর্বতের ন্যায় বিভীষণের গাত্রবর্ণ। বীর বিভীষণ ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। তিনি উত্তম অস্ত্র ধারণ করেন ও দিব্য আভরণে ভূষিত থাকেন।

রাবণ ও কুম্ভকর্ণের বিবাহের পর—

গন্ধর্বরাজস্য সুতাং শৈলূষস্য মহাত্মনঃ।
সরমাং নাম ধর্মজ্ঞাং লেভে ভার্যাং বিভীষণঃ॥ ৭।১২।২৪

—গন্ধর্বরাজ মহাত্মা শৈলূষের কন্যা ধর্মজ্ঞা সরমাকে বিভীষণ পত্নীরূপে লাভ করিয়াছেন।

রাবণের কর্তৃত্বেই বিভীষণের পরিণয় সম্পন্ন হয়।[২] বিভীষণের কয়েকজন পুত্র ছিলেন—এইমাত্র জানা যায়। তাঁহাদের নাম ও কার্যকলাপের কথা জানা যায় না।[৩]

অনলশ্চানিলশ্চৈব হরঃ সম্পাতিরেব চ।
এতে বিভীষণামাত্যা মালেয়াস্তে নিশাচরাঃ॥ ৭।৫।৪৫

—অনল, অনিল, হর ও সম্পাতি—এই চারিজন রাক্ষস ছিলেন বিভীষণের খুল্লমাতামহ মালির পুত্র। ইঁহারা বিভীষণের অমাত্য ছিলেন।

অন্যত্র দেখা যায় যে, বিভীষণের চারিজন অমাত্যের নাম ছিল—অনল, পনস, সম্পাতি ও প্রমতি। সম্ভবতঃ অনিল ও হরের অপর নাম ছিল যথাক্রমে পনস ও প্রমতি।[৪]

মন্দোদরীকে বিবাহ করার পরও উচ্ছৃঙ্খল রাবণ দেবতা দানব গন্ধর্ব প্রভৃতির সুন্দরী স্ত্রী এবং কন্যাগণকে হরণ করিতেছেন দেখিয়া বিভীষণ ব্যথিত হইয়াছেন। তিনি অগ্রজকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছেন—

ঈদৃশৈস্ত্বং সমাচারৈর্যশোঽর্থকুলনাশনৈঃ।
ধর্ষণং প্রাণিনাং জ্ঞাত্বা স্বমতেন বিচেষ্টসে॥ ৭।২৫।১৮

—রাজন্, আপনার এইরূপ আচরণ যশ, অর্থ ও কুলের নাশক। ইহাতে প্রাণিগণের যে পীড়া ও ধর্মনাশ হইবে, তাহা অতি অনিষ্টকর। আপনি ইহা জানিয়াও স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

রামের দূত হনুমান্ লঙ্কাপুরীর দুর্দশা ঘটাইয়া রামের সমীপে ফিরিয়া গিয়াছেন। লজ্জায় ও ক্ষোভে রাবণ মন্ত্রিবর্গের সহিত ভবিষ্যৎ কর্তব্য বিষয়ে পরামর্শ করিতে বসিয়াছেন। প্রহস্তাদি বীর রাক্ষসগণ রামের সহিত যুদ্ধের নিমিত্ত রাবণকে উৎসাহ ও উত্তেজনা দিতেছেন, কিন্তু বিভীষণ নানাবিধ যুক্তি দ্বারা পুনঃপুনঃ কহিতেছেন যে, রামকে যুদ্ধে জয় করা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। ধার্মিক রামের সহিত নিরর্থক শত্রুতাসাধন রাক্ষসরাজের উচিত হয় নাই। সীতাকে প্রত্যর্পণ না করিলে রাক্ষসকুল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। বিভীষণ সবিনয়ে অগ্রজকে বলিতেছেন—

প্রসাদয়ে ত্বাং বন্ধুত্বাৎ কুরুষ্ব বচনং মম।
হিতং তথ্যং ত্বহং ব্রূমি দীয়তামস্য মৈথিলী॥ ৬।৯।২০

ত্যজাশু কোপং সুখধর্মনাশনম্,
ভজস্ব ধর্মং রতিকীর্তিবর্ধনম্।

প্রসীদ জীবেম সপুত্রবান্ধবাঃ
প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী ॥ ৬।৯।২২

—আমি আপনার ভ্রাতা, আপনার কল্যাণকর সত্য কথাই বলিতেছি। আমার কথা গ্রহণ করুন। রামের নিকট মৈথিলীকে প্রত্যর্পণ করুন। আপনি সত্বর সুখ ও ধর্মের নাশক ক্রোধ পরিত্যাগ করুন, রতি ও কীর্তিবর্ধক ধর্মকে ভজনা করুন। আপনি প্রসন্ন হউন, আমরা পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত জীবিত থাকি। আপনি দশরথ-নন্দন রামের হাতে মৈথিলীকে প্রত্যর্পণ করুন।

বিভীষণের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণ স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। বিভীষণ কিছুতেই শান্তি পাইতেছেন না। তিনি পরদিন ভোরবেলা রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পুনরায় সবিনয়ে অগ্রজকে বুঝাইতে লাগিলেন। মৈথিলীকে হরণ করিয়া আনিবার পর হইতেই লঙ্কাপুরীতে যে-সকল অশুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে, সেইগুলির প্রতিও তিনি রাবণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

হিতাকাঙ্ক্ষী বিভীষণের বাক্য রাবণের সহ্য হইল না। তিনি বিভীষণকে বিদায় দিলেন।[৫]

সেইদিন রাজসভায় বসিয়া রাবণ পুনরায় সীতার প্রতি তাঁহার অতিশয় আসক্তির কথা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া অমাত্যবর্গের পরামর্শ শুনিতে চাহিয়াছেন। বিভীষণ সীতাকে সুতীক্ষ্ণদংষ্ট্র বিষধরের সহিত তুলনা করিয়া রাবণকে পুনরায় বলিতেছেন—'মহারাজ, যাঁহারা আপনাকে যুদ্ধ বিষয়ে উৎসাহ দিতেছেন, তাঁহারা কেহই যুদ্ধক্ষেত্রে রামের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবেন না। অতএব—

প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী।' ৬।১৪।৩

ইন্দ্রজিৎ খুল্লতাতকে ভীত বলিয়া উপহাস করিলে বিভীষণ বলিলেন—'বৎস, তুমি এখনও অপরিণামদর্শী বালকমাত্র। এইহেতু মোহবশে তোমার পিতার ভবিষ্যৎ বিনাশের বিষয় বুঝিতে পার নাই। এই মন্ত্রণাসভায় তোমার ন্যায় বালককে যে প্রবেশ করাইয়াছে,

তাহার প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত। তুমি রামের শক্তির বিষয়েও একান্তই অজ্ঞ।'[৬]

অতঃপর বিভীষণ পুনরায় সবিনয়ে অগ্রজকে বলিতেছেন—'রাজন্, আমরা বহু ধনরত্নের সহিত সীতাদেবীকে রামের হাতে সমর্পণ করিয়া—

বসেম রাজন্নিহ বীতশোকাঃ। ৬।১৫।১৪

—শোকবিহীন হইয়া এই নগরীতে বাস করিব।'

এইসকল কথা শুনিয়া কালগ্রস্ত রাবণ কঠোর ভাষায় বিভীষণকে তিরস্কার করেন। তিনি এইকথাও বলিলেন যে, অন্য কোন ব্যক্তি এইরূপ বলিলে তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিতেন।

ইত্যুক্তঃ পরুষং বাক্যং ন্যায়বাদী বিভীষণঃ।
উৎপপাত গদাপাণিশ্চতুর্ভিঃ সহ রাক্ষসৈঃ॥

ইত্যাদি। ৬।১৬।১৭-২৬

—রাবণ এইরূপ কঠোর বাক্য বলিলে ন্যায়বাদী গদাপাণি বিভীষণ (তাঁহার অনুগত) চারিজন রাক্ষসের সহিত ঊর্ধ্বে উত্থিত হইলেন। অপমানিত বিভীষণ অন্তরীক্ষ হইতে রাক্ষসরাজকে কহিতেছেন—রাজন্, আপনি ভ্রান্ত ও অধার্মিক হইলেও আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর বলিয়া আপনাকে পিতার ন্যায় মান্য করি। আজ আপনার এইসকল কর্কশ বচন সহ্য করিতে পারিলাম না। অজিতেন্দ্রিয় কামুক পুরুষ কাহারও হিতবাক্য গ্রহণ করে না। রাজন্, সংসারে প্রিয়বাদী পুরুষের অভাব নাই, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা—উভয়ই দুর্লভ। আপনি কালপাশে বদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইতে চলিয়াছেন। এইহেতু উপেক্ষা করিতে না পারিয়া পুনঃপুনঃ আপনার হিতকর পরামর্শ দিয়াছি। রামের প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য বাণে আপনার বিনাশ দেখিতে ইচ্ছা করি না বলিয়াই এইরূপ বলিয়াছি। আমার পরামর্শ আপনি সহ্য করিতে পারেন নাই। আপনাকে অপ্রিয় পরামর্শ দিয়াছি বলিয়া আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। রাক্ষসগণের সহিত এই

লঙ্কাপুরীকে ও নিজকে সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করুন। আমি চলিয়া যাইতেছি, আপনার মঙ্গল হউক। ক্ষীণায়ু ব্যক্তিগণ অন্তিমকালে প্রকৃত সুহৃদের বাক্য গ্রহণ করেন না। এইহেতু আমার পরামর্শও আপনার রুচিকর হয় নাই।

রাবণকে এইসকল কথা বলিয়াই বিভীষণ তাঁহার অমাত্যগণ সহ আকাশমার্গে সমুদ্র পার হইয়াছেন। আকাশে থাকিয়াই বিভীষণ বানরগণের নিকট আত্মপরিচয় দিয়াছেন এবং রাবণকে সুপরামর্শ দেওয়ায় তিনি যে রাবণের দ্বারা অপমানিত হইয়াছেন, তাহাও জানাইয়াছেন। অতঃপর তিনি বানরগণকে বলিতেছেন—

নিবেদয়ত মাং ক্ষিপ্রং রাঘবায় মহাত্মনে।
সর্বলোকশরণ্যায় বিভীষণমুপস্থিতম্॥ ৬৷১৭৷১৭

—হে বানরগণ, তোমরা সকলের রক্ষক মহাত্মা রঘুনাথকে শীঘ্র নিবেদন কর যে, বিভীষণ উপস্থিত হইয়াছে।

রাম এই সংবাদ পাইয়া সুগ্রীবের মুখে বিভীষণকে অভয় দিলেন।

রাঘবেণাভয়ে দত্তে সন্নতো রাবণানুজঃ।
বিভীষণো মহাপ্রাজ্ঞো ভূমিং সমবলোকয়ৎ॥
ইত্যাদি। ৬৷১৯৷১-৬

—রামের অভয়বাণী শুনিয়া রাবণানুজ মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ ভক্তিভরে রামের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া অবরোহণ-মানসে ভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। সচিবগণের সহিত ভূমিতলে অবরোহণ করিয়া তিনি রামের সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। সচিবগণ সহ বিভীষণ রামের চরণতলে প্রণাম করিয়া সবিনয়ে বলিলেন—হিতবচন বলায় দর্পিত লঙ্কেশ্বরের দ্বারা অপমানিত হইয়াই আমি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া মহাত্মা রাঘবের আশ্রয় লইয়াছি। সম্প্রতি আমার প্রাণ, সুখ ও রাজ্যলাভ সমস্তই আপনার অধীন।

প্রসন্ন রামের জিজ্ঞাসার উত্তরে বিভীষণ রাবণের বলবীর্যের কথা শোনাইলে পর রাম প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, সবান্ধব রাবণকে বধ

করিয়া তিনি বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে বসাইবেন। বিভীষণও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, রাবণের সহিত যুদ্ধে তিনি প্রাণপণে রামের সাহায্য করিবেন।[৭]

তৎক্ষণাৎ রামের আদেশে লক্ষ্মণ বিভীষণকে রাক্ষসরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

রামের সহিত বিভীষণের প্রথম কথাবার্তা হইতেই জানা যায় যে, লঙ্কাপুরীর সিংহাসনের উপর বিভীষণের দৃষ্টি ছিল। এই দৃষ্টিকে সম্ভবতঃ শুধু লোভ বলা উচিত হইবে না। মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, রাবণের নিধন অবশ্যম্ভাবী এবং অচিরেই তাহা ঘটিবে। অতএব তখনও লঙ্কাপুরীর অধিকার যেন রাক্ষসদেরই থাকে—সেই উদ্দেশ্যেই বিভীষণ সম্ভবতঃ রামের নিকট পূর্বেই রাজ্য-প্রার্থনা করিয়াছেন। অধার্মিক অগ্রজের দ্বারা অপমানিত হইয়াও বিভীষণের এইপ্রকার মনোবৃত্তির উদয় অস্বাভাবিক নহে।

বিভীষণ রামের সেনাদলে যোগ দিয়াছেন এবং রামের হিতৈষী বিশ্বস্ত সুহৃদ্রূপে সর্বতোভাবে রামকে সাহায্য করিতেছেন। বিভীষণের অভাবনীয় উপস্থিতি, শরণাগতি ও সেনাদলে যোগদান রামের পক্ষে যেন দৈব আশীর্বাদস্বরূপ। ইহার ফলে রাম যে প্রভূত উপকৃত হইয়াছেন, তাহা নানা চরিত্রে আলোচিত হইয়াছে। বিভীষণ রামকে অনেক বিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

সসৈন্য রাম লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া বিভীষণের সহায়তায় রাবণের সৈন্যসমাবেশের সকল ব্যবস্থা অবগত হইয়াছেন। তিনি সেনাপতি-নিয়োগের ব্যবস্থা করিতেছেন। স্থির হইল যে, সুগ্রীব, জাম্ববান্ ও বিভীষণ মধ্যম গুল্মে অবস্থান করিবেন।[৮]

মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম দিবসের রাত্রিযুদ্ধে অদৃশ্য মায়াবী ইন্দ্রজিতের নাগবাণে বদ্ধ রাম ও লক্ষ্মণ নিস্পন্দ হইয়া পড়েন। বানরগণ শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। অতি দুঃখিত সুগ্রীবকে সান্ত্বনা দিয়া বিভীষণ কহিতেছেন—

আমাকে স্বজন-পরিত্যাগী বলিয়া নিন্দা করিতেছ, কিন্তু আমি তোমার পিতার সমস্বভাব না হওয়ার জন্য আমাকে পরিত্যাগ করাই কি তাঁহার উচিত হইয়াছে? ধর্মচ্যুত পরদারাভিলাষীকে পরিত্যাগ করায় আমি কোন দোষ দেখিতেছি না। আমার অগ্রজের অশেষ গুণ থাকিলেও নানাবিধ দুষ্কর্ম তাঁহার গুণাবলীকে প্রচ্ছাদন করিয়াছে। এইসকল দোষের জন্যই আমি তোমার পিতাকে ত্যাগ করিয়াছি। এই লঙ্কাপুরী, তোমার পিতা এবং তোমার বিনাশ আসন্ন। অভিমানী মূর্খ ও দুর্বিনীত তুমি কালপাশে আবদ্ধ হইয়াছ। অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই আমাকে বলিতে পার। মন্ত্রণাসভায় আমার পরামর্শ গ্রহণ না করার ফলেই আজ তোমাদের এই বিপত্তি ঘটিতেছে। তুমি লক্ষ্মণের হাতে নিহত হইয়া যমালয়ে যাইয়া দেবকৃত্য সম্পাদন কর। হে রাক্ষসাধম, আজ আর প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিবে না।

লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিভীষণও পূর্ণ তেজে রাক্ষসসেনা সংহার করিতেছেন এবং লক্ষ্মণ ও বানরগণকে উৎসাহ দিতেছেন। বিভীষণ বানরগণকে বলিতেছেন—

অযুক্তং নিধনং কর্তুং পুত্রস্য জনিতুর্মম।
ঘৃণামপাস্য রামার্থে নিহন্যাং ভ্রাতুরাত্মজম্॥

ইত্যাদি। ৬।৮৯।১৭,১৮

—হে বানরগণ, পিতৃস্থানীয় হইয়া পুত্রতুল্য ইন্দ্রজিৎকে বধ করা আমার পক্ষে অনুচিত হইলেও আমি রামের কার্য সাধনের নিমিত্ত মমতা ত্যাগ করিয়া ইহাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমার বাষ্পবারি চক্ষু দুইটিকে আচ্ছন্ন করিতেছে। অতএব মহাবাহু লক্ষ্মণ ইহাকে বধ করুন। তোমরা ইহার পার্শ্বচরগণকে নিধন কর।

ইন্দ্রজিৎ নিহত হইয়াছেন। বিভীষণ হৃষ্টান্তঃকরণে রামকে এই শুভ সংবাদ দিয়াছেন। তখন আর তাঁহাকে দুঃখিত দেখা যায় না। ১০

রামের সহিত রাবণের যুদ্ধের সময় বিভীষণ গদার আঘাতে রাবণের রথের ঘোড়াগুলিকে নিধন করিয়াছেন। রাবণের নিক্ষিপ্ত শক্তিবাণ হইতে বিভীষণকে বাঁচাইতে যাইয়াই লক্ষ্মণ রাবণের অপর শক্তিবাণে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ১১

রাবণের বিপক্ষে যোগ দিলেও অগ্রজের মৃত্যুর পর বিভীষণকে অধীর হইয়া বিলাপ করিতে দেখা যায়। তখন বিভীষণ রাবণের অসংখ্য গুণ কীর্তন করিয়াছেন। ১২

শোকসন্তপ্ত বিভীষণকে সান্ত্বনা দিয়া রাম রাবণের দেহ সংকারের নিমিত্ত তাঁহাকে নির্দেশ দিয়াছেন। রামের মনোভাব বুঝিবার উদ্দেশ্যেই যেন বিভীষণ বলিলেন—

ত্যক্তধর্মব্রতং ক্রূরং নৃশংসমনৃতং তথা।
নাহমর্হামি সংস্কর্তুং পরদারাভিমর্শনম্॥

ইত্যাদি। ৬।১১১।৯৩-৯৫

—এই ক্রূর নৃশংস অধার্মিক পরদারাপহারীর দেহের সংকার আমি করিতে পারিব না। ইনি আমার গুরুজন হইলেও পূজা পাইবার অধিকারী নহেন। আমি ইহার দেহ সংকার না করিলে লোকসমাজে আমার নিন্দা হইবে—ইহা সত্য, পরন্তু ইঁহার দোষসমূহ শ্রবণ করিলে পরে আর কেহই নিন্দা করিবে না।

রামের যুক্তিপূর্ণ উপদেশ শুনিয়া বিভীষণ রাজোচিত আড়ম্বরে অগ্নিহোত্রী রাবণের অন্ত্যেষ্টি-কৃত্য যথাবিধি সম্পন্ন করিয়াছেন।

এবার রাম শাস্ত্রানুসারে বিভীষণের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইলেন। ১৩

লঙ্কাধিপতি বিভীষণকে পাঠাইয়াই রাম অশোকবন হইতে সীতাকে আনাইয়াছিলেন। সীতার অগ্নিপরীক্ষার পর রাম অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বিভীষণ রামের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—

অহং তে যদ্যনুগ্রাহ্যো যদি স্মরসি মে গুণান্।
বস তাবদিহ প্রাজ্ঞ যদ্যস্তি ময়ি সৌহৃদম্॥

ইত্যাদি। ৬।১২১।১২-১৫

—হে প্রাজ্ঞ, যদি আমার গুণসমূহ স্মরণ করেন, আমি যদি আপনার অনুগ্রহভাজন হই এবং আমাতে যদি সৌহার্দ থাকে, তবে আপনি লক্ষ্মণ ও বৈদেহীর সহিত এইস্থানে কিছুদিন অবস্থান করুন। আমি আপনাদের সেবা করিয়া ধন্য হইব। আপনি সুহৃৎ ও সৈন্যগণের সহিত আমার পূজা গ্রহণ করুন। আমি আপনার প্রসাদ-লাভে অভিলাষী।

ভরতের দর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত রামের নির্দেশে বিভীষণ তখনই পুষ্পক-বিমানকে আহ্বান করিয়াছেন। রামের আদেশে তিনি প্রচুর ধনরত্নাদির দ্বারা বানরগণকে সম্মান করেন। বিভীষণও রামের সহিত অযোধ্যায় গিয়াছিলেন।[১৪]

অযোধ্যায় ভরত বিশেষরূপে বিভীষণকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। রামের অযোধ্যায় প্রবেশকালে ও সিংহাসনে আরোহণের পর বিভীষণ তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চামর ব্যজন করিতেছিলেন। রামও বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা বিভীষণকে সম্মানিত করেন।[১৫]

কিছুদিন পরে রামের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বিভীষণ লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। দীর্ঘকাল পর রামের অশ্বমেধ-যজ্ঞে আমন্ত্রিত হইয়া লঙ্কাপতি বন্ধুবান্ধব সহ অযোধ্যায় গিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে—

বিভীষণশ্চ রক্ষোভিঃ স্ত্রীভিশ্চ বহুভির্বৃতঃ।
ঋষীণামুগ্রতপসাং পূজাং চক্রে মহাত্মনাম্॥

ইত্যাদি। ৭।৯১।২৯;৭।৯২।৭

—বিভীষণ অনেক রাক্ষস ও রমণীগণের সহিত উপস্থিত হইয়া উগ্রতপা ঋষিগণের পূজাকার্যে নিযুক্ত হইলেন। তিনি কিঙ্করের ন্যায় তাঁহাদের সেবা করিয়াছেন।

এক বৎসরেরও অধিককাল ব্যাপিয়া সেই যজ্ঞ চলিতেছিল। যজ্ঞ-সমাপ্তির পর বিভীষণ লঙ্কায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।

রামের মহাপ্রয়াণের সঙ্কল্প শুনিয়া বিভীষণ পুনরায় অযোধ্যায় গিয়াছেন। রামের অনুপ্রয়াণে অভিলাষী বিভীষণকে সম্বোধন করিয়া রাম কহিতেছেন—

যাবৎ প্রজা ধরিষ্যন্তি তাবৎ ত্বং বৈ হরীশ্বর।
রাক্ষসেন্দ্র মহাবীর্য লঙ্কাস্থঃ স্বং ধরিষ্যসি॥

ইত্যাদি। ৭।১০৮।২৭-৩০

—হে মহাবল রাক্ষসরাজ বিভীষণ, যতকাল জীবগণ জীবিত থাকিবে, তুমি ততকাল লঙ্কায় অবস্থান করিবে। হে বীর, যে-পর্যন্ত চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী থাকিবে এবং রামকথা লোকসমাজে প্রচারিত থাকিবে, ততকাল তুমি জীবিত থাকিবে। আমার এই আদেশকে বন্ধুর আদেশ মনে করিয়া কোনরূপ বিপরীত উত্তর করিবে না। হে রাক্ষসেন্দ্র, ইক্ষ্বাকুবংশের কুলদেবতা জগন্নাথের আরাধনা করিবে।

তথেতি প্রতিজগ্রাহ রামবাক্যং বিভীষণঃ। ৭।১০৮।৩১

—'তাহাই হউক' বলিয়া বিভীষণ রামের আদেশ স্বীকার করিলেন।

চিরজীবী এই রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে মহর্ষি বাল্মীকি ধর্মজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, অতীতানাগতার্থজ্ঞ (অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে অভিজ্ঞ), বর্তমান-বিচক্ষণ (বর্তমান কালের কর্তব্যে নিপুণ), সত্যবাদী প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন।[১৬]

অধার্মিক অগ্রজকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রজের শত্রুপক্ষে যোগ দেওয়া যে বিভীষণের অন্যায় হয় নাই, তাহা তিনি নিজেই ভ্রাতুষ্পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বলিয়াছেন। তাঁহার বাক্যগুলি সমীচীন বলিয়াই আমরা মনে করি।

১ ৭।৯।৩৯
২ ৭।১২।২৩
৩ ৬।১৭।১৬
৪ ৬।৩৭।৭

মায়ার প্রভাবে দেবরাজকে বন্দী করিয়া লঙ্কায় লইয়া যান। বিপন্ন দেবগণ প্রজাপতিকে পুরোবর্তী করিয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইতেছেন।

আকাশে থাকিয়াই প্রজাপতি পুত্র ও ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত রাবণকে শান্তস্বরে কহিলেন—

অয়ঞ্চ পুত্রোঽতিবলস্তব রাবণ বীর্যবান্।
জগতীন্দ্রজিদিত্যেব পরিখ্যাতো ভবিষ্যতি॥
ইত্যাদি। ৭।৩০।৫-৭

—বৎস রাবণ, যুদ্ধে তোমার পুত্রের বীরত্ব দেখিয়া আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার পরাক্রম যেন তোমাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। তোমার এই বীর্যবান্ পুত্রটি জগতে ইন্দ্রজিৎনামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। রাজন্, আজ তুমি ইন্দ্রকে মুক্তি দাও এবং তাঁহার মুক্তির পণস্বরূপ দেবগণ তোমাকে কি দিবেন, তাহা বল।

ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়াই ইন্দ্রজিৎ উত্তর করিলেন যে, অমরত্বের বর প্রাপ্ত হইলে তিনি দেবরাজের মুক্তি দিতে পারেন। ব্রহ্মা ইন্দ্রজিৎকে বলিলেন, কোন প্রাণীই সর্বথা অমর হইতে পারে না। অতএব ইন্দ্রজিৎ যেন অন্য বর প্রার্থনা করেন।

এবার ইন্দ্রজিৎ পিতামহকে বলিতেছেন—'আমি যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্বে মন্ত্রপাঠপূর্বক অগ্নিতে আহুতি দিলে অগ্নি হইতে এরূপ অশ্বযুক্ত রথ উত্থিত হইবে, যাহাতে আরোহণ করিলে কেহই আমাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না। জপহোম সমাপ্তির পূর্বে যদি আমি সমরাঙ্গণে প্রবেশ করি, তবেই আমার বিনাশ হইবে।'

এবমস্ত্বিতি তঞ্চাহ বাক্যং দেবঃ পিতামহঃ।
মুক্তশ্চেন্দ্রজিতা শক্রো গতাশ্চ ত্রিদিবং সুরাঃ॥ ৭।৩০।১৮

—ভগবান্ পিতামহ ইন্দ্রজিৎকে বলিলেন—ইহাই হউক। ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে মুক্তিদান করিলেন এবং দেবগণ স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

তপশ্চরণ, যজ্ঞানুষ্ঠান, বীরত্ব ও বহুবিধ বর-প্রাপ্তির ফলে মহাবাহু ইন্দ্রজিৎ—

রাবণাদতিরিচ্যতে। ৭।১।৩৮

—রাবণ অপেক্ষা সমধিক শক্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছেন।

ইন্দ্রজিতের একাধিক ভার্যা ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের এবং তাঁহাদের সন্তান-সন্ততির কথা কিছুই জানা যায় না।[২]

পিতার মন্ত্রণাসভায় ইন্দ্রজিৎও উপস্থিত ছিলেন। সীতাকে প্রত্যর্পণ করিয়া রামের সহিত মিত্রতা করিবার নিমিত্ত বিভীষণ রাবণকে অনুরোধ করিয়াছেন। এই পরামর্শ ও অনুরোধ রাবণের ভাল লাগে নাই। খুল্লতাতের কথাগুলি শুনিয়া ইন্দ্রজিৎ অতি উদ্ধত সুরে তাঁহাকে উপহাস করেন। ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে সম্বোধন-পূর্বক বলিতেছেন—

কিং নাম তে তাতকনিষ্ঠ বাক্য—
—মনর্থকং বৈ বহুভীতবচ্চ।
অস্মিন্ কুলে যোঽপি ভবেন্ন জাতঃ
সোঽপীদৃশং নৈব বদেন্ন কুর্যাৎ॥ ইত্যাদি। ৬।১৫।২-৭

—কনিষ্ঠতাত, আপনি অত্যন্ত ভীরুর ন্যায় অনর্থক কথা বলিতেছেন। যে-ব্যক্তি এই কুলে জন্মগ্রহণ করে নাই, সেই ব্যক্তিও এরূপ কথা বলিবে না এবং এরূপ কার্য করিবে না। এই রাক্ষসকুলে একমাত্র আপনিই তেজোহীন নিতান্ত ভীরু কাপুরুষ। এইহেতু আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছেন। দেবগণের দর্পহারী আমি সেই সাধারণ দুইজন রাজপুত্রকে বিনাশ করিতে কেন সমর্থ হইব না?

বিভীষণ ভ্রাতুষ্পুত্রের ধৃষ্টতায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছেন।

মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি চলিতেছে। রাক্ষসরাজ নগরী রক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন। নগরীর প্রত্যেক দ্বারে বীর রাক্ষসগণকে স্থাপন করা হইতেছে।

পশ্চিমায়ামথ দ্বারি পুত্রমিন্দ্রজিতং তদা।
ব্যাদিদেশ মহামায়ং রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতম্॥ ৬।৩৬।১৮ ; ৬।৩৭।১১

—মায়াবিশারদ কুমার ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া পশ্চিম দ্বার রক্ষা করিবেন—রাবণ এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন।

যুদ্ধের প্রথম দিবসে রাত্রিকালেও ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল। অঙ্গদ ইন্দ্রজিৎকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। ইন্দ্রজিতের রথের সারথি ও অশ্বগুলি অঙ্গদের দ্বারা নিহত হইয়াছে। পরাজিত ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে অন্তর্হিত হইয়া ভীষণ শরবর্ষণ করিতেছেন। ইন্দ্রজিতের নাগবাণে রাম ও লক্ষ্মণ বদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাদের নড়িবারও শক্তি রহিল না।[৩]

ইন্দ্রজিৎ রাম-লক্ষ্মণকে নিস্পন্দ দেখিয়া নিহত বলিয়াই মনে করিয়াছেন। পরম উল্লাসে পুরীতে প্রবেশ করিয়া তিনি পিতাকে এই শুভ সংবাদ প্রদান করিলে লঙ্কেশ্বর—

জহৌ জ্বরং দাশরথেঃ সমুত্থং
প্রহৃষ্টবাচাভিননন্দ পুত্রম্॥ ৬।৪৬।৫০

—রাম হইতে যে ভয় ও চিন্তা হইয়াছিল, তাহা ত্যাগ করিলেন এবং প্রসন্নবাক্যে পুত্রকে অভিনন্দিত করিলেন।

ইন্দ্রজিৎ নানাবিধ রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিতেন। কোথাও দেখিতে পাই—তিনি গরুড়ের তুল্য বেগশালী তীক্ষ্ণদন্ত চারিটি বিষধর সর্পকে রথে যোজনা করিয়াছেন। সেই রথের ধ্বজে ইন্দ্রের ছবি অঙ্কিত।[৪]

কোথাও বা ইন্দ্রজিৎকে 'মৃগরাজকেতু' (যাঁহার রথের ধ্বজে সিংহের ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে) বলা হইয়াছে।[৫]

অন্যত্র দেখা যাইতেছে, ইন্দ্রজিৎ—

সমারুরোহানিলতুল্যবেগং
রথং খরশ্রেষ্ঠসমাধিযুক্তম্॥ ৬।৭৩।৮

—উত্তম গর্দভসংযোজিত বায়ুর ন্যায় বেগশালী রথে আরোহণ করিয়াছেন।

অশ্বচালিত রথে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেও ইন্দ্রজিৎকে দেখা যায়।

উদ্যতায়ুধনিস্ত্রিংশো রথে সুসমলঙ্কৃতে।
কালাশ্বযুক্তে মহতি স্থিতঃ কালান্তকোপমঃ॥ ৬।৮৮।২

—কৃষ্ণবর্ণ অশ্বে চালিত ও অলঙ্কৃত বৃহৎ রথে অবস্থিত ইন্দ্রজিৎ খড়্গ ও অন্যান্য অস্ত্র উত্তোলন করিয়া কালান্তক যমের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন।

যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হতবান্ধব শোকাকুল রাবণ দীনভাবে অশ্রুমোচন করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার বীর্যবান্ পুত্র ইন্দ্রজিৎ পিতার চিত্তে আশার সঞ্চার করিতেছেন—

ন তাত মোহং পরিগন্তুমর্হসে
যত্রেন্দ্রজিজ্জীবতি নৈর্ঋতেশ॥ ইত্যাদি। ৬।৭৩।৪-৭

—হে তাত, হে রাক্ষসরাজ, ইন্দ্রজিৎ জীবিত থাকিতে আপনার শোকাভিভূত হওয়া উচিত নহে। আজ সকলেই আমার বিক্রম দেখিতে পাইবেন। ইন্দ্রজিতের পৌরুষ ও দৈবযুক্ত প্রতিজ্ঞা আপনি শুনুন—আজই রাম ও লক্ষ্মণ আমার শাণিত বাণজালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবেন।

পিতার আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন। অনুগামী বীর রাক্ষসগণের সহিত প্রথমতঃ তিনি নিকুম্ভিলায় উপস্থিত হইয়া আপনার রথের চতুর্দিকে রাক্ষসগণকে সংস্থাপিত করিলেন। নিকুম্ভিলা হইতেছে—লঙ্কার পশ্চিম ভাগে একটি স্থানের নাম। সেইস্থানে প্রতিষ্ঠিতা দেবী ভদ্রকালীকেও নিকুম্ভিলা বলা হইত।[৬]

ততস্তু হুতভোক্তারং হুতভুক্সদৃশপ্রভঃ।
জুহুবে রাক্ষসশ্রেষ্ঠো বিধিবন্মন্ত্রসত্তমৈঃ॥ ইত্যাদি। ৬।৭৩।২১-২৮

—তারপর অগ্নির ন্যায় তেজস্বী রাক্ষসপ্রধান ইন্দ্রজিৎ যথাবিধি মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক অগ্নিতে আহুতি দান করিলেন। তাঁহার শস্ত্রসমূহের দ্বারা তিনি অগ্নির আস্তরণ করেন। বিভীতক-(বহেড়া) কাষ্ঠ, রক্তবর্ণ বস্ত্র এবং ইস্পাত-নির্মিত স্রুবের দ্বারা তিনি যজ্ঞ করিতেছেন। অগ্নি-সমাস্তরণের পর তিনি একটি জীবিত কৃষ্ণবর্ণ ছাগের গলদেশে

ধরিলেন। প্রজ্বলিত সংস্কৃত অগ্নি হইতে বিজয়সূচক চিহ্নসমূহ প্রকাশ পাইতেছিল। অস্ত্র-শস্ত্র ও কবচাদির সহিত রথকে অভিমন্ত্রিত করিয়া যখন ইন্দ্রজিৎ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন, তখন চন্দ্র-সূর্যাদি সহ নভস্তল ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

যজ্ঞান্তে রথ সহ ইন্দ্রজিৎ আকাশে অন্তর্হিত হইয়াছেন। দুর্ধর্ষ ইন্দ্রজিতের বাণবর্ষণে বানরসৈন্য বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। রাম-লক্ষ্মণও মূর্ছিত হইয়াছেন। বিজয়ী ইন্দ্রজিৎ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন।

সংস্তূয়মানঃ স তু যাতুধানৈঃ
পিত্রে চ সর্বং হৃষিতোঽভ্যুবাচ ॥ ৬।৭৩।৭৪

—রাক্ষসগণের দ্বারা সম্মানিত হইয়া হৃষ্ট ইন্দ্রজিৎ পিতার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

আরও দুইদিন পরে রাবণ পুনরায় ইন্দ্রজিৎকে রণক্ষেত্রে পাঠাইতেছেন। সেইদিনও মায়াবী ইন্দ্রজিৎ অনুরূপ যজ্ঞ সমাপনান্তে অদৃশ্য সুলক্ষণ অশ্বচালিত উত্তম রথে আরোহণ করিয়া শূন্যে অন্তর্হিত হইয়াছেন। সেই দিন—

জুহ্বতশ্চাপি তত্রাগ্নিং রক্তোষ্ণীষধরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
আজগ্মুস্তত্র সম্ভ্রান্তা রাক্ষস্যো যত্র রাবণিঃ ॥ ৬।৮০।৬

—রাবণপুত্র যে-স্থানে যজ্ঞ করিতেছিলেন, সেইস্থানে রক্তোষ্ণীষধারিণী রাক্ষসীগণ সসম্ভ্রমে আগমন করিলেন।

ইন্দ্রজিতের এইসকল বিজয়-যজ্ঞ যেন একপ্রকার অভিচারের অনুষ্ঠান।[৭]

সেইদিনের যুদ্ধেও মায়াবী ইন্দ্রজিতের বিক্রম দেখিয়া রাম ও লক্ষ্মণ চিন্তিত হইয়াছেন। রাম স্থির করিলেন, যে-ভাবেই হউক, অদৃশ্য এই রাক্ষসকে দৃষ্টিগোচর করিতে হইবে। রামের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ইন্দ্রজিৎ তৎক্ষণাৎ পুরীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

বন্ধুবান্ধবাদির নিধন স্মরণ করিয়া ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পুরীর পশ্চিম দ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

ইন্দ্রজিত্তু রথে স্থাপ্য সীতাং মায়াময়ীং তদা।
বলেন মহতাবৃত্য তস্যা বধমরোচয়ৎ ॥ ইত্যাদি ।৬।৮১।৫,৬

—ইন্দ্রজিৎ মায়াময়ী সীতামূর্তি নির্মাণ করিয়া তাহাকে রথে স্থাপনপূর্বক বিশাল সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সেই মূর্তিকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। বানরগণকে শোকে ও মোহে অভিভূত করিয়া আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি বানরগণের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

ইন্দ্রজিৎ মায়াসীতার চুলে ধরিয়া অসি নিষ্কাশন করিয়াছেন, আর সেই মূর্তি 'হা রাম, হা রাম' বলিয়া চীৎকার করিতেছে। হনুমান্ এই দৃশ্য দেখিয়াই প্রবল বেগে ইন্দ্রজিৎকে আক্রমণ করিলে পর তাঁহার সম্মুখেই ইন্দ্রজিৎ সেই মূর্তির শিরশ্ছেদ করিলেন।

এই ঘটনায় বানরগণ ও রাম-লক্ষ্মণ একান্তই শোকবিহ্বল হইয়া পড়েন। এই অবকাশে ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে নিকুম্ভিলায় যাত্রা করিয়াছেন।[৮]

তীক্ষ্ণধী বিভীষণ ভ্রাতুষ্পুত্রের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনপূর্বক তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রজিৎকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত রামকে পরামর্শ দেন। রামের নির্দেশে বানরগণকে সঙ্গে লইয়া লক্ষ্মণ ও বিভীষণ নিকুম্ভিলা অভিমুখে যাত্রা করেন। ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মাত্র যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় বানরসৈন্যগণ রাক্ষসগণকে আক্রমণ করিয়াছে। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে।

স্বমনীকং বিষণ্ণন্তু শ্রুত্বা শত্রুভিরর্দিতম্।
উদ্‌তিষ্ঠত দুর্ধর্ষঃ স কর্মণ্যননুষ্ঠিতে ॥ ইত্যাদি। ৬।৮৬।১৪,১৫

—আপন সৈন্যগণকে শত্রু দ্বারা পীড়িত ও বিষাদগ্রস্ত শুনিয়া দুর্ধর্ষ ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞানুষ্ঠান অসমাপ্ত রাখিয়াই উঠিয়া পড়িলেন এবং ক্রোধে বৃক্ষের আড়াল হইতে নির্গত হইয়া পূর্বযোজিত সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিলেন।

রাক্ষসসৈন্যগণ হনুমানের পরাক্রমে বিপর্যস্ত হইতেছে দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ আত্মপ্রকাশে বাধ্য হইলেন। এবার বিভীষণ ইন্দ্রজিৎকে দেখাইয়া লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—

তমপ্রতিমসংস্থানৈঃ শরৈঃ শত্রুনিবারণৈঃ।
জীবিতান্তকরৈর্ঘোরৈঃ সৌমিত্রে রাবণিং জহি ॥ ৬।৮৬।৩৪

—হে সুমিত্রানন্দন, শত্রুনাশক প্রাণান্তকারী ভীষণ বাণসমূহের দ্বারা রাবণপুত্রকে বধ করুন।

অতঃপর বিভীষণ একটি বটবৃক্ষের পাদদেশে ইন্দ্রজিতের যজ্ঞভূমি লক্ষ্মণকে দেখাইয়া বলিলেন যে, এই বলবান্ ইন্দ্রজিৎ এইস্থানে প্রবেশ করিরার পূর্বেই ইহার প্রাণসংহার করিতে হইবে।

লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। লক্ষ্মণের সমীপে বিভীষণকে দেখিয়াই ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ কর্কশস্বরে বলিতেছেন—'হে দুর্মতে, আমার পিতৃব্য হইয়া তোমার এই আচরণ? তোমার জাত্যভিমান, মর্যাদাবোধ, বন্ধুস্নেহ প্রভৃতি সমস্তই লোপ পাইয়াছে। হে নির্দয়, আমি বুঝিতেছি, তুমিই আমার বধের উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণকে এইস্থানে আনিয়াছ।[৯]'

বিভীষণও ভ্রাতুষ্পুত্রের তিরস্কারের সমুচিত উত্তর দিয়াছেন। বিভীষণ, লক্ষ্মণ ও হনুমান্—এই তিনজনকেই ইন্দ্রজিৎ যুগপৎ আক্রমণ করেন। ইন্দ্রজিতের রথের সারথি নিহত হইলে তিনি নিজেই রথ চালাইয়া কিছু সময় যুদ্ধ করিয়াছেন। অশ্বগুলি নিহত হইলে পর তিনি ভূমিতলে দাঁড়াইয়াই লক্ষ্মণকে আক্রমণ করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পুরীতে প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রজিৎ অপর রথ, অশ্ব ও সারথি লইয়া পুনরায় রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। শত্রুপক্ষ রাত্রির অন্ধকারে তাঁহার এই যাতায়াত বুঝিতেই পারেন নাই। বিভীষণ, লক্ষ্মণ ও বানরগণ রথস্থ ইন্দ্রজিৎকে দেখিয়া—

বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্লাঘবাত্তস্য ধীমতঃ। ৬।৯০।১৪

—তাঁহার ক্ষিপ্রতায় বিস্মিত হইয়াছেন।

ইন্দ্রজিৎ ভীষণ পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়াও যেন কিছুই করিতে পারিতেছেন না। এবারও তাঁহার সারথি ও রথের বাহন নিহত হইয়াছে। ইন্দ্রজিতের নিক্ষিপ্ত রৌদ্র, বারুণ, আগ্নেয় প্রভৃতি দিব্যাস্ত্রগুলিও আজ লক্ষ্মণের দিব্যাস্ত্রের দ্বারা পুনঃপুনঃ প্রতিহত হইতেছে। লক্ষ্মণ ধনুতে ঐন্দ্রাস্ত্র যোজনা করিয়া তাহাকে অভিমন্ত্রিত করিয়া ইন্দ্রজিতের উপর নিক্ষেপ করিয়াছেন। সেই বাণে ইন্দ্রজিতের শিরস্ত্রাণ ও সকুণ্ডল মস্তকটি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল।[10]

অহোরাত্রৈস্ত্রিভির্বীরঃ কথঞ্চিদ্ বিনিপাতিতঃ ।৬।৯১।১৬

—তিনদিন ও তিনরাত্রি যুদ্ধের পর অতি কষ্টে হনুমান্, বিভীষণ ও লক্ষ্মণ বীর ইন্দ্রজিৎকে নিধন করিলেন।

জ্বলন্ত পৌরুষের প্রতিমূর্তি পিতৃভক্ত মহাবীর ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে রাবণের নিকট বসুমতী যেন শূন্য বোধ হইতেছিল।[11]

---

[১] ৬।৭।১৯ ;
৭।২৫শ সর্গ

[২] ৬।৯২।১৩

[৩] ৬।৪৪শ সর্গ

[৪] ৫।৪৮।১৮,২৪

[৫] ৬।৫৯।১৫

[৬] ৫।২৪।৪৭ তিলক টীকা

[৭] ৬।৮০।৫-১১

[৮] ৬।৮২তম সর্গ

[৯] ৬।৮৭।১০-১৭

[১০] ৬।৯০।৭১

[১১] ৬।৯২।১১

কি বলিব, 'রত্ন' 'রথ' প্রভৃতি রকারাদি শব্দ শুনিলেও আমার ভয় উপস্থিত হয়।

যদিও রামের বীরত্ব দর্শনে মারীচের এই অবস্থা ঘটিয়াছে, তথাপি অনুমিত হয়—রামের কৃপায় তাঁহার প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে বলিয়াই সম্ভবতঃ পরে তাঁহার চিত্তে কৃতজ্ঞতা জাগিয়াছে এবং রাক্ষসসুলভ আচরণের প্রতি ঘৃণা জন্মিয়াছে। অন্যথা তিনি তপস্বী হইবেন কেন?

সমুদ্রের উত্তর তীরে পবিত্র ও রমণীয় অরণ্যের এক প্রান্তে মারীচ আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। রাবণ—

অত্র কৃষ্ণাজিনধরং জটামণ্ডলধারিণম্।
দদর্শ নিয়তাহারং মারীচং নাম রাক্ষসম্॥ ৩।৩৫।৩৮

—সেই আশ্রমে জটাসমূহধারী কৃষ্ণাজিনধর ভোজনে সংযমী মারীচ-নামক রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন।

লঙ্কেশ্বর মারীচের সাহায্য প্রার্থনা করিতে তাহার আশ্রমে উপস্থিত হইলে মারীচ মনুষ্যগণের অলভ্য ভক্ষ্যভোজ্যের দ্বারা লঙ্কেশ্বরের অভ্যর্থনা করিয়াছেন। রাবণের আকস্মিক আগমনে মারীচের মনে আশঙ্কা জাগিয়াছে। তিনি যখন শুনিতে পাইলেন যে, লঙ্কেশ্বর সীতাহরণে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সাহায্য চাহিতেছেন, তখন মারীচ বলিলেন—

আখ্যাতা কেন বা সীতা মিত্ররূপেণ শত্রুণা।
ত্বয়া রাক্ষসশার্দূল কো ন নন্দতি নন্দিতঃ॥ ইত্যাদি।

৩।৩১।৪২-৪৯

—হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, মিত্ররূপধারী কোন্ শত্রু আপনাকে সীতার কথা বলিয়াছে? কোন্ ব্যক্তি আপনার অনুগ্রহ লাভ করিয়াও প্রসন্ন না হইয়া আপনাকে এইরূপ বিপজ্জনক কার্যে প্ররোচিত করিয়াছে? কোন্ শত্রু আপনাকে তীব্র বিষধরের দন্ত উৎপাটনের পরামর্শ দিল? সুখশয্যায় শয়িত আপনার শিরে কে প্রহার করিতে চায়? হে রাজন্, রামরূপী নিদ্রিত নরসিংহকে প্রবোধিত করা আপনার

বিপদের কারণ হইবে। বাড়বানলের মুখে আত্মসমর্পণ করা আপনার পক্ষে উচিত হইবে না। আপনি প্রসন্ন হউন, লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বীয় ভার্যাতে অনুরক্ত থাকুন।

মারীচের বাক্য শুনিয়া রাবণ লঙ্কায় ফিরিয়া গিয়াছেন। পরন্তু শূর্পণখার তিরস্কার ও উত্তেজনা-বাক্যে অচিরেই পুনরায় মারীচের আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। এবারও তিনি মারীচের নিকট তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন—

বীর্যে যুদ্ধে চ দর্পে চ ন হ্যস্তি সদৃশস্তব।
উপায়তো মহাঞ্ছূরো মহামায়াবিশারদঃ॥ ইত্যাদি। ৩।৩৬।১৬-১৮

—তুমি মহতী মায়ার প্রয়োগে নিপুণ ও উপায়জ্ঞ। শৌর্যে বীর্যে দর্পে ও যুদ্ধবিদ্যায় তোমার তুল্য কেহই নাই। আমি সীতাহরণের ব্যাপারে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি। তুমি রজতবিন্দুচিত্রিত স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করিয়া রামের আশ্রমে গমনপূর্বক সীতার সমক্ষে বিচরণ করিবে।

অতঃপর যাহা যাহা করিতে হইবে, রাবণ সেইসকল উপায়ের কথাও মারীচকে বলিলেন। রামের নাম শুনিয়াই মারীচের মুখ শুকাইয়া গেল। অত্যন্ত ভীত মৃতপ্রায় মারীচ অধর ও ওষ্ঠ লেহন করিতে করিতে নির্নিমেষে রাবণের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।[৭]

কিছুক্ষণ পর মহাতেজা মারীচ রাবণকে বলিতেছেন—

সুলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥ ইত্যাদি। ৩।৩৭।২-২৪

—রাজন্, এই জগতে প্রিয়ভাষী ব্যক্তির অভাব নাই, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা দুর্লভ। আপনি রামের শৌর্যবীর্য সম্যক্ অবগত নহেন। জনকদুহিতা যেন সমগ্র রাক্ষসকুলের মৃত্যুরূপা না হন—এই প্রার্থনা করি। আপনার ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল রাজা প্রজাবর্গের ধ্বংসের কারণ হইয়া থাকেন। রাম ধার্মিক এবং বীরপুরুষ। আপনি সীতাকে হরণ করিলে আপনার বিনাশ

অবশ্যম্ভাবী। সীতা প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় তেজস্বিনী সতী নারী। তাঁহার উপর বলপ্রয়োগের শক্তি আপনার নাই।

মারীচ রামের কার্যকলাপ রাবণকে শোনাইয়া পুনরায় বলিতেছেন—

কলত্রাণি চ সৌম্যানি মিত্রবর্গং তথৈব চ।
যদিচ্ছসি চিরং ভোক্তুং মা কৃথা রামবিপ্রিয়ম্॥ ৩।৩৮।৩২

—যদি বহুকাল ভোগ করিবার বাসনা থাকে, তবে আপনার অন্তঃপুরে অসংখ্য সুন্দরী ভার্যা রহিয়াছেন এবং আপনার অনেক মিত্র রহিয়াছেন, আপনি তাহাই ভোগ করুন। রামের অপ্রিয় কার্য করিবেন না।

তিনি আরও কহিলেন—'হে রাজন্, আপনি যাহা সঙ্গত মনে করেন, তাহাই করুন, কিন্তু আমি আপনার আদেশ পালনে অসমর্থ। দুরাচার খর দুষ্টচারিণী শূর্পণখার প্ররোচনায় রামকে আক্রমণ করিয়া নিহত হইয়াছে। ইহাতে মহাত্মা রামের কোন দোষ হয় নাই। আপনার হিতের নিমিত্তই এত কথা বলিলাম। আমার কথা না শুনিলে আপনি নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন।[৮]'

দাম্ভিক রাবণ অতি কর্কশ ভাষায় মারীচকে তিরস্কার করিয়া পরিশেষে বলিলেন যে, তাঁহার আদেশ পালন না করিলে সেই মুহূর্তেই তিনি মারীচকে হত্যা করিবেন।

মারীচও কঠোর ভাষায় রাবণকে তিরস্কার করেন। কিছুতেই রাবণকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া তিনি কহিলেন—

আনয়িষ্যসি চেৎ সীতামাশ্রমাৎ সহিতো ময়া।
নৈব ত্বমপি নাহং বৈ নৈব লঙ্কা ন রাক্ষসাঃ॥ ৩।৪১।১৯

নিবার্যমাণস্তু ময়া হিতৈষিণা
ন মৃষ্যসে বাক্যমিদং নিশাচর।
পরেতকল্পা হি গতায়ুষো নরা
হিতং ন গৃহ্নন্তি সুহৃদ্ভিরীরিতম্॥ ৩।৪১।২০

—যদি আপনি আমার সহিত রামের আশ্রমে যাইয়া সেখান হইতে সীতাকে হরণ করেন, তবে আপনি, আমি, লঙ্কাপুরী ও রাসক্ষগণ—সকলেরই বিনাশ ঘটিবে। হে রাক্ষসরাজ, আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষায় আপনাকে নিবারণ করিতেছি, কিন্তু আপনি আমার বাক্য গ্রহণ করিতেছেন না। আসন্নমৃত্যু ব্যক্তিগণ সুহৃদ্‌বর্গের হিতবচন গ্রহণ করেন না।

রাবণের ভয়ে পরিশেষে মারীচ বলিলেন—

কিন্তু কর্তুং ময়া শক্যমেবং ত্বয়ি দুরাত্মনি।
এষ গচ্ছাম্যহং তাত স্বস্তি তেহস্তু নিশাচর ॥ ৩।৪২।৪

—আপনি এইপ্রকার দুরাত্মা হইলে আমি আর কি করিতে পারি? রাক্ষসরাজ, আপনার মঙ্গল হউক। এই আমি যাইতেছি।

অতঃপর মায়াবলে হরিণরূপ ধারণ করিয়া মারীচ যাহা যাহা করিয়াছেন এবং যেভাবে রামের হাতে নিহত হইয়াছেন, সেইসকল কথা রামের চরিতে আলোচিত হইয়াছে।

দুর্বৃত্ত রাবণের ভয়ে সোনার হরিণ সাজিয়া তপস্বী মারীচকে প্রাণ দিতে হইল।

---

১ ১।২৫শ সর্গ

২ ১।২৪।২৫-২৯

৩ ১।১৯।৫,৬

৪ ১।৩০।১৬-২৩

৫ ৩।৩৮।২০

৬ ৩।৩৮।২১

৭ ৩।৩৬।২২,২৩

৮ ৩।৩৯।২২-২৫

আনন্দিত কর। বৎস, অতি শুভক্ষণে তোমাকে কোলে পাইয়াছি। যেহেতু তুমি আপন চরিত্রে মহারাজকে তুষ্ট করিয়াছ। আমি শ্রীহরির প্রসাদ-কামনায় যে-সকল ব্রত-উপবাসাদি করিয়াছি, তাহা সার্থক হইয়াছে।’[৪]

কৌসল্যা এই উক্তির ভিতরে কৈকেয়ীর নাম গ্রহণ করেন নাই। কৈকেয়ীর আচরণে তিনি যে তুষ্ট ছিলেন না, তাহা নানা ঘটনায় প্রকাশ পাইবে।

পুত্রের কল্যাণ-কামনায় কৌসল্যা সংযতচিত্তে রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে বিষ্ণুপূজা করিতেছিলেন। সর্বদা ব্রতাচরণরত পট্টবস্ত্রধারিণী সানন্দে মাঙ্গলিক আচার সমাপন করিয়া ঋত্বিকের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দেওয়াইতেছিলেন। এমন সময় রাম জননীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সেইস্থানে দধি, আতপ তণ্ডুল, ঘৃত, খৈ প্রভৃতি পূজোপকরণ দেখিতে পাইয়াছেন। অনেকগুলি পূর্ণকুম্ভও সেইস্থানে সুসজ্জিত ছিল।

> তাং শুক্লক্ষৌমসংবীতাং ব্রতযোগেন কর্শিতাম্।
> তর্পয়ন্তীং দদর্শাদ্ভির্দেবতাং বরবর্ণিনীম্॥ ২।২০।১৯

—অনন্তর জননীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রাম দেখিলেন যে, শুভ্র-পট্টবস্ত্রধারিণী উপবাসকৃশা গৌরদেহা জননী জলের দ্বারা দেবতার উদ্দেশে তর্পণ করিতেছেন।

পুত্রকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার মস্তক-আঘ্রাণ ও আশীর্বাদান্তে জননী কিঞ্চিৎ ভোজনের অনুরোধ করিলেন। রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার প্রতি পিতার বনগমনের আদেশ জননীকে শোনাইলে পর—

> সা নিকৃত্তেব শালস্য যষ্টিঃ পরশুনা বনে।
> পপাত সহসা দেবী দেবতেব দিবশ্চ্যুতা॥ ২।২০।৩২

—কুঠার দ্বারা মূলচ্ছেদ করা হইলে বনে শালবৃক্ষ যেরূপ ভূমিতে পতিত হয়, কৌসল্যাও অকস্মাৎ সেইভাবে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন। মনে হইল, যেন স্বর্গ হইতে কোন দেবতা পতিত হইলেন।

রাম চৈতন্যহীনা জননীকে ধরিয়া উঠাইলেন এবং আপন হস্তে তাঁহার অঙ্গের ধূলি মুছাইতে লাগিলেন। সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া কৌসল্যা লক্ষ্মণের সম্মুখেই রামকে কহিলেন যে, তিনি যদি বন্ধ্যাই থাকিতেন, তবে তাঁহাকে এই কষ্ট পাইতে হইত না। পতির প্রকৃত অনুরাগ তিনি পান নাই, পুত্রের মুখ চাহিয়াই তিনি বাঁচিতেছেন। তিনি বড় দুঃখে আরও বলিয়াছেন—

সা বহূন্যমনোজ্ঞানি বাক্যানি হৃদয়চ্ছিদাম্।
অহং শ্রোষ্যে সপত্নীনামবরাণাং পরা সতী॥

ইত্যাদি। ২।২০।৩৯-৫৪

—জ্যেষ্ঠা রাজমহিষী হইয়াও আমাকে কনিষ্ঠা সপত্নীগণের বহু কর্কশ বাক্য শুনিতে হইবে। তাহারা আমার হৃদয়বিদারক আচরণে অভ্যস্ত। ইহা অপেক্ষা মহিলাগণের আর কি দুর্ভাগ্য হইতে পারে? বাবা, তুই আমার নিকটে থাকাতেও আমি উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইয়া আছি। তুই বনে চলিয়া গেলে আমার কি গতি হইবে? পতির অনুরাগ না পাইয়া অত্যন্ত নিগ্রহ ভোগ করিতেছি। আমি কৈকেয়ীর পরিচারিকার তুল্য, অথবা তদপেক্ষাও হীন হইয়া রহিয়াছি। যে আমার সেবা করে, কিংবা আমাকে মানিয়া চলে, সেও কৈকেয়ীর পুত্রকে দেখিলে আমার সহিত কথা বলে না। কৈকেয়ী সর্বদা ক্রুদ্ধ থাকিয়া আমাকে কর্কশ কথা বলেন। আমি এহেন দুরবস্থায় পড়িয়া কিরূপে তাহার মুখের দিকে তাকাইব? রাম, তোমার উপনয়নের পর শুধু তোমার মুখপানে চাহিয়াই আমি সতরো বৎসর কাটাইলাম। এখন আমি জরাজীর্ণ হইয়াছি, অসীম দুঃসহ দুঃখ ও সপত্নীগণের দুর্ব্যবহার বেশীদিন সহ্য করিতে পারিব না! বাবা, আমি তোমার চাঁদমুখ না দেখিয়া কিরূপে দীনভাবে জীবন ধারণ করিব? আমার হৃদয় অতি কঠিন বলিয়াই তোমার বনবাসের কথা শুনিয়াও বিদীর্ণ হয় নাই। আমার ব্রত উপবাস প্রভৃতি সকলই ব্যর্থ হইল। বৎস, ধেনু যেমন দুর্বল হইলেও বৎসের

অনুগমন করে, সেইরূপ সামর্থ্য না থাকিলেও আমি তোমার সঙ্গে বনে যাইব।

কৌসল্যার বিলাপে অধীর হইয়া ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ রামকে কহিলেন যে, স্ত্রৈণ অধার্মিক পিতার আদেশ পালন করিতে হইবে না। তিনি বাহুবলে রামকে সিংহাসনে বসাইবেন।

শোকাকুলা কৌসল্যা কাঁদিতে কাঁদিতে রামকে বলিতেছেন—'বৎস, তোমার ভ্রাতা লক্ষ্মণের কথা শুনিতেছ তো? এখন যাহা কর্তব্য হয়, তাহাই কর। আমার সপত্নীর ধর্মগর্হিত বাক্য শুনিয়া শোকদগ্ধ জননীকে পরিত্যাগপূর্বক অরণ্যে যাত্রা করা তোমার উচিত হইবে না। কাশ্যপ জননীর শুশ্রূষার দ্বারাই স্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন। তোমার পিতার ন্যায় আমিও তোমার পূজনীয়। আমি তোমাকে বনে যাইতে অনুমতি দিব না। তোমার মুখ না দেখিয়া আমি বাঁচিয়া থাকিতে চাই না। আমাকে ত্যাগ করিয়া তুমি বনে যাত্রা করিলে আমি অনশনে প্রাণত্যাগ করিব। তুমি জননীর মৃত্যুর কারণ হইয়া পাতকী হইবে।[৫]'

রাম সবিনয়ে অনেক নজির ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া জননীকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিলেন। পতিসেবাই নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম—এই কথা নানাভাবে বুঝাইয়া রাম বনগমন হইতে জননীকে নিবৃত্ত করিলেন।

কৌসল্যা বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে পুত্রকে বলিতেছেন—

গমনে সুকৃতাং বুদ্ধিং ন তে শক্নোমি পুত্রক।
বিনিবর্তয়িতুং বীর নূনং কালো দুরত্যয়ঃ॥

ইত্যাদি। ২।২৪।৩২-৩৮

—বৎস, তোমার বনগমনে সুদৃঢ় সঙ্কল্পের নিবৃত্তি করিতে আমি পারিলাম না। ইহাতে বুঝিতেছি, দৈবকে অতিক্রম করা সুকঠিন। বৎস, তুমি গমন কর। তোমার মঙ্গল হউক। মহাভাগ্যবান্ তুমি পিতাকে অঋণী করিয়া ফিরিয়া আসিলে আমি সুখে নিদ্রা

যাইব। বৎস, বন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মধুর সান্ত্বনাবাক্যে আমাকে আনন্দিত করিও।

মনস্বিনী কৌসল্যা পুত্রের মঙ্গলার্থ নানাবিধ অনুষ্ঠান করিয়া পুত্রকে আশীর্বাদ করিতেছেন—

যং পালয়সি ধর্মং ত্বং প্রীত্যা চ নিয়মেন চ।
স বৈ রাঘবশার্দূল ধর্মস্ত্বামভিরক্ষতু॥ ইত্যাদি। ২।২৫।৩-১২

—হে রাঘবশ্রেষ্ঠ, তুমি প্রীতিপূর্বক নিয়ম অনুসারে যে ধর্মকে রক্ষা করিতেছ, সেই ধর্ম তোমাকে রক্ষা করুন। বৎস, দেবগণ, মহর্ষিগণ, যক্ষ, রক্ষঃ, কাল, দিক্, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সকলেই তোমার কল্যাণ করুন।

স্থাবর, জঙ্গম, ভৌম, আন্তরীক্ষ প্রভৃতি সকলের নিকট পুত্রের মঙ্গল যাচ্ঞা করিয়া জননী ঋত্বিকের দ্বারা হোম করাইতেছেন। পুত্রের মস্তকে মাঙ্গলিক দ্রব্য প্রক্ষেপ করিয়া এবং তাঁহার হাতে রক্ষাবন্ধন করিয়া মনের দুঃখ চাপিয়া রাখিয়া কৌসল্যা যেন প্রসন্নমুখে

অবদৎ পুত্রমিষ্টার্থো গচ্ছ রাম যথাসুখম্॥ ২।২৫।৪০

—পুত্রকে বলিলেন—বৎস, তুমি সুখে গমন কর।

এরূপ অবিচলিত হইয়া পুত্রকে বিদায় দেওয়া সাধারণ জননীর সাধ্যাতীত। শুধু কৌসল্যার মত মনস্বিনী ধর্মপ্রাণা জননীই তাহা পারেন।

রামের অরণ্যযাত্রাকালে কৌসল্যা দুই বাহুর দ্বারা সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণপূর্বক কহিতেছেন—'বৎসে, পতির বিপৎকালেই সতী নারীর যথার্থ পরীক্ষা হইয়া থাকে।

স ত্বয়া নাবমন্তব্যঃ পুত্রঃ প্রব্রাজিতো বনম্।
তব দেবসমস্ত্বেষ নির্ধনঃ সধনোঽপি বা॥ ২।৩৯।২৫

—আমার পুত্র বনে যাইতেছে। সে ধনী হউক বা নির্ধন হউক, তোমার নিকট সে দেবতার সমান। কখনও তাহাকে অবজ্ঞা করিও না।'

এই কথার উত্তরে সীতার বিনয়মধুর বাক্য শুনিয়া দুঃখে ও হর্ষে কৌসল্যা অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা রথে আরোহণ করিয়া অরণ্যে যাত্রা করিয়াছেন। অসাধারণ ধৈর্যশীলা জননী কৌসল্যাও আর সহ্য করিতে পারিলেন না।

প্রত্যগারমিবায়ান্তী সবৎসা বৎসকারণাৎ।
বদ্ধবৎসা যথা ধেনূ রামমাতাভ্যধাবত॥

ইত্যাদি। ২।৪০।৪৩-৪৫

—সন্তানবৎসলা ধেনু যেমন গোপ কর্তৃক গৃহাভিমুখে চালিত হইয়াও বদ্ধ বৎসের দিকে ধাবিত হয়, রামজননী সেইরূপ রামের দিকে ধাবিত হইলেন। তিনি 'হা রাম, হা সীতে, হা লক্ষ্মণ,' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি যেন নৃত্য করিতে করিতে ধাবিত হইতেছেন, অর্থাৎ ইতস্ততঃ দৌড়াইতেছেন। রাম দূর হইতে এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। অতি কষ্টে কৌসল্যাকে ফিরাইয়া আনা হইল।

রাম চলিয়া গেলে দশরথ ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার দক্ষিণ বাহুতে ধরিয়া কৌসল্যা মহারাজকে উঠাইয়াছেন। শোকাতুর দশরথ কৌসল্যার ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ততঃ সমীক্ষ্য শয়নে সন্নং শোকেন পার্থিবম্।
কৌসল্যা পুত্রশোকার্তা তমুবাচ মহীপতিম্॥

ইত্যাদি। ২।৪৩।১-২১

—পুত্রশোকে অবসন্ন শয্যাশায়ী মহারাজ দশরথকে সম্বোধন করিয়া পুত্রশোকার্তা কৌসল্যা বলিতেছেন—'রাজন্, কূটবুদ্ধি কৈকেয়ী রামের উপর অন্তরের বিষ ত্যাগ করিয়া নির্মোকমুক্তা নাগিনীর ন্যায় বিচরণ করিবেন। সৌভাগ্যবতীর মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছে। রাজন্, আপনি দুষ্টা কৈকেয়ীর প্ররোচনায় রামকে বনবাসী করিয়াছেন। না-জানি তাহাদের কত কষ্ট হইবে। আমি কি সীতা ও লক্ষ্মণের

সহিত সমাগত রামকে দেখিতে পাইব ? সিংহ যেমন গো-বৎসকে ভক্ষণ করিয়া ধেনুকে সন্তানহারা করে, কৈকেয়ীও সেইরূপ আমাকে পুত্রহারা করিয়াছেন। রাজন্, আমি পুত্রশোকে দগ্ধ হইতেছি। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার শোকে আমার জীবন-ধারণ কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে।

দুঃখিনী সুমিত্রা নানাভাবে কৌসল্যাকে আশ্বাস দিয়া কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়াছেন। রামের বনযাত্রার ষষ্ঠ দিনে সুমন্ত্র শূন্য রথ লইয়া নিরানন্দ নিস্তব্ধ অযোধ্যাপুরীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শোকাকুল সুমন্ত্র রামের কথিত করুণ কথাগুলি মহারাজকে শোনাইলেন। দশরথ রামের সকল কথা শুনিয়া মূর্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। কৌসল্যা ও সুমিত্রা দশরথকে ধরিয়া ভূমি হইতে তুলিয়াছেন। মহারাজের মুখে একটিও কথা নাই দেখিয়া কৌসল্যা বলিতেছেন—'মহারাজ, দুষ্করকার্যকারী রামের দূতরূপে সুমন্ত্র ফিরিয়া আসিয়াছেন। আপনি তাঁহার সহিত বাক্যালাপে কেন বিরত রহিয়াছেন ? রামের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া এখন লজ্জিত হইতেছেন কেন ? শোক ত্যাগ করিয়া সুস্থির হউন। মহারাজ, আপনার সত্যপালনের পুণ্যলাভ হউক। এক্ষণে শোক করিলে রামের কোনরূপ সাহায্য করা হইবে না।

দেব যস্যা ভয়াদ্ রামং নানুপৃচ্ছসি সারথিম্।
নেহ তিষ্ঠতি কৈকেয়ী বিশ্রব্ধং প্রতিভাষ্যতাম্॥ ২।৫৭।৩১

—দেব, আপনি যাহার ভয়ে সুমন্ত্রকে রামের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন না, সেই কৈকেয়ী এইস্থানে নাই। অতএব নিঃশঙ্ক হইয়া সারথির সহিত আলাপ করুন।'

বাষ্পাকুল স্বরে মহারাজকে এইরূপ বলিয়াই শোকাতুরা কৌসল্যা ভূতলে পড়িয়া গেলেন। দশরথ ও কৌসল্যার দুরবস্থা দেখিয়া সেই গৃহে উপস্থিত মহিলাগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

তেতো ভূতোপসৃষ্টেব বেপমানা পুনঃপুনঃ।
ধরণ্যাং গতসত্ত্বেব কৌসল্যা সূতমব্রবীৎ ॥

ইত্যাদি। ২।৬০।১-৩

—ভূতাবিষ্টার ন্যায় পুনঃপুনঃ কম্পিতদেহে ভূপতিতা ও প্রায় চৈতন্যহীনা কৌসল্যা সুমন্ত্রকে বলিলেন—হে সূত, আমাকে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার নিকট লইয়া চল। তাহাদের বিরহে আমি ক্ষণকালও বাঁচিতে ইচ্ছা করি না। আমাকে দণ্ডকারণ্যে লইয়া চল। অন্যথা আমি প্রাণধারণ করিতে পারিব না।

বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে রামবিষয়ক নানাকথায় সুমন্ত্র কৌসল্যাকে আশ্বাস দিয়া কিঞ্চিৎ শান্ত করিয়াছেন। পরন্তু কৌসল্যার করুণ বিলাপ ও ক্রন্দন কিছুতেই থামিতেছে না। শোকাকুলা কৌসল্যা দশরথকে বলিতেছেন— 'রাজন্, আপনি দয়ালু ও দানশীল হইয়াও বধূর সহিত পুত্রদ্বয়কে এইভাবে দুঃখ দিলেন? যাহারা চিরদিন সুখে লালিত-পালিত, তাহাদের এইপ্রকার বিড়ম্বনা ঘটাইলেন?

যত্ত্বয়া কারুণং কর্ম ব্যপোহ্য মম বান্ধবাঃ।
নিরস্তাঃ পরিধাবন্তি সুখার্হাঃ কৃপণা বনে ॥

ইত্যাদি। ২।৬১।২০-২৬

—মহারাজ, কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়া সহসা আপনি যে শোচনীয় কার্য করিলেন, তাহার ফলে সর্বতোভাবে সুখভোগের যোগ্য আমার স্বজনগণ বিতাড়িত হইয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছে। চৌদ্দ বৎসর পরে যদিও রাম ফিরিয়া আসে, ভরত কি তখন রাজ্য ছাড়িয়া দিবে? আর ছাড়িয়া দিলেও নিশ্চয়ই রাম তাহা গ্রহণ করিবে না। রাজন্, ব্যাঘ্র কখনও অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য গ্রহণ করে না। রাম কি এই অপমান সহ্য করিবে? মৎস্য নিজের সন্তানকে ভক্ষণ করে, মহাবীর ধর্মপরায়ণ রামও নিজের পিতার দ্বারাই বিনষ্ট হইয়াছে। মহারাজ, আপনার এই আচরণ কি ধর্মানুমোদিত? চিন্তা করিয়া দেখুন, স্ত্রীলোকের প্রথম গতি

হইতেছেন পতি, দ্বিতীয় গতি পুত্র ও তৃতীয় গতি (পিতৃকুল ও স্বামিকুলের) জ্ঞাতিগণ। স্ত্রীলোকের চতুর্থ কোন গতি নাই।

আপনি আমার প্রথম গতি হইলেও সপত্নীর বশীভূত বলিয়া আমার নহেন। আমার দ্বিতীয় গতি রামকে আপনি নির্বাসিত করিয়াছেন। আপনাকে ত্যাগ করিয়া আমি অরণ্যেও যাইতে পারি না। আপনি আমাকে সর্বপ্রকারে দুঃখিনী করিলেন। আপনার এই আচরণে সমগ্র রাজ্যের সহিত অযোধ্যানগরী এবং মন্ত্রিবর্গের সহিত প্রজামণ্ডলী বিনষ্ট হইল। পুত্রের সহিত অমিও বিনাশ প্রাপ্ত হইলাম। আপনি শুধু আপনার প্রিয়তমা কৈকেয়ী ও পুত্র ভরতেরই আনন্দ বর্ধন করিলেন।

কৌসল্যার বচনে হতভাগ্য মহারাজ অধিকতর শোকগ্রস্ত হইয়া যুক্তকরে করুণ ভাষায় পত্নীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছেন।

সমধিক দীনভাবাপন্ন পতির করুণ বাক্য শুনিয়া কৌসল্যা কাঁদিতে কাঁদিতে মহারাজের অঞ্জলিবদ্ধ হস্তদ্বয় আপন মস্তকে ধারণ করিয়া সসম্ভ্রমে বলিতেছেন—

প্রসীদ শিরসা যাচে ভূমৌ নিপতিতাস্মি তে।
যাচিতাস্মি হতা দেব ক্ষন্তব্যাহং নহি ত্বয়া॥

ইত্যাদি। ২।৬২।১২-১৮।

—দেব, আমি ভূলুণ্ঠিতা হইয়া মস্তক দ্বারা আপনার চরণযুগল স্পর্শ করিয়া প্রার্থনা করিতেছি—আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি আপনাকে কটু কথা বলিয়া অপরাধ করিয়াছি। হে ধর্মজ্ঞ, পুত্রশোক আমার ধৈর্যকে নাশ করিয়াছে। রামের অরণ্যযাত্রার পর পাঁচটি রাত্রি অতিক্রান্ত হইল, কিন্তু আমি যেন পাঁচটি রাত্রিকেই পাঁচ বৎসরের তুল্য মনে করিতেছি।

কৌসল্যার বাক্যে দশরথ কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। তখন রাত্রিকাল সমাগত। সেই রাত্রির দুইপ্রহর অতীত হইলে নানা-

প্রকার বিলাপ করিতে করিতে দশরথ শোকের ও লজ্জার হাত হইতে চিরতরে মুক্তি পাইয়াছেন।

দশরথের অন্তিম কালে শোকাভিভূতা কৌসল্যা ও সুমিত্রা গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্না ছিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে অন্যান্য মহিলাদের চীৎকারে তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। মহারাজকে স্পর্শ করিয়া তাঁহারাও চীৎকার করিয়া ভূতলে লুটাইয়া পড়িলেন।

সা কোসলেন্দ্রদুহিতা চেষ্টমানা মহীতলে।
ন ভ্রাজতে রজোধ্বস্তা তারেব গগনচ্যুতা ॥ ২।৬৫।২৩

—কোসরাজদুহিতা ধূলিধূসরিতদেহে ভূলুণ্ঠিতা হইয়া আকাশভ্রষ্ট তারার ন্যায় শোভাহীন হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে মহারাজের মস্তকটি ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া কৌসল্যা কৈকেয়ীকে কহিতেছেন—

সকামা ভব কৈকেয়ি ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যমকণ্টকম্।
ত্যক্ত্বা রাজানমেকাগ্রা নৃশংসে দুষ্টচারিণি ॥
ইত্যাদি। ২।৩৬।৩-১২

—দুষ্টচারিণি নৃশংসে কৈকেয়ি, তুমি রাজাকে ত্যাগ করিয়া সুস্থচিত্তে নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর। তোমার বাসনা সফল হউক। রাম অরণ্যে নির্বাসিত, স্বামীও স্বর্গত। আমি আর বাঁচিতে ইচ্ছা করি না। তোমার ন্যায় ধর্মত্যাগিনী ব্যতীত দেবতাস্বরূপ স্বামীকে ত্যাগ করিয়া কে বাঁচিতে ইচ্ছা করে? হায়, কুব্জা ও কৈকেয়ী হইতে রঘুবংশের এই শোচনীয় পরিণতি ঘটিল। হায়, রাম আমার এই দুর্দশার কথা জানিতে পারিবে না। রাজর্ষি জনকও অযোধ্যার সকল সংবাদ শুনিতে পাইলে শোকে প্রাণত্যাগ করিবেন। আমি পতির মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিব।

কৌসল্যা এইভাবে বিলাপ করিতে থাকিলে বিচক্ষণ অমাত্যগণ অন্যান্য মহিলাগণের দ্বারা কৌসল্যাকে অন্যত্র লইয়া গেলেন।

লোক পাঠাইয়া ভরত ও শত্রুঘ্নকে মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় আনা হইয়াছে। কৈকেয়ীর মুখে সকল ঘটনা শুনিয়া ব্যথিত ভরত তীব্র ভাষায় জননীকে ভর্ৎসনা করিতেছেন। ভরতের মাতৃভর্ৎসনার মধ্যেও কৌসল্যা সম্পর্কে একটি কথা জানা যাইতেছে—

তথা জ্যেষ্ঠা হি মে মাতা কৌসল্যা দীর্ঘদর্শিনী।
ত্বয়ি ধর্মং সমাস্থায় ভগিন্যামিব বর্ততে॥

ইত্যাদি। ২।৭৩।১০,১১

—দূরদর্শিনী জ্যেষ্ঠা মাতা কৌসল্যাদেবীও ধর্মানুসারে আপন ভগিনীর মতই তোমার সহিত ব্যবহার করেন। পাপীয়সি, তুমি তাঁহার পুত্রকে চীরবল্কল পরিধান করাইয়া নির্বাসিত করিয়াছ, অথচ এইজন্য তোমার কোনরূপ অনুশোচনা দেখিতেছি না।

ইহাতে জানা যায় যে, কৈকেয়ী কৌসল্যার প্রতি দুর্ব্যবহার করিলেও কৌসল্যা কখনও কৈকেয়ীর প্রতি দুর্ব্যবহার করেন নাই, পরন্তু স্নেহই প্রদর্শন করিতেন। তিনি সকল দুঃখই আপন মনে চাপিয়া রাখিতেন।

জননীকে তিরস্কার করিয়া ব্যথিত ভরত যখন উচ্চকণ্ঠে বিলাপ করিতেছিলেন, তখন ভরতের কণ্ঠস্বর শুনিয়া কৌসল্যা সুমিত্রাকে বলিতেছেন—'ক্রূরকার্যকারিণী কৈকেয়ীর পুত্র ভরত আসিয়াছে। আমি দূরদর্শী ভরতের সহিত দেখা করিতে চাই।' এই বলিয়া শীর্ণদেহা বিষণ্ণবদনা প্রায় চৈতন্যশূন্যা কৌসল্যা কাঁপিতে কাঁপিতে ভরতের নিকট গমন করিতেছেন। ভরত এবং শত্রুঘ্নও কৌসল্যার ভবনেই আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। ভরতকে দেখিয়াই কৌসল্যা অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। মনস্বিনী কৌসল্যা দুঃখের তীব্রতার জন্য কাঁদিতেছিলেন। তিনি ভরতকে বলিতে লাগিলেন—

ইদং তে রাজ্যকামস্য রাজ্যং প্রাপ্তমকণ্টকম্।
সম্প্রাপ্তং বত কৈকয্যা শীঘ্রং ক্রূরেণ কর্মণা॥

ইত্যাদি। ২।৭৫।১১-১৫

—তুমি রাজ্য কামনা করিয়াছিলে, এখন নিষ্কণ্টক রাজ্য পাইয়াছ। কৈকেয়ীর নিষ্ঠুর কার্যের দ্বারা অতি শীঘ্রই তোমার রাজ্যলাভ ঘটিয়াছে। রামকে নির্বাসিত না করিয়াও কৈকেয়ী তোমাকে রাজ্য দিতে পারিতেন। রাম যে-পথে গমন করিয়াছে, আমি সুমিত্রাকে সঙ্গে লইয়া অগ্নিহোত্র গ্রহণপূর্বক সেই পথেই যাত্রা করিব। তুমি আমাকে রামের নিকট লইয়া চল।

কৌসল্যার তিরস্কার-বাক্য যেন ভরতের মর্মস্থল বিদ্ধ করিল। তিনি কৌসল্যার চরণে পতিত হইয়া নানাবিধ শপথ করিয়া বলিলেন যে, তিনি এই ব্যাপারের কিছুই জানিতেন না। অতি কঠোর শপথ করিতে করিতে শোকসন্তপ্ত নিষ্পাপ ভরত অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িয়া রহিলেন। কৌসল্যা বুঝিতে পারিলেন, ভরতের কোন পাপ নাই, তিনি বৃথাই ভরতকে সন্দেহ করিয়াছেন। তখন কৌসল্যা সস্নেহে ভরতকে বলিতেছেন—

মম দুংখমিদং পুত্র ভূয়ঃ সমুপজায়তে।
শপথৈং শপমানো হি প্রাণানুপরুণৎসি মে॥

ইত্যাদি। ২।৭৫।৬১-৬৩

—বৎস, এইভাবে বিবিধ শপথ করিয়া তুমি আমার প্রাণে পীড়া দিতেছ। ইহাতে আমি অধিকতর দুঃখ পাইতেছি। পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, তুমি ধর্মচ্যুত হও নাই। বৎস, তোমার সত্যনিষ্ঠায় তুমি সাধুগণের গম্য উত্তম লোকে গমন করিবে।

এইকথা বলিয়া কৌসল্যা ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

শত্রুঘ্নের হাতে কুব্জার লাঞ্ছনা দেখিয়া কুব্জার সখীগণ দয়াবতী ধর্মজ্ঞা কৌসল্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।[৬]

ভরতের ব্যবহার কৌসল্যার হৃদয়কে বিশেষরূপে অভিভূত করিয়াছে। চিত্রকূট-গমনের পথে শৃঙ্গবেরপুরে নিষাদরাজ গুহের সহিত রামবিষয়ক কথাবার্তার সময় ভরত অজ্ঞান হইয়া পড়েন। কৌসল্যা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

পুত্র ব্যাধির্ন তে কচ্চিচ্ছরীরং প্রতিবাধতে।
অস্য রাজকুলস্যাদ্য ত্বদধীনং হি জীবিতম্॥

ইত্যাদি। ২।৮৭।৯,১০

—পুত্র, কোন ব্যাধি তোমার শরীরকে পীড়িত করিতেছে না তো? এক্ষণে এই রাজবংশের অস্তিত্ব তোমারই অধীন। মহারাজ স্বর্গগত এবং রাম ও লক্ষ্মণ অরণ্যবাসী, আমি শুধু তোমার মুখের দিকে তাকাইয়াই প্রাণ ধারণ করিতেছি।

মহামুনি ভরদ্বাজের আশ্রম হইতে চিত্রকূটে যাত্রাকালে রাজমহিষীগণ ভরদ্বাজের চরণ বন্দনা করিয়াছেন। মুনি মাতৃগণের প্রত্যেকের পরিচয় জানিতে চাহিলে ভরত জননী কৌসল্যাকে দেখাইয়া বলিতেছেন—

যামিমাং ভগবন্ দীনাং শোকানশনকর্শিতাম্।
পিতুর্হি মহিষীং দেবীং দেবতামিব পশ্যসি॥
এষা তং পুরুষব্যাঘ্রং সিংহবিক্রান্তগামিনম্।
কৌসল্যা সুষুবে রামং ধাতারমদিতির্যথা॥ ২।৯২।২০,২১

—ভগবন্ শোকে ও উপবাসে শীর্ণদেহা অতি দুঃখিতা এই যে দেবতারূপিণী জননীকে আপনি দেখিতেছেন, ইনি পিতৃদেবের প্রধানা মহিষী দেবী কৌসল্যা। অদিতি যেমন ধাতার (উপেন্দ্রের) জননী, ইনিও সেইরূপ সিংহসম গতিমান্ পুরুষশ্রেষ্ঠ রামের জননী।

ভরতের মুখে রাম পিতৃবিয়োগের সংবাদ পাইয়াছেন। রাজমহিষীগণ গুরু বশিষ্ঠের সহিত রামের আশ্রমে যাইতেছেন। পথিমধ্যে মন্দাকিনী-নদীতে রাম-লক্ষ্মণের অবতরণের ঘাট, নদীতীরে

দশরথের উদ্দেশে রামের প্রদত্ত ইঙ্গুদি-ফলের পিণ্ড প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে করুণ বিলাপ করিয়া রামজননী ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। রামকে দেখিতে পাইয়াই তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে রামের পিঠে হাত দিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশের ধূলি মার্জনা করিতে লাগিলেন। সাশ্রুবদনা সীতাকে আলিঙ্গন করিয়াও কৌসল্যা বিলাপ করিতেছেন। তাঁহার হৃদয় যেন শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিল।[৭]

ভরতের শত অনুনয়-বিনয়, পুরবাসিগণের প্রার্থনা এবং বশিষ্ঠের অনুরোধেও রাম অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা রামের পাদুকা গ্রহণ করিয়াই ভরতকে ফিরিতে হইতেছে। যাত্রাকালে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠা জননীগণ রামের সহিত কোন কথা বলিতে পারিলেন না। রামও তাঁহাদিকে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কুটীরে প্রবেশ করিলেন।[৮]

অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া কৌসল্যা কিভাবে কাল কাটাইয়াছেন, রামায়ণে তাহা বর্ণিত না হইলেও এই মহীয়সী দুঃখিনী জননীর চরিত্র হইতে অনুমান করা যায় যে, পুত্রের কল্যাণ-কামনায় পূজা-অর্চা, ব্রত এবং উপবাস প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়াই তিনি দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন।

সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর পরে রাম নন্দিগ্রামে ফিরিয়া আসিতেছেন। কৌসল্যা প্রমুখ জননীগণও পূর্বেই নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

রামো মাতরমাসাদ্য বিবর্ণাং শোককর্শিতাম্।
জগ্রাহ প্রণতঃ পাদৌ মনো মাতুঃ প্রহর্ষয়ন্॥ ৬।১২৭।৪৯

—শোকে কৃশা ও বিবর্ণা জননীর নিকটে যাইয়া রাম তাঁহার আনন্দ উৎপাদনপূর্বক চরণে প্রণাম করিলেন।

কৌসল্যাদি রাজমহিষীগণ স্বহস্তে সীতাকে মনোহর বেশভূষায় সাজাইয়া দিলেন এবং পুত্রবৎসলা কৌসল্যা সানন্দে বানররমণীগণকে উত্তম আভরণে সুসজ্জিত করিলেন।[৯]

পুত্রহারা জননী দীর্ঘকাল পর পুত্রমুখ দেখিতে পাইয়া আনন্দিতা হইয়াছেন। ইহার পরও তিনি অনেক দিন জীবিত ছিলেন। সীতার পাতাল-প্রবেশের পরেও রাম অনেক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন।

অথ দীর্ঘস্য কালস্য রামমাতা যশস্বিনী।
পুত্রপৌত্রৈঃ পরিবৃতা কালধর্মমুপাগমৎ ॥ ৭।৯৯।১৫

—এইরূপে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলে পুত্রপৌত্রপরিবৃতা যশস্বিনী রামজননী দেহত্যাগ করিয়াছেন।

দেবীর ন্যায় সৌম্যমূর্তি ধর্মাচরণরতা কৌসল্যা জীবনে বেশী দিন শান্তি পান নাই। তিনি শুধু রামের মত গুণবান্ পুত্রের জননী হইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র শান্তি ও সান্ত্বনা। তিনি অতিশয় গম্ভীরপ্রকৃতি হইলেও অসহ্য দুঃখে তাঁহার নিজ মুখেই জীবনের অশান্তির কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

দশরথ ও কৈকেয়ীর প্রতিও তাঁহার উদারতার অন্ত নাই। তিনি যেন দেবসেবার দ্বারা মনের ব্যথাকে শান্ত রাখিতে চেষ্টা করিতেন। কৌসল্যার সহিষ্ণুতা অনন্যসাধারণ। তিনি স্থিতধীর ন্যায় দুঃখে অনুদ্বিগ্ন ও সুখে বিগতস্পৃহ। ধার্মিক পুত্রকে বনগমনে অনুমতি দিবার সময় জননীর যে অপূর্ব সহিষ্ণুতা ও ধর্মভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা রামায়ণপাঠককে বিস্মিত করে। এমন মহীয়সী জননী না হইলে সর্বগুণসম্পন্ন মহাবীর রাম কি তাঁহার কোলে আবির্ভূত হইতেন? জননী কৌসল্যা মহর্ষি বাল্মীকির অঙ্কিত আদর্শ জননী, চিরোজ্জ্বল প্রতিমা।

১ ২।৭৮।১৫
২ ২।৩।৩৯
৩ ১।২২।২
৪ ২।৪।৩৮-৪১
৫ ২।২১।২০-২৮
৬ ২।৭৮।১৫
৭ ২।১০৪ তম সর্গ
৮ ২।১১২।৩১
৯ ৬।১২৮।১৭,১৮

সেবায় নিযুক্ত আছে। বনবাসের দুঃখকষ্ট জানিয়াই জনকনন্দিনী মহাবীর ধার্মিক স্বামীর অনুগমন করিয়াছে। অতএব তাহার নিমিত্তও দুশ্চিন্তার কারণ নাই। ধর্মই ধর্মনিষ্ঠ রামকে রক্ষা করিবেন। সূর্য, চন্দ্র ও বায়ু নিশ্চয়ই সর্বতোভাবে ধার্মিক রামের আনুকূল্য করিবেন। নানাবিধ দিব্যাস্ত্রের প্রসাদে মহাবীর রাম নির্ভয়ে অরণ্যে বিচরণ করিবে। রামের মধ্যে যে শোভা, শৌর্য ও সামর্থ্য রহিয়াছে, তাহাতে কোনরূপ অকল্যাণের আশঙ্কা করা যায় না। ভক্ত লক্ষ্মণ যাহার সহচর, সাধ্বী সীতা যাহার অনুগামিনী, তাহার অকল্যাণের আশঙ্কা করিবেন কেন? কল্যাণি, আপনার মহাতেজস্বী পুত্র নির্বিঘ্নে পিতৃসত্য পালন করিয়া যথাকালে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিবে। দেবি, জগদ্‌বরেণ্য রঘুনন্দন রাম আপনার পুত্র, আপনি রত্নপ্রসবিনী। আপনার শোক করা অনুচিত।

সুমিত্রার সান্ত্বনাবাক্যে কৌসল্যার চিত্ত শান্ত হইয়াছে। দশরথ বা কৈকেয়ীর উপরও সুমিত্রার কোন অভিযোগ নাই। শান্তপ্রকৃতি মধুরভাষিণী লক্ষ্মণজননী লক্ষ্মণের জন্যও উদ্বিগ্না নহেন। তিনি যেন কৌসল্যার মধ্যে আত্মবিলীন করিয়া নিষ্কামভাবে তাঁহারই সেবায় জীবন কাটাইতেছেন। কৌসল্যার দেহত্যাগের পর সুমিত্রাও স্বর্গলাভ করিয়াছেন।[২]

মহর্ষি বাল্মীকি সুকোমল তুলিকার দুই চারিটি রেখার দ্বারা সুমিত্রার অপূর্ব ছবিটি পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন। এমন স্বার্থত্যাগ ও সপত্নীর আনুগত্য জগতে দুর্লভ।

কৈকেয়ী (কৈকয়ী)

পাঞ্জাব প্রদেশের বিপাশা ও শতদ্রুনদীর মধ্যবর্তী ভূভাগের নাম কেকয়। কেকয়াধিপতি অশ্বপতির কন্যার কোন নাম জানা যায় না। কৈকেয়ীনামেই তাঁহাকে অভিহিত করা হইয়াছে।

অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের তিনজন প্রধান মহিষীর মধ্যে কৈকেয়ী হইতেছেন তৃতীয়া। কৈকেয়ী দশরথের মধ্যমা মহিষী এবং কনিষ্ঠা (তৃতীয়া) মহিষী—এই দুইপ্রকার বর্ণনাই পাওয়া যায়। বনবাসী রাম সুমন্ত্রকে কহিতেছেন—

নগরীং ত্বাং গতং দৃষ্ট্বা জননী মে যবীয়সী।
কৈকয়ী প্রত্যয়ং গচ্ছেদিতি রামো বনং গতঃ॥ ২।৫২।৬১
এষ মে প্রথমঃ কল্পো যদম্বা মে যবীয়সী।
ভরতারক্ষিতং স্ফীতং পুত্ররাজ্যমবাপ্নুয়াৎ॥ ২।৫২।৬৩

—তোমাকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে দেখিলে আমার কনিষ্ঠা জননী কৈকয়ী বিশ্বাস করিবেন যে, রাম বনে গিয়াছে।

আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আমার কনিষ্ঠা জননী তাঁহার পুত্র ভরতের দ্বারা পালিত এই সমৃদ্ধ রাজ্য লাভ করুন।

মহামুনি ভরদ্বাজের নিকট জননীগণের পরিচয় দিতে যাইয়া ভরত সুমিত্রাকে দশরথের মধ্যমা মহিষী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

ইয়ং সুমিত্রা দুঃখার্তা দেবী রাজ্ঞশ্চ মধ্যমা। ২।৯২।২৩ ; ২।৭০।৯

রাম ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণকে শান্ত করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—

ন লক্ষ্মণাস্মিন্ মম রাজ্যবিঘ্নে
মাতা যবীয়স্যভিশঙ্কিতব্যা। ২।২২।৩০

—হে লক্ষ্মণ, আমার রাজ্যপ্রাপ্তিতে এইপ্রকার বিঘ্ন ঘটায় কনিষ্ঠা মাতা কৈকেয়ীকে দোষ দিও না।

মহারাজ দশরথের পায়সবিভাগ হইতেও অনুমিত হয়, কৈকেয়ী কনিষ্ঠা মহিষী ছিলেন। যেহেতু কৌসল্যা ও সুমিত্রাকে দেওয়ার পর মহারাজ কৈকেয়ীকে পায়সের ভাগ দিয়াছেন।[১]

পুত্রদের বিবাহের পর দশরথ পুত্র ও বধূগণকে লইয়া অযোধ্যায় আসিয়াছেন। তাঁহার আনন্দের সীমা নাই।

কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ সুমধ্যমা।
বধূপ্রতিগ্রহে যুক্তা যাশ্চান্যা রাজযোষিতঃ॥ ১।৭৭।১০

—কৌসল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী বধূগণকে বরণ করিতে উদ্যত হইলেন। অন্যান্য রাণীগণও সেই কাজে উপস্থিত হইয়াছেন।

এই বর্ণনাতেও কৈকেয়ীর কথা পরে বলা হইয়াছে। কৈকেয়ী ছিলেন বৃদ্ধ মহারাজ দশরথের তরুণী ভার্যা।[২]

উল্লিখিত বর্ণনা ও উক্তিসমূহ হইতে জানা যায় যে, কৈকেয়ী ছিলেন মহারাজের কনিষ্ঠা মহিষী।

সম্প্রতি অন্যবিধ উক্তিগুলি প্রদর্শিত হইতেছে—রাবণ সীতাকে হরণ করিলে পর রামের বিলাপ-বাক্যে শুনিতে পাওয়া যায়—

অদ্যেদানীং সকামা সা যা মাতা মধ্যমা মম। ৩।২।২০

—অধুনা সেই মধ্যমা জননীর (কৈকেয়ীর) মনোবাসনা সফল হইল।

একদা লক্ষ্মণ কৈকেয়ীর নিন্দা করিলে রাম লক্ষ্মণকে কহিতেছেন—

ন তেঽম্বা মধ্যমা তাত গর্হিতব্যা কদাচন। ৩।১৬।৩৭

—বৎস, তুমি কখনও মধ্যমা মাতার নিন্দা করিবে না।

রাজপরিবারে স্বল্পভাষিণী মধ্যমা মহিষী সুমিত্রা অপেক্ষা কৈকেয়ীর প্রভাব বেশী ছিল বলিয়াই সম্ভবতঃ কনিষ্ঠা হইলেও কৈকেয়ীকে মধ্যমা বলা হইয়াছে। মধ্যবয়স্কা অর্থাৎ যুবতীরূপ অর্থেও মধ্যমা শব্দটি প্রযুক্ত হইতে পারে। অথবা অন্যান্য মাতৃগণকে লক্ষ্য করিয়াও রাম কৈকেয়ীকে মধ্যমা জননী বলিতে পারেন। কৈকেয়ী দশরথের তৃতীয়া মহিষীই ছিলেন।

কৈকেয়ীর রূপের কোন বর্ণনা রামায়ণে না থাকিলেও দশরথের আসক্তি হইতে অনুমিত হয় যে, কৈকেয়ী সুন্দরী ছিলেন। তিনি যে গৌরাঙ্গী ছিলেন, তাহা জানা যায়। তাঁহার গাত্রবর্ণ সোনার মত উজ্জ্বল এবং নেত্রদ্বয় আয়ত ও মনোহর।[৩]

ভরতের প্রতি রামের একটি উক্তি হইতে জানা যায়—দশরথ কৈকেয়ীকে বিবাহ করিবার সময় কৈকেয়ীর পিতার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, কৈকেয়ীর গর্ভজাত পুত্রকেই তিনি রাজ্য দিবেন। (দশরথের চরিত্রে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।)

দশরথের অত্যধিক প্রিয়পাত্রী হওয়ার ফলে কৈকেয়ী প্রথম হইতেই সৌভাগ্যমদে গর্বিতা হইয়া উঠিয়াছেন।[৪] তাঁহার এই মনোভাব পুত্রের নিকটও গোপন থাকে নাই। অযোধ্যা হইতে গিরিব্রজে (কেকয়রাজধানী) আগত দূতগণের নিকট সকলের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসার সময় ভরত বলিতেছেন—

> আত্মকামা সদা চণ্ডী ক্রোধনা প্রাজ্ঞমানিনী।
> অরোগা চাপি মে মাতা কৈকেয়ী কিমুবাচ হ॥ ২।৭০।১০

—সর্বদা ক্রুদ্ধপ্রকৃতি স্বার্থপরা কূটস্বভাবা প্রাজ্ঞমানিনী মদীয় জননী কুশলে আছেন তো? তিনি আমাকে কি বলিয়াছেন?

রামের নির্বাসনাদির খবর জানিবার পূর্বেই ভরত তাঁহার জননীর চরিত্র সম্বন্ধে এইপ্রকার মনোভাব পোষণ করিতেছেন। নিজের বুদ্ধির উপর কৈকেয়ীর প্রবল আস্থা ছিল। এইজন্যই ভরত তাঁহাকে 'প্রাজ্ঞমানিনী' বলিয়াছেন। স্বামীর অত্যধিক আদরে কৈকেয়ীর সংযমশিক্ষা হয় নাই। প্রৌঢ়ত্বেও তাঁহার চরিত্রে গাম্ভীর্য দেখা যায় না।

দেবাসুরের যুদ্ধে আহত স্বামীর সেবাশুশ্রূষা করিয়া কৈকেয়ী স্বামীর নিকট হইতে দুইটি বর লাভের অধিকারিণী হইয়াছেন, কিন্তু তখনই তিনি সেই দুইটি বর প্রার্থনা করেন নাই। ভবিষ্যতে যথাসময়ে প্রার্থনা করিবেন—বলিয়াছেন।

স্বামীর প্রশ্রয়ে কৈকেয়ী ধরাকে শরা জ্ঞান করেন। স্নেহপরায়ণা জ্যেষ্ঠা সপত্নী কৌসল্যাকেও তিনি গ্রাহ্য করেন না। সৌভাগ্যগর্বিতা কৈকেয়ী নানাভাবে কৌসল্যাকে নির্যাতিত ও অপমানিত করিয়া থাকেন।[৫]

কৌসল্যা কখনও তাহা প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু রামের বনযাত্রার সময় অতিশয় দুঃখে তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল—

অত্যন্তং নিগৃহীতাস্মি ভর্তুর্নিত্যমসম্মতা।
পরিবারেণ কৈকয্যাঃ সমা বাপ্যথবাবরা॥

ইত্যাদি। ২।২০।৪২-৪৪

—(কৌসল্যা রামকে বলিতেছেন—) পতির আনুকূল্য না পাইয়া আমি অত্যন্ত নিগ্রহ ভোগ করিয়াছি। আমি কৈকেয়ীর পরিচারিকার তুল্য কিংবা তদপেক্ষাও হীনভাবে রহিয়াছি। যে আমার সেবা করে কিংবা আমাকে মানিয়া চলে, সে কৈকেয়ীর পুত্রকে দেখিলে আমার সহিত কথা বলে না। বৎস, কৈকেয়ী সর্বদাই ক্রুদ্ধ থাকিয়া আমাকে কর্কশ কথা বলে। আমি এই দুরবস্থায় পড়িয়া কিরূপে তাহার মুখের দিকে তাকাইব ?

ভরদ্বাজের নিকট জননীগণের পরিচয় দিতে যাইয়া ভরত কহিতেছেন—

ক্রোধনামকৃতপ্রজ্ঞাং দৃপ্তাং সুভগমানিনীম্।
ঐশ্বর্যকামাং কৈকেয়ীমনার্যামার্যরূপিণীম্॥
মমৈতাং মাতরং বিদ্ধি নৃশংসাং পাপনিশ্চয়াম্॥

২।৯২।২৬,২৭

—ক্রোধনা অমার্জিতবুদ্ধি গর্বিতা সৌভাগ্যমদমত্তা ঐশ্বর্যলুব্ধা এবং অনার্যা হইয়াও আর্যার ন্যায় প্রতীয়মানা ইনিই কেকয়রাজকন্যা। এই নিষ্ঠুরপ্রকৃতি পাপসংকল্পবতীকে আমার মাতা বলিয়া জানিবেন।

রামের নির্বাসনজনিত দুঃখে ও লজ্জায় ভরত জননীর যে চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যথার্থ কি না—ভাবিবার বিষয়। ভরতের কথা শুনিয়া ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি ভরদ্বাজ বলিয়াছেন—

ন দোষেণাবমন্তব্যা কৈকয়ী ভরত ত্বয়া।
রামপ্রব্রাজনং হ্যেতৎ সুখোদর্কং ভবিষ্যতি॥
ইত্যাদি। ২।৯২।৩০,৩১

—ভরত, রামের অরণ্যবাসের জন্য তুমি কৈকেয়ীকে অবজ্ঞা করিবে না। এই নির্বাসনের ফলে দেবগণ, দানবগণ ও ঋষিগণের কল্যাণ সাধিত হইবে। (কৈকেয়ী রামের প্রতি স্নেহশীলা হইলেও দেবগণের প্রেরণায় কৈকেয়ীর চিত্ত রামের প্রতি কঠোর হইয়াছিল। কৈকেয়ীর কোন দোষ নাই—ইহাই মহর্ষির উক্তির তাৎপর্য।)

কৈকেয়ীর বিবাহের পর তাঁহার পিতৃকুল হইতে মন্থরা-নামে একটি দাসী তাঁহার সঙ্গে দেওয়া হইয়াছিল। তাহার পিঠের উপর একটি মাংসপিণ্ড (কুঁজ) থাকায় তাহাকে কুব্জা বা কুঁজী বলা হইত।

কৈকেয়ীর এই জ্ঞাতিদাসী মন্থরা রামের অভিষেকের সংবাদ শুনিয়াই কৈকেয়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই সংবাদ জানাইয়াছে। কৈকেয়ী এই প্রিয়বার্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। শুভবার্তাদাত্রী মন্থরাকে দিব্য আভরণ উপঢৌকন দিয়া কৈকেয়ী কহিতেছেন—

রামে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে।
তস্মাত্তুষ্টাস্মি যদ্ রাজা রামং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি॥ ২।৭।৩৫

—আমি রাম ও ভরতের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখি না। যেহেতু রাজা রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, সেইহেতু আমি সন্তুষ্টই হইয়াছি।

কৈকেয়ী সানন্দে মন্থরাকে আরও শ্রেষ্ঠ আভরণাদি দান করিতে চাহিলে ক্রোধে ও দুঃখে অভিভূতা মন্থরা কৈকেয়ীর প্রদত্ত আভরণ

ফেলিয়া দিয়া কহিল—'দেবি, তোমার নির্বুদ্ধিতা দেখিয়া দুঃখ হইতেছে, হাসিও পাইতেছে। মৃত্যুতুল্য সপত্নীপুত্রের অভ্যুদয়ে তুমি আনন্দিতা হইতেছ? দাসীর ন্যায় তোমাকে কৌসল্যার সেবা করিতে হইবে, ইহাও কি তুমি বুঝিতেছ না?'

মন্থরার আরও অনেক কথা কৈকেয়ী শুনিলেন। রামের প্রতি মন্থরার বিদ্বেষভাব দেখিয়া তিনি কহিতেছেন—'মন্থরে, রাম সর্বগুণসম্পন্ন এবং আমাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই মহোৎসবের সংবাদে তুমি কেন সন্তপ্ত হইতেছ?

যথা বৈ ভরতো মান্যস্তথা ভূয়োঽপি রাঘবঃ।
কৌসল্যাতোঽতিরিক্তঞ্চ মন শুশ্রূষতে বহু॥

ইত্যাদি। ২।৮।১৮,১৯

—আমি যেরূপ ভরতের কল্যাণ কামনা করি, রামেরও সেইরূপ, অথবা তদপেক্ষা অধিক কল্যাণ কামনা করি। রামও কৌসল্যা অপেক্ষা আমার অধিকতর অনুগত। রাম ভ্রাতৃগণকে নিজের শরীরের ন্যায় মনে করে। সুতরাং রামের রাজ্যপ্রাপ্তিতে ভরতেরও রাজ্যপ্রাপ্তি হইতেছে।'

মন্থরা কিছুতেই বিরত হইল না। ভরতের ভাবী বিপদের নানাবিধ চিত্র অঙ্কন করিয়া সে কৈকেয়ীর চিত্তকে বিষাক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে। কৈকেয়ী মন্থরার সকল কথাই উপেক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু দুইটি কথায় তাঁহার চিত্তেও আশঙ্কা জাগ্রত হইল।

প্রথম কথাটি এই যে, ভরত ও শত্রুঘ্নকে দূরে রাখিয়া এই উৎসব সম্পন্ন হইতেছে। রাম হইতে ভরতের বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয় কথাটি—চিরকাল কৈকেয়ী সৌভাগ্যগর্বে মত্ত হইয়া কৌসল্যাকে নির্যাতন করিয়াছেন। রামজননী কৌসল্যা কি তাহার প্রতিশোধ লইবেন না?

মহারাজ দশরথের দুরভিসন্ধির কথা মন্থরা পূর্বেও কৈকেয়ীকে বলিয়াছে, কিন্তু তিনি হাসিয়া মন্থরার কথা উড়াইয়া দিয়াছেন।

এবার কৈকেয়ীর চিত্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া তিনি মন্থরার সকল কথাকেই সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া তিনি মন্থরাকে বলিলেন যে, রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যলাভের ব্যবস্থা তিনি অবশ্যই করিবেন। উপায় নির্ধারণের নিমিত্ত মন্থরার পরামর্শ চাহিলে মন্থরা মহারাজের পূর্ব-প্রতিশ্রুত দুইটি বরের কথা কৈকেয়ীকে স্মরণ করাইল। ইহাও বলিল যে, চৌদ্দ বৎসরের ম্যাদে রামকে বনে পাঠাইতে হইবে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ভরত নিশ্চয়ই প্রজাবর্গের প্রীতিভাজন হইয়া রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন। ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া কিভাবে মহারাজকে বিচলিত ও বরপ্রদানে বাধ্য করিতে হইবে, সেইসকল উপায় বলিয়া দিতেও মন্থরা ত্রুটি করিল না। মন্থরা ভালরূপেই জানিত যে, স্ত্রৈণ মহারাজ কৈকেয়ীকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত—

বিশেদপি হুতাশনম্। ২।৯।২৪

—অগ্নিতেও প্রবেশ করিতে পারেন।

অতিশয় অনর্থকে স্বার্থরূপে চিত্রিত করিয়া মন্থরা কৈকেয়ীর চিত্তকে বিষাক্ত করিল।

সা হি বাক্যেন কুব্জায়াঃ কিশোরীবোৎপথং গতা। ২।৯।৩৭

—কুব্জার বাক্যে কৈকেয়ী বিপথে ধাবিত হইলেন। অশ্বশাবকের মাতা কশাঘাত প্রাপ্ত হইয়াও সন্তানের জন্য যেরূপ বিপথে ধাবিত হয়, কৈকেয়ীও সেইরূপ পুত্রের হিতের নিমিত্ত ধর্মপথ ত্যাগ করিয়া অধর্মপথে চলিলেন।

শতমুখে কুব্জার বুদ্ধি ও রূপের প্রশংসা করিয়া কৈকেয়ী কুব্জাকে কহিলেন—'কুব্জে, আমার পুত্র ভরত রাজ্যাভিষিক্ত হইলে তোমার কুঁজে সোনার মালা পরাইয়া দিব, গলিত সুবর্ণের দ্বারা তোমার কুঁজ বাঁধাইয়া দিব। তোমায় এরূপভাবে সাজাইব যে, তুমি দেবতার ন্যায় বিচরণ করিবে।'[৬] (অসময়ে এই হাস্যরসের

অবতারণা যেন কেমন-কেমন মনে হয়। ইহা মহর্ষি বাল্মীকির রচিত কি না—চিন্তনীয়।)

সৌভাগ্যমদমত্তা সুন্দরী কৈকেয়ী মন্থরাকে সঙ্গে লইয়া ক্রোধাগারে প্রবেশ করিলেন। দেহ হইতে সর্ববিধ অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া তিনি ভূমিতলে শয়ন করিয়া রহিলেন।

অতঃপর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সেইগুলি দশরথের চরিত্রে আলোচিত হইয়াছে। প্রার্থিত বরলাভে কৈকেয়ীর দুরাগ্রহ, মহারাজকে পুনঃপুনঃ বাক্যবাণে বিদ্ধ করা, পুত্রত্যাগের নজির-প্রদর্শন, রামকে আনিবার নিমিত্ত সুমন্ত্রকে আদেশদান, রামকে বনবাসের কথা শোনানো—প্রভৃতি ঘটনায় কৈকেয়ীর যে পৈশাচিক নির্লজ্জতা, ধৃষ্টতা ও ক্রূরতা প্রকাশ পাইয়াছে, ভাষায় তাহার নিন্দা করা যায় না, আর শুধু 'ধিক্ ধিক্' বলিলেও খুবই কম বলা হয়।

সুমন্ত্রের শান্তকঠোর বচন, বশিষ্ঠের ভর্ৎসনা, দশরথের অনুনয়-বিনয় ও কঠোরতা—কিছুতেই কৈকেয়ীর মনে লজ্জা বা করুণার উদয় হইল না।

কৈকেয়ী যেরূপ কঠোর বাক্যবাণে সত্যবদ্ধ অসহায় বৃদ্ধ স্বামীকে পুনঃপুনঃ জর্জরিত করিয়াছেন, কোন পুরাণ বা সাহিত্যে কোন নারীর এরূপ নির্মম নির্লজ্জতা দৃষ্টিগোচর হয় না।

অভিষেকের নির্দিষ্ট দিনে প্রাতঃকালে সুমন্ত্র যখন মহারাজ দশরথকে বিবর্ণ ও শোকাকুল দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না এবং মহারাজও সুমন্ত্রকে কিছুই বলিতে পারিলেন না, তখন নিষ্ঠুর পরিহাসের সুরে কৈকেয়ী সুমন্ত্রকে বলিয়াছিলেন—

সুমন্ত্র রাজা রজনীং রামহর্ষসমুৎসুকঃ।
প্রজাগরপরিশ্রান্তো নিদ্রাবশমুপাগতঃ॥
তদ্ গচ্ছ ত্বরিতং সূত রাজপুত্রং যশস্বিনম্।
রামমানয় ভদ্রন্তে নাত্র কার্যা বিচারণা॥ ২।১৪।৬২,৬৩

—সুমন্ত্র, মহারাজ রামের অভিষেকের আনন্দে অতিশয় উৎসুক

হওয়ায় রাত্রি-জাগরণ করিয়াছেন, এখন পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। অতএব তুমি সত্বর গমন কর, যশস্বী রাজপুত্র রামকে আনয়ন কর।

রাম কৈকেয়ীর ভবনে প্রবেশ করিয়া পিতাকে বিষণ্ণ দেখিয়া কৈকেয়ীকে মহারাজের বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নির্লজ্জা কৈকেয়ী তাঁহার বরপ্রাপ্তির কথা রামকে শোনাইয়া কহিলেন—

যদি ত্বভিহিতং রাজ্ঞা ত্বয়ি তন্ন বিপৎস্যতে।
ততোঽহমভিধাস্যামি ন হ্যেষ ত্বয়ি বক্ষ্যতি॥ ২।১৮।২৬

—মহারাজের যাহা বক্তব্য, তুমি যদি তাহার অন্যথা না কর, তবে আমিই তাহা তোমাকে বলিব। ইনি তোমাকে বলিতে পারিবেন না।

পিতার আদেশ অবশ্যই পালন করিবেন—রামের মুখে এই প্রতিজ্ঞাবাক্য শুনিয়া কৈকেয়ী অকম্পিত স্পষ্ট ভাষায় রামকে মহারাজের দুইটি বরের কথা শোনাইয়াছেন।

রাম বলিলেন যে, তিনি অবশ্যই পিতার প্রতিজ্ঞা পালন করিবেন, কিন্তু মহারাজ স্বয়ং ভরতের অভিষেকের কথা তাঁহাকে না বলায় তিনি বিশেষ দুঃখ বোধ করিতেছেন।

পিতার আদেশ না পাইলে পাছে রাম বনে যাত্রা না করেন, এই আশঙ্কায় উদ্বিগ্না হইয়া কৈকেয়ী রামকে বলিয়াছেন মহারাজ লজ্জাবশতঃ কিছু বলিতে পারিতেছেন না, রাম যেন এইহেতু কিছু মনে না করেন।

নির্লজ্জা কৈকেয়ী স্বার্থসাধনের নিমিত্ত মিথ্যা বলিতেও কুণ্ঠিতা নহেন। তিনি অতি সত্বর রামকে বনে পাঠাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন—

যাবত্ত্বং ন বনং যাতঃ পুরাদস্মাদতিত্বরম্।
পিতা তাবন্ন তে রাম স্নাস্যতে ভোক্ষ্যতেঽপি বা॥ ২।১৯।১৬

—তুমি ত্বরান্বিত হইয়া যতক্ষণ এই পুরী হইতে বনে গমন না করিবে, ততক্ষণ তোমার পিতা স্নানাহার করিবেন না।

কৈকেয়ীর এই বাক্য শুনিয়া শোকার্ত দশরথ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে 'উঃ কি কষ্ট, আমাকে ধিক্'—এইমাত্র বলিয়াই মূর্ছিত হইয়া পড়েন। রাম মহারাজকে তুলিলেন, কিন্তু তখনই পুনরায় কৈকেয়ীর সেইরূপ বাক্য শুনিয়া—

কশয়েব হতো বাজী বনং গন্তুং কৃতত্বরঃ। ২।১৯।১৮

—চাবুকের দ্বারা আহত ঘোড়ার ন্যায় বনগমনে সত্বর হইলেন।

রামের বিদায়ের দৃশ্য অতি মর্মস্পর্শী। অসহায় বৃদ্ধ মহারাজ পুনঃপুনঃ সংজ্ঞা হারাইতেছেন। বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র, সিদ্ধার্থ প্রমুখ বিশিষ্ট সচিবগণ কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করিতেছেন ও দুরাগ্রহ পরিত্যাগের নিমিত্ত শান্তভাষায় বুঝাইতেছেন। শোকের প্রতিমূর্তি কৌসল্যাদেবীকে বেষ্টন করিয়া সুমিত্রাদি তিনশত পঞ্চাশজন রাজভার্যা অশ্রুজলে ভাসিতেছেন। সমবেত জনতার ধিক্কারকে উপেক্ষা করিয়া স্পর্ধিতা কৈকেয়ী আপন সংকল্পে অটল থাকিয়া সকলের সম্মুখেই দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। মূর্ছিত ও স্তম্ভিত অযোধ্যাপুরীর মধ্যে একমাত্র কৈকেয়ীই সেইদিন অবিচলিতা।

সুমন্ত্র দাঁত কট্‌মট্ করিয়া অতি কঠোর ভাষায় সর্বসমক্ষে প্রকাশ করিলেন যে, কৈকেয়ীর জননী স্বীয় পতিকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিলেন। দুহিতাও জননীর ন্যায় পতিকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছেন—ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? বশিষ্ঠও অনেক কিছু বলিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

নৈব সা ক্ষুভ্যতে দেবী ন চ স্ম পরিদূয়তে।
ন চাস্যা মুখবর্ণস্য লক্ষ্যতে বিক্রিয়া তদা॥ ২।৩৫।৩৭

—কৈকেয়ী একটুও ক্ষুব্ধ হইলেন না, অল্পমাত্রও ব্যথিত হইলেন না। তখন তাঁহার মুখবর্ণের কিছুমাত্র বিকৃতি দেখা গেল না।

কৈকেয়ীর এই অকম্পিত মূর্তি সকলের নিকট ভীষণ ব্যাঘ্রীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। এহেন রাজমহিষীকে দেখিয়া সকলই স্তম্ভিত হইয়াছেন।

রামের সহিত অযোধ্যার সেনাবাহিনী ও রাজকোষের ধনরত্ন দিয়া দিবার নিমিত্ত দশরথ সুমন্ত্রকে নির্দেশ দিলে কৈকেয়ী ভীত হইয়া পড়েন। তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল এবং কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল। প্রবল প্রতাপান্বিতা রাণী ভীত ও বিষণ্ণ হইয়া মহারাজকে বলিলেন—

রাজ্যং গতধনং সাধো পীতমণ্ডাং সুরামিব।
নিরাস্বাদ্যতমং শূন্যং ভরতো নাভিপৎস্যতে ॥ ২।৩৬।১২

—সদাশয় মহারাজ, সমস্ত সম্পদ্ যদি রামের সঙ্গে যায়, তবে সারশূন্য সুরার ন্যায় আস্বাদহীন ধনশূন্য এই রাজ্য ভরত গ্রহণ করিবে না।

দশরথ ক্রুদ্ধ হইয়া কৈকেয়ীকে তিরস্কার করিলে পর কৈকেয়ীও দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হইয়া রঘুবংশের সন্তান অসমঞ্জকে তাঁহার পিতা নির্বাসিত করিয়াছিলেন—এই নজির প্রদর্শন করিয়া রামকে নির্বাসিত করিতে বলিলেন। কৈকেয়ীর এই ধৃষ্টতায় দশরথ তাঁহাকে ধিক্কার দিলেন, আর উপস্থিত সকল ব্যক্তি লজ্জায় অধোবদন হইলেন। কৈকেয়ী এই ধিক্কার ও লজ্জার মর্ম বুঝিলেন না। এই সময়ে সিদ্ধার্থনামক একজন প্রবীণ ব্যক্তি অসমঞ্জের অসদাচরণের উল্লেখ করিয়া কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, রাম কি সেইরূপ কোন পাপ করিয়াছেন, যাহার জন্য নির্বাসিত হইবেন? কৈকেয়ী সকলের তিরস্কারকে উপেক্ষা করিয়া সগর্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাম বনগমনে কৃতসংকল্প হইয়া চীর-বল্কল প্রার্থনা করিলে নির্লজ্জা কৈকেয়ী রামের হাতে চীরবসন তুলিয়া দিয়া পরিধান করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। সীতার হাতেও এই নির্লজ্জাই কুশ ও দুইখণ্ড চীরবসন তুলিয়া দিলেন।

এইভাবে সীতাকে চীরগ্রহণ করিতে দেখিয়া দশরথের গুরু বশিষ্ঠ সজলনয়নে সীতাকে নিবারণ করিয়া কৈকেয়ীকে কহিতেছেন—

অতিপ্রবৃত্তে দুর্মেধে কৈকেয়ি কুলপাংসনি।
বঞ্চয়িত্বা তু রাজানং ন প্রমাণেঽবতিষ্ঠসি॥

ইত্যাদি। ২।৩৭।২২-৩৬

—কুলকলঙ্কিনি কৈকেয়ি, তুমি মহারাজকে প্রতারিত করিয়া দুর্বুদ্ধি বশতঃ নিজের মর্যাদা লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তুমি সর্বপ্রকার সৌজন্য ত্যাগ করিয়াছ। সীতাকে বনে যাইতে হইবে না। তিনিই ন্যায়তঃ রামের প্রাপ্য আসনে বসিবেন। জানকী যদি সত্যই রামের অনুগমন করেন, তবে আমরা অযোধ্যাবাসিগণও রাম-সীতার সঙ্গে বনে যাইব। ভরত এবং শত্রুঘ্নও নিশ্চয়ই চীরবসন ধারণ করিয়া অগ্রজের অনুগমন করিবেন। প্রজাবর্গের অহিতকারিণী দুষ্টপ্রকৃতি তুমি তখন এই রাজ্য শাসন করিও। ভরত যদি দশরথের পুত্র হন, তবে কখনও তিনি তোমার সহিত পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করিবেন না। পুত্রের হিতকামনায় তুমি তাহার প্রভূত অহিত সাধন করিয়াছ। তুমি রামের বনবাসের বর লাভ করিয়াছ, সীতা কেন বনে যাইবেন? সীতা বস্ত্রালঙ্কারে শোভিতা হইয়াই থাকিবেন।

কৈকেয়ী কোন কথা বলিলেন না। সীতাদেবী সর্বতোভাবে পতির অনুকরণে ইচ্ছুক হইয়া চীরবাস পরিধান করিলেন।

রামের অরণ্যযাত্রাকালে সমগ্র অযোধ্যানগরী কাঁদিতেছে, কিন্তু কৈকেয়ী পরম আনন্দিতা, তাঁহার চোখে জল নাই। দশরথ কৈকেয়ীর সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছেন এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, ভরত যদি এই রাজ্য ভোগ করেন, তবে তিনিও পিতৃকৃত্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন। এইসকল ঘটনায়ও কৈকেয়ী ব্যথিতা নহেন। প্রজামণ্ডলী কুলনাশিনী কৈকেয়ীকে ধিক্কার দিতে লাগিল।[৭]

দশরথের মৃত্যুর সময় কৈকেয়ী তাঁহার কাছে ছিলেন না। সপত্নীগণের চীৎকার শুনিয়া তিনিও উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহাকেও কাঁদিতে দেখা যায়।[৮]

মহারাজের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া

নরাশ্চ নার্যশ্চ সমেত্য সঙ্ঘশো
বিগর্হমাণা ভরতস্য মাতরম্। ২।৬৬।২৯

—অযোধ্যার নরনারীগণ দলে দলে সমবেত হইয়া ভরতের জননীর নিন্দা করিতে লাগিল।

বৈধব্য, লোকনিন্দা প্রভৃতি কিছুতেই কৈকেয়ী অনুতপ্তা নহেন। পুত্র নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করিবে এবং তিনি স্বয়ং রাজমাতার সম্মান লাভ করিবেন—এই সুখের স্বপ্নেই কৈকেয়ী বিভোর হইয়া আছেন।

ভরত অযোধ্যায় আসিয়া প্রথমেই জননীর ভবনে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছেন। জননীর মুখমণ্ডলে তিনি কোনরূপ শোকের ছাপ দেখিতে পান নাই। জননীর ভবনে পিতাকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলে পর রাজ্যলোভে মোহিতা কৈকেয়ী যেন শুভ সংবাদ দেওয়ার মত পুত্রকে বলিতেছেন—

যা গতিঃ সর্বভূতানাং তাং গতিং তে পিতা গতঃ। ২।৭২।১৫

—এই সংসারে সকল প্রাণীর যে গতি হয়, তোমার পিতা সেই গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শোকাকুল ভরতের জিজ্ঞাসার উত্তরে কৈকেয়ী বলিয়াছেন, রামের শোকে মহারাজের মৃত্যু হইয়াছে। পরে ভরতের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে প্রাজ্ঞমানিনী কৈকেয়ী সানন্দে তাঁহার বরপ্রার্থনা প্রভৃতির বিষয় বলিয়া পুত্রকে কহিতেছেন—

ত্বয়া ত্বিদানীং ধর্মজ্ঞ রাজত্বমবলম্ব্যতাম্।
ত্বৎকৃতে হি ময়া সর্বমেবমেবংবিধং কৃতম্॥ ২।৭২।৫২

—ধর্মজ্ঞ, এক্ষণে তুমি এই রাজত্ব গ্রহণ কর। আমি তোমার নিমিত্তই এইভাবে এইসকল কার্য সম্পন্ন করিয়াছি।

এইসমস্ত ঘটনা শুনিয়াই ভরত জননীকে পাপীয়সী, কালরাত্রি, বংশনাশিনী, পতিঘ্নী, চরিত্রভ্রষ্টা, নৃশংসা, মাতৃরূপা পরম শত্রু প্রভৃতি

বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া তিরস্কার করিতে থাকিলে কৈকেয়ীর মুখের হাসি মিলাইয়া গেল।

শোকে দুঃখে লজ্জায় ও ক্রোধে মন্দরকন্দরস্থ সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া ভরত যখন বলিলেন যে, কিছুতেই তিনি পাপীয়সী জননীর অভিলাষ পূর্ণ হইতে দিবেন না, তিনি রামকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া আনিবেন—তখন কৈকেয়ী যেন নিজের নিষ্ঠুর আচরণের পরিণাম বুঝিতে পারিয়াছেন। রামকে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত ভরত চিত্রকূটে যাত্রা করিতেছেন।

কৈকেয়ী চ সুমিত্রা চ কৌসল্যা চ যশস্বিনী।
রামানয়নসন্তুষ্টা যযুর্যানেন ভাস্বতা ॥ ২।৮৩।৬

—কৈকেয়ী, সুমিত্রা ও যশস্বিনী কৌসল্যা রামকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত হৃষ্টচিত্তে উজ্জ্বল রথে আরোহণপূর্বক যাত্রা করিলেন।

যে পুত্রের অভ্যুদয়ের উদ্দেশ্যে কৈকেয়ী চক্রান্ত করিয়াছিলেন, সেই পুত্রের ঘৃণা ও বিদ্বেষের আঘাতে তাঁহার চৈতন্যের উদয় হইল। এবার তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সত্য-সত্যই তিনি সকলের ঘৃণার পাত্রী। রামের নির্বাসনের এক মাসের মধ্যেই এই স্পর্ধিতা রমণীর সকল দর্প ও ঔদ্ধত্য ধূলিসাৎ হইল। প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে। ভরতের সহিত মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে যাইয়া—

অসমৃদ্ধেন কামেন সর্বলোকস্য গর্হিতা।
কৈকয়ী তত্র জগ্রাহ চরণৌ সব্যপত্রপা ॥
তং প্রদক্ষিণমাগম্য ভগবন্তং মহামুনিম্।
অদূরাদ্ ভরতস্যৈব তস্থৌ দীনমনাস্তদা ॥ ২।৯২।১৬, ১৭

—বিফলমনোরথা সর্বজননিন্দিতা কৈকেয়ী অতিশয় লজ্জিতা হইয়া মহর্ষির চরণযুগল গ্রহণ করিলেন এবং ভগবান্ মহামুনিকে প্রদক্ষিণ করিয়া দীনচিত্তে ভরতের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি কৈকেয়ীর এই লজ্জা ও দীনতার বিস্তৃত বর্ণনা না করার ফলেই পাঠকগণের কল্পনার ক্ষেত্র প্রসার লাভ করিয়াছে।

অযোধ্যায় প্রত্যেকটি ব্যক্তির অবজ্ঞা ও বিষদৃষ্টি হইতে আত্মগোপন করিয়া এই বিধবা ও পুত্রপরিত্যক্তা রাণী কিভাবে নিষ্প্রভ হইয়া অন্তঃপুরে বিচরণ করিতেন, তাহা ভাবিতে গেলে আমরা শিহরিয়া উঠি।

ভরতের কাতর প্রার্থনা, বশিষ্ঠাদি গুরুজনের অনুরোধ এবং প্রজামণ্ডলীর অনুনয়-বিনয়েও যখন রামের বনবাসের সংকল্প কিছুমাত্র শিথিল হইল না, তখন অচেতনপ্রায় সাশ্রুনেত্র মাতৃগণও রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। কৈকেয়ীও তাঁহাদের একজন।[৯]

রামের নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় কৈকেয়ীও কাঁদিতেছিলেন। অতিশয় দুঃখে জননীগণের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ। তাঁহারা তখন রামের সহিত কোন কথা বলিতে পারেন নাই।[১০]

অতঃপর রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত চৌদ্দ বৎসর কি দারুণ অবজ্ঞা সহ্য করিয়া কৈকেয়ী সকলের শত্রুরূপে অযোধ্যার রাজ-অন্তঃপুরে কাল কাটাইয়াছেন—তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি। প্রতি মুহূর্তে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া এবং দুর্বিষহ লজ্জা ও ব্যথা ভোগ করিয়া নিশ্চয়ই তিনি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকিবেন। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও ভরতের অপেক্ষা কৈকেয়ীর দুঃখ্‌ভোগ কম তো নহেই, পরন্তু অনেক বেশী বলিয়াই মনে হয়।

রামের নন্দিগ্রামে উপস্থিতির খবর পাইয়া কৌসল্যা ও সুমিত্রাদির সহিত কৈকেয়ীও সেখানে গিয়াছেন।[১১]

দীর্ঘদিন পর কৈকেয়ীর লজ্জা ও দুঃখের অবসান ঘটিল। এখন তিনি কৌসল্যাদির সহিত যোগ দিয়া সকল মাঙ্গলিক উৎসবে আনন্দের ভাগ গ্রহণ করিতে আর সঙ্কোচ বোধ করেন না।[১২]

সীতার পাতালপ্রবেশের পর কৌসল্যা পরলোক গমন করেন।

অন্বিয়ায় সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ যশস্বিনী।
ধর্মং কৃত্বা বহুবিধং ত্রিদিবে পর্যবস্থিতা॥

ইত্যাদি। ৭।৯৯।১৬, ১৭

—সুমিত্রা এবং যশস্বিনী কৈকেয়ীও কৌসল্যার পথের অনুসরণ করিলেন। তাঁহারা বহুবিধ ধর্মকার্য করিয়া স্বর্গধামে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং মহারাজ দশরথের সহিত মিলিত হইয়া মহাভাগাগণ সমস্ত পুণ্যকর্মের ফল ভোগ করিলেন।

বিধাতার বিধানকে লঙ্ঘন করিবার সাধ্য মানুষের নাই। রাবণকে বধ করিবার নিমিত্তই রামের আবির্ভাব। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, রামের নির্বাসনের ব্যাপারে কৈকেয়ী নিমিত্তমাত্র। মহামুনি ভরদ্বাজ ভরতকে এই কথাই বলিয়াছেন।

কৈকেয়ীর চরিত্রে গুণের ভাগও অল্প নহে। ভরতের ন্যায় সুপুত্রের জননীর মাথায় দৈব বিড়ম্বনায় যদিও কলঙ্কের বোঝা চাপিয়াছে, তথাপি তাঁহার গুণসমূহের প্রতি উদাসীন থাকা উচিত হইবে না। দোষে ও গুণে এই অদ্ভুত চরিত্রটি রামায়ণ-পাঠককে বিস্মিত করিয়া থাকে।

১	১।১৬।২৭,২৮	৭	২।৪৮শ সর্গ
২	২।১০।২৩	৮	২।৬৫।২৫
৩	২।১০৭।৫; ২।৯।৫৫, ৫৭	৯	২।১০৬।৩৫
৪	২।৯ম ও ১০ম সর্গ	১০	২।১১২।৩১
৫	২।৮।৩৭	১১	৬।১২৭।১৫
৬	২।৯।৩৮-৫২	১২	৭।৬৩।১৬

সীতা

মিথিলার প্রসিদ্ধ জনকবংশীয় রাজর্ষি ধর্মধ্বজের পালিতা কন্যার নাম—সীতা। তাঁহার উৎপত্তি সম্পর্কে রাজর্ষির মুখেই শোনা যাইতেছে—

অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা ততঃ।
ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা।
ভূতলাদুত্থিতা সা তু ব্যবর্ধত মমাত্মজা॥

১।৬৬।১৩, ১৪ ; ২।১১৮।২৮-৩১

—একদা ক্ষেত্র কর্ষণ করিবার সময় আমার হলাগ্র হইতে একটি কন্যারত্ন উত্থিত হয়। ক্ষেত্রশোধনের সময় লাভ করায় কন্যাটি সীতা-নামে পরিচিত হইয়াছে। ভূতল হইতে উত্থিত হইলেও সে আমার কন্যারূপেই প্রতিপালিত হইতেছে।

সীতা-শব্দের অর্থ হইতেছে—লাঙ্গলের রেখা।

রাজর্ষি সংকল্প করিলেন যে, যিনি সমুচিত শক্তির পরিচয় দিতে পারিবেন, তাঁহার হাতেই এই অযোনিসম্ভবা কন্যাটিকে সম্প্রদান করিবেন। মহাদেবের দক্ষযজ্ঞনাশক 'সুনাভ'-নামক ধনুখানি ধর্মধ্বজের পূর্বপুরুষ দেবরাতের নিকট দেবগণ গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন।

রাজর্ষি পণ করিলেন, যিনি সেই হরধনুতে জ্যা-আরোপণ করিতে পারিবেন, তাঁহার সহিতই সীতাকে বিবাহ দিবেন। অনেক পাণিপ্রার্থী রাজকুমার মিথিলায় উপস্থিত হইয়াও রাজর্ষির পণ পূর্ণ করিতে না পারিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন।

সীতার ছয় বৎসর বয়সে বিশ্বামিত্রশিষ্য ত্রয়োদশবর্ষীয় রাম সেই ধনুতে বাণযোজনা করিয়া আকর্ষণপূর্বক ধনুখানির মধ্যস্থল

ভাঙ্গিয়া ফেলেন। রাজর্ষি ধর্মধ্বজ রামের হাতে সীতাকে সম্প্রদান করিয়াছেন।

জনকের কন্যা বলিয়া সীতাকে ‘জানকী’ এবং বিদেহদেশের রাজার কন্যা বলিয়া ‘বৈদেহী’ বলা হইত।

সীতার আকৃতি অতিশয় মনোহর। রামায়ণের বহু স্থানে তাঁহার সৌন্দর্যের বর্ণনা পাওয়া যায়।

রামস্য তু বিশালাক্ষী পূর্ণেন্দুসদৃশাননা।
ধর্মপত্নী প্রিয়া নিত্যং ভর্তুঃ প্রিয়হিতে রতা॥
সা সুকেশী সুনাসোরুঃ সুরূপা চ যশস্বিনী।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা রক্তুতুঙ্গনখী শুভা।
তাং তু বিস্তীর্ণজঘনাং পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাম্॥
৩।৩৪।১৫-২১ ; ৫।১৭।১৩ ; ৫।১৫।৪৮ ; ৫।১৬।২৮ ; ২৯ ;
৬।১১৬।৩১ ; ৩।৫৮।৫ ; ৩।৪৭।২৭ ; ৩।৪৩।২
শ্যামা পদ্মপলাশাক্ষী·········।৪।১।৫০
তুল্যা সীমন্তিনী তস্যা মানুষী তু কুতো ভবেৎ। ৩।৩১।৩০
সা হি চম্পকবর্ণাভা গ্রীবা গ্রৈবেয়কোচিতা। ৩।৬০।৩২
রৌপ্যকাঞ্চনবর্ণাভে পীতকৌশেয়বাসিনি। ৩।৪৬।১৬
গজনাসোরু············২।৩০।৩০

—রূপা ও সোনা একত্র গলাইলে যেরূপ বর্ণ ধারণ করে, সেইরূপ চাঁপাফুলের বর্ণের মত সীতার দেহের বর্ণচ্ছটা। তাঁহার নেত্রদ্বয় পদ্মফুলের পাপড়ির ন্যায় আয়ত এবং নাসিকা অতি সুন্দর। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাহার মুখের শোভা ও লাবণ্য। সীতার গ্রীবাদেশ নানাবিধ আভরণে শোভিত ও অতি মনোহর। হাতীর শুণ্ডের ন্যায় তাঁহার উরুদ্বয়। তাঁহার নখগুলি উন্নত ও রক্তবর্ণ, কটিদেশ অতি ক্ষীণ, জঘনদেশ বিস্তীর্ণ ও স্তনযুগল মাংসল এবং উন্নত। দেবী যক্ষী কিন্নরী গন্ধর্বী বা মানবীর মধ্যে এরূপ সুন্দরী দেখা যায় না।

শ্বশুরগৃহে থাকিয়া সীতাদেবী দিন দিন চন্দ্রকলার মত বর্ধিত হইতেছেন।

রামশ্চ সীতয়া সার্ধং বিজহার বহূন্ ঋতূন্।
মনস্বী তদ্গতমনাস্তস্যা হৃদি সমর্পিতঃ॥

ইত্যাদি। ১।৭৭।২৫-২৯

—মনস্বী রাম সীতার হৃদয় অধিকার করিয়া সীতাতে চিত্ত সমর্পণ-পূর্বক দ্বাদশবৎসর-কাল তাঁহার সহিত বিহার করেন। সীতা তাঁহার পিতৃপ্রদত্তা বলিয়াই রামের সমধিক প্রিয়পাত্রী। অধিকন্তু অনুপম রূপবতী সীতা নিজের গুণে স্বামীর হৃদয় বিশেষরূপে অধিকার করিয়াছেন। মূর্তিমতী লক্ষ্মীস্বরূপা জানকী আপন হৃদয়ে পতির অভিপ্রায় বুঝিতে পারিতেন বলিয়া মনে হইত যেন তাঁহার হৃদয়ে অবস্থান করিয়া পতি দ্বিগুণভাবে বর্ধিত হইতেছেন। মনোমুগ্ধকারিণী জানকী যেন লক্ষ্মীর ন্যায় নারায়ণের সহিত মিলিতা হইয়া শোভা পাইতেছিলেন।

শ্বশুরগৃহে সকলের আদরে ও স্নেহে সীতা পরম সুখে আছেন। এখন তিনি অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী। রামের অভিষেকের কথা তিনি শুনিয়াছেন, কিন্তু কৈকেয়ীর চক্রান্তের কথা কিছুই শুনিতে পান নাই। অরণ্যযাত্রায় কৃতসংকল্প রাম জননীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সীতার মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন। সীতাও প্রসন্নচিত্তে কৃতজ্ঞতার সহিত দেবার্চনা সম্পন্ন করিয়া রামের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

বিবর্ণবদনং দৃষ্ট্বা তং প্রস্বিন্নমমর্ষণম্।
আহ দুঃখাভিসন্তপ্তা কিমিদানীমিদং প্রভো॥

ইত্যাদি। ২।২৬।৮-১৮

—রামের বদনমণ্ডল বিবর্ণ ও দেহ ঘর্মাক্ত। এই অবস্থায় পতিকে চিন্তাবিমূঢ় দেখিয়া সীতা কাঁপিতে কাঁপিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রভো, এই হর্ষকালে তোমাকে এইপ্রকার বিমর্ষ দেখিতেছি কেন?

তোমার অভিষেকের সমস্তই সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু অভিষেকের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না কেন?

রাম সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া সীতাকে কিভাবে ব্রত, উপবাস দেবার্চনা প্রভৃতি কর্মে আত্মনিয়োগ করিয়া চৌদ্দ-বৎসর-কাল অযোধ্যায় থাকিতে হইবে—সেইসকল বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

এবমুক্তা তু বৈদেহী প্রিয়ার্হা প্রিয়বাদিনী।
প্রণয়াদেব সংক্রুদ্ধা ভর্তারমিদমব্রবীৎ॥
ইত্যাদি। ২।২৭।১-২৪

—রাম এইরূপ বলিলে পর প্রিয়শ্রবণযোগ্যা প্রিয়ভাষিণী বৈদেহী প্রণয়কোপ প্রকাশপূর্বক রামকে বলিতে লাগিলেন—মানবশ্রেষ্ঠ, তুমি এইরূপ অসার কথা কেন বলিতেছ? তোমার কথায় আমার হাসি পাইতেছে। তোমার কথাগুলি শস্ত্রশাস্ত্রবিশারদ রাজপুত্রের পক্ষে সর্বথা অযোগ্য। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র প্রভৃতি সকলেই আপন আপন কর্মফল ভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু নারী সর্বতোভাবে পতির কর্মফলই ভোগ করেন। তোমার বনবাসের আদেশে আমিও বনবাসের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব আমাকেও বনে বাস করিতে হইবে। ইহলোকে ও পরলোকে পতিই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি। আমি পথস্থিত কুশকণ্টক দলন করিতে করিতে তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিব। প্রাসাদশিখরে অবস্থান অথবা বিমানে বসিয়া আকাশভ্রমণ অপেক্ষাও পতির পদচ্ছায়াই নারীর সমধিক কাম্য। আমার মাতাপিতা স্ত্রীলোকের কর্তব্য সম্বন্ধে আমাকে অনেক উপদেশ দিয়াছেন। আমি তোমার সঙ্গে বনে বাস করিলেও সুখেই থাকিব। তুমি কিছুতেই আমাকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। তোমাকে ছাড়িয়া স্বর্গে বাস করিতেও আমি ইচ্ছা করি না। আমাকে একাকিনী এখানে রাখিয়া গেলে আমি মৃত্যু বরণ করিব।

রাম বনবাসে সম্ভাবিত ক্লেশসমূহের বিস্তৃত বর্ণনা করিয়া

সীতাকে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু সীতা রামের কথায় অতিশয় দুঃখিতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন,—

যে ত্বয়া কীর্তিতা দোষা বনে বস্তব্যতাং প্রতি।
গুণানিত্যেব তান্ বিদ্ধি তব স্নেহপুরস্কৃতা॥

ইত্যাদি। ২।২৯।২-২১

—আর্যপুত্র, বনবাস সম্বন্ধে যে-সকল দোষের কথা তুমি বলিতেছ, আমার পক্ষে এইসকল দোষকে গুণ বলিয়া মনে করিবে। যেহেতু আমি তোমার স্নেহধন্যা। হিংস্র জন্তুসমূহ তোমাকে দেখিয়া নিশ্চয়ই ভয়ে পলায়ন করিবে। তোমার সমীপে অবস্থান করিলে দেবরাজ ইন্দ্রও আমাকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইবেন না। পিতৃগৃহে থাকিতে জ্যোতিষী ব্রাহ্মণগণের মুখে শুনিয়াছি, আমার অদৃষ্টে অরণ্যবাস রহিয়াছে। সেইসময় হইতেই আমার অরণ্যবাসের উৎসাহ জাগ্রত হইয়াছে। হে মহাবীর, আমি পিতৃসত্যের পরিপালক তোমার পরিচর্যা করিয়া ধন্যা হইব। আমি পতিব্রতা ও পতির সেবিকা। তোমার দুঃখের অংশ আমি কেন ভোগ করিব না? তুমি আমাকে সঙ্গে না লইলে আত্মহত্যা করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিব।

রাম পুনরায় সীতাকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। এবার সীতা স্নিগ্ধকঠোর স্বরে পতিকে বলিতেছেন—

কিং ত্বামন্যত বৈদেহঃ পিতা মে মিথিলাধিপঃ।
রামং জামাতরং প্রাপ্য স্ত্রিয়ং পুরুষবিগ্রহম্॥

ইত্যাদি। ২।৩০।৩-২২

—হে রাঘব, তোমাকে পুরুষের আকৃতিবিশিষ্ট স্ত্রীলোক জানিয়াই কি আমার পিতৃদেব বিদেহাধিপতি তোমাকে জামাতা হইবার যোগ্য মনে করিয়াছিলেন? আমি তোমার সঙ্গে না থাকিলে সাধারণ লোক প্রকৃত ঘটনা না জানিয়া তোমাকে তেজোহীন কাপুরুষ বলিবে। দ্যুমৎসেন-রাজার পুত্র বীর্যবান্ সত্যবানের অনুগামিনী

তোমার অভিষেকের সমস্তই সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু অভিষেকের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না কেন ?

রাম সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া সীতাকে কিভাবে ব্রত, উপবাস দেবার্চনা প্রভৃতি কর্মে আত্মনিয়োগ করিয়া চৌদ্দ-বৎসর-কাল অযোধ্যায় থাকিতে হইবে—সেইসকল বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

এবমুক্তা তু বৈদেহী প্রিয়ার্হা প্রিয়বাদিনী।
প্রণয়াদেব সংক্রুদ্ধা ভর্তারমিদমব্রবীৎ ॥
ইত্যাদি। ২।২৭।১-২৪

—রাম এইরূপ বলিলে পর প্রিয়শ্রবণযোগ্যা প্রিয়ভাষিণী বৈদেহী প্রণয়কোপ প্রকাশপূর্বক রামকে বলিতে লাগিলেন—মানবশ্রেষ্ঠ, তুমি এইরূপ অসার কথা কেন বলিতেছ ? তোমার কথায় আমার হাসি পাইতেছে। তোমার কথাগুলি শস্ত্রশাস্ত্রবিশারদ রাজপুত্রের পক্ষে সর্বথা অযোগ্য। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র প্রভৃতি সকলেই আপন আপন কর্মফল ভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু নারী সর্বতোভাবে পতির কর্মফলই ভোগ করেন। তোমার বনবাসের আদেশে আমিও বনবাসের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব আমাকেও বনে বাস করিতে হইবে। ইহলোকে ও পরলোকে পতিই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি। আমি পথস্থিত কুশকণ্টক দলন করিতে করিতে তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিব। প্রাসাদশিখরে অবস্থান অথবা বিমানে বসিয়া আকাশভ্রমণ অপেক্ষাও পতির পদচ্ছায়াই নারীর সমধিক কাম্য। আমার মাতাপিতা স্ত্রীলোকের কর্তব্য সম্বন্ধে আমাকে অনেক উপদেশ দিয়াছেন। আমি তোমার সঙ্গে বনে বাস করিলেও সুখেই থাকিব। তুমি কিছুতেই আমাকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। তোমাকে ছাড়িয়া স্বর্গে বাস করিতেও আমি ইচ্ছা করি না। আমাকে একাকিনী এখানে রাখিয়া গেলে আমি মৃত্যু বরণ করিব।

রাম বনবাসে সম্ভাবিত ক্লেশসমূহের বিস্তৃত বর্ণনা করিয়া

সীতাকে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু সীতা রামের কথায় অতিশয় দুঃখিতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন,—

যে ত্বয়া কীর্তিতা দোষা বনে বস্তব্যতাং প্রতি।
গুণানিত্যেব তান্ বিদ্ধি তব স্নেহপুরস্কৃতা॥

ইত্যাদি। ২।২৯।২-২১

—আর্যপুত্র, বনবাস সম্বন্ধে যে-সকল দোষের কথা তুমি বলিতেছ, আমার পক্ষে এইসকল দোষকে গুণ বলিয়া মনে করিবে। যেহেতু আমি তোমার স্নেহধন্যা। হিংস্র জন্তুসমূহ তোমাকে দেখিয়া নিশ্চয়ই ভয়ে পলায়ন করিবে। তোমার সমীপে অবস্থান করিলে দেবরাজ ইন্দ্রও আমাকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইবেন না। পিতৃগৃহে থাকিতে জ্যোতিষী ব্রাহ্মণগণের মুখে শুনিয়াছি, আমার অদৃষ্টে অরণ্যবাস রহিয়াছে। সেইসময় হইতেই আমার অরণ্যবাসের উৎসাহ জাগ্রত হইয়াছে। হে মহাবীর, আমি পিতৃসত্যের পরিপালক তোমার পরিচর্যা করিয়া ধন্যা হইব। আমি পতিব্রতা ও পতির সেবিকা। তোমার দুঃখের অংশ আমি কেন ভোগ করিব না? তুমি আমাকে সঙ্গে না লইলে আত্মহত্যা করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিব।

রাম পুনরায় সীতাকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। এবার সীতা স্নিগ্ধকঠোর সুরে পতিকে বলিতেছেন—

কিং ত্বামন্যত বৈদেহঃ পিতা মে মিথিলাধিপঃ।
রামং জামাতরং প্রাপ্য স্ত্রিয়ং পুরুষবিগ্রহম্॥

ইত্যাদি। ২।৩০।৩-২২

—হে রাঘব, তোমাকে পুরুষের আকৃতিবিশিষ্ট স্ত্রীলোক জানিয়াই কি আমার পিতৃদেব বিদেহাধিপতি তোমাকে জামাতা হইবার যোগ্য মনে করিয়াছিলেন? আমি তোমার সঙ্গে না থাকিলে সাধারণ লোক প্রকৃত ঘটনা না জানিয়া তোমাকে তেজোহীন কাপুরুষ বলিবে। দ্যুমৎসেন-রাজার পুত্র বীর্যবান্ সত্যবানের অনুগামিনী

সাবিত্রীর মত আমাকেও নিত্য তোমার সহচরী বলিয়া জানিবে। তুমি কিছুতেই আমাকে রাখিয়া যাইতে পারিবে না। তোমার অনুগামিনী হইলে সকল দুঃখই আমার সুখের কারণ হইবে। তুমিই আমার স্বর্গ, আর তোমার বিরহই আমার নরক। তোমাকে ছাড়িয়া এক মুহূর্তও আমি বাঁচিয়া থাকিতে চাহি না।

প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করিয়া পতিব্রতা অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলেন। রাম সস্নেহে সীতাকে শান্ত করিয়া বলিতেছেন—'বৈদেহি, তোমার মনোভাব বিশেষরূপে না জানিয়া তোমাকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করি নাই। আমার সহিত অরণ্যে বাস করিবার নিমিত্তই বিধাতা বোধ হয় তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়াই যাইব। এবার তুমি ব্রাহ্মণগণ, প্রার্থিগণ ও তোমার পরিচারিকাগণকে নানাবিধ বস্তু দান করিয়া প্রস্তুত হও।'

সীতার মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি মুক্তহস্তে দান করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সীতাও পদব্রজে দশরথের ভবনে উপস্থিত হইয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণ চীরবসন পরিধান করিলে পর কৈকেয়ী সীতার হাতেও চীরবসন দিয়াছেন।

সংপ্রেক্ষ্য চীরং সন্ত্রস্তা পৃষতী বাগুরামিব।

ইত্যাদি। ২।৩৭।৯-১৪

—সীতা সেই চীর দেখিয়াই জালদর্শনে হরিণীর ন্যায় ভয় পাইয়াছেন। বল্কল-পরিধানে অনভ্যস্তা জানকী একখানি চীর কণ্ঠে ধারণ করিয়া ও একখানি হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। রাম সীতার পট্টবস্ত্রের উপরেই বল্কলখানি পরাইয়া দিলেন।

এই দৃশ্য দেখিয়া অন্তঃপুরের রমণীগণ রামকে অনুরোধ করিলেন যে, রাম যেন সীতাকে বনবাসে সঙ্গিনী না করেন। গুরু বশিষ্ঠও সজলনয়নে এই অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু সীতা

সর্বতোভাবে পতির অনুসরণে দৃঢ়সংকল্প। তাঁহার সংকল্প শিথিল হইল না।

দশরথের আদেশে কোষাধ্যক্ষ চৌদ্দ-বছর ব্যবহারের উপযোগী বস্ত্র ও উত্তম আভরণাদি সীতাকে দিয়াছেন। জননী কৌসল্যা দুই বাহুর দ্বারা বধূকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণপূর্বক পাতিব্রত্য-ধর্ম বিষয়ে নানা উপদেশ দিলে সীতা যুক্তকরে কহিতেছেন—

করিষ্যে সর্বমেবাহমার্যা যদনুশাস্তি মাম্।
... ...
ধর্মাদ্ বিচলিতুং নাহমলং চন্দ্রাদিব প্রভা॥

২।৩৯।২৭,২৮

—আর্যে, আপনি আমাকে যে-সকল উপদেশ দিলেন, আমি সেই-সমস্ত উপদেশ পালন করিব। চন্দ্র হইতে জ্যোৎস্না যেরূপ কখনও বিচ্যুত হয় না, সেইরূপ আমি কখন ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইব না।

গুরুজনকে প্রণাম করিয়া সীতা পতির সহিত অরণ্যে যাত্রা করিয়াছেন। অরণ্যবাসের সময় পতির সহিত তিনি ভূমিতে তৃণশয্যায় শয়ন করিতেন।[১]

শৃঙ্গবেরপুর হইতে যাত্রা করিয়া নৌকায় গঙ্গা পার হইবার কালে—

মধ্যং তু সমনুপ্রাপ্য ভাগীরথ্যাস্ত্বনিন্দিতা।
বৈদেহী প্রাঞ্জলির্ভূত্বা তাং নদীমিদমব্রবীৎ॥

ইত্যাদি। ২।৫২।৮২-৯১

—ভাগীরথীর মধ্যপ্রদেশে যাইয়া বৈদেহী কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন—দেবি গঙ্গে, আমার পতি ও দেবরকে রক্ষা কর। নির্বিঘ্নে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া সানন্দে তোমার অর্চনা করিব। তোমার প্রীতির উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণগণকে দান করিব। দেবি, সহস্র-ঘট সুরা ও পলান্নের দ্বারা তোমার পূজা করিব। তোমার তীরে

যে-সকল দেবতা রহিয়াছেন এবং যেসকল তীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্র আছে, আমি তাঁহাদের সকলেরই পূজা করিব। দেবি পাপনাশিনি, প্রসন্ন হও।

ভরদ্বাজের আশ্রম হইতে চিত্রকূটের পথে যমুনা পার হইবার সময়ও সীতা দেবী যমুনার নিকট অনুরূপ প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছেন।[২]

পথিমধ্যে শ্যামনামক বটবৃক্ষকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়াও জানকী পতির ব্রতপালনের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছেন। অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি যাহাতে কৌসল্যা ও সুমিত্রাকে দেখিতে পান—সেই আশীর্বাদও প্রার্থনা করিয়াছেন। দশরথ এবং কৈকেয়ীর কথা তিনি বলেন নাই।[৩]

অরণ্য হইতে সুমন্ত্রের প্রত্যাবর্তন-কালে রাম ও লক্ষ্মণ দশরথাদির উদ্দেশে সুমন্ত্রের নিকট অনেক-কিছু বলিয়া দিয়াছেন। সেইসময় জানকীর অবস্থা সম্পর্কে সুমন্ত্র দশরথকে বলিতেছেন—

জানকী তু মহারাজ নিঃশ্বসন্তী তপস্বিনী।
ভূতোপহতচিত্তেব বিষ্ঠিতা বিস্মৃতা স্থিতা॥

ইত্যাদি। ২।৫৮।৩৪-৩৭

—মহারাজ, তখন তপস্বিনী জানকী ভূতাবিষ্টের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। তিনি শুধু রোদন করিতেছিলেন। আমাকে প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিয়া স্বামীর মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জানকী সহসা কাঁদিয়া উঠিলেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে আমার দিকে ও রথের দিকে তাকাইতেছিলেন।

কৌসল্যাকে আশ্বাস দিতে যাইয়া সুমন্ত্র বলিতেছেন—'রামের অনুগতা সীতা নির্জন অরণ্যে নির্ভয়ে বাস করিতেছেন। তাঁহার কিছুমাত্র দৈন্য দেখি নাই। বৈদেহীর কৌমুদীতুল্য প্রভা পথশ্রমে একটুও ম্লান হয় নাই। সালঙ্কৃতা জানকী রামের বাহুদ্বয় আশ্রয় করায় হিংস্র জন্তু দেখিয়াও ভয় পান না।'[৪]

রামের পাদুকা শিরে ধারণ করিয়া ভরত চিত্রকূট হইতে অযোধ্যায় ফিরিয়া গিয়াছেন। রামও চিত্রকূট ত্যাগ করিয়া অত্রিমুনির আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। সীতা মুনিপত্নী তপস্বিনী বৃদ্ধা অনসূয়াকে প্রণাম করিলে পর অনসূয়া সস্নেহে সীতাকে বলিলেন—'বৎসে, সৌভাগ্যবশতঃ তুমি আত্মীয়স্বজন ও সমৃদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী পতির অনুগামিনী হইয়াছ।'

পাতিব্রত্য-ধর্ম সম্বন্ধে অনসূয়া আরও কয়েকটি কথা বলিলে সীতা সবিনয়ে উত্তর করিলেন—'আর্যে, আপনার উপদেশ আমার শিরোধার্য। আমার মাতা ও শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণীর উপদেশও আমার স্মরণ আছে। সাবিত্রী পতিসেবার দ্বারাই স্বর্গে পূজিতা হইতেছেন। আপনিও পতিসেবার দ্বারাই স্বর্গ লাভ করিবেন।'

সীতার বচনে পরম প্রীতি লাভ করিয়া অনসূয়া সীতাকে দিব্য মাল্য, উৎকৃষ্ট বস্ত্রাভরণ ও অঙ্গরাগাদি প্রদান করিয়াছেন। তপস্বিনীর চরণযুগলে ভক্তিভরে প্রণামপূর্বক সীতা সেইসকল প্রীতিদান গ্রহণ করিলেন।

অনসূয়ার প্রশ্নের উত্তরে সীতা আপন উৎপত্তিবৃত্তান্ত ও বিবাহের ঘটনা ঋষিপত্নীর নিকট প্রকাশ করেন।[৫]

পঞ্চবটীতে আশ্রম নির্মাণ করিয়া রাম সীতা ও লক্ষ্মণ সহ পরম আনন্দে বাস করিতেছিলেন। শূর্পণখার আগমনের কাল হইতেই তাঁহাদের উদ্বেগ ও দুঃখভোগ আরম্ভ হইল। রাবণের সাহায্যার্থ সুবর্ণময় মৃগরূপধারী মারীচ কদলীবনে পরিবৃত রামের আশ্রমে সীতাকে প্রলুব্ধ করিবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইয়াছে। সীতা তখন পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন। অতি মনোহর এই রত্নময় মৃগটিকে দেখিয়া তিনি বিস্মিতা হইয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণকে ডাকিয়া তিনি মৃগটিকে দেখাইয়াছেন। লক্ষ্মণ প্রথমেই মৃগটিকে মায়ারূপধারী মারীচ বলিয়া আশঙ্কা করিলেও সীতার তাহা বিশ্বাস হইল না।

মৃগটিকে ধরিয়া আনিবার নিমিত্ত সীতা পুনঃপুনঃ রামকে

অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি রামকে বলিলেন যে, যদি জীবিত অবস্থায় মৃগটিকে ধরিয়া আনা সম্ভবপর হয়, তবে অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলে এই অদ্ভুত মৃগটি তাঁহাদের অন্তঃপুরের শোভা বর্ধন করিবে, আর জীবিত অবস্থায় ধরিতে না পারিলেও একখানি সুন্দর চামড়া পাওয়া যাইবে।

এইপ্রকার অতিশয় কৌতূহল যে নারীদের পক্ষে অশোভন, ইহাও সীতার অবিদিত ছিল না। তিনি রামকে বলিতেছেন—

কামবৃত্তমিদং রৌদ্রং স্ত্রীণামসদৃশং মতম্।
বপুষা ত্বস্য সত্ত্বস্য বিস্ময়ো জনিতো মম॥ ৩।৪৩।২১

—স্ত্রীলোকের পক্ষে এইপ্রকার স্বেচ্ছাচার অতি ভয়ঙ্কর ও অনুচিত—ইহা বিজ্ঞজনের অভিমত। তথাপি এই প্রাণীটির দেহের সৌন্দর্যে আমার বিস্ময় জন্মিয়াছে।

সীতাকে রক্ষার ভার লক্ষ্মণের উপর ন্যস্ত করিয়া রাম হরিণটিকে ধরিতে যাত্রা করিলেন। ধরিতে না পারিয়া রাম হরিণটির উপর বাণক্ষেপ করিবামাত্র মারীচ রামের কণ্ঠস্বরের অনুকরণে 'হা সীতে, হা লক্ষ্মণ' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

সীতা সেই আর্তস্বর শুনিয়া রামের বিপদের আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিলেন। বিপন্ন অগ্রজের সাহায্যের নিমিত্ত তিনি লক্ষ্মণকে অনুরোধ করিলেও লক্ষ্মণ বিচলিত হন নাই। তিনি এই রাক্ষসী মায়া বুঝিতে পারিয়াছেন।

তমুবাচ ততস্তত্র ক্ষুভিতা জনকাত্মজা।
সৌমিত্রে মিত্ররূপেণ ভ্রাতুস্ত্বমসি শত্রুবৎ॥ ইত্যাদি। ৩।৪৫।৫-৮

—লক্ষ্মণকে অবিচলিত দেখিয়া সীতা অত্যন্ত ক্ষুভিতা হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—হে সুমিত্রানন্দন, এইপ্রকার বিপদেও তুমি অগ্রজের সাহায্যে অগ্রসর হইতেছ না। বুঝিতেছি—বাহিরে মিত্রভাব অবলম্বন করিলেও তুমি তোমার অগ্রজের পরম শত্রু। তুমি আমাকে পাইবার নিমিত্তই রামকে বিনাশ করিতে চাহিতেছ।

সীতার এইরূপ অসদৃশ বাক্য শুনিয়া লক্ষ্মণ স্তম্ভিত হইলেও ধীরভাবে তিনি রামের শৌর্যবীর্য কীর্তন করিয়া সীতাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

লক্ষ্মণের কথায় ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া সীতা অতি কর্কশস্বরে কহিতেছেন—

> অনার্যকরুণারম্ভ নৃশংস কুলপাংসন।
> অহং তব প্রিয়ং মন্যে রামস্য ব্যসনং মহৎ ॥

ইত্যাদি। ৩।৪৫।২২-২৭

—ওরে নির্দয় কুলাঙ্গার, তুমি অনার্যের ন্যায় দয়া দেখাইতেছ। রামের সমূহ বিপদই তোমার প্রিয় বলিয়া মনে করি। তোমার ন্যায় কদর্য গুপ্তশত্রুর মনে যে অসদভিপ্রায় থাকিবে—ইহা বিচিত্র নহে। দুষ্টস্বভাব তুমি ভরত কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া অথবা নিজেই আমাকে লাভ করিবার অভিপ্রায় গোপন করিয়া একাকী বনে রামের অনুগমন করিয়াছ। তোমার এই অভিপ্রায় কখনও সিদ্ধ হইবে না।

সীতার মুখে এইসকল রোমহর্ষণ অশোভন বাক্য শুনিয়া লক্ষ্মণ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। সীতাকে তিরস্কার করিয়া তিনি রামের নিকট যাত্রা করিলেন।

প্রথমতঃ স্বুবর্ণমৃগ দেখিয়া সীতার ঔৎসুক্য এবং পরে বিশেষ বিবেচনা না করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি এইসকল বিশ্রী উক্তি—এই দুইটি আত্মকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্তই তাঁহাকে উত্তরকালে সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া করিতে হইয়াছে। যদিও রামের অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাঁহার চিত্ত নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি লক্ষ্মণের ন্যায় রামানুগত দেবরকে এরূপ অশোভন বাক্যবাণে বিদ্ধ করা সীতার পক্ষে উচিত হয় নাই বলিয়াই মনে হয়।

অতঃপর সন্ন্যাসিরূপধারী রাবণের আগমন। সীতা পর্ণশালায় বসিয়া কাঁদিতেছিলেন। রাবণ সীতার সর্বাঙ্গের অলোকসামান্য সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—'হে সুন্দরি, নদী যেরূপ

জলবেগে কূল হরণ করে, তোমার রূপও সেইরূপ আমার চিত্ত হরণ করিতেছে। এই নির্জন বনে তোমার অবস্থান আমার চিত্তকে ক্ষুব্ধ করিতেছে। এইস্থানে বাস করা তোমার উচিত নহে।'

তারপর রাবণ সীতার বিস্তৃত পরিচয় জানিতে চাহিলে সীতা অতিথিকে পাদ্যাদি উপচারে অর্চনা করিয়া ভোজনের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। অতিথি ব্রাহ্মণের প্রশ্নের উত্তর না দিলে পাছে তিনি অভিসম্পাত করেন, এইরূপ ভাবিয়া সীতা নিজের বিস্তৃত পরিচয় ও অরণ্যবাসের কারণ প্রভৃতি রাবণকে শোনাইলেন। অতিথির পরিচয় জানিতে চাহিলে অতিথি তীব্রস্বরে জানাইলেন যে, তিনি রাক্ষসাধিপতি রাবণ। সীতাকে ভার্যারূপে লাভ করিবার নিমিত্তই তিনি পঞ্চবটীতে আসিয়াছেন।

রাবণের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া সীতা রামের মহেন্দ্রতুল্যতা ও নিজের পাতিব্রত্যের উল্লেখ করিয়া কহিতেছেন—

ত্বং পুনর্জম্বুকঃ সিংহীং মামিহেচ্ছসি দুর্লভাম্।
নাহং শক্যা ত্বয়া স্প্রষ্টুমাদিত্যস্য প্রভা যথা॥

ইত্যাদি। ৩।৪৭।৩৭-৪৮

—তুমি শৃগাল, আর আমি সিংহী। আমাকে লাভ করিবার যোগ্যতা তোমার নাই। সূর্যপ্রভাকে যেরূপ কেহ স্পর্শ করিতে পারে না, আমাকেও সেইরূপ তুমি স্পর্শ করিতে পারিবে না। তুমি ক্ষুধার্ত সিংহ ও বিষধর সর্পের দন্ত উৎপাটন করিতে সাহসী হইতেছ। সূচী দ্বারা চক্ষুমার্জন ও জিহ্বা দ্বারা ক্ষুরকে লেহন করিতে তোমার অভিলাষ হইয়াছে। সিংহ ও শৃগালের মধ্যে এবং হস্তী ও বিড়ালের মধ্যে যের্রূপ প্রভেদ, দাশরথির সহিত তোমারও সেইরূপ প্রভেদ। মক্ষিকা যেরূপ ঘৃত পান করিয়া হজম করিতে পারে না, তুমিও সেইরূপ আমাকে হরণ করিলে নিহত হইবে।

রাবণকে এইরূপ কর্কশ বাক্য বলিয়া দুঃখিতা সীতা কাঁপিতে লাগিলেন। এই প্রকরণেও সীতার যেন কিছু নির্বুদ্ধিতা ও প্রগল্‌ভতা

প্রকাশ পাইয়াছে। যে সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণ নির্জনে এক নারীর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রথমেই তাঁহার দৈহিক সৌন্দর্যের বর্ণনায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন, সেই ব্যক্তি যে চরিত্রহীন, সীতার তাহা বোঝা উচিত ছিল। সেই ব্যক্তিকে অতিথিরূপে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার নিকট বিস্তৃত আত্মপরিচয় দেওয়াও সঙ্গত বোধ হয় না। মিথ্যা পরিচয় দিলেই শোভন হইত। সীতার বয়সও তখন ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। তিনি যে অতিথির দুরভিসন্ধি প্রথমেই বুঝিতে পারেন নাই, ইহাও কি নিয়তির লীলা ?

রাবণ সীতাকে বলপূর্বক তাঁহার রথে তুলিয়া লইয়াছেন।

> সা গৃহীতাতিচুক্রোশ রাবণেন যশস্বিনী।
> রামেতি সীতা দুঃখার্তা রামং দূরং গতং বনে॥

ইত্যাদি। ৩।৪৯।২১-৪০

—যশস্বিনী সীতা রাবণ কর্তৃক গৃহীতা হইয়া দুঃখে বনে দূরগত রামকে ডাকিতে লাগিলেন। তিনি পলায়নের চেষ্টা করিয়াও মুক্ত হইতে না পারিয়া উন্মত্ত ও পীড়িত ব্যক্তির ন্যায় উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। রামকে ও লক্ষ্মণকে ডাকিয়া তিনি উন্মত্তের ন্যায় বিলাপ করিতেছিলেন। জনস্থানের পুষ্পিত কর্ণিকার-বৃক্ষগুলিকে, গোদাবরী-নদীকে এবং বনদেবতাগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি কাতরস্বরে প্রার্থনা করিলেন তাঁহারা যেন রাবণ কর্তৃক তাঁহার অপহরণের বার্তা রামকে প্রদান করেন। করুণ বিলাপ করিতে করিতে বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট গৃধ্ররাজ জটায়ুকে দেখিতে পাইয়া সীতা তাঁহাকেও এই বিপদের কথা বলিয়াছেন।

গগনমণ্ডলে জটায়ুর সহিত রাবণের ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল। বৃদ্ধ জটায়ু রক্তাক্তদেহে ভূতলে পতিত হইলে দুঃখিতা সীতা জটায়ুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সীতা এক বৃক্ষের পর অপর বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে থাকিলে রাবণ চুলে ধরিয়া তাঁহাকে রথে তুলিয়া

লইলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে চলিল বলিয়া দেবতা ও ঋষিগণ আনন্দিত।

সীতার চরণের নূপুরযুগল ভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছে। তাঁহার কণ্ঠের হার ও অন্যান্য কয়েকটি অলঙ্কারও গগন হইতে ভূতলে পতিত হইল।[৬]

রাবণ তাঁহাকে আকাশপথে দক্ষিণাভিমুখে লইয়া যাইতে থাকিলে দুঃখিতা ভীতা ও উদ্বিগ্না সীতা রোষে ও রোদনে রক্তনয়না হইয়া রাবণকে ধিক্কার দিতেছেন—

ন ব্যপত্রপসে নীচ কর্মণানেন রাবণ।
জ্ঞাত্বা বিরহিতাং যো মাং চোরয়িত্বা পলায়সে॥

ইত্যাদি। ৩।৫৩।৩-২৪

—হে নীচ রাবণ, তুমি এই অন্যায় কার্য করিয়াও লজ্জিত হইতেছ না? রাম-লক্ষ্মণের অনুপস্থিতিতে তুমি আমাকে চোরের ন্যায় অপহরণ করিয়াছ। নিতান্ত ভীরু বলিয়াই তুমি মায়ামৃগের দ্বারা আমার স্বামীকে দূরে আকর্ষণ করিয়াছিলে। তুমি আমার শ্বশুরের সখা বৃদ্ধ গৃধ্ররাজকেও হত্যা করিয়াছ। নিজের নাম কীর্তন করিয়া আমার স্বামীর সাক্ষাতে আমাকে হরণ করিতে পারিলে তোমাকে যথার্থ বীরপুরুষ মনে করিতাম। তোমার বংশমর্যাদা ও বলবীর্যকে ধিক্। যদি প্রাণে বাঁচিতে ইচ্ছা কর, তবে এখনই আমাকে ছাড়িয়া দাও। মৃত্যুকাল সন্নিহিত হইলে লোকে বিপরীত কার্য করিয়া থাকে, তোমারও মৃত্যু আসন্ন—ইহা বুঝিতে পারিতেছ না। মহাত্মা দাশরথির সহিত এইপ্রকার শত্রুতাসাধন করিয়া তুমি শীঘ্রই নিহত হইবে।

সীতা পলাইবার নিমিত্ত বহুবিধ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাবণের হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিলেন না। বৈদেহী তাঁহার কোন সহায়ক দেখিতে পাইলেন না, পরন্তু পর্বতে উপবিষ্ট পাঁচজন বানরকে দেখিতে পাইলেন।

তেষাং মধ্যে বিশালাক্ষী কৌশেয়ং কনকপ্রভম্।
উত্তরীয়ং বরারোহা শুভান্যাভরণানি চ।
মুমোচ যদি রামায় শংসেয়ুরিতি ভামিনী॥

ইত্যাদি। ৩।৫৪।২-৪

—বানরগণ রামের নিকট যাহাতে তাঁহার অপহরণের সংবাদ বলেন, এই উদ্দেশ্যে বিশালনয়না সুন্দরী সীতা তাঁহাদিগের নিকট স্ুবর্ণপ্রভ কৌশেয় বস্ত্র, উত্তরীয় ও উত্তম অলঙ্কারসমূহ নিক্ষপ করেন। দশানন তাহা লক্ষ্য করেন নাই। বানরগণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনরতা সীতাকে অনিমেষনয়নে দর্শন করিতেছিলেন।

রাবণ অতি দ্রুতগতিতে আকাশমার্গে রথ চালাইয়া সীতাকে লইয়া লঙ্কায় অবতরণ করিয়াছেন। তিনি আপন অন্তঃপুরে সীতাকে স্থাপন করিলেন। ভয়ঙ্করী রাক্ষসীগণ তাঁহার পাহারায় নিযুক্ত হইয়াছে। রাবণ বলপূর্বক শোকক্লিষ্টা অশ্রুপূর্ণমুখী সীতাকে অন্তঃপুরের ঐশ্বর্য প্রদর্শন করিয়া সীতার প্রণয় ভিক্ষা চাহিতেছেন।

সা তথোক্তা তু বৈদেহী নির্ভয়া শোককর্শিতা।
তৃণমন্তরতঃ কৃত্বা রাবণং প্রত্যভাষত॥ ইত্যাদি। ৩।৫৬।১-২২

—শোকপীড়িতা বৈদেহীকে রাবণ এইরূপ বলিলে পর তিনি রাবণ ও নিজের মধ্যে একগাছি তৃণ রাখিয়া (দুর্বৃত্ত পরপুরুষের সহিত বাক্যালাপ গর্হিত বিবেচনায়) নির্ভয়ে রাবণকে উত্তর দিতেছেন—পুণ্যশ্লোক মহারাজ দশরথের পুত্র রাঘবশ্রেষ্ঠ রাম আমার পতি। তিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত এখানে উপস্থিত হইয়া অবশ্যই তোমাকে সংহার করিবেন। তুমি দেবতা ও দানবের অবধ্য হইলেও যূপবদ্ধ পশুর ন্যায় দাশরথি কর্তৃক নিহত হইবে। তাঁহার রোষদীপ্ত দৃষ্টি তোমাকে মহাদেবের মদনভস্মের ন্যায় ভস্মসাৎ করিবে। তোমার পাপের ফলেই এই লঙ্কাপুরী ছারখার হইবে। যে হংসী সর্বদা পদ্মবনে রাজহংসের সহিত ক্রীড়া করে, সে কি কখনও তৃণমধ্যস্থিত মদ্গু-পক্ষীকে দেখিতে চায়? তুমি আমার এই

অচেতন দেহকে বন্ধন বা বিনাশ করিতে পার, কিন্তু আমার পাতিব্রত্য-ধর্মকে বিনষ্ট করিবার শক্তি তোমার নাই।

রাবণ সীতাকে ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে কহিলেন যে, সীতা যদি সংবৎসর-কালের মধ্যে তাঁহার অনুগতা না হন, তবে তাঁহাকে হত্যা করা হইবে। রাবণের আদেশে ঘোররূপা রাক্ষসীগণ সীতাকে অশোকবনিকা-নামক মনোহর উদ্যানে লইয়া গেল এবং সেইখানেই সীতাকে রাখা হইল।

শোকেন মহতা গ্রস্তা মৈথিলী জনকাত্মজা।
ন শর্ম লভতে ভীরুঃ পাশবদ্ধা মৃগী যথা॥

ইত্যাদি। ৩।৫৬।৩৫,৩৬

—অতিশয় শোকগ্রস্তা মৈথিলী পাশবদ্ধা মৃগীর ন্যায় ভীতা হইয়া অশোকবনে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার চিত্ত শান্তিহীন উদ্‌ভ্রান্ত। বিরূপা রাক্ষসীগণের তর্জন-গর্জনে তাঁহার দুঃখ সমধিক বর্ধিত হইল। পতি ও দেবরকে স্মরণ করিয়া তিনি চেতনা হারাইলেন।

সীতা অন্নপানাদি ত্যাগ করিয়াছেন দেখিয়া দেবগণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সীতা অনশনে প্রাণত্যাগ করিলে রাবণ নিহত হইবেন কি না, সন্দেহ। প্রজাপতির নির্দেশে দেবরাজ ইন্দ্র নিদ্রাদেবীর সহায়তায় লঙ্কার রাক্ষসগণকে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন করিলেন এবং সীতার সমীপে উপস্থিত হইয়া ভোজনের নিমিত্ত তাঁহার হাতে দিব্য হবিষ্যান্ন দান করিলেন। সেই হবিষ্যান্ন-ভোজনে ক্ষুধাতৃষ্ণা লোপ পায়। অম্লান পুষ্পমাল্য, অনিমেষ নেত্র প্রভৃতি দেবোচিত লক্ষণের দ্বারা সীতা ইন্দ্রকে যথার্থ দেবরাজ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া আনন্দিতা হইয়াছেন। ইন্দ্র রাম ও লক্ষ্মণের কুশল সংবাদ দিয়া সীতাকে আশ্বস্তা করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণের উদ্দেশে ইন্দ্র-প্রদত্ত হবিষ্যান্ন নিবেদন করিয়া সীতা তাহা ভোজন করিয়াছেন।[৭]

সীতাকে নানাবিধ প্রলোভনে বশীভূতা করিবার নিমিত্ত রাবণ অশোকবনে উপস্থিত হইয়াছেন। দুর্জনসঙ্গ পরিহারের নিমিত্ত সীতা

মধ্যে তৃণের ব্যবধান রাখিয়া মনে মনে পতিকে স্মরণ করিয়া রাক্ষসরাজকে কহিতেছেন—

নিবর্তয় মনো মত্তঃ স্বজনে প্রীয়তাং মনঃ।

ইত্যাদি। ৫।২১।৩-৩৯

—তোমার মনকে আমা হইতে নিবৃত্ত কর। আপন ভার্যায় তোমার চিত্ত প্রীতি লাভ করুক। আমার পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল অতি মহৎ, আমি সতী ও পরপত্নী। অতএব তোমার পাপ অভিলাষ ত্যাগ কর। এই রাক্ষসকুলে তোমাকে হিতোপদেশ দিবার কি কেহ নাই? হে রাবণ, যে অদূরদর্শী নিজের পাপে বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে, সেই পাপকর্মার বিনাশে সকলই আনন্দিত হইয়া থাকে। হে রাক্ষস, ঐশ্বর্যের প্রলোভনে আমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারিবে না। কুকুর যেরূপ ব্যাঘ্রের আঘ্রাণ পাইলে নিকটে অবস্থান করিতে পারে না, তুমি সেইরূপ নরব্যাঘ্র রাম-লক্ষ্মণের গন্ধ পাইলেই ভয়ে পলায়ন করিবে। পরন্তু পলায়ন করিলেও তোমার প্রাণরক্ষা হইবে না।

সীতার কঠোর বচনে ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণ তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি যে সময় নির্ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার মাত্র দুইমাস-কাল বাকী রহিয়াছে। এই দুইমাসের ভিতরে অনুগতা না হইলে সীতাকে হত্যা করা হইবে।

রাবণগৃহে অবস্থিতা দেবকন্যা ও গন্ধর্বকন্যাগণ আকারে ইঙ্গিতে সীতাকে আশ্বাস দিতেছিলেন। এবার তেজস্বিনী সীতা রাবণকে বলিতেছেন—‘হে অনার্য, আমার মনে হইতেছে—এখানে তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী কেহই নাই। যদি সেইরূপ কেহ থাকিতেন, তবে অবশ্যই তোমাকে এই পাপকর্ম হইতে নিবৃত্ত করিতেন। ত্রিভুবনে তোমার ন্যায় পাপাত্মা ব্যতীত অন্য কেহ মনে মনেও আমাকে প্রার্থনা করিতে পারিবে না। হে রাক্ষসাধম, যতদিন তুমি রামের দৃষ্টিগোচর না হইতেছ, ততদিন তোমার পরমায়ু রহিয়াছে। তোমাকে

ভস্মসাৎ করিবার মত তেজ আমার আছে। কিন্তু পতির আদেশ পাই নাই এবং তপঃক্ষয়ের ভয় রহিয়াছে বলিয়াই তুমি এখনও জীবিত আছ। বিধাতা তোমার বধের নিমিত্তই তোমাকে এই দুর্মতি দ্বারা মোহিত করিয়াছেন।[৮]

সীতার পরুষ-বচনে রক্তচক্ষু বিঘূর্ণিত করিয়া রাবণ বৈদেহীকে বলিলেন—'হে রামব্রতধারিণি, তুমি নিষ্প্রয়োজন নীতিবিগর্হিত ব্রত পালন করিতেছ, আমি বলপূর্বক তোমাকে বিনাশ করিব।' এই-কথা বলিয়া রাবণ ভীষণাকৃতি রাক্ষসীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। রাক্ষসীদের কেহ একাক্ষী, কেহ এককর্ণা, কেহ হস্তিপদী, কেহ অশ্বপদী, কেহ নাসিকাহীনা ইত্যাদি। রাবণ রাক্ষসীগণকে বলিলেন, যে-কোন উপায়ে মৈথিলীকে তাঁহার বশীভূতা করিতে হইবে। রাক্ষসরাজ কামে ও ক্রোধে গর্জন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

রাবণের প্রস্থানের পর ক্রুদ্ধা চেড়ীগণ রাবণের বংশ, শৌর্য ও ঐশ্বর্যের কথা কীর্তন করিয়া নির্বুদ্ধিতার জন্য জানকীকে ভর্ৎসনা করিতেছিল।

রাক্ষসীদের ভর্ৎসনা-বাক্য শুনিয়া জানকী সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন—

কামং খাদত মাং সর্বা ন করিষ্যামি বো বচঃ।

ইত্যাদি। ৫।২৪।৮-১৩

—তোমরা আমাকে ইচ্ছানুসারে ভক্ষণ করিতে পার, কিন্তু তোমাদের কথা পালন করিতে পারিব না। আমি শচী, অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, সাবিত্রী প্রমুখ পতিব্রতাগণের ন্যায় পতির অনুগামিনী।

হনুমান্ শিংশপাবৃক্ষে লুক্কায়িত থাকিয়া সমস্তই শুনিতেছিলেন। ক্রুদ্ধা রাক্ষসীগণ ভয়কম্পিতা অশ্রুমুখী জানকীকে বেষ্টন করিয়া গর্জন করিতেছিল। নিম্নোদরী, ভীষণদশনা, লম্বিতস্তনী প্রভৃতি রাক্ষসী চেড়ীগণ রাবণকে ভজনা করিবার নিমিত্ত জানকীকে নানাবিধ উপদেশ দিতেছিল। ক্রূরদর্শনা চণ্ডোদরীনাম্নী রাক্ষসী প্রকাণ্ড শূল

ঘুরাইয়া বলিতে লাগিল যে, জানকীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিতে তাহার সাধ হইতেছে। আরও অনেকে এই সাধ প্রকাশ করিল। রাক্ষসীগণের বাক্য শুনিয়া—

বেপতে স্মাধিকং সীতা বিশন্তীবাঙ্গমাত্মনঃ।
বনে যূথপরিভ্রষ্টা মৃগী কোকৈরিবার্দিতা॥

ইত্যাদি। ৫।২৫।৫-২০

—বনমধ্যে ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রসমূহে পরিবৃতা যূথভ্রষ্টা মৃগীর ন্যায় ভয়ে দেহমধ্যে স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া সীতা সমধিক কাঁপিতে লাগিলেন। ভগ্নহৃদয়ে একটি অশোকবৃক্ষের শাখা অবলম্বনপূর্বক তিনি পতিদেবতাকে স্মরণ করিতেছিলেন। অশ্রুধারায় জানকীর বক্ষঃস্থল প্লাবিত। কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি ভূতলে পড়িয়া গেলেন। শোকবিহ্বলা জানকী 'হা রাম, হা লক্ষ্মণ, হা কৌসল্যে, হা সুমিত্রে' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতেছেন—আমি জন্মান্তরে না-জানি কত পাপ করিয়াছিলাম, যাহার ফলে এইপ্রকার দুঃখ ভোগ করিতেছি। মনুষ্যজন্মকে ধিক্। পরাধীনতাকে ধিক্। ইচ্ছা থাকিলেও আমি প্রাণত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

উন্মত্তেব প্রমত্তেব ভ্রান্তচিত্তেব শোচতী।
উপাবৃত্তা কিশোরীব বিচেষ্টন্তী মহীতলে॥

ইত্যাদি। ৫।২৬।২-৪৯

—শোকে উন্মত্তা প্রমত্তা ও ভ্রান্তচিত্তা জানকী অশ্বশাবকের ন্যায় ভূলুণ্ঠিতা হইয়া অধোমুখে বিলাপ করিতে লাগিলেন—রাবণ কর্তৃক অপহৃতা, রাক্ষসীগণের দ্বারা তিরস্কৃতা ও রামের চিন্তায় দুঃখার্তা আমার জীবনধারণের কি প্রয়োজন? আমার হৃদয় নিতান্তই প্রস্তরের ন্যায় কঠিন। এইহেতু এরূপ সন্তাপেও বিদীর্ণ হইতেছে না। হে রাক্ষসীগণ, যে-কোন নৃশংস উপায়ে আমাকে মারিয়া ফেলিলেও আমি রাবণকে বামপদের দ্বারাও স্পর্শ করিতে পারিব না। আমি রাবণের দ্বারা অপহৃতা হইয়াছি, ইহা জানিতে পারিলে

কি আমার তেজস্বী পতি এই অবমাননা সহ্য করিতেন? গৃধ্ররাজ জটায়ু জীবিত থাকিলে রাম আমার অপহরণের সংবাদ জানিতে পারিতেন। রঘুনন্দন আমার সন্ধান পাইলে অচিরেই এই লঙ্কাপুরী শ্মশানভূমিতে পরিণত হইবে। অথবা জীবন্মুক্ত পরমাত্মা ধার্মিক রাজর্ষি রামের হয়তো ভার্যার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন না থাকিলেও পূর্বপ্রীতি কি তিনি স্মরণ করিবেন না? হায়, আমার বিরহে রাম কি বাঁচিয়া আছেন? এখন আমার মরণই শ্রেয়ঃ। আমি যে-কোন উপায়ে প্রাণত্যাগ করিব।

সীতার বিলাপ শুনিয়া ক্রুদ্ধা রাসক্ষসীদের কেহ কেহ রাবণকে সীতার আত্মহত্যার সংকল্প জানাইবার নিমিত্ত যাত্রা করিল। কেহ কেহ সীতাকে ভক্ষণ করিবে বলিয়া শাসাইল। তখন ত্রিজটানাম্নী এক রাক্ষসী তাহার স্বপ্নদৃষ্ট বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া রাক্ষসীগণকে তিরস্কার করিয়া বলিল যে, অতি শীঘ্রই রাম লঙ্কাপুরী আক্রমণ করিয়া জানকীকে উদ্ধার করিবেন এবং রাক্ষসকুল ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

এই স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিবার সময় সীতার বাম চক্ষু, বাম বাহু ও বাম উরু পুনঃপুনঃ স্পন্দিত হইতেছিল।[৯]

রাক্ষসীগণ পুনরায় সীতাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। সীতা যেন আর এই দুঃখ সহ্য করিতে পারিতেছেন না। বিলাপ করিতে করিতে তিনি বলিতেছেন—

তস্মিন্ননাগচ্ছতি লোকনাথে
গর্ভস্থজন্তোরিব শল্যকৃন্তঃ।
নূনং মমাঙ্গান্যচিরাদনার্যঃ
শস্ত্রৈঃ শিতৈশ্ছেৎস্যতি রাক্ষসেন্দ্রঃ॥

ইত্যাদি। ৫।২৮।৬-১৩

—রাবণের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লোকনাথ রাম এখানে না আসিলে অস্ত্রচিকিৎসক যেরূপ (প্রসূতির জীবনরক্ষার নিমিত্ত) শাণিত অস্ত্রে

মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণকে ছেদন করেন, সেইরূপ অনার্য রাক্ষসেন্দ্রও নিশ্চয়ই অচিরে জীবিত অবস্থায় আমার অঙ্গসমূহ ছেদন করিবে। পতিবিরহে দুঃখিতা আমার আরও দুঃখ এই যে, অবধিভূত দুইমাস কাল অতীত হইলে রাজার আদেশে কারাগারে অবরুদ্ধ তস্করের ন্যায় আমাকে হত্যা করা হইবে। মৃগরূপধারী রাক্ষস আমার অপরাধেই সিংহসদৃশ রাজপুত্রদ্বয়কে নিশ্চয়ই সংহার করিয়াছে। হতভাগিনী আমি সেই মৃগরূপধারী কালের রূপে প্রলুব্ধ হইয়াছিলাম। আমিই রাম ও লক্ষ্মণকে মৃগের অনুসরণ করিতে বিদায় দিয়াছিলাম। হা সত্যব্রত রাম, আমার দুর্গতির বিষয় তুমি জানিতে পারিলে না। আমার পাতিব্রত্য, রাবণকে অভিশাপ না দিয়া ক্ষমা, ভূমিশয্যায় শয়ন প্রভৃতি সকলই বিফল হইল।

এই বিলাপের ভিতরেই সীতার মুখে শোনা যাইতেছে—

পিতুর্নিদেশং নিয়মেন কৃত্বা
বনান্নিবৃত্তশ্চরিতব্রতশ্চ।
স্ত্রীভিস্তু মন্যে বিপুলেক্ষণাভিঃ
সংরংস্যসে বীতভয়ঃ কৃতার্থঃ॥

ইত্যাদি। ৫।২৮।১৪,১৫

—হে দীর্ঘবাহো, হে পূর্ণচন্দ্রানন, আমার মনে হইতেছে—তুমি যথানিয়মে পিতার নির্দেশ পালনপূর্বক ব্রত সমাপনান্তে বন হইতে প্রত্যাবৃত্ত কৃতকৃত্য ও নির্ভয় হইয়া বিশাললোচনা রমণীগণের সহিত কামক্রীড়ায় রত হইবে। আমি একমাত্র তোমাতেই অনুরক্তা। প্রাণহানির দুঃখ সহ্য করিবার নিমিত্তই তোমাতে আমার চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলাম। আমার তপস্যা ও ব্রতাদি নিষ্ফল হইয়াছে। আমি এই দুঃখের জীবন পরিত্যাগ করিব।

রামের চরিত্রে সীতার এইপ্রকার সন্দেহপোষণ যেন নিতান্তই অশোভন বলিয়া মনে হয়। যদিও অতি দুঃখে সীতা তখন উদ্ভ্রান্তা, তথাপি পূর্বে কখনও সন্দেহ পোষণ না করিলে অকস্মাৎ তাঁহার চিত্তে

এইরূপ কদর্য কল্পনার উদয় হইত না। শ্বশুরের চরিত্র দেখিয়া শ্বশুরের পুত্রগণকেও কি তিনি সন্দেহ করিতেন? লক্ষ্মণের ন্যায় ভক্ত দেবরকেও সীতা সন্দেহ করেন—ইহা পূর্বে দেখা গিয়াছে। সীতার এই উক্তিগুলি পাঠকগণকে বিস্মিত করে।

বিলাপরতা জানকী কাঁপিতে কাঁপিতে একটি বৃক্ষের সমীপে উপস্থিত হইয়া নিজের মাথার বেণী দ্বারা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় শুভসূচক কতকগুলি লক্ষণ প্রাদুর্ভূত হইল।[১০]

সীতার আয়ত বামচক্ষু মীনাহত পদ্মের ন্যায় স্পন্দিত হইতে লাগিল। বাম বাহু ও বাম উরুর স্পন্দন এবং বস্ত্রের স্খলনরূপ পূর্বানুভূত শুভসূচক লক্ষণসমূহ লক্ষ্য করিয়া জানকীর চিত্তে আশার সঞ্চার হইল। সীতা শুনিতে পাইলেন যে, মধুর ভাষায় কেহ যেন রামের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সীতাহরণ, সীতার সন্দর্শন প্রভৃতি বৃত্তান্ত কীর্তন করিতেছে। ভয়বিহ্বলা জানকী চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে সমীপস্থ শিংশপাবৃক্ষে একটি বানরকে দেখিতে পাইলেন। সেই কপিশ্রেষ্ঠকে সহসা বিনীতভাবে সমীপবর্তী হইতে দেখিয়া সীতা ভাবিলেন—ইহা কি স্বপ্ন?

নানারূপ দুশ্চিন্তা ও ভয়ে জানকী বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি রামকে স্মরণ করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণকে প্রণামপূর্বক প্রার্থনা করিতেছেন—

অনেন চোক্তং যদিদং মমাগ্রতো
বনৌকসা তচ্চ তথাস্তু নান্যথা ॥ ৫।৩২।১৪

—এই বনবাসী বানর আমার সমক্ষে যাহা কিছু বলিবে, তাহা যেন সর্বথা সত্য হয়, তাহার অন্যথা যেন না হয়।

হনুমান্ সীতাকে প্রণাম করিয়া মধুর ভাষায় তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সীতা নিজের বিস্তৃত পরিচয় দিয়া বনবাস ও রাবণকর্তৃক অপহরণ প্রভৃতি ঘটনা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি

হনুমানকে ইহাও বলিয়াছেন যে, আর মাত্র দুইমাস কাল মধ্যে রাবণ তাঁহাকে বশীভূতা করার আশা পোষণ করেন। এই দুইমাস অতীত হইলে তিনি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন।

হনুমান্ নিজেকে রামের দূতরূপে পরিচয় দিয়া রাম ও লক্ষ্মণের কুশলবার্তা সীতাকে দিলে পর সীতা বিশ্বস্তভাবে হনুমানের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল যে, এই বানর তো রাবণও হইতে পারে। ইহার নিকট মনের কথা বলা উচিত হয় নাই। হনুমান্ পুনঃপুনঃ তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন দেখিয়া ভয়সন্ত্রস্তা সীতা বলিতেছেন—

মায়াং প্রবিষ্টো মায়াবী যদি ত্বং রাবণঃ স্বয়ম্।
উৎপাদয়সি মে ভূয়ঃ সন্তাপং তন্ন শোভনম্॥

ইত্যাদি। ৫।৩৪।১৪-২১

—তুমি মায়াবী রাবণ যদি মায়াময় বানরদেহ ধারণপূর্বক আমাকে সন্তাপিত করিয়া থাক, তবে ইহা তোমার মঙ্গলজনক হইবে না। জনস্থানে যাহাকে পরিব্রাজকরূপে দেখিয়াছিলাম, নিশ্চয়ই তুমি সেই মায়াবী রাবণ। হে বানর, তুমি যদি যথার্থই রামের দূতরূপে আসিয়া থাক, তবে তোমার মঙ্গল হউক। রামকথা কীর্তন করিয়া আমার সন্তাপ দূর কর। স্বপ্নেও রঘুনাথকে দেখিতে পাইলে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিতাম, কিন্তু স্বপ্নও আমার সহিত ঈর্ষা করিতেছে।

হনুমান্ সীতার ভয় ও সন্দেহের কারণ বুঝিতে পারিয়া মধুরস্বরে রামগুণ কীর্তনপূর্বক সুগ্রীবের সহিত রামের মিত্রতা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া কহিলেন যে, অচিরেই রাম রাবণকে বধ করিয়া জানকীকে উদ্ধার করিবেন।

হনুমান্ যথার্থই রামের দূত কি না—নিশ্চিতভাবে স্থির করিবার উদ্দেশ্যে সীতা রাম ও লক্ষ্মণের আকৃতি-প্রকৃতি বিশেষরূপে শুনিতে চাহিলে হনুমান্ যথাযথরূপে সেইগুলি বর্ণনা করেন। কিরূপে

ফেলে, তবে তোমার প্রযত্ন নিষ্ফল হইবে এবং তাহারা আমাকে হত্যা করিবে। রাক্ষসগণ তোমার হাতে নিহত হইলেও স্বয়ং রাম আমাকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না বলিয়া তাঁহার যশোহানি ঘটিবে। হে কপিশ্রেষ্ঠ, স্বেচ্ছায় আমি রাম ব্যতীত অপর পুরুষের দেহ স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করি না। তুমি রাম, লক্ষ্মণ ও কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত বানরগণকে লঙ্কাপুরীতে লইয়া আসিয়া আমাকে উদ্ধার কর।'[১১]

হনুমান্ জানকীর যুক্তিযুক্ত বচনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—'দেবি, আপনার কথাগুলি মহাত্মা রামের পত্নীর অনুরূপই হইয়াছে। এইরূপ বিপৎকালে আপনি ব্যতীত কোন্ নারী এইভাবে বলিতে পারেন ? আমি আপনার সমস্ত কথাই রামকে শোনাইব। রামকে প্রদর্শন করিবার মত কোনও অভিজ্ঞান আমাকে প্রদান করুন।'

জানকী বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—'কপিবর, তুমি আমার প্রিয়তমকে বলিবে যে, চিত্রকূট-পর্বতের ঈশান-কোণে সিদ্ধাশ্রমে এই আশ্রমবাসিনীর (আমার) যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, তিনি যেন তাহা স্মরণ করেন। এই উক্তিটিই শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান হইবে।'

কাকরূপধারী ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের আচরণের কথা এবং কাকের উপর রামের ব্রহ্মাস্ত্রপ্রয়োগ প্রভৃতি ঘটনা বিবৃত করিয়া সীতা হনুমান্‌কে বলিলেন—'কপিবর, আমার প্রিয়তমকে বলিবে যে, আমার প্রতি অসাধু আচরণ করায় সামান্য কাকের উপর যিনি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার ভার্যাপহারী রাক্ষসকে কেন দীর্ঘকাল ক্ষমা করিতেছেন ? তাঁহার প্রিয়তমা আজ অনাথার ন্যায় পরম দুঃখে অবরুদ্ধা রহিয়াছেন।'[১২]

হনুমান্ সীতাকে বলিলেন—'দেবি, মহাবল রাম ও লক্ষ্মণ, তেজস্বী সুগ্রীব ও সমাগত বানরবৃন্দকে যাহা বলিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন।'

শোকসন্তপ্তা সীতা কহিতেছেন—'মনস্বিনী কৌসল্যা যাঁহাকে প্রসব করিয়াছেন, তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসাপূর্বক অবনত-মস্তকে প্রণাম নিবেদন করিবে। যিনি সর্ববিধ ঐশ্বর্য ও সুখ পরিত্যাগ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগমন করিয়াছেন, যাহার দ্বারা সুমিত্রাদেবী সুপুত্রবতী হইয়াছেন, সিংহ-স্কন্ধ মহাবাহু যে-প্রিয়দর্শন মনস্বী রামকে পিতার ন্যায় ও আমাকে মাতার ন্যায় দেখিয়া থাকেন, সেই লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণ আমার অপহরণ বৃত্তান্ত জানিতে পারেন নাই। হে কপিশ্রেষ্ঠ, রামগতপ্রাণ পূতচরিত শান্তস্বভাব লক্ষ্মণকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিবে যে, তিনি যেন এই দুঃখিনীর দুঃখ দূর করেন। আমার প্রিয়তমকে আরও বলিবে, যদিও দূরাত্মা রাবণের নির্দিষ্ট দুইমাস কাল অবশিষ্ট রহিয়াছে, তথাপি দুইমাস অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে। যেহেতু দুইমাস পরেই অনার্য রাবণ আমার সমধিক দুর্গতি ঘটাইবে। আর একমাস কাল পরেই আমি আত্মহত্যা করিব। রাক্ষসীগণের দ্বারা নিগৃহীতা আমাকে যেন তিনি অতি সত্বর উদ্ধার করেন।'

তত বস্ত্রগতং মুক্ত্বা দিব্যং চূড়ামণিং শুভম্।
প্রদেয়ো রাঘবায়েতি সীতা হনুমতে দদৌ॥ ৫।৩৮।৬৬

—অতঃপর সীতা অতি মনোহর শিরোরত্ন বস্ত্রাঞ্চল হইতে বাহির করিয়া 'ইহা রামকে দিবে'—বলিয়া হনুমানের হাতে দিয়াছেন।

হনুমানের বিদায়কালে সীতার মুখে লক্ষ্মণের প্রশস্তি শুনিয়া মনে হইতেছে—তাঁহার অপহরণের পূর্বে লক্ষ্মণকে অশ্রাব্য কটু কথা বলিয়াই যে তিনি আপন দুর্ভাগ্যকে বরণ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় ও অনুতাপে এখন তিনি বিশেষ সন্তাপ ভোগ করিতেছেন। এই প্রশস্তি-কীর্তন যেন সেই কটুভাষণের প্রায়শ্চিত্ত।

চূড়ামণিরূপ অভিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া হনুমান্ সীতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে চাহিলে সীতা সুগ্রীবাদি বানরবীরগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে হনুমান্‌কে বলিয়া দিতেছেন।[১৩]

রামের তেজ ও উৎসাহ বৃদ্ধির নিমিত্ত সীতা হনুমান্‌কে অনেক কিছু বলিলে পর হনুমান্ সীতাকে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার নিকট বিদায় চাহিলেন। প্রস্থানোদ্যত হনুমান্‌কে পুনঃপুনঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে সীতা বলিতেছেন—

যদি বা মন্যসে বীর বসৈকাহমরিন্দম।
কস্মিংশ্চিৎ সংবৃতে দেশে বিশ্রান্তঃ শ্বো গমিষ্যসি॥

ইত্যাদি। ৫।৩৯।২০-৩০

—হে শত্রুদমন বীর, যদি তুমি আমার কথা অনুমোদন কর, তবে কোন নির্জন স্থানে একদিন বিশ্রাম করিয়া আগামী কল্য যাইবে। হে বীর, হতভাগিনী আমি তোমাকে দেখিয়া মুহূর্তকালের জন্যও এই মহাশোকের হাত হইতে মুক্ত হইতে পারিব। তোমার অদর্শন-জনিত দুঃখ আমাকে সমধিক দুঃখিতা করিবে। রাম কি উপায়ে বানরসৈন্য সহ সমুদ্র পার হইবেন—ইহা চিন্তার বিষয়। মহাত্মা রামের যাহাতে অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ পায়, তুমি সেইরূপ উপায় করিবে।

হনুমান্ মধুর বচনে সীতার চিত্তে আশার সঞ্চার করিলে সীতা কহিতেছেন—'হে বীর, জলাভাবে প্রতপ্ত বসুন্ধরা জলবর্ষণে আর্দ্র হইলে যেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তোমার সুমধুর বচনে আমিও সেইরূপ পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম। তুমি আমার কথিত ও প্রদত্ত অভিজ্ঞানে রামের চিত্তে উৎসাহ সঞ্চার করিবে। তাঁহাকে আরও স্মরণ করাইবে যে, আমার তিলক মুছিয়া গেলে পর গণ্ডপার্শ্বে তিনি তিলক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত পুনর্মিলনের আশাতেই আমি প্রাণ ধারণ করিয়া রহিলাম।'

সীতাদেবীকে প্রণাম করিয়া হনুমান্ উল্লম্ফনে উৎসাহযুক্ত হইয়া

স্বীয় কলেবর বর্ধিত করিতে থাকিলে ব্যথিতা ও অশ্রুপূর্ণবদনা সীতা বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিতেছেন—

শিবশ্চ তেঽধ্বাস্তু হরিপ্রবীর। ৫।৪০।২৪

—কপিশ্রেষ্ঠ, তোমার গমনপথ কল্যাণময় হউক।

অতঃপর হনুমানের বীরত্ব-প্রদর্শন ও লঙ্কাদহন। হনুমানের লাঙ্গুলে অগ্নিসংযোগ করা হইয়াছে শুনিতে পাইয়া শোকসন্তপ্তা জানকী হনুমানের কল্যাণকামনায় অগ্নিদেবের উপাসনা করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন—

যদ্যস্তি পতিশুশ্রূষা যদ্যস্তি চরিতং তপঃ।
যদি বা ত্বেকপত্নীত্বং শীতো ভব হনূমতঃ॥ ৫।৫৩।২৭

—হে অগ্নিদেব, যদি আমার পতিশুশ্রূষা ও তপশ্চর্যার কোন পুণ্য থাকে, আমি যদি পতিব্রতা হইয়া থাকি, তবে তুমি হনুমানের দেহে শীতল হও।

অগ্নিদেব সীতার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। হনুমান্ অক্লেশে বিক্রম প্রদর্শন করিয়া পুনরায় অশোকবনে যাইয়া সীতাকে প্রণাম করিলে পর সীতা তাঁহাকে একদিন বিশ্রাম করিবার কথা বলেন। হনুমান্ সীতাকে আশ্বাস দিয়া মহেন্দ্রপর্বতে যাত্রা করিলেন।

রাবণের একটি কথা হইতে জানা যায় যে, রামের প্রতীক্ষায় সীতাই রাবণের নিকট এক বৎসর সময় চাহিয়াছিলেন।

সা তু সংবৎসরং কালং মামযাচত ভামিনী।
প্রতীক্ষমাণা ভর্তারং রামমায়তলোচনা।
তন্ময়া চারুনেত্রায়াঃ প্রতিজ্ঞাতং বচঃ শুভম্॥ ৬।১২।১৮,১৯

—(রাবণ তাঁহার সভাসদ্গণকে বলিতেছেন—) বিশালনয়না সুন্দরী সীতা তাঁহার স্বামী রামের প্রতীক্ষার নিমিত্ত আমার নিকট একবৎসর সময় প্রার্থনা করিয়াছেন। আমি তাঁহার এইকথায় সম্মত হইয়াছি।

রাবণ সম্ভবতঃ সভাসদ্গণের নিকট নিজের উদারতা দেখাইবার

উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। যে সীতা সকল সময়েই লম্পট রাবণকে শুধু তিরস্কার করিতেছেন, সেই সীতার পক্ষে কদাপি এই কথা বলা সম্ভবপর নহে যে, একবৎসর কাল পরে তিনি রাবণকে পতিরূপে গ্রহণ করিবেন। সীতার তেজ দেখিয়া রাবণই তাঁহাকে সময় দিয়াছেন।

অগণিত বানরসৈন্য সহ রাম লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছেন। ভীত রাবণ মনে করিলেন, এইসময়ে কোনরূপ ছলচাতুরীর দ্বারা সীতাকে বশীভূতা করিতে পারিলে ঘৃণায় ও দুঃখে রাম হয়তো যুদ্ধ না করিয়াই ফিরিয়া যাইবেন। মায়াবী রাক্ষস বিদ্যুজ্জিহ্বের দ্বারা রাবণ সীতাকে রামের ছিন্ন মুণ্ড (মায়ারচিত) দেখাইয়া তাঁহার ভার্যাত্ব স্বীকার করিতে অনুরোধ করেন।

সীতা সেই মুণ্ডকে যথার্থই রামের মস্তক ভাবিয়া বিলাপ করিতে করিতে—

জগাম জগতীং বালা ছিন্না তু কদলী যথা। ৬।৩২।৬

—ছিন্নমূল কদলীবৃক্ষের ন্যায় ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন।

অমাত্যগণের আহ্বানে রাবণ চলিয়া গেলে সেই মুণ্ডটিও অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইল। বিভীষণপত্নী সরমা ছিলেন সীতার সখী ও হিতৈষিণী। তিনি সীতার সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রকৃত ঘটনা ব্যক্ত করিয়াছেন এবং রাবণ যে সসৈন্য রামের আগমনে ভীত হইয়া এই কাণ্ড করিয়াছেন, তাহাও প্রকাশ করিয়া নানাভাবে সীতাকে আশ্বাস দিয়াছেন।[১৪]

মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। রাত্রিযুদ্ধে মায়াবী ইন্দ্রজিৎ নাগবাণে রাম-লক্ষ্মণকে বন্ধন করিয়াছেন। নিষ্পন্দীকৃত অচেতন রাম-লক্ষ্মণকে দেখিয়া বানরগণ শোকে বিহ্বল হইয়া পড়েন। ইন্দ্রজিৎ তাঁহার পিতাকে রাম-লক্ষ্মণের মৃত্যুসংবাদ শোনাইলে হর্ষোৎফুল্ল রাবণ সীতারক্ষণী রাক্ষসীগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন যে, তাহারা যেন জানকীকে পুষ্পক-বিমানে আরোহণ করাইয়া রণভূমিতে লইয়া যায়

এবং গতপ্রাণ রাম-লক্ষ্মণকে দেখায়। রাক্ষসীগণ প্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়াছে। শরপীড়িত সংজ্ঞাশূন্য রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া সীতাও তাঁহাদিগকে মৃত বলিয়াই ভাবিয়াছেন। তিনি করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন—

ঊচুর্লাক্ষণিকা যে মাং পুত্রিণ্যবিধবেতি চ।
তেঽদ্য সর্বে হতে রামে জ্ঞানিনোঽনৃতবাদিনঃ॥

ইত্যাদি। ৬।৪৮।২-২১

—যে-সকল সামুদ্রিক লক্ষণজ্ঞ আমাকে পুত্রবতী ও অবিধবা বলিয়াছিলেন, রামের মৃত্যুতে সেই জ্ঞানিগণের বাক্য মিথ্যা হইল। যাঁহারা আমাকে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা সম্রাটের পত্নী বলিয়াছিলেন, সেইসকল লক্ষণজ্ঞ জ্ঞানিগণ মিথ্যাবাদী হইলেন। আমার দেহে কোনও অশুভ চিহ্ন দেখিতে পাই নাই, পরন্তু সকল চিহ্নই শুভ-সূচক, তথাপি কেন আমার এহেন দুর্গতি ঘটিল? আমার শ্বশ্রূমাতা রাম ও লক্ষ্মণের সহিত আমাকে অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত দেখিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়া আছেন। তাঁহার কিরূপ শোচনীয় দশা হইবে?

সীতার সহিত রণক্ষেত্রে আগতা ত্রিজটা-নাম্নী রাক্ষসী সীতাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন যে, বহুবিধ লক্ষণের দ্বারা বোঝা যাইতেছে—রাম ও লক্ষ্মণ জীবিত রহিয়াছেন।

রাক্ষসীগণ পুনরায় সীতাকে অশোকবনে লইয়া গেল। লক্ষ্মণের বাণে ইন্দ্রজিৎ নিহত হইয়াছেন। পুত্রশোকে উন্মত্তপ্রায় রাবণ বৈদেহীকে হত্যা করিবার নিমিত্ত অসিহস্তে অশোকবনের প্রতি ধাবিত হইয়াছেন। অতিশয় ক্রুদ্ধ ভীষণাকৃতি রাবণের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া মৈথিলী যে বিলাপ করিয়াছেন, তাহাতেও শোনা যায়—কৌসল্যার শোকের তীব্রতার চিন্তায়ই মৈথিলী সমধিক ব্যথিতা। সুপার্শ্ব-নামক অমাত্যের অনুরোধে রাবণ সেই ভীষণ পাপকর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন।[১৫]

রাবণের ভবলীলার অবসান ঘটিয়াছে। বিভীষণ লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। রামের নির্দেশে হনুমান্ অশোকবনে যাইয়া বৈদেহীকে রাবণের নিধন-সংবাদ ও রাম-লক্ষ্মণাদির কুশলবার্তা জানাইয়াছেন।

এবমুক্তা তু সা দেবী সীতা শশিনিভাননা।
প্রহর্ষেণাবরুদ্ধা সা ব্যাহর্তুং ন শশাক হ॥ ৬।১১৩।১৪

—হনুমানের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে পরম আনন্দিতা চন্দ্রবদনা সীতার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

হনুমান্ যখন তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন যে, তিনি কোন কথাই বলিতেছেন না কেন, তখন আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে বাষ্পগদ্‌গদস্বরে জানকী কহিতেছেন—

প্রিয়মেতদুপশ্রুত্য ভর্তুর্বিজয়সংশ্রিতম্।
প্রহর্ষবশমাপন্না নির্বাক্যাস্মি ক্ষণান্তরম্॥
ইত্যাদি। ৬।১১৩।১৭-২০

—ভর্তার বিজয়সংবাদরূপ প্রিয়বচন শ্রবণ করিয়া আনন্দে ক্ষণকালের নিমিত্ত আমার কণ্ঠরোধ হইয়াছিল। হে কপিসত্তম, এই প্রিয়বার্তা প্রদানের অনুরূপ কি পুরস্কার তোমাকে দিতে পারি—তাহাই ভাবিতেছিলাম। হে সৌম্য, পৃথিবীতে এরূপ কোন বস্তু নাই, যাহা তোমাকে দিয়া চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতে পারি। ত্রৈলোক্যরাজ্য প্রদান করিলেও তোমার সমুচিত পুরস্কার হয় না।

হনুমান্ জোড়হাতে কহিলেন যে, জানকীর ন্যায় পতিব্রতার এইপ্রকার স্নেহগর্ভ বচনকে তিনি দেবরাজ্য হইতেও অধিক মনে করেন।

জানকী স্নেহ ও প্রীতিতে অভিভূতা হইয়া হনুমানের প্রশস্তি কীর্তনপূর্বক অজস্র আশীর্বাদ করিয়াছেন। জানকীর অনুমতি পাইলে হনুমান্ জানকীর প্রতি নির্দয় আচরণকারিণী রাক্ষসীগণকে হত্যা করিতে চাহেন—হনুমানের এই প্রার্থনা শুনিয়া জানকী

বলিতেছেন—‘এই রাক্ষসীগণ রাক্ষসরাজের আদেশেই আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছে। ইহাদের কোন দোষ নাই। আমি স্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করিয়াছি। সকলকেই দয়া করিতে হয়। এই জগতে একেবারে নিরপরাধ কেহই নহে। অতএব এই দাসীগণকে ক্ষমা কর।’১৬

সীতার কথায় মুগ্ধ হইয়া হনুমান্ বলিয়াছেন—

যুক্তা রামস্য ভবতী ধর্মপত্নী গুণান্বিতা।
প্রতিসংদিশ মাং দেবী গমিষ্যে যত্র রাঘবঃ ॥ ৬।১১৩।৪৮

—দেবি, আপনি রামের যথার্থ ধর্মপত্নী। আপনার ন্যায় গুণবতীর পক্ষেই এরূপ বলা সম্ভবপর। রামকে আমার কি বলিতে হইবে—আদেশ করুন এবং আমাকে রামের নিকট গমনের অনুমতি দিন।

সাব্রবীদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভর্তারং ভক্তবৎসলম্। ৬।১১৩।৪৯

—সীতা কহিলেন—আমি ভক্তবৎসল পতিকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি।

হনুমান্ রামের সমীপে যাইয়া সীতার সংবাদ দিলে পর রাম বৈদেহীকে আপন সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন। রাম সর্বসমক্ষে কঠোর বচনে জানকীর চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। জানকী পতির বাক্যবাণে ব্যথিতা হইয়া লজ্জায় ও ক্রোধে অবনতমুখে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে অশ্রুপূর্ণ মুখমণ্ডল মার্জনা করিয়া ধীরে ধীরে গদ্‌গদ-স্বরে তিনি স্বামীকে বলিতেছেন—

কিং মামসদৃশং বাক্যমীদৃশং শ্রোত্রদারুণম্।
রূক্ষং শ্রাবয়সে বীর প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব ॥
ইত্যাদি। ৬।১১৬।৫-১৬

—হে বীর, নিম্নশ্রেণীর পুরুষ নিম্নশ্রেণীর নারীকে যেরূপ বলিয়া থাকে, তুমি আমাকে সেইরূপ কঠোর অনুচিত ও শ্রুতিকটু বাক্য শোনাইতেছ কেন? আমি শপথ করিয়া বলিতেছি—আমার

চিত্ত তোমাতেই স্থির রহিয়াছে, আমাকে বিশ্বাস কর। রাবণ যে আমার দেহ স্পর্শ করিয়াছিল, তাহাতে আমার কোন অপরাধ হয় নাই। দৈবই সেই ব্যাপারে দোষী। আমি নিরুপায় ছিলাম। অবলা আমি কি করিতে পারি? রাবণ আমার চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। দীর্ঘকাল একত্র বাস করিয়াও আমার সম্পর্কে তুমি এইপ্রকার সন্দেহ পোষণ করায় আমার মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণা হইতেছে। মহাবীর হনুমান্‌কে যখন তুমি দূতরূপে আমার নিকট পাঠাইয়াছিলে, তখন তাহার মুখে আমাকে এই পরিত্যাগ-বার্তা জানাইলে আমি সেই মুহূর্তেই প্রাণ বিসর্জন করিতাম। তাহাতে সুহৃদ্বর্গকে কষ্ট দিয়া এবং সকলের জীবনকে সংশয়াপন্ন করিয়া তোমাকে এই যুদ্ধশ্রম ভোগ করিতে হইত না। হে মহাবাহো, আমার উৎপত্তির পবিত্রতা, পিতৃবংশ এবং চরিত্রবলের কিছুমাত্র বিচার না করিয়া তুমি আমাকে এইসকল নিদারুণ কথা শোনাইলে?

পতিকে এইমাত্র বলিয়া জানকী দীনভাবে চিন্তামগ্ন লক্ষ্মণকে কহিতেছেন—'সৌমিত্রে, পতিপরিত্যক্তা ও অপবাদগ্রস্তা আমি এই জীবন ধারণ করিতে চাহি না। তুমি সত্বর চিতা প্রস্তুত কর। অনলে প্রবেশ করিয়া আমি কর্মানুরূপ গতি লাভ করিব।'

রামের মৌন-সম্মতি লক্ষ্য করিয়া লক্ষ্মণ চিতা প্রস্তুত করিলে পর সীতা অধোমুখে উপবিষ্ট পতিকে প্রদক্ষিণ করিয়া দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণামপূর্ব্বক প্রজ্বলিত অগ্নির সমীপে গমন করেন। জোড়হাতে তিনি অগ্নিদেবের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—

যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাৎ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ॥

ইত্যাদি। ৬।১১৬।২৫-২৮

—আমার মন যদি কখনও রাঘব হইতে বিচলিত না হইয়া থাকে, তবে লোকসাক্ষী অগ্নিদেব আমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন।

আমার চরিত্র যথার্থ বিশুদ্ধ সত্ত্বেও রাঘব যদি আমাকে সন্দেহ করিয়া থাকেন, তবে সকলের পাপ-পুণ্যের সাক্ষী পাবক আমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন। আমি কায়মনোবাক্যে কখনও যদি রঘুনন্দনকে অতিক্রম না করিয়া থাকি, তবে অগ্নিদেব আমাকে রক্ষা করুন। যদি সূর্য, বায়ু, দিক্‌সমূহ, চন্দ্র, দিন, রাত্রি, প্রাতঃ ও সায়ং—এই উভয় সন্ধ্যাকাল, পৃথিবী ও অন্য দেবতাগণ আমাকে পতিব্রতা বলিয়া জানেন, তবে অগ্নিদেব আমাকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করুন।

এইপ্রকার প্রার্থনা করিয়া অগ্নিকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক জানকী নিঃশঙ্কচিত্তে জ্বলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়েন। উপস্থিত সকলেই হাহাকার করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ সেইস্থানে সমাগত হইয়া সাধ্বী জানকীর প্রশংসা করিতেছিলেন। লোকসাক্ষী অগ্নিদেব তরুণাদিত্যসদৃশী তপ্তকাঞ্চনভূষণা রক্তবস্ত্রধারিণী নীলকুঞ্চিত-কেশী অম্লানমাল্যাভরণা অবিকৃতরূপা জানকীকে ক্রোড়ে লইয়া উত্থিত হইলেন। অগ্নিদেব রামকে বলিতেছেন—'হে রাঘব, আমি আদেশ করিতেছি—এই বিশুদ্ধস্বভাবা পুণ্যশীলা পতিব্রতা জানকীকে তুমি গ্রহণ কর। ইনি নিরন্তর তোমার ধ্যানেই মগ্না রহিয়াছেন। বীর্যোন্মত্ত রাবণ ইঁহার পাতিব্রত্য নষ্ট করিতে পারে নাই।'[১৭]

দেবগণের আদেশে রাম সানন্দে মৈথিলীকে গ্রহণ করিয়াছেন। সীতার এই অগ্নিপরীক্ষার বর্ণনা রামায়ণ-পাঠকের রুচিকে পীড়া দেয়। সীতার প্রতি রামের উক্তিগুলিও অশোভন বলিয়াই অনেকে মনে করেন। এই প্রকরণটি সম্ভবতঃ মহাকবি কালিদাসেরও ভাল লাগে নাই। তিনি রঘুবংশে (১২।১০৪) শুধু একটি শ্লোকে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, কোনরূপ বিস্তৃত বর্ণনা করেন নাই। রাক্ষসীদের অভিসম্পাতের ফলে রাম সীতাকে অশুভ-নয়নে দর্শন করিয়াছিলেন—এইকথা বলিয়া কৃত্তিবাস রামের দোষক্ষালন

করিয়াছেন। তুলসীদাসও অতি সংক্ষেপে এই বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

রাম পুষ্পকারোহণে অযোধ্যায় যাত্রা করিতেছেন। লজ্জানম্র-বদনা মনস্বিনী বৈদেহী তাঁহার কোলে বসিয়া আছেন।[১৮]

সীতার পতিভক্তির তুলনা হয় না। তাঁহার সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার পরিচয়ও রামায়ণে প্রচুর পাওয়া যায়। কিন্তু সর্বসমক্ষে পতিকৃত এরূপ অপমানের পর তাঁহার মনে কি কিছুমাত্র গ্লানির উদয় হয় নাই? স্বচ্ছন্দে রামের ক্রোড়ে তাঁহার উপবেশন যেন আমাদিগকে বিস্মিত করে।

বিমানখানি কিষ্কিন্ধার সমীপে উপস্থিত হইলে সীতা প্রণয় ও অনুনয় সহকারে রামকে বলিতেছেন—

> সুগ্রীবপ্রিয়ভার্যাভিস্তারাপ্রমুখতো নৃপ।
> অন্যেষাং বানরেন্দ্রাণাং স্ত্রীভিঃ পরিবৃতা হ্যহম্।
> গন্তুমিচ্ছে সহাযোধ্যাং রাজধানীং ত্বয়া সহ॥ ৬।১২৩।২৫

—হে নৃপ, তারা প্রমুখ সুগ্রীবের প্রিয় ভার্যাগণ এবং অন্যান্য বানরশ্রেষ্ঠের ভার্যাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আমি তোমার সহিত রাজধানী অযোধ্যানগরীতে যাইতে ইচ্ছা করি।

রাম জানকীর এই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন। পথিমধ্যে পূর্বপরিচিত স্থানগুলি জানকীকে দেখাইতে দেখাইতে রাম নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইলেন। সকলের সহিত যথোচিত ব্যবহারের পর দশরথভার্যাগণ আপন হস্তে সীতার সর্বাঙ্গ মনোহর বেশভূষায় সাজাইয়া দিলেন।[১৯]

রাম ও সীতাকে অযোধ্যায় রত্নময় পীঠে উপবেশন করাইয়া বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ রামের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করেন।[২০]

রাম প্রীতিবশতঃ জানকীকে চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট উত্তম মণিদ্বারা খচিত উৎকৃষ্ট একগাছি মুক্তাহার, কখনও মলিন হইবে না—এইরূপ দুইখানি দিব্য বস্ত্র এবং অনেক উত্তম আভরণ প্রদান করেন।

জানকী পবনসুতকৃত উপকারসমূহ স্মরণ করিয়া আপন কণ্ঠ হইতে পতিদত্ত হারগাছি উন্মোচনপূর্বক পুনঃপুনঃ পতি ও বানরগণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। ইঙ্গিতজ্ঞ রাম পত্নীকে কহিলেন—'প্রিয়ে, যাহার উপর তুমি সন্তুষ্ট হইয়াছ, তাহাকেই এই হার প্রদান কর।' স্বামীর আদেশ লাভ করিয়া জানকী হনুমান্‌কে হারগাছি প্রদান করিয়াছেন।[২১]

পরম আনন্দে কিছুকাল অযোধ্যায় অবস্থান করিয়া সুগ্রীবাদি বানরগণ ও বিভীষণ আপন আপন দেশে চলিয়া গিয়াছেন। পুষ্পক-বিমানকে বিদায় দিয়া রাম অশোকবনে (অন্তঃপুরস্থ প্রমোদোদ্যান) প্রবেশ করিয়াছেন। সেই মনোহর উদ্যানে সীতা সহ রাম নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদে সময় অতিবাহিত করেন। প্রত্যহ অপরাহ্নে বিবিধ ভোগবিলাসে এই রাজদম্পতী অশোকবনে অবস্থান করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। পূর্বাহ্নে দেবার্চনায় রত থাকিয়া জানকী সমানভাবে শাশুড়ীদের সেবা করিতেছেন। এইভাবে ভোগবিলাসের সহিত কালযাপন করিতে করিতে শীতকাল অতীত হইয়া গেল।

সীতার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে দেখিয়া রাম অতুল আনন্দ লাভ করিলেন। 'সাধু, সাধু' বলিয়া তিনি পত্নীকে অভিনন্দিত করিলেন। সম্ভবতঃ কার্তিক কিংবা অগ্রহায়ণ মাসে সীতা গর্ভবতী হইয়াছেন। এখন বসন্তকাল সমাগত।

রাম সীতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি গর্ভবতী পত্নীর মনোবাসনা পূর্ণ করিতে অভিলাষী। সীতা যেন অকপটে আপন বাসনা প্রকাশ করেন। সীতা স্মিতমুখে কহিতেছেন—

> তপোবনানি পুণ্যানি দ্রষ্টুমিচ্ছামি রাঘব।
> গঙ্গাতীরোপবিষ্টানামৃষীণামুগ্রতেজসাম্॥

ইত্যাদি। ৭।৪২।৩৩,৩৪

—হে রঘুনন্দন, গঙ্গাতীরস্থিত উগ্রতেজা ঋষিগণের পুণ্য তপোবন

দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার বাসনা হইতেছে। দেব, ফলমূলভোজী পুণ্যাত্মা ঋষিগণের পাদমূলে অবস্থান করিতেও আমার ইচ্ছা হয়। তাঁহাদের তপোবনে অন্ততঃ একরাত্রিও বাস করি—এই আমার বাসনা।

রাম সস্নেহে কহিলেন যে, পরদিনই তিনি প্রিয়তমার এই বাসনা পূর্ণ করিবেন।

সেইদিনই সুহৃদ্বর্গের সহিত বিশ্রম্ভালাপের সময় রাম তাঁহার পত্নীঘটিত অপবাদের কথা শুনিতে পাইলেন। এই অপবাদ ক্ষালনের নিমিত্ত পত্নীকে শুদ্ধচরিতা জানিয়াও বিসর্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি লক্ষ্মণকে আদেশ করিলেন—'সৌমিত্রে, তুমি আগামী কল্য প্রভাতে সুমন্ত্রচালিত রথে সীতাকে আরোহণ করাইয়া রাজ্যের সীমার বাহিরে যাইয়া নির্বাসন দিবে। গঙ্গার অপর পারে তমসা-নদীর তীরে মহাত্মা বাল্মীকির স্বর্গতুল্য আশ্রম অবস্থিত। সেই বিজন প্রদেশে বৈদেহীকে পরিত্যাগ করিয়া সত্বর প্রত্যাবর্তন করিবে। এই বিষয়ে আমাকে কোনরূপ অন্য কথা বলিবে না'।[২২]

পরদিন প্রাতঃকালে দীনচিত্ত লক্ষ্মণ রথ সুসজ্জিত করাইয়া সীতার ভবনে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—'দেবি, আপনি মহারাজের নিকট আশ্রম-দর্শনের বাসনা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। রথ সজ্জিত রহিয়াছে। আমি নৃপতির আজ্ঞায় আপনাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইব।'

এবমুক্তা তু বৈদেহী লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।
প্রহর্ষমতুলং লেভে গমনঞ্চাপ্যরোচয়ৎ॥

ইত্যাদি। ৭।৪৬।৯-১১

—লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া বৈদেহী অতুল আনন্দ লাভ করিলেন এবং যাত্রার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। মুনিপত্নীগণকে দান করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বহুমূল্য বসনভূষণ সঙ্গে লইয়াছেন।

সীতাদেবী রথে আরোহণ করিয়া চলিতে চলিতে লক্ষ্মণকে কহিতেছেন যে, নানাবিধ দুর্লক্ষণ তিনি অনুভব করিতেছেন। তাঁহার দক্ষিণ নয়ন স্পন্দিত ও শরীর কম্পিত হইতেছে। তিনি যেন কি এক অশুভ চিন্তায় পৃথিবীকে শূন্য বোধ করিতেছেন। তিনি লক্ষ্মণকে পতি ও শাশুড়ীগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে লক্ষ্মণ মনের ভাব গোপন করিয়া সীতাকে সান্ত্বনা দিয়াছেন। সীতা দেবতার নিকট সকলের কুশল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

গোমতী-তীরের একটি আশ্রমে সেই রাত্রি বাস করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে রথে আরোহণ করিয়া মধ্যাহ্নকালে তাঁহারা গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়াছেন। লক্ষ্মণ আর ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলেন না, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। সীতা ভাবিলেন যে, দুইদিন রামকে না দেখার নিমিত্তই সম্ভবতঃ লক্ষ্মণ অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি লক্ষ্মণকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ নৌকাযোগে সীতা সহ গঙ্গার পরপারে অবতরণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জানকীকে রামের লোকাপবাদ ও তৎকর্তৃক জানকীর বিসর্জনের কথা শোনাইয়া বলিতেছেন—

পতিব্রতত্বমাস্থায় রামং কৃত্বা সদা হৃদি।
শ্রেয়স্তে পরমং দেবি তথা কৃত্বা ভবিষ্যতি॥ ৭।৪৭।১৮

—দেবি, আপনি পাতিব্রত্য-ধর্ম অবলম্বন করিয়া হৃদয়ে সর্বদা রামের ধ্যান করুন। তাহাতে আপনার পরম কল্যাণ হইবে।

লক্ষ্মণের কথা শুনিয়াই বৈদেহী অজ্ঞান হইয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি লক্ষ্মণকে কহিতেছেন—'সৌমিত্রে, বিধাতা দুঃখ ভোগের নিমিত্তই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। না-জানি কি পাপ করিয়াছিলাম, অথবা কাহারও পত্নীবিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলাম, সেইজন্যই পতিব্রতা জানিয়াও নৃপতি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। লক্ষ্মণ, পূর্বে স্বামীর পদচ্ছায়ায় আমি স্বেচ্ছায় বনবাসে অভিলাষিণী

হইয়াছিলাম। এখন আমি তাঁহার বিরহে কিরূপে নির্জনে বাস করিব? মুনিগণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি কি উত্তর দিব? আমার গর্ভে নৃপতির সন্তান রহিয়াছে। এইজন্য তাঁহার বংশ-লোপের ভয়ে আত্মহত্যাও করিতে পারিব না। দুঃখিনী আমাকে ত্যাগ করিয়া তুমি রাজার আদেশ পালন কর। লক্ষ্মণ, তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া শ্বশ্রূদিগকে আমার প্রণাম জানাইবে ও নৃপতির চরণযুগলে প্রণত হইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। অন্তঃপুরের সকল পূজনীয়াগণকে আমার প্রণাম নিবেদন করিবে। মহারাজকে বলিবে যে, আমার চরিত্রের বিশুদ্ধি জানিয়াও লোকাপবাদের ভয়েই তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। যাহাতে তাঁহার অপবাদ ঘটে, এরূপ কর্ম আমারও অকর্তব্য। পরন্তু তিনিই আমার একমাত্র আশ্রয়। আমি নিজের জন্য অনুশোচনা করি না, তাঁহার দুঃখের কথা ভাবিয়াই আমি চিন্তিত হইতেছি। প্রজাবর্গের প্রতি ধর্মানুকূল আচরণ করিয়া তিনি উত্তম কীর্তি লাভ করুন—ইহাই আমার কাম্য। আমার গর্ভলক্ষণ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, তুমি ইহা দেখিয়া যাও।' (ভবিষ্যতে সমধিক অপবাদের আশঙ্কায় সম্ভবতঃ সীতা লক্ষ্মণকে সাক্ষী রাখিতেছেন।)

লক্ষ্মণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে পুনরায় নৌকায় আরোহণ করিলেন। সীতাও কাঁদিতে কাঁদিতে লক্ষ্মণকে পুনঃপুনঃ দেখিতে-ছিলেন।[২৩]

সীতার এই বিসর্জনের ব্যাপারে একটি কথা বলিবার আছে। আশ্রম-দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় অতিশয় হর্ষান্বিতা সীতা যাত্রাকালে রামের সহিত দেখা করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করেন নাই। ইহা কি তাঁহার কর্তব্যের ত্রুটি নহে? সীতা রামের সহিত দেখা করিলে সম্ভবতঃ রাম তাঁহার মনোদুঃখ গোপন রাখিতে পারিতেন না। রামের তাৎকালিক চেহারা দেখিলে নিশ্চয়ই সীতা বুঝিতে পারিতেন যে, রাম বিশেষ দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া আছেন। তখন কি যে হইত—

বলা কঠিন। সেইসময়ে রামের সহিত সীতার দেখা না-করাও কি নিয়তির চক্রান্ত?

সীতা বাল্মীকির আশ্রম সমীপে বসিয়া কাঁদিতে থাকিলে মুনিকুমারগণ বাল্মীকিকে এই সংবাদ দেন। মুনিকুমারগণ সীতাকে চিনিতে পারেন নাই। মহর্ষি বাল্মীকি তপোবলে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অর্ঘ্যহস্তে জানকীর সমীপে উপস্থিত হইয়া মধুরস্বরে কহিতেছেন—

স্নুষা দশরথস্য ত্বং রামস্য মহিষী প্রিয়া।
জনকস্য সুতা রাজ্ঞঃ স্বাগতং তে পতিব্রতে॥

ইত্যাদি। ৭।৪৯।১১-১৬

—পতিব্রতে, তুমি দশরথের পুত্রবধূ, রামের প্রিয়তমা মহিষী ও জনকরাজার কন্যা। তোমাকে স্বাগত জানাইতেছি। আমি যোগবলে তোমার সকল বৃত্তান্তই অবগত হইয়াছি। সীতে, আমি দিব্যজ্ঞানে তোমাকে পরম পূতচরিতা বলিয়া জানি। বৈদেহি, তুমি অশ্বস্তা হও, এক্ষণে আমার আশ্রমে বাস করিবে। বৎসে, আমার আশ্রমের সন্নিকটে তাপসীগণ তপস্যা করিতেছেন। তাঁহারা তোমাকে আপন কন্যার ন্যায় পালন করিবেন। বৎসে, এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর এবং নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হও। নিজের গৃহে আসিয়াছ মনে করিয়া বিষাদ পরিত্যাগ কর।

সীতা ভক্তিভরে মহর্ষির চরণযুগলে প্রণাম করিয়া মহর্ষির সহিত তাঁহার আশ্রমে গমন করিলেন। মহর্ষি সীতাকে তাপসীগণের হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন। সীতা তাপসীগণ ও মহর্ষির স্নেহযত্নে কাল অতিবাহিত করিতেছেন।

শ্রাবণ মাসের এক মধ্যরাত্রিতে সীতা বাল্মীকিপ্রদত্ত পর্ণকুটিরে দুইটি পুত্র প্রসব করিয়াছেন। তখনই মুনিকুমারদের মুখে এই শুভ সংবাদ জানিয়া মহর্ষি প্রসূতির কুটিরে পদার্পণ করিলেন। প্রসন্নচিত্তে কুমারযুগলকে দর্শন করিয়া মহর্ষি তাহাদের

কল্যাণের মিমিত্ত রাক্ষস ও বালগ্রহ-বিনাশিনী রক্ষার বিধান করেন।

কতকগুলি সাগ্র কুশ লইয়া সেইগুলির মধ্যভাগের ছেদন করিলে অগ্রভাগকে 'কুশমুষ্টি' ও অধোভাগকে 'লব' বলা হয়। মহর্ষি বাল্মীকি কুশমুষ্টি ও লব লইয়া বালকদ্বয়ের ভূতনাশিনী রক্ষার নিমিত্ত বালকযুগলকে তাহা প্রদান করিয়াছেন। যে বালকটি জ্যেষ্ঠ, তাহাকে কুশদ্বারা এবং কনিষ্ঠ বালকটিকে লবদ্বারা মার্জন করা হইল। এইহেতু তাহাদের নাম হইল—কুশ ও লব। মহর্ষিই বালকদ্বয়ের নামকরণ করিয়াছেন।[২৪]

কুশ ও লব মহর্ষির শিক্ষাদীক্ষায় কৃতবিদ্য হইয়াছেন। তাঁহাদের বার বৎসর বয়স হইয়াছে। মহর্ষিই তাঁহাদের ক্ষত্রোচিত সংস্কারও সম্পন্ন করিয়াছেন। সীতা মহর্ষির আশ্রমেই অবস্থান করিতেছেন।

সীতা-বিসর্জনের বার বৎসর পরে রাম স্বর্ণময়ী সীতামূর্তিকে পার্শ্বে স্থাপন করিয়া অশ্বমেধ-যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন। সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহার শিষ্যযুগল কুশ-লব সহ রামের যজ্ঞমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি 'রামায়ণ' রচনা করিয়া তাল-মান সহ রামায়ণগীতি কুশ-লবকে শিখাইয়াছেন। গুরুর আদেশে শিষ্যদ্বয় রামের যজ্ঞমণ্ডপে মধুরস্বরে রামায়ণ-গান করিতে লাগিলেন। সেই গানের ভিতরেই রাম জানিতে পারিলেন যে, কুশ ও লব তাঁহারই আত্মজ।

সীতার নির্বাসনের পর যে রাম দ্বাদশ বৎসর কাল অসীম ধৈর্য ধারণ করিয়াছেন, পুত্রযুগলকে দেখার পর সেই রামের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। সীতাকে পাইবার নিমিত্ত তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সম্ভবতঃ পুত্রজন্মের সংবাদ তিনি পূর্বে পান নাই। অথবা পাইয়া থাকিলেও সেই বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। রাম মহর্ষির নিকট প্রার্থনা জানাইলেন যে, পরদিন প্রাতঃকালে যজ্ঞমণ্ডপে উপস্থিত

হইয়া মৈথিলী যদি শপথের দ্বারা তাঁহাকে কলঙ্কমুক্ত করেন, তবে তিনি কৃতার্থ হইবেন। মহর্ষি রামের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া এই বিষয়ে সম্মত হইয়াছেন।[২৫]

পরদিন প্রাতঃকালে মহর্ষি বাল্মীকি কৌতূহলী জনতার সাক্ষাতে সীতাকে লইয়া উপস্থিত হন। মনে মনে পতির ধ্যান করিতে করিতে কৃতাঞ্জলি অশ্রুপূর্ণবদনা জানকী মহর্ষিকে অনুসরণ করিয়া সভামধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন।

তাং দৃষ্ট্বা শ্রুতিমায়ান্তীং ব্রাহ্মণস্যানুগামিনীম্।
বাল্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ ॥

ইত্যাদি। ৭।৯৬।১২-১৪

—তৎকালে ব্রাহ্মণের অনুগামিনী শ্রুতির ন্যায় সীতাকে বাল্মীকির পশ্চাতে আসিতে দেখিয়া সভামধ্যে মহান্ সাধুবাদ উত্থিত হইল। দুঃখে ও শোকে ক্ষুব্ধান্তঃকরণ দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। কেহ রামের, কেহ সীতার, কেহ বা উভয়ের প্রশস্তি গাহিতে লাগিলেন—

তখন মহর্ষি বাল্মীকি রামকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

ইয়ং দাশরথে সীতা সুব্রতা ধর্মচারিণী।
অপবাদাৎ পরিত্যক্তা মমাশ্রমসমীপতঃ ॥

ইত্যাদি। ৭।৯৬।১৬-২৪

—দশরথনন্দন, সীতা পতিব্রতা ও ধর্মচারিণী হইলেও তুমি লোকাবাদের ভয়ে ইঁহাকে আমার আশ্রম সমীপে পরিত্যাগ করিয়াছিলে। হে মহামতে, তুমি ইঁহাকে অনুমতি দাও, ইনি তোমার অপবাদ দূর করিবেন। জানকীর গর্ভজাত এই কুমারযুগল তোমারই পুত্র—ইহা আমি সত্য করিয়া বলিতেছি। আমি প্রচেতার (বরুণের) দশম পুত্র, জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই। জানকী যদি দুশ্চরিত্রা হন, তবে আমি যেন আমার তপস্যার ফলভাগী না হই। জানকী যদি পতিব্রতা হন, তবে আমি অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্মের ফল

লাভ করিব। আমি পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনোরূপ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দ্বারা উত্তমরূপে বিচারপূর্বক জানকীর চরিত্রকে বিশুদ্ধ জানিয়াই ইঁহাকে পালন করিয়াছি। আমি দিব্য দৃষ্টির প্রভাবে জানকীকে বিশুদ্ধ-চরিতা বলিয়া জানি। অন্যথা ইনি আমার পবিত্র আশ্রমে স্থান পাইতেন না। লোকাপবাদে উদ্বিগ্ন হইয়াই তুমি এই পতিপ্রাণাকে পরিত্যাগ করিয়াছ।

কৃতাঞ্জলি রাম সবিনয়ে মহর্ষির কথাগুলি স্বীকার করিয়া কহিলেন, 'হে ব্রহ্মর্ষে, যদিও আমি প্রিয়তমাকে পতিব্রতা বলিয়াই জানি, তথাপি এই জনতার সম্মুখে ইঁহার বিশুদ্ধি সপ্রমাণ হইলে আমি সমধিক আনন্দ লাভ করিব।'

অনন্তর গৈরিকবস্ত্রধারিণী সীতা অধোমুখে ভূতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জোড়হাতে বলিতে লাগিলেন—

যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥

ইত্যাদি। ৭।৯৭।১৪-১৬

—আমি রাঘব ব্যতীত অপর কাহাকেও কখন স্পর্শ করা দূরে থাকুক, মনেও ভাবি নাই। যদি ইহা সত্য হয়, তবে পৃথিবী-দেবী আমাকে স্বীয় গর্ভে স্থান দান করুন। যদি আমি কায়মনোবাক্যে সতত শুধু রামেরই অর্চনা করিয়া থাকি, তবে ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে স্বীয় গর্ভে স্থান দিন্। আমি রাম ভিন্ন অপর কাহাকেও জানি না—ইহা যদি সত্য হয়, তবে মাধবী-দেবী আমাকে আপন ক্রোড়ে গ্রহণ করুন।

বৈদেহী এইরূপ শপথ করিতে থাকিলে এক অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইল। ভূতল হইতে এক দিব্য সিংহাসন সহ ধরণী-দেবী আবির্ভূত হইয়া জানকীকে আলিঙ্গনপূর্বক সেই সিংহাসনে বসাইলেন। স্বর্গ হইতে অবিরলধারায় পুষ্প বর্ষিত হইতেছিল। দেবগণের সাধুবাদে আকাশ মুখরিত। যজ্ঞমণ্ডপস্থ মহর্ষিগণ, নৃপতিগণ ও অপর জনসমূহ বিস্ময়ে হতবাক্। ধরণী-দেবী তাঁহার

পূতচরিতা সাধ্বী দুহিতাকে আপন গর্ভে স্থান দিয়া তাঁহার সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটাইলেন।

সীতাপ্রবেশনং দৃষ্ট্বা তেষামাসীৎ সমাগমঃ।
তন্মুহূর্তমিবাত্যর্থং সমং সম্মোহিতং জগৎ॥ ৭।৯৭।২৬

—সীতার সেই পাতালপ্রবেশ দেখিয়া সেইস্থানে সমাগত সকলই হর্ষ ও শোকে মগ্ন হইলেন। মুহূর্তকালের জন্য সমগ্র জগৎ যেন মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

সীতার অন্তর্ধানের প্রকরণটি শোকাবহ হইলেও ইহাতে সাধ্বীর যে তেজস্বিতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অতুলনীয়। লোকনিন্দার ভয়ে ও তৎকালীন আদর্শ অনুসারে প্রজারঞ্জক রাজার কর্তব্যের খাতিরে রাম আপন হৃৎপিণ্ড উৎপাটনের ন্যায় অতি দুঃখে পত্নীকে বিসর্জন করিয়াছিলেন। পতিব্রতা পত্নীও স্বামীর কলঙ্ক-মোচনের নিমিত্ত নির্বিচারে সেই দণ্ডকে শিরোধার্য করিয়াছেন। তিনি স্বামীর এই নির্মম আচরণের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নাই। বার বৎসর পরে স্বামীর অভিপ্রায় অনুসারে সর্বসমক্ষে তিনি পুনরায় শপথ করিলেন, কিন্তু এবার আর সহ্য করিতে পারিলেন না। একান্ত পতিপ্রাণা হইলেও এই মর্ত্যলোকে থাকিয়া পতির সহিত পুনর্মিলনের বাসনা আর তাঁহার নাই। যে রাজ্যের প্রজাবর্গ তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করে, সেই রাজ্যের রাজমহিষীরূপে প্রজাবর্গের সুখদুঃখের অংশ গ্রহণ করিতে সম্ভবতঃ তিনি ঘৃণা বোধ করিয়াছেন। স্বামীকে তিনি অপবাদ হইতে মুক্ত করিলেন, তাঁহারই দুইটি পুত্রকে বার বৎসর পালন করিয়া তিনি রাখিয়া যাইতেছেন। পরম দুঃখে থাকিয়াও তিনি আপন কর্তব্য পালন করিয়াছেন, আর এই প্রজারঞ্জক স্বামীর কাছে থাকিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া সম্ভবতঃ তিনি মনে করেন নাই। হয়তো এইসকল চিন্তা করিয়াই অভিমানিনী জানকী চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া আপনার বিশুদ্ধি সপ্রমাণ করিয়াছেন।

সীতার চরিত্রে কোমলতা, পতিপ্রাণতা, সহিষ্ণুতা ও তেজস্বিতার বিস্ময়কর সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। দুই একটি স্থলে কঠোর দুঃখ ও উদ্বেগে তাঁহার মুখে দুই একটি অশোভন উক্তি শোনা গেলেও সেইগুলির দ্বারা তাঁহাকে বিচার করা উচিত হইবে না। ধরিয়া লইতে হইবে যে, তখন উন্মাদিনীর ন্যায় তিনি অস্বতন্ত্রা ছিলেন।

পতির সহিত বনগমনের ব্যাপারে জানকীর কথাবার্তায় চরিত্রের যে দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার মত। সেইসময় স্বামীর নির্দেশে মুহূর্তমধ্যে তিনি নিজের সকল ধনরত্ন দান করিয়া স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

অরণ্যবাসের সময় স্বামীর সহিত তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া এবং অরণ্য, পর্বত, নদী ও নির্ঝরাদির প্রাকৃতিক শোভা দর্শন করিয়া মধুরভাষিণী জানকী অযোধ্যার সুখকে তুচ্ছ বলিয়া মনে করিয়াছেন। বনলক্ষ্মীর ন্যায় সাজসজ্জা করিয়া এই স্বামিসঙ্গিনী রামের চিত্তে হর্ষ উৎপাদন করিতেন। কখনও তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখা যায় নাই। কাহারও নিকট স্বামীর গুণকীর্তন করিবার সময় তিনি পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন।

পরিব্রাজকরূপী রাবণের কু-প্রস্তাব শুনিয়াই জানকী ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার রসনা হইতে যে-সকল তেজোময়ী ভাষা বিচ্ছুরিত হইয়াছে, রাবণ তাঁহার জীবনে কোন বীরপুরুষের মুখেও এরূপ অপমানকর ভর্ৎসনাবাক্য শোনেন নাই।

রাবণের মনোহর অশোকবন সতী জানকীর শোকাশ্রু দ্বারা ক্লিন্ন হইতেছে—এই দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, অনশনক্লিষ্টা একবেণীধরা শুক্লপক্ষের প্রতিপচ্চন্দ্রসদৃশী জানকীর তেজোদীপ্ত বচনে মহাপরাক্রান্ত রাক্ষসরাজের সমস্ত প্রচণ্ডতা ও লাম্পট্য পুনঃপুনঃ প্রতিহত হইতেছে। পতির ধ্যানে নিমগ্না সতী বিরূপা রাক্ষসীগণের ভয়প্রদর্শনেও ভীতা নহেন। বিদ্যুতের ন্যায় তেজস্বিতা যেন তাঁহার দেহে ও চিত্তে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।

অসীম দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বৈদেহী কখনও ভূতলে লুটাইয়া পড়েন, কখনও বা আশায় বুক বাঁধিয়া স্বস্থ হইতে প্রয়াস পান। হনুমানের সহিত কথোপকথনেও জানকীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

অগ্নি-পরীক্ষার পূর্বে তাঁহার স্বামীর অশোভন কথাগুলি যে প্রাকৃতজনোচিত, স্পষ্ট ভাষায় সর্বসমক্ষে তাহা বলিতেও সাধ্বী জানকীর কণ্ঠ কম্পিত হয় নাই। জ্বলন্ত চিতা প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে ঝাঁপ দিতেও তিনি ভীতা নহেন।

লক্ষ্মণের মুখে স্বামিকর্তৃক নির্বাসনের দুঃসহ সংবাদ শুনিয়াও পতিব্রতা জানকী পতির উপর কোন দোষারোপ করেন নাই, আপন অদৃষ্টের কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু যজ্ঞমণ্ডপে পুনরায় তাঁহার বিশুদ্ধি পরীক্ষার সময় আর তিনি স্বামীর নিকটও আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে পারিলেন না। সর্বংসহা ধরণীতনয়া ধরণীর গর্ভে প্রবেশ করিয়া পতির হৃদয়ে তথা চিরকালের জনহৃদয়ে আপনার অম্লান সিংহাসন স্থাপন করিয়াছেন।

---

১ ২।৫০।৪৯; ২।৫১।৯
২ ২।৫৫।১৯-২১
৩ ২।৫৫।২৪,২৫
৪ ২।৬০।৭-২০
৫ ২।১১৭তম ও ১১৮তম সর্গ
৬ ৩।৫২।২৯, ৩২, ৩৩
৭ ৩।৫৬শ সর্গের পর প্রক্ষিপ্ত সর্গ
৮ ৫।২২।১২-২১
৯ ৫।২৭শ সর্গ
১০ ৫।২৮।১৯
১১ ৫।৩৭শ সর্গ
১২ ৫।৩৮শ সর্গ
১৩ ৫।৩৯।৮
১৪ ৬।৩৪শ সর্গ
১৫ ৬।৯২৬০
১৬ ৬।১১৩।৩৯-৪৬
১৭ ৬।১১৮।১-১০
১৮ ৬।১২২।১২
১৯ ৬।১২৮।১৮
২০ ৬।১২৮।৫৯
২১ ৬।১২৮।৮১
২২ ৭।৪৫শ সর্গ
২৩ ৭।৪৮শ সর্গ
২৪ ৭।৬৬তম সর্গ
২৫ ৭।৯৫তম সর্গ

লঙ্কায় সীতাদেবীর বন্দিনী-দশার কালনির্ণয়

রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ এবং লঙ্কার অশোকবনে বন্দিনী সীতার অবস্থানের সময় সম্পর্কে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

মহামুনি বিশ্বামিত্র রাক্ষসবধের নিমিত্ত মহারাজ দশরথের নিকট হইতে রাম-লক্ষ্মণকে যখন লইয়া যান, তখন দশরথ বিশ্বামিত্রকে বলিয়াছেন—

উনষোড়শবর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ।
ন যুদ্ধযোগ্যতামস্য পশ্যামি সহ রাক্ষসৈঃ॥ ১।২০।২

—আমার কমললোচন রামের বয়স মাত্র পনরো বৎসর। রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিবার মত যোগ্যতা তাহার আছে বলিয়া মনে হয় না।

মারীচের উক্তি হইতে জানা যায় যে, তখনও রামের বয়স বার বৎসর পূর্ণ হয় নাই।

উনদ্বাদশবর্ষোঽয়মকৃতাস্ত্রশ্চ রাঘবঃ। ৩।৩৮।৬

'উনদ্বাদশবর্ষ' পাঠটিই সমীচীন বোধ করি। পরে এই বিষয়ে বিচার করা যাইবে।

বিশ্বামিত্রের আশ্রমে রাম ও লক্ষ্মণের কিছুকাল কাটিয়াছে। রামের বয়স বার বৎসর পূর্ণ হইয়া তের চলিতেছে। এই সময়ই ছয়বৎসর-বয়স্কা সীতার সহিত তাঁহার পরিণয় সম্পন্ন হয়।

জনস্থানের পঞ্চবটীবনে কুটিরবাসিনী সীতা সন্ন্যাসিবেশধারী রাবণের নিকট আত্মপরিচয় দিতে যাইয়া বলিতেছেন যে, বিবাহের পর তিনি—

উষিত্বা দ্বাদশ সমা ইক্ষ্বাকূণাং নিবেশনে।
ভুঞ্জানা মানুষান্ ভোগান্ সর্বকামসমৃদ্ধিনী॥

ইত্যাদি। ৩।৪৭।৪-৬

—মানুষভোগ্য বস্তুসমুদয় ভোগ করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়া বার বৎসর কাল ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণের গৃহে বাস করিয়াছেন। ত্রয়োদশ বর্ষে রাজা দশরথ মন্ত্রিবর্গের সহিত মিলিত হইয়া রামকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবার অয়োজন করেন। কৈকেয়ীর বর-প্রার্থনায় রামকে বনবাসী হইতে হইয়াছে।

সেইসময়ে রাম ও সীতার বয়সের কথাও সীতার মুখেই শোনা যাইতেছে—

মম ভর্তা মহাতেজা বয়সা পঞ্চবিংশকঃ।
অষ্টাদশ হি বর্ষাণি মম জন্মনি গণ্যতে॥ ৩।৪৭।১০

—তখন আমার স্বামী মহাতেজস্বী রামের বয়স পঁচিশ বৎসর এবং আমার বয়স আঠার বৎসর।

সীতার এই উক্তি হইতেই জানা যাইতেছে—বিবাহকালে তাঁহার বয়স ছিল (১৮—১২=৬) ছয় বৎসর এবং রামের বয়স ছিল (২৫—১২=১৩) তের বৎসর। অতএব সীতার এই কথার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত পূর্বোধৃত 'ঊনদ্বাদশবর্ষ' শব্দটিই সমীচীন বোধ হয়, 'ঊনষোড়শবর্ষ' পাঠটি চিন্তনীয়।

রামের অভিষেকের দিন স্থির হয়—চৈত্র মাসের পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুভ লগ্নে। দশরথ পুরোহিত ও অমাত্যবর্গকে বলিতেছেন—

চৈত্রঃ শ্রীমানয়ং মাসঃ পুণ্যঃ পুষ্পিতকাননঃ।
যৌবরাজ্যায় রামস্য সর্বমেবোপকল্প্যতাম্॥ ২।৩।৪

—অতি শোভাময় শুভ চৈত্রমাস উপস্থিত। এই সময় কাননসমূহ পুষ্পরাজিতে সমৃদ্ধ। এই মাসেই আপনারা রামের অভিষেকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করুন।

দশরথ রামকেও বলিয়াছেন—

তস্মাত্ত্বং পুষ্যযোগেন যৌবরাজ্যমবাপ্নুহি। ২।৩।৪১

—যেহেতু তুমি আমার উপযুক্ত পুত্র, সেইহেতু পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুভ লগ্নে যুবরাজপদ লাভ কর।

চান্দ্র চৈত্রমাসের পূর্ণিমা-তিথিতে চিত্রা-নক্ষত্রের যোগ হয়। চিত্রা হইতেছে—চতুর্দশ নক্ষত্র, আর পুষ্যা হইতেছে—অষ্টম নক্ষত্র। সাধারণতঃ চৈত্রের শুক্লা পঞ্চমী হইতে নবমীর মধ্যে বাসন্তীপূজার সময় পুষ্যা-নক্ষত্রের যোগ হয়।

চৈত্রের শুক্লা নবমীতে রামের আবির্ভাব। অতএব পঁচিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার তিন দিন পূর্বেই পঞ্চমী কিংবা ষষ্ঠী তিথিতে তিনি অষ্টাদশবর্ষীয়া পত্নী সহ অরণ্যযাত্রা করিয়াছেন।

অরণ্যবাসের তেরবৎসর পূর্ণ হইবার কিছুকাল পূর্বে সম্ভবতঃ মাঘ মাসের শেষভাগ কিংবা ফাল্গুনের প্রথম ভাগে সীতা রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হইয়াছেন। এই অনুমানের হেতু রহিয়াছে।

অরণ্যবাসের ত্রয়োদশ বর্ষে হেমন্তকালে, সম্ভবতঃ অগ্রহায়ণ মাসে শস্যশালিনী পৃথিবী এবং তুষারমলিনা কৌমুদী রামসীতার পরম প্রীতি উৎপাদন করিতেছে। লক্ষ্মণ কহিতেছেন—

রবিসংক্রান্তসৌভাগ্যস্তুষারারুণমণ্ডলঃ।
নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে॥ ৩।১৭।১৩

—সম্প্রতি সূর্য চন্দ্রের সুখসেব্যতারূপ সৌভাগ্য অপহরণ করিয়াছেন। চন্দ্রমণ্ডল হিমযুক্ত ধূসরবর্ণ হওয়ায় নিঃশ্বাস দ্বারা মালিন্যপ্রাপ্ত দর্পণের ন্যায় যেন প্রকাশিত হইতেছে না।

এই ঋতুবর্ণনার ভিতরে যদিও শীতের প্রচণ্ডতা ও পৌষরজনীর বর্ণনা রহিয়াছে, তথাপি

নবাগ্রয়ণপূজাভিরভ্যর্চ্য পিতৃদেবতাঃ।
কৃতাগ্রয়ণকাঃ কালে সন্তো বিগতকল্মষাঃ॥ ৩।১৬।৬

—এইমাসে মানবগণ নবশস্য দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করিয়া নবশস্যনিমিত্তক যাগের দ্বারা পাপশূন্য হইয়া থাকেন।

এই বর্ণনা হইতে জানা যাইতেছে, তখন অগ্রহায়ণ মাস চলিতেছিল। যেহেতু পৌষমাসে নবান্নকৃত্য স্মৃতিশাস্ত্রে নিষিদ্ধ।

এই অগ্রহায়ণ মাসেই দুঃস্বপ্নরূপিণী শূর্পণখা পঞ্চবটীতে

আসিয়াছিল। রামকে পতিরূপে লাভ করিবার নিমিত্ত এই বিধবা রাক্ষসী সীতাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে রামের নির্দেশে লক্ষ্মণ তাহার নাক ও কান কাটিয়া ফেলেন। শূর্পণখার মাস্‌তুতো ভাই খর ও দূষণ ভগিনীর এই দুর্গতি দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে নাই। চৌদ্দহাজার রাক্ষসসৈন্য লইয়া তাহারা রাম ও লক্ষ্মণকে আক্রমণ করিয়াছিল। সকলেই রামের হাতে প্রাণ দিয়াছে।

জনস্থানের চৌদ্দহাজার রাক্ষসসৈন্য ও খর-দূষণাদির নিধনসংবাদ লঙ্কায় রাবণের কর্ণগোচর হইতে অধিক বিলম্ব হয় নাই। তিনি অবিলম্বে সমুদ্রের উত্তরতীরে তাড়কার পুত্র মারীচের আশ্রমে যাইয়া তাঁহার নিকট সীতাহরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। মারীচ রামের অলৌকিক শৌর্যবীর্যের উল্লেখ করিয়া এইপ্রকার কুলক্ষয়কর অভিসন্ধি ত্যাগের অনুরোধ করিলে পর রাবণ লঙ্কায় ফিরিয়া যান। বিরূপিতা শূর্পণখার আর্তনাদ, ভর্ৎসনা ও প্রলোভনবাক্যে অপমানিত ও উত্তেজিত শূরমানী রাবণ পুনরায় মারীচের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার দুষ্ট অভিসন্ধি পূরণের নিমিত্ত মারীচের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। এবার অভিমানী রাবণ মারীচের কোন কথাই শুনিলেন না। অনন্যোপায় মারীচকে সোনার হরিণ সাজিতে হইল। মাঘ মাসের শেষ ভাগে অথবা ফাল্গুনের প্রথম ভাগে এক অশুভ মুহূর্তে রামপত্নী জানকী অপহৃতা হইলেন।

রাবণ তাঁহাকে লঙ্কায় লইয়া যাইয়া রাজপ্রাসাদ হইতে দূরে অশোকবন-নামক একটি মনোহর উদ্যানে রাখিয়া দিলেন। নানাবিধ অনুনয়-বিনয় ও ভয় প্রদর্শনেও সীতা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার না করায় ক্রুদ্ধ রাবণ সীতাকে কহিতেছেন—

শৃণু মৈথিলি মদ্‌বাক্যং মাসান্ দ্বাদশ ভামিনি।
কালেনানেন নাভ্যেষি যদি মাং চারুহাসিনি।
ততস্ত্বাং প্রাতরাশার্থং সূদাশ্ছেৎস্যন্তি লেশশঃ॥ ৩।৫৬।২৫

—হে চারুহাসিনি মিথিলারাজনন্দিনি, তুমি আমার বাক্য শ্রবণ

কর। হে ভামিনি, তোমাকে বার-মাস সময় দিতেছি। তুমি যদি এই সময়ের মধ্যে আমার অনুগতা না হও, তবে পাচকগণ আমার প্রাতরাশের নিমিত্ত তোমাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলিবে।

বিকটাকৃতি রাক্ষসী চেড়ীগণ এই দেবপ্রতিমার পাহারায় নিযুক্ত হইল।

এইদিকে সীতার অন্বেষণে ভ্রমণশীল উন্মত্তপ্রায় রাম ও লক্ষ্মণের মুমূর্ষু জটায়ুর সাক্ষাৎলাভ, রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের বৃত্তান্ত শ্রবণ, রাক্ষস কবন্ধকে বধ করিয়া তাহার শাপমোচন, শাপমুক্ত কবন্ধের পরামর্শে সুগ্রীবের অনুসন্ধান ও পম্পা-সরোবরের তীরে মতঙ্গবনাশ্রমে শ্রমণী শবরীকে তাঁহার তপস্যার ফলপ্রদান প্রভৃতিতে কিঞ্চিদধিক একমাস কাল অতিবাহিত হইয়াছে। যেহেতু এইসকল ঘটনার পরেই পম্পা-সরোবরের শোভা দর্শনের সময় রাম লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—

সন্তাপয়তি সৌমিত্রে ক্রূরশ্চৈত্রবনানিলঃ। ৪।১।৩৬

—হে সৌমিত্রে, চৈত্র মাসের আরণ্য বায়ু যেন ক্রূর হইয়া আমাকে সমধিক সন্তাপিত করিতেছে।

তখন চৈত্র মাস। সেই চৈত্র মাসেই সুগ্রীবের সহিত রামের মিত্রতাস্থাপন ও বালিবধের প্রতিজ্ঞা। বালী ও সুগ্রীবের চেহারা ঠিক একই রকমের বলিয়া যুদ্ধকালে সুগ্রীবকে চিনিবার নিমিত্ত রাম তাঁহার কণ্ঠে পুষ্পিত গজপুষ্পী-লতার মালা পরাইয়া দেন।

আষাঢ় মাসের শেষভাগে রাম বালীকে বধ করেন। বালীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার পরে রাম সুগ্রীবকে বলিতেছেন—

পূর্বোঽয়ং বার্ষিকো মাসঃ শ্রাবণঃ সলিলাগমঃ।
প্রবৃত্তাঃ সৌম্য চত্বারো মাসা বার্ষিকসংজ্ঞিতাঃ॥
ইত্যাদি। ৪।২৬।১৪,১৫

কার্তিকে সমনুপ্রাপ্তে ত্বং রাবণবধে যত। ৪।২৬।১৭

—হে সৌম্য, চারিমাস বারিবর্ষণের কাল বর্ষা বলিয়া কথিত।

তাহার প্রথম মাস শ্রাবণ আরম্ভ হইয়াছে। এখন আমাদের সীতা-উদ্ধারের উদ্যোগের সময় নহে। বর্ষা অতিক্রান্ত হইলে কার্তিক-মাসে তুমি রাবণবধের নিমিত্ত উদ্যোগী হইবে।

রাম ও লক্ষ্মণ মাল্যবান্- (প্রস্রবণ) পর্বতের গুহায় বর্ষাকাল যাপন করিয়াছেন। কিষ্কিন্ধা-কাণ্ডের অষ্টাবিংশ সর্গে মহর্ষি বাল্মীকি রামের মুখ দিয়া বর্ষার যে রুদ্রগম্ভীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। শোকাতুর বিরহী রাম যেন অতি কষ্টে বর্ষাকাল অতিবাহিত করিলেন।

এবার জ্যোৎস্নানুলেপনা শারদী রজনীর আবির্ভাবে রাম সীতাকে স্মরণ করিয়া সমধিক ব্যথিত হইতেছেন। লক্ষ্মণের সুমধুর সান্ত্বনাবাণীতেও তাঁহার অশান্ত চিত্ত যেন শান্তি পাইতেছে না।

গ্রাম্যসুখে মত্ত সুগ্রীবকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া তিনি লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের নিকট পাঠাইয়াছেন। তখন সৌর কার্তিক আরম্ভ হইয়াছে এবং আশ্বিনের শুক্ল পক্ষ চলিতেছে। ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণের বচনে ও হনুমানের হিত-পরামর্শে প্রকৃতিস্থ হইয়া সুগ্রীব সীতার অন্বেষণের নিমিত্ত সকল দেশের বানরগণকে কিষ্কিন্ধায় আহ্বান করেন। দশদিনের ভিতরেই সকল বানর কিষ্কিন্ধায় সমবেত হইয়াছেন। সুগ্রীব তাঁহাদিগকে বিভিন্ন দলে ভাগ করিয়া সীতার অন্বেষণে চতুর্দিকে পাঠাইয়াছেন। সমবেত বানরগণকে সম্বোধন করিয়া সুগ্রীব বলিয়াছেন—

> ঊর্ধ্বং মাসান্ন বস্তব্যং বসন্ বধ্যো ভবেন্মম।
> সিদ্ধার্থাঃ সন্নিবর্তধ্বমধিগম্য চ মৈথিলীম্॥ ৪।৪০।৭০

—একমাসের মধ্যেই তোমরা সীতার বৃত্তান্ত অবগত ও কৃতকার্য হইয়া ফিরিয়া আসিবে। ইহার মধ্যে ফিরিয়া না আসিলে তোমাদের প্রাণদণ্ড হইবে।

দক্ষিণাভিমুখে যাঁহাদিগকে পাঠানো হইল, তাঁহাদের মধ্যে হনুমান্ অন্যতম। সুগ্রীব ও রাম উভয়েই হনুমানের শক্তি-সামর্থ্য

ও কর্মকুশলতা সম্পর্কে বিশেষ আস্থাবান্। সীতার অভিজ্ঞানের নিমিত্ত রাম স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কটি হনুমানের হাতে দিয়াছেন।

অন্যান্য দিকে প্রস্থিত বানরগণ অকৃতকার্য হইয়া কিষ্কিন্ধায় ফিরিয়াছেন, কিন্তু নানাস্থানে সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে দক্ষিণদিকে প্রস্থিত বানরগণের একমাস কাল অতীত হইল। অঙ্গদ বলিতেছেন—

বয়মাশ্বযুজে মাসি কালসংখ্যা ব্যবস্থিতাঃ।
প্রস্থিতাঃ সোঽপি চাতীতঃ কিমতঃ কার্যমুত্তরম্॥

ইত্যাদি। ৪।৫৩।৯,১০

—একমাস সময়ের নির্দেশ দিয়া কপিরাজ আমাদিগকে আশ্বিনমাসে পাঠাইয়াছিলেন। সেই আশ্বিন তো অতীত হইল। এখন আমাদের কর্তব্য কি? তীক্ষ্ণচরিত্র সুগ্রীব আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন না।

আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের শেষভাগে বানরগণ সীতার অন্বেষণে যাত্রা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। চান্দ্র কার্তিকের কৃষ্ণপক্ষও অতীত হইয়াছে। চান্দ্র অগ্রহায়ণের শুক্ল পক্ষের মধ্যভাগে (সম্ভবতঃ দশমী বা একাদশীতে) সম্পাতির সহিত অঙ্গদ, হনুমান্ প্রমুখ বানরগণের সাক্ষাৎকার ঘটে। সম্পাতির মুখে বানরগণ লঙ্কাপুরীতে অবরুদ্ধা সীতার সংবাদ জানিয়াছেন। গরুড়ের ন্যায় সম্পাতিরও বহু দূর পর্যন্ত দেখিবার শক্তি ছিল। এইহেতু সমুদ্রের উত্তরতীরে থাকিয়াও তিনি দক্ষিণতীরস্থ লঙ্কাপুরীর প্রত্যেকটি বস্তু দেখিতে পাইতেছিলেন। সম্পাতি বলিয়াছেন—

ইহস্থোঽহং প্রপশ্যামি রাবণং জানকীং তথা। ৪।৫৮।৩১

—আমি এইস্থানে থাকিয়াই রাবণ ও জানকীকে ভালরূপে দেখিতে পাইতেছি।

এবার বানরগণ পরম উৎসাহে উল্লসিত। হনুমান্ মহেন্দ্রপর্বত হইতে লঙ্কায় যাত্রা করিয়াছেন। সেই দিন চান্দ্র অগ্রহায়ণের শুক্লা একাদশী কিংবা দ্বাদশীতিথি। সেই দিনেই অপরাহ্ণকালে সাগরের

দক্ষিণতীরে অবতরণ করিয়া হনুমান্ লঙ্কাপুরী দেখিতে পাইয়াছেন। সূর্যাস্তের পর তিনি লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করেন। সেই রাত্রিতেই হনুমান্ আকাশমধ্যগত জ্যোস্নাবিকীরণকারী চন্দ্রকে যেন গোষ্ঠে বিচরণশীল মদমত্ত বৃষভের ন্যায় দেখিতে পাইয়াছেন। সুন্দরকাণ্ডের পঞ্চম সর্গের চন্দ্রোদয়বর্ণনা অতি মনোরম।

এই বর্ণনা হইতেই অনুমান করা যায় যে, তখন শুক্লপক্ষের শেষ ভাগ চলিতেছিল। সেই রাত্রিতে বহুস্থানে অন্বেষণের পর রাত্রির শেষাংশে হনুমান্ অশোকবনে শুক্লা প্রতিপদের চন্দ্রকলাসদৃশী উপবাসকৃশা জানকীর দর্শন লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন।

পরদিন সীতার সমীপে সমাগত কামোন্মত্ত রাবণের মুখে হনুমান্ও শুনিলেন যে, রাবণ সীতাকে যে সময় দিয়াছিলেন, তাহার দুইমাস কাল বাকী রহিয়াছে। এই দুই মাসের মধ্যে সীতা তাঁহার বশীভূতা না হইলে সীতাকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করা হইবে।

রাক্ষসদের দ্বারা ভর্ৎসিতা সীতার বিলাপেও হনুমান্ শুনিয়াছেন—

> দুঃখং বতেদং ননু দুঃখিতায়া
> মাসৌ চিরায়াভিগমিষ্যতো দ্বৌ। ইত্যাদি। ৫।২৮।৭

—দুঃখিতা আমার আবার এই দুঃখ যে, মৃত্যুর অবধিভূত দুইমাস শীঘ্রই অতীব হইবে। তখন কারাবরুদ্ধ বধ্য তস্করের ন্যায় আমাকে হত্যা করা হইবে।

ইহার পরদিন শুক্লা ত্রয়োদশী বা চতুর্দশীতে হনুমান্ গোপনে সীতার সহিত দেখা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা হইয়াছে। সীতার মুখেও হনুমান্ একাধিকবার শুনিয়াছেন যে, আর দুই মাসের মধ্যে রাম তাঁহাকে উদ্ধার না করিলে তিনি আত্মহত্যা করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিবেন—

> ঊর্ধ্বং দ্বাভ্যান্তু মাসাভ্যাং ততস্ত্যক্ষ্যামি জীবিতম্। ৫।৩৩।৩১
> বর্ততে দশমো মাসো দ্বৌ তু শেষৌ প্লবঙ্গম। ৫।৩৭।৮

সেই ত্রয়োদশী বা চতুর্দশীতেই হনুমান্ অশোকবনকে ভঙ্গ করেন এবং পরদিন অনেক বীর রাক্ষসকে বধ করিয়া লঙ্কাপুরী দগ্ধ করেন।

চান্দ্র অগ্রহায়ণের শুক্ল পক্ষ শেষ হইয়াছে। পরদিন সীতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া রামদূত হনুমান্ লঙ্কা হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

অতএব বোঝা যাইতেছে যে, হনুমানের এই দৌত্যকর্ম সৌর অগ্রহায়ণেই ঘটিয়াছে। হনুমান্ লঙ্কা হইতে যাত্রা করিয়া সেই দিনই মহেন্দ্র-পর্বতে অবতরণ করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ দুইদিনের মধ্যেই সুগ্রীব ও রামের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। রামের নিকট সীতার জীবনধারণের ম্যাদ সম্বন্ধে হনুমান্ সীতার উক্তি রামকে শোনাইতেছেন—

জীবিতং ধারয়িষ্যামি মাসং দশরথাত্মজ।
ঊর্ধ্বং মাসান্ন জীবেয়ং রক্ষসাং বশমাগতা॥ ৫।৬৫।২৫

—হে দশরথাত্মজ, আর একমাস কাল জীবন ধারণ করিব। একমাস অতীত হইল রাক্ষসগণের বশীভূতা হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারিব না।

যদিও রাবণের নির্দিষ্ট সময়ের পৌণে দুইমাস বাকী রহিয়াছে, তথাপি সীতা বলিতেছেন যে, একমাস বাকী আছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, দশম মাসের পর একাদশ মাস পর্যন্ত জীবন ধারণ করিব এবং দ্বাদশ মাস পূর্ণ হইবার পূর্বেই আত্মহত্যা করিব। অথবা রামকে ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যেও দুঃখিনী সীতার এই উক্তি অসম্ভব নহে।

হনুমানের মুখে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়াই রাম সুগ্রীবকে বলিতেছেন—'এখনই আমরা যুদ্ধযাত্রা করিব। এখন দিবসের দ্বিপ্রহরে 'অভিজিৎ'-মুহূর্ত। কিষ্কিন্ধা হইতে লঙ্কা অগ্নিকোণে অবস্থিত। এই বিজয়মুহূর্তে অভিযান মঙ্গলজনক হইবে।

উত্তরাফাল্গুনী হ্যদ্য শ্বস্তু হস্তেন যোক্ষ্যতে। ৬।৪।৫

—আজ উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্র, কাল হস্তানক্ষত্র হইবে। অতএব আজই আমরা যুদ্ধযাত্রা করিব।'

অগ্রহায়ণের পূর্ণিমা তিথিতে মৃগশিরা-নক্ষত্রের যোগ হয়। মৃগশিরা হইতেছে পঞ্চম নক্ষত্র, আর উত্তরফাল্গুনী দ্বাদশ নক্ষত্র। অর্থাৎ পূর্ণিমার পর কৃষ্ণা সপ্তমী বা অষ্টমী তিথি চলিতেছে।

এইস্থলে আরও একটি কথা অনুধাবনযোগ্য। কর্কটরাশি ও পুনর্বসুনক্ষত্রে মর্ত্যলোকে রামের আবির্ভাব। অতএব উত্তর-ফাল্গুনী-নক্ষত্র তাঁহার সাধকতারা, আর হস্তানক্ষত্র বধতারা। এই কারণেই সম্ভবতঃ কৃষ্ণপক্ষে যাত্রাকালে তিনি তারাশুদ্ধি লক্ষ্য করিতেছেন। আরও অনুমান করা যায় যে, সেইক্ষণে চন্দ্র ছিলেন কন্যারাশিতে। এক-একটি রাশির ঘটক সোয়াদুই নক্ষত্র। অশ্লেষানক্ষত্রেই কর্কটস্থ চন্দ্রের স্থিতিকাল সমাপ্ত হইয়াছে। মঘা, পূর্বফাল্গুনী ও উত্তরফাল্গুনীর একপাদের সমাপ্তিতে চন্দ্র সিংহরাশিকেও অতিক্রম করিয়াছেন। তখন চন্দ্র সম্ভবতঃ ছিলেন কন্যারাশিতে। কন্যা হইতেছে রামচন্দ্রের জন্মরাশি হইতে তৃতীয় রাশি। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে তৃতীয় চন্দ্রে যাত্রা শুভপ্রদ।

কিষ্কিন্ধা হইতে যাত্রা করিয়া সৈন্যগণ-সহ রামের সমুদ্রতীরে গমন, সেতুবন্ধনের উদ্যোগ প্রভৃতিতেও কিছু সময় লাগিয়াছে। বিশ্বকর্মার তনয় কপিপ্রবর নলের অধ্যক্ষতায় মাত্র পাঁচ দিনে সমুদ্রের উপর সেতু নির্মিত হইল।

চান্দ্র পৌষের শুক্লপক্ষ চলিতেছে। রামের লঙ্কাপ্রবেশ, সৈন্য-স্থাপন প্রভৃতিতেও কিছুকাল অতিবাহিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ চান্দ্র পৌষের শুক্লপক্ষের শেষভাগে লঙ্কায় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। রামায়ণ-পাঠে অনুমিত হয় যে, সতেরো আঠার দিন ব্যাপিয়া যুদ্ধ চলিয়াছে।

পৌষের অমাবস্যা তিথিতে অর্থাৎ সৌর মাঘের মধ্যভাগ কিংবা

শেষভাগে হতবান্ধব রাবণ স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। রাবণের অন্যতম অমাত্য সুপার্শ্ব রাবণকে বলিয়াছেন—

অভ্যুত্থানং ত্বমদ্যৈব কৃষ্ণপক্ষচতুর্দশী।
কৃত্বা নির্যাহ্যমাবাস্যাং বিজয়ায় বলৈর্বৃতঃ॥ ৬।৯২।৬৭

—রাক্ষসরাজ, আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথি। আজই যুদ্ধের আয়োজন করিয়া আগামী কল্য অমাবস্যায় সৈন্যপরিবৃত হইয়া আপনি বিজয়ার্থ যুদ্ধে যাত্রা করিবেন।

এই পৌষী অমাবস্যাতেই রামের ব্রহ্মাস্ত্রে রাবণের ভবলীলা সাঙ্গ হইল।

রাবণবধের সময় রামের বয়স ছিল আটত্রিশ বৎসর দশমাস, আর সীতার বয়স বত্রিশ বৎসর। আলোচনায় বোঝা যায়, সীতা কিঞ্চিদধিক এগারমাস কাল লঙ্কায় বন্দিনী ছিলেন।

এখনও রামের অরণ্যবাসের চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে সোয়া দুইমাস কাল বাকী রহিয়াছে। রামের পাদুকাগ্রহণের সময়ই ভরত বলিয়াছেন—

চতুর্দশে হি সম্পূর্ণে বর্ষেঽহনি রঘূত্তম।
ন দ্রক্ষ্যামি যদি ত্বাস্তু প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্॥ ২।১১২।২৫

—হে রঘূত্তম, চৌদ্দবৎসর পূর্ণ হইলে পর সেইদিন আপনার দর্শন না পাইলে আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব।

অতএব চৈত্রের শুক্লপক্ষের পঞ্চমীর পরেই রামকে নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইতে হইবে। রাবণবধের পর বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, সীতার অগ্নিপরীক্ষা প্রভৃতিতে আরও কিছুকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে। অতঃপর পুষ্পকবিমানে আরোহণ করিয়া বিভীষণাদি সহ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার অযোধ্যাযাত্রা, পথিমধ্যে কিছুক্ষণের জন্য কিষ্কিন্ধায় অবতরণ ইত্যাদি।

পূর্ণে চতুর্দশে বর্ষে পঞ্চম্যাং লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
ভরদ্বাজাশ্রমং প্রাপ্য ববন্দে নিয়তো মুনিম্॥ ৬।১২৪।১

—চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ হইলে পর পঞ্চমী-তিথিতে রাম ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া সংযতচিত্তে মুনিকে প্রণাম করিলেন।

সেখান হইতে রাম হনুমান্‌কে নন্দিগ্রামে পাঠাইয়াছেন। হনুমান্ ভরতকে বলিতেছেন—

অবিঘ্নং পুষ্যযোগেন শ্বো রামং দ্রষ্টুমর্হসি। ৬।১২৬।৫৪

—আপনি আগামী কল্য পুষ্যানক্ষত্রযোগে নির্বিঘ্নে রামকে দেখিতে পাইবেন।

চৌদ্দবৎসর পূর্বে চৈত্রের শুক্লপক্ষে বসন্তকালীন দুর্গাপূজার সময় পঞ্চমীতিথিতে পুষ্যানক্ষত্রযোগে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা অরণ্যে যাত্রা করিয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর পরে চৈত্রের শুক্লাষষ্ঠীতিথিতে পুষ্যানক্ষত্রের যোগে পুনরায় অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইহার তিন দিন পর শুক্লা নবমীতেই রামের বয়স উনচল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে।

তারা

বানরবৈদ্য সুষেণের কন্যার নাম ছিল—তারা।[১] কিষ্কিন্ধাধিপতি বানররাজ বালীর সহিত তারার বিবাহ হয়। তারা অতিশয় সুন্দরী রমণী।[২]

তারা বিশেষ বুদ্ধিমতী ছিলেন। আসন্নমৃত্যু বালী সুগ্রীবকে বলিতেছেন—

> সুষেণদুহিতা চেয়মর্থসূক্ষ্মবিনিশ্চয়ে।
> ঔৎপাতিকে চ বিবিধে সর্বতঃ পরিনিষ্ঠিতা ॥

ইত্যাদি। ৪।২২।১৩,১৪

—ভ্রাতঃ, এই সুষেণদুহিতা কার্যের সূক্ষ্মতা স্থির করিতে বিশেষ পটু। অর্থাৎ কার্যের ফলাফল-নিশ্চয়ে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা রহিয়াছে। উৎপাতজনক বিবিধ বিষয় নির্ণয় করিতেও ইনি বিশেষ নিপুণা। ইনি যাহা ভাল বলিবেন, তাহা অসন্দিগ্ধচিত্তে সম্পাদন করিবে। তারার অভিমত সিদ্ধান্তের কখনও অন্যথা হয় না।

অসুর মায়াবীর সহিত যুদ্ধরত বালী যখন একবৎসরের অধিক কাল গর্ত হইতে উত্থিত হইলেন না, তখন সুগ্রীব অগ্রজকে নিহত মনে করিয়া কিষ্কিন্ধায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিষ্কিন্ধার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সুগ্রীব ভ্রাতৃজায়া তারাকেও ভার্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারা সুগ্রীবকে কোন বাধা দেন নাই। তারার গর্ভজাত বালীর একমাত্র পুত্র মহাবীর অঙ্গদও তখন শিশু নহেন। তারা নির্লজ্জার ন্যায় সুগ্রীবকে পতিরূপে স্বীকার করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই।

কিছুকাল পরে অসুরকে বধ করিয়া বালী কিষ্কিন্ধায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ক্রোধে তিনি সুগ্রীবকে নির্বাসন-দণ্ড দিয়াছেন। এবার

তারা পুনরায় তাঁহার স্বামী বালীকেই ভজনা করিতেছেন। সুগ্রীবের দুর্গতির জন্য তারার একটি দীর্ঘনিশ্বাসও শোনা যায় না।

রামের বলে বলীয়ান্ সুগ্রীব কিষ্কিন্ধার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া ভীষণ গর্জন করিতে থাকিলে বালী ভ্রাতার দর্প চূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে বহির্গত হইতেছেন। তারা স্নেহবশতঃ ভীতা ও ব্যাকুলা হইয়া সপ্রণয়ে বালীকে আলিঙ্গন পূর্বক কহিতেছেন—

সাধু ক্রোধমিমং বীর নদীবেগমিবাগতম্।
শয়নাদুত্থিতঃ কাল্যং ত্যজ ভুক্তামিব স্রজম্॥
ইত্যাদি। ৪।১৫।৭-৩০

—হে বীর, যেরূপ প্রভাতে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া উপভুক্ত মাল্য পরিত্যাগ করিয়া থাক, সেইরূপ নদীর বেগের ন্যায় সমাগত এই ক্রোধ সম্যক্ পরিত্যাগ কর। সহসা তোমার বহির্গমন উচিত নহে। কিছুদিন পূর্বে সুগ্রীব তোমার নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। তথাপি পুনরায় তোমাকে যুদ্ধের আহ্বান করায় আমার ভয় হইতেছে। বুদ্ধিমান্ সুগ্রীব সহায়শূন্য হইয়া তোমাকে আহ্বান করেন নাই। আমি অঙ্গদের মুখে শুনিয়াছি যে, ঋষ্যমূকে সমাগত অযোধ্যার রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সুগ্রীব মিত্রতা স্থাপন করিয়াছেন। সেই দুইজন রাজকুমার যুদ্ধে অজেয়। তাঁহাদের সহিত তোমার বিরোধ করা সঙ্গত নহে। তোমার নিজের মঙ্গলের নিমিত্তই সুগ্রীবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা উচিত বলিয়া মনে করিতেছি। সুগ্রীবের সহিত শত্রুতা করিলে তোমার মঙ্গল হইবে না। আমি তোমার হিতকারিণীরূপে প্রণয়বশতঃ প্রার্থনা করিতেছি—রাম ও সুগ্রীবের সহিত বিরোধ পরিত্যাগ কর।

কালের বশীভূত বালী তারার কথা গ্রাহ্য না করায় রামের শরে নিহত হইয়াছেন। মৃত্যুর পূর্বে বালী নিজেও রামকে বলিয়াছেন—

তারয়া বাক্যমুক্তোহহং সত্যং সর্বজ্ঞয়া হিতম্।
তদতিক্রম্য মোহেন কালস্য বশমাগতঃ॥ ৪।১৭।২১

—সর্বজ্ঞা তারা আমাকে যে-সকল হিতকর বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য। আমি তাঁহার বাক্য অতিক্রম করিয়াই প্রাণ হারাইলাম।

মুমূর্ষু বালীকে অঙ্গদের নিমিত্ত চিন্তিত দেখা যায়, কিন্তু তারার বিষয়ে তিনি চিন্তিত নহেন। তারা যে পরে কি করিবেন, বালী মনে মনে তাহা বুঝিতেছিলেন।

বালীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তারা কাঁদিতে কাঁদিতে বক্ষে ও মস্তকে করাঘাত করিতে লাগিলেন। দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া তিনি মৃত স্বামীর পাদমূলে উপস্থিত হইয়াছেন। স্বামীর শবদেহ দেখিয়াই ব্যথিতা তারা ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন।

অতঃপর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তারা করুণ সুরে বিলাপ করিতেছেন। তিনি প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করেন। হনুমান্ তাঁহাকে নানাবিধ সময়োচিত বাক্যে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিলাপরতা তারা রামকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

যেনৈব বাণেন হতঃ প্রিয়ো মে
তেনৈব বাণেন হি মাং জহীতি। ইত্যাদি। ৪।২৪।৩৩-৪০

—তুমি যে বাণের দ্বারা আমার প্রিয় বালীকে বধ করিয়াছ, সেই বাণে আমাকেও বধ কর। তিনি পরলোকেও আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন না। আমাকে বধ করিলে তোমার স্ত্রীহত্যার পাপ হইবে না। আমার আত্মা বালীরই আত্মা, পত্নী পতিরই অভিন্ন রূপ। তুমি আমাকে আমার স্বামীর নিকট দান কর। ইহাতে তোমার পুণ্য হইবে।

রাম নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানের কথা বলিয়া তারাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি তারাকে আরও বলিয়াছেন—

প্রীতিং পরাং প্রাপ্স্যসি তাং তথৈব
পুত্রশ্চ তে প্রাপ্স্যতি যৌবরাজ্যম্॥ ৪।২৪।৪৩

—তুমি পুনরায় (সুগ্রীব হইতে) সেইপ্রকার উত্তম প্রীতি লাভ করিবে। তোমার পুত্রও (অঙ্গদ) যৌবরাজ্য লাভ করিবেন।

রামের এই উক্তি শুনিয়া মনে হইতেছে, বিধবা তারা যে বালীকে ভুলিয়া পুনরায় সুগ্রীবের অনুগতা হইয়া সধবা হইবেন—তারার পূর্ব আচরণ শুনিয়াই রাম তাহা অনুমান করিতেছেন।

তারা করুণস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বালীর শবদেহের অনুগমনপূর্বক শ্মশানভূমিতেও গিয়াছেন।[৩]

রামের অনুমান মিথ্যা হয় নাই। যে রমণী পতির মৃত্যুতে করুণ বিলাপ করিয়া সহমরণের বাসনা ব্যক্ত করিয়াছেন, দুইমাস কাল মধ্যেই তিনি স্বামীর প্রণয় ভুলিয়া দেবরকে পতিরূপে স্বীকার করিলেন। বর্ষাকালে বালী নিহত হইয়াছেন। আমরা পরম বিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেছি যে, শরৎকালেই কামোন্মত্তা তারা সুগ্রীবের প্রণয়িণী হইয়া বালীকে ভুলিয়া গিয়াছেন।

সুগ্রীব অপ্সরাদের সহিত ক্রীড়ারত দেবরাজের ন্যায় মনোভিলষিতা তারার সহিত নিশ্চিন্তচিত্তে অহোরাত্র বিহার করিতেছেন।[৪]

রামের প্রেরিত ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ যখন সুগ্রীবকে কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সুগ্রীবের অন্তঃপুরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন ভীত সুগ্রীব লক্ষ্মণকে শান্ত করিবার নিমিত্ত তারাকে পাঠাইলেন।

> সা প্রস্খলন্তী মদবিহ্বলাক্ষী
>
> প্রলম্বকাঞ্চীগুণহেমসূত্রা।
>
> সলক্ষণা লক্ষ্মণসন্নিধানং
>
> জগাম তারা নমিতাঙ্গযষ্টিঃ॥ ৪।৩৩।৩৮

—যাঁহার অঙ্গযষ্টি স্বভাবতঃ সঙ্কোচ ও বিনয়ে অবনত, মদ্যপানজনিত অলসতায় যাঁহার নয়নযুগল বিহ্বল (ঢুলুঢুলু) এবং পদক্ষেপ স্খলিত, যাঁহার কটিদেশে সুবর্ণকাঞ্চী লম্বমানা, সেই শুভলক্ষণা তারা লক্ষ্মণের সমীপে গমন করিলেন।

মদ্যপানে অস্বতন্ত্রা তারার লজ্জা অপগত হইয়াছে। তিনি ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণের মুখে তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য শুনিয়া লক্ষ্মণকে কহিতেছেন—

ন কামতন্ত্রে তব বুদ্ধিরস্তি
ত্বং বৈ যথা মন্যুবশং প্রপন্নঃ।
ন দেশকালৌ হি যথার্থধর্মা-
ববেক্ষতে কামরতির্মনুষ্যঃ॥ ইত্যাদি ।৪।৩৩।৫৫-৫৭

—হে কুমার, আপনি কামতন্ত্র অবগত নহেন। এইজন্যই সুগ্রীবের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। কামাসক্ত মানুষ দেশ, কাল, ধর্ম ও অর্থ বিষয়ে বিচার করিতে সমর্থ হয় না। তপোনিষ্ঠ মহর্ষিগণও যখন কামে অভিভূত হইয়া থাকেন, তখন চঞ্চল বানরজাতির কথা আর কি বলিব? হে বীর, কামাবেশে নিয়ত আমার নিকট অবস্থিত নির্লজ্জ বানররাজ সুগ্রীবকে আপন ভ্রাতা মনে করিয়া ক্ষমা করুন।

মত্ততাহেতু চঞ্চলনয়না বানররাজভার্যা তারা নানাবিধ অর্থযুক্ত বচনে মহাবীর লক্ষ্মণকে শান্ত করিয়া অন্তঃপুরে সুগ্রীবের সমীপে লইয়া গিয়াছেন।

এই প্রকরণে অপূর্ব হাস্যরসের মাধ্যমে মহর্ষি বাল্মীকি তারার চরিত্রটি পরিস্ফুট করিয়াছেন। তারা যে চিরদিনই সুগ্রীবের প্রতিও মনে মনে আসক্তি পোষণ করিতেন, তাহা বুঝিতে আমাদের আর বাকী থাকে না। বানরদের সমাজেও এইপ্রকার ব্যভিচার যে নিন্দনীয় ছিল না, তাহা নহে। অঙ্গদের কথার ভিতরে এই আচরণের নিন্দাবাদ শুনিতে পাওয়া যায়।

সুগ্রীবের সহিত কথাবার্তার সময়েও লক্ষ্মণের ক্রোধ প্রকাশ পাইলে তারাধিপনিভাননা তারা লক্ষ্মণকে কহিতেছেন—'হে বীর, সুগ্রীব রামকৃত উপকার বিস্মৃত হন নাই। রামের প্রসাদেই তিনি কীর্তি, কপিরাজ্য, রুমা ও আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। দুঃখভোগের পর এইপ্রকার উত্তম সুখে নিমগ্ন হইয়া সুগ্রীব মহামুনি বিশ্বামিত্রের ন্যায় এমনই কামাসক্ত হইয়াছেন যে, সীতার অন্বেষণের কাল সমাগত হইলেও বুঝিতে পারিতেছেন না। কামভোগে অতৃপ্ত সুগ্রীবকে রামের ক্ষমা করা উচিত। সুগ্রীব রামের হিতার্থে সমগ্র

কপিরাজ্য, অঙ্গদ, রুমা ও আমাকেও পরিত্যাগ করিতে পশ্চাৎপদ নহেন।[৫]

সুন্দরী তারার এই উক্তি হইতেও বোঝা যাইতেছে যে, স্বামীকে হারাইয়া তিনি কিছুমাত্র দুঃখিতা নহেন। পতিহন্তা রামের উপরও তাঁহার কোনরূপ ঘৃণা নাই। সুগ্রীবের উপর তাঁহার নিজের প্রবল আসক্তি না থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই এরূপ নির্লজ্জা ও ধৃষ্টা হইতেন না।

প্রখর বুদ্ধি ও শাস্ত্রজ্ঞান সত্ত্বেও এই রমণীর ইন্দ্রিয়সংযমের অভাব ও নির্লজ্জতা দেখিয়া আমাদের দুঃখ হয়, হাসিও পায়।

ভারতীয় হিন্দুর প্রাতঃস্মরণীয়া পাঁচজন নারীর মধ্যে ইহার নামও কীর্তিত হইয়াছে—

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চ কন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥

বালীর মৃত্যুর পর শোকসন্তপ্তা তারা রামের মুখে অনেক তত্ত্বকথা শুনিতে পাইয়াছিলেন।[৬] প্রাচীনগণ বলেন যে, এই সৌভাগ্যের জন্যই তিনি প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া পূজিতা হইতেছেন।

রামের অযোধ্যা-প্রত্যাবর্তনের সময় তারা প্রভৃতি সুগ্রীব-ভার্যাগণও সীতার সহিত অযোধ্যায় গিয়াছিলেন। কৌসল্যাপ্রমুখ রাণীদের দ্বারা বিশেষভাবে সৎকৃতা হইয়া তাঁহারা সুগ্রীবের সহিত কিষ্কিন্ধায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। অতঃপর তারার সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায় না। একমাত্র বালিপুত্র অঙ্গদ ব্যতীত তারার আর কোন সন্তান ছিল না।

---

[১] ৪।২২।১৩ ; ৪।৪২।২

[২] ৪।২০।২৬

[৩] ৪।২৫।৩৬

[৪] ৪।২৯।৪ ; ৪।৩১।২২

[৫] ৪।৩৫শ সর্গ

[৬] ৪।৩৫।৪-১১

মন্দোদরী

হেমানাম্নী অপ্সরার গর্ভে ময়-দানব হইতে মন্দোদরীর জন্ম হয়। মন্দোদরীর দুইজন ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহাদের নাম মায়াবী ও দুন্দুভি।

রাবণ একদা মৃগয়া করিতে বনে গিয়াছেন। সেই বনে একটি কন্যার সহিত ভ্রমণরত একজন পুরুষকে দেখিয়া জিজ্ঞাসায় তিনি জানিতে পারিলেন যে, সেই পুরুষটি হইতেছেন—দানববংশীয় ময়। তাঁহার পত্নী হেমা দেবগণের কার্যসাধনের নিমিত্ত চৌদ্দ বৎসর যাবৎ স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন। মনোদুঃখে ময়-দানব তাঁহার কন্যা মন্দোদরীকে সঙ্গে লইয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি কন্যাটির উপযুক্ত পতির সন্ধান করিতেছেন।

ময়ের জিজ্ঞাসায় রাবণ তাঁহার বংশপরিচয় দিলে পর—

মহর্ষেস্তনয়ং জ্ঞাত্বা ময়ো দানবপুঙ্গবঃ।
দাতুং দুহিতরং তস্মৈ রোচয়ামাস তত্র বৈ॥

ইত্যাদি। ৭।১২।১৬-১৯

—দানব ময় রাবণকে মহর্ষির পুত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি রাবণের হাতে স্বীয় কন্যাকে দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে রাবণ সানন্দে সম্মত হইয়াছেন। অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাবণ মন্দোদরীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

ময় যৌতুকরূপে একটি অমোঘ শক্তি জামাতাকে দান করিয়াছেন। লঙ্কেশ্বর পত্নীকে লইয়া লঙ্কায় চলিয়া গেলেন।

অপ্সরাকন্যা মন্দোদরীর রূপলাবণ্য অনন্যসাধারণ। হনুমান্ রাত্রিকালে সীতার অন্বেষণের সময় রাবণভবনে শয়ানা মন্দোদরীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

বিভূষয়ন্তীমিব চ স্বশ্রিয়া ভবনোত্তমম্।

ইত্যাদি। ৫।১০।৫১-৫৩

—আপন দেহলাবণ্যে মন্দোদরী যেন উত্তম ভবনটিকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন। সুবর্ণবর্ণা গৌরাঙ্গী, অন্তঃপুরের অধিশ্বরীরূপা চারুরূপিণী সর্বাভরণভূষিতা রূপযৌবনসম্পন্না মন্দোদরীকে দেখিতে পাইয়া কপিবর সীতা বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন।

রাবণ সীতাকে হরণ করায় মন্দোদরীও ব্যথিতা হইয়াছেন। স্বামীর এই দুষ্কর্ম তিনি সমর্থন করেন নাই। জানকীকে রামের হাতে ফিরাইয়া দিবার নিমিত্ত তিনিও রাবণকে অনুরোধ করিয়াছেন।[১]

রাবণের মৃত্যুর পর মন্দোদরীর বিলাপে তাঁহার মুখে অনেক ধর্মসঙ্গত কথা শোনা যায়—

ক্রিয়তামবিরোধশ্চ রাঘবেণেতি যন্ময়া।
উচ্যমানো ন গৃহ্ণাসি তস্যেয়ং ব্যুষ্টিরাগতা॥

ইত্যাদি। ৬।১১১।১৮-৮৭

—প্রভো, রামের সহিত সন্ধি স্থাপনের কথা তোমাকে বার বার বলিয়াছি, কিন্তু তুমি তাহা শোন নাই। আজ তাহারই ফল ফলিয়াছে। মনে হইতেছে—ঐশ্বর্য, স্বজনগণ এবং নিজেকে বিনাশের নিমিত্তই তুমি অকস্মাৎ বৈদেহীকে হরণ করিয়াছিলে। হা দুর্মতে, সাধ্বী সীতার তপস্যানলেই তুমি দগ্ধ হইলে। পাপের ফল ফলিতেও কিছু সময় লাগে। এইজন্যই তুমি সীতাকে হরণ করিবার সময়েই দগ্ধ হও নাই। সাধুকর্মা বিভীষণ তাঁহার পুণ্যের ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে বীর, তোমার দুষ্কর্মই আমার এই নিদারুণ বৈধব্যের কারণ। হা রাজন্, তুমি অনেক পতিব্রতাকে বিধবা করিয়াছিলে। তাঁহাদের অভিসম্পাতের ফলেই আমার এহেন দশা ঘটিল। হে বীর, তোমার ন্যায় শূরমানী পুরুষের কেন নারীহরণে প্রবৃত্তি হইয়াছিল? হে প্রভো, যথার্থ সুহৃৎ বিভীষণ প্রমুখ ব্যক্তিদের হিতবচন অগ্রাহ্য করিয়া রাক্ষসকুলকে তুমি অনাথ করিলে। হায়,

আমার হৃদয় নিতান্ত বজ্রকঠোর বলিয়াই এরূপ বিপত্তিতেও বিদীর্ণ হইতেছে না।[1]

দীনভাবে বিলাপ করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া মন্দোদরী রাবণের বক্ষে পতিত হইলেন। সপত্নীগণের শুশ্রূষায় সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে মন্দোদরীর কি গতি হইয়াছিল, মহর্ষি বাল্মীকি তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। মন্দোদরী রামকে সাক্ষাৎ বিষ্ণু বলিয়া জানিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এইজন্যই তিনিও হিন্দুগণের প্রাতঃস্মরণীয়া।[2]

---

১ ৬।৬৩।২১ ২ ৬।১১১।১১-১৪

সরমা

সরমা হইতেছেন—গন্ধর্ববরাজ মহাত্মা শৈলূষের কন্যা। সরমার জন্মসময়ে বর্ষাকালের আগমনে মানস-সরোবরের জলরাশি বর্ধিত হইতেছিল। সেই সরোবরের তীরে সরমার জন্ম হয়। সরমার জননী সদ্যোজাতা কন্যার প্রতি স্নেহবশতঃ কাঁদিতে কাঁদিতে সরোবরকে বলিলেন—

> সরো মা বর্ধয়স্বেতি ততঃ সা সরমাভবৎ।৭।১২।২৭

—হে সরোবর, তুমি বর্ধিত হইও না। সেইজন্য কন্যাটির নাম হইল—'সরমা'।

রাবণ সরমার সহিত তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণের বিবাহ দিয়াছেন। সরমা ধর্মনিষ্ঠা ছিলেন।[১]

সরমার পুত্রকন্যাদের মধ্যে শুধু তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কলার নাম জানা যায়। অন্যদের কোনরূপ পরিচয় রামায়ণে প্রদত্ত হয় নাই।[২]

> সা হি তত্র কৃতা মিত্রং সীতয়া রক্ষ্যমাণয়া।
> রক্ষন্তী রাবণাদিষ্টা সানুক্রোশা দৃঢ়ব্রতা॥ ৬।৩৩।৩

—দৃঢ়ব্রতা ও দয়াবতী সরমা অশোকবনে সীতার রক্ষাকার্যে রাবণের আদেশে নিযুক্তা হইয়াছিলেন। সীতার সহিত তাঁহার সখ্য জন্মিয়াছিল।

বিভীষণ লঙ্কাপুরী পরিত্যাগ করিয়া রামের আশ্রয় গ্রহণের সময় তাঁহার পত্নী ও পুত্রকন্যাদিগকে লঙ্কাতেই রাখিয়া যান। আমাদের মনে হয়—জানকীকে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার দুঃখভার লঘু করিবার উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ বিভীষণ পত্নীকে লঙ্কায় রাখিয়া গিয়াছেন। রাবণের ঔদার্যও কম ছিল না। তিনিও শত্রু বিভীষণের পরিবার-পরিজনের উপর কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই। বিভীষণও হয়তো সেইরূপ ভরসাই করিয়াছেন। স্বামীর শত্রুর (রাবণের) আশ্রয়ে

অবস্থান করিতে সরমাও ভয় পান নাই। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, সরমার মনের তেজও অল্প নহে।

যুদ্ধারম্ভের পূর্বে সন্ত্রস্ত রাবণ সীতাকে রামের মায়ামুণ্ড প্রদর্শন করিয়া বশীভূতা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রাম যথার্থই নিহত হইয়াছেন মনে করিয়া সীতা ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন ও বিলাপ করিতেছিলেন। রাবণ অশোকবন হইতে চলিয়া যাইবামাত্র দয়াবতী সরমা সীতার সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। এইস্থানেই সরমার সহিত আমাদের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে। সরমা মৃদুমধুর স্বরে সীতাকে বলিতেছেন—

সমাশ্বসিহি বৈদেহি মা ভূৎ তে মনসো ব্যথা।
উক্তা যদ্ রাবণেন ত্বং প্রত্যুক্তশ্চ স্বয়ং ত্বয়া।
সখীস্নেহেন তদ্ ভীরু ময়া সর্বং প্রতিশ্রুতম্॥ ইত্যাদি।

৬।৩৩।৫-৩৮

—বৈদেহি, তুমি আশ্বস্তা হও ও মনের ব্যথা দূর কর। হে ভীরু, রাবণ তোমাকে যাহা বলিয়াছেন এবং তুমি রাবণকে যে-সকল প্রত্যুত্তর দিয়াছ, আমি সখীস্নেহে রাবণের ভয় পরিত্যাগপূর্বক নির্জন বনে লুকাইয়া থাকিয়া সমস্তই শুনিয়াছি। তোমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রাবণ আমাকে নিয়োগ করিয়াছেন। অতএব তোমার জন্য যে-সকল কাজ করিয়া থাকি, তাহাতে রাবণ হইতে আমার কোন ভয় নাই। আমি রাবণের পশ্চাতে গমন করিয়া সকল ঘটনা জানিয়া আসিয়াছি। মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ কুশলেই আছেন। মায়াবী রাবণ মায়া প্রকাশ করিয়াছেন। সখি, তোমাকে অতি প্রিয় সংবাদ দিতেছি, শোন—রাম সসৈন্যে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কার সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। রাবণ সম্প্রতি সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করিতেছেন।

মধুরভাষিণী সরমা রাক্ষসসৈন্যের বহির্গমনের তূর্যনিনাদ সীতাকে শোনাইয়া বলিতেছেন—সখি, তোমার কল্যাণ ও রাক্ষসগণের বিনাশ

আসন্ন। শীঘ্রই তোমাকে মহাত্মা রামের সহিত মিলিত হইতে দেখিব। দেবি, শীঘ্রই রাম তোমার এই একমাত্র বেণী মোচন করিবেন। তুমি সূর্যদেবের শরণাগতা হও। তিনিই প্রাণিবর্গের সুখদুঃখের বিধান করেন।

দাবানলদগ্ধ ধরণী যেমন বারিবর্ষণে শীতল হইয়া থাকে, রাবণ-মায়ামোহিতা জানকীর শোকসন্তপ্ত অন্তঃকরণও সেইরূপ সরমার স্নিগ্ধ ভাষণে শীতল হইল।

সরমা স্মিতহাস্যে জানকীকে বলিতেছেন—

উৎসহেয়মহং গত্বা ত্বদ্বাক্যমসিতেক্ষণে।
নিবেদ্য কুশলং রামে প্রতিচ্ছন্না নিবর্তিতুম্॥

ইত্যাদি। ৬।৩৪।৩,৪

—অসিতলোচনে, আমি প্রচ্ছন্নভাবে রামের সমীপে যাইয়া তোমার কুশলবার্তা তাঁহাকে নিবেদন করিয়া পুনরায় অদৃশ্যভাবেই ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা করি। আমি আকাশপথে যাইবার সময় পবন অথবা গরুড়ও আমার গতি নিরূপণ করিতে পারেন না।

সীতা মধুরস্বরে বলিলেন—'সখি, তোমার সামর্থ্য আমি জানি। যদি একান্তই আমার প্রিয় কার্য সাধন করিতে চাও, তবে সম্প্রতি রাবণ কি করিতেছেন, তাহা জানিয়া আসিবে।'

সরমা আপন বস্ত্রাঞ্চলে জানকীর অশ্রুপ্লাবিত মুখমণ্ডল মার্জনা করিয়া রাবণের সভায় যাত্রা করিলেন। (সম্ভবতঃ মায়াবলে তিনি অদৃশ্যরূপেই গিয়াছিলেন।)

রাবণের মন্ত্রণা অবগত হইয়া বুদ্ধিমতী সরমা সত্বর অশোকবনে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সীতা তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক স্বয়ং বসিবার আসন দিয়া জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে চাহিলে পর সরমা কহিতেছেন—

জনন্যা রাক্ষসেন্দ্রো বৈ ত্বন্মোক্ষার্থং বৃহদ্বচঃ।
অতিস্নিগ্ধেন বৈদেহি মন্ত্রিবৃদ্ধেন চোদিতঃ॥

ইত্যাদি। ৬।৩৪।২০-২৬

—বৈদেহি, বৃদ্ধ এক মন্ত্রী তোমাকে সমাদরপূর্বক প্রত্যর্পণ করিবার নিমিত্ত মধুরস্বরে রাবণকে বলিলেন—'রাজন্, শীঘ্র সীতাকে রামের হাতে প্রত্যর্পণ কর। হনুমান্ যে সমুদ্র পার হইয়া সীতাকে দর্শন করিয়াছেন এবং জনস্থানে রাম যে অদ্ভুত কর্ম করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাদের পরাক্রম তুমি বুঝিতে পারিয়াছ।' সীতে, বৃদ্ধ মন্ত্রী ও রাবণের জননী রাবণকে এইভাবে বহু উপদেশ দিলেন, কিন্তু অর্থলোভী যেরূপ কিছুতেই অর্থ পরিত্যাগ করিতে সম্মত হয় না, রাবণও সেইরূপ কিছুতেই তোমাকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। মৃত্যুভয়ে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া রাবণ তোমাকে প্রত্যর্পণ করিবেন না—ইহাই তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত। বৈদেহি, তুমি চিন্তিত হইও না। রাম শীঘ্রই রাবণকে বধ করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন।

সরমার এই কথাগুলি শোনার পর আর তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, রামের সহিত সীতার অযোধ্যযাত্রা এবং রাম-সীতার অভিষেকের সময় সরমাকে দেখিতে রামায়ণপাঠকের বাসনা জাগে। বিশেষতঃ জানকী রাবণবধের পর তাঁহার দুঃখদিনের সান্ত্বনাদাত্রী এই সখীর প্রতি কিরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও দেখিতে ইচ্ছা হয়। পরন্তু মহর্ষি বাল্মীকি সকল-কিছুই পাঠকগণের কল্পনার উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন।

---

১ ৭।১২।২৪,২৫ ২ ৫।৩৭।১১

ত্রিজটা

লঙ্কার অশোকবনে বন্দিনী জনকনন্দিনীর রক্ষাকার্যে রাবণ যে-সকল রাক্ষসীকে নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে বিভীষণপত্নী সরমা এবং অজ্ঞাতপরিচয়া রাক্ষসী ত্রিজটা সীতাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার দুর্বহ দুঃখভারকে লঘু করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

রামায়ণের টীকাকার গোবিন্দরাজ বলেন—ত্রিজটা ছিলেন বিভীষণের কন্যা। কিন্তু রামায়ণে এই উক্তির সমর্থক কোন কথা নাই। বিশেষতঃ 'বৃদ্ধা' শব্দটি ত্রিজটার বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হওয়ায় গোবিন্দরাজের এই সিদ্ধান্তকে যথার্থ বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না।[১]

পুনঃপুনঃ অনুনয়-বিনয় ও তর্জন-গর্জন করিয়াও লঙ্কেশ্বর সীতার পাতিব্রত্য নষ্ট করিতে পারেন নাই। বিকটাকৃতি চেড়ীগণকে তিনি আদেশ করিলেন যে, তাহারা যেন সর্ববিধ উপায়ে সীতার চিত্তকে তাঁহার প্রতি অনুকূল করিয়া তোলে। কিঙ্করীগণের অসদৃশ কথাবার্তা ও ভয়প্রদর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া সীতা প্রাণ পরিত্যাগের সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। রাক্ষসীগণের কেহ কেহ রাবণকে সেই সংবাদ দিতে চলিয়াছে, কেহ কেহ সীতাকে হত্যা করিবে বলিয়া শাসাইতেছে। ত্রিজটাও রাবণের আদেশে সীতার পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তখন ঘুমাইতেছিলেন। ক্রূর রাক্ষসীদের তর্জনের শব্দে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

> সীতাং তাভিরনার্যাভির্দৃষ্ট্বা সন্তর্জিতাং তদা।
> রাক্ষসী ত্রিজটা বৃদ্ধা প্রবুদ্ধা বাক্যমব্রবীৎ॥
>
> ইত্যাদি। ৫।২৭।৪-৪৯

—বৃদ্ধা রাক্ষসী ত্রিজটা জাগ্রতা হইয়া অশিষ্টা রাক্ষসীগণ সীতাকে ভৎর্সনা করিতেছে দেখিয়া তাহাদিগকে বলিলেন—অনার্যাগণ,

তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ কর। জনকের আদরের কন্যা ও দশরথের পুত্রবধূকে ভক্ষণ করিও না। আমি আজ রাক্ষসকুলের অমঙ্গল ও রামের কল্যাণসূচক রোমাঞ্চকর স্বপ্ন দেখিয়াছি। রাক্ষসীগণের দ্বারা জিজ্ঞাসিতা হইয়া ত্রিজটা তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন—রঘুনন্দন রাম শুভ্র বস্ত্র ও শুভ্র মাল্য পরিধানপূর্বক শূন্যগামী দিব্য রথে সমারূঢ় হইয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া সীতার সহিত মিলিত হইয়াছেন। তাঁহারা সূর্যের ন্যায় দিব্য তেজে দ্যোতিত হইয়া শোভা পাইতেছেন। অতঃপর দেখিলাম যে, রাবণের পুষ্পক-বিমানে আরোহণ করিয়া তাঁহারা উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

তারপর দেখিয়াছি—রক্তবস্ত্রধারী মুণ্ডিতমস্তক করবীর-মাল্যযুক্ত তৈলাভ্যক্ত পানমত্ত রাবণ পুষ্পক-বিমান হইতে ভূতলে পড়িয়া গেলেন। রমণীগণ রাবণকে গর্দভের রথে আরোহণ করাইয়া নৃত্য করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে লইয়া যাইতেছে। ভীতিবিহ্বল রাবণ অধোমস্তক হইয়া সেই রথ হইতেও পড়িয়া গেলেন। তিনি উলঙ্গ অবস্থায় সহসা উত্থিত হইয়া প্রলাপ করিতে করিতে দুর্গন্ধযুক্ত নরকসদৃশ ভীষণ অন্ধকারে লীন হইলেন।

কুম্ভকর্ণ ও রাজকুমারদেরও সেই গতি হইল। স্বপ্নে আরও দেখিলাম যে, একটি বানরের দ্বারা লঙ্কাপুরী দগ্ধ হইতেছে, আর রাক্ষসীগণ অট্টহাস্য করিতেছে। সেই অবস্থাতেই অশ্ব, রথ ও হস্তিগণের সহিত লঙ্কাপুরী সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইতেছে।

হে রাক্ষসীগণ, তোমরা সীতাকে দুঃখ দিও না, এখান হইতে সরিয়া যাও। তোমাদের মরণও আসন্ন। তোমরা অচিরেই রাম ও সীতার মিলন দেখিতে পাইবে। রাঘব তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। বৈদেহীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাই আমাদের উচিত। রাম হইতে রাক্ষসকুলের ভীষণ দুর্গতি সমুপস্থিত।

তোমরা দেখ—এই মঙ্গলসূচক স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া সীতার বাম চক্ষু স্ফুরিত হইতেছে এবং বাম বাহু সহসা স্পন্দিত হইতেছে।

তাঁহার হস্তিশুণ্ডের ন্যায় বাম উরুর স্পন্দনে সূচিত হইতেছে যে, রাম যেন তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। নীড়ে প্রবিষ্ট পাখীর মুখেও যেন শোনা যাইতেছে—'সীতে, রাম আসিতেছেন।'

লজ্জাশীলা সীতা ত্রিজটার মুখে এই স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন, এই স্বপ্ন যদি সত্যে পরিণত হয়, তবে তিনি রাক্ষসীগণকে রক্ষা করিবেন।

মায়াবী ইন্দ্রজিতের নাগবাণে নিষ্পন্দীকৃত রাম ও লক্ষ্মণকে প্রাণহীন মনে করিয়া আনন্দিত রাবণ রাক্ষসীগণকে আদেশ করিলেন যে, তাহারা যেন সীতাকে পুষ্পকে আরোহণ করাইয়া রণভূমিতে লইয়া যায় ও মৃত রাম-লক্ষ্মণের শবদেহ সীতাকে দেখায়।

বিরূপা রাক্ষসীগণের সহিত ত্রিজটাও সীতার সঙ্গে গিয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণকে নিহত দেখিয়া সীতা করুণ বিলাপ করিতে থাকিলেণ-

পরিদেবয়মানাং তাং রাক্ষসী ত্রিজটাব্রবীৎ।
মা বিষাদং কৃথা দেবি ভর্ত্তায়ং তব জীবতি ॥

ইত্যাদি। ৬।৪৮।২২-৩৩

—বিলাপকারিণী সীতাকে রাক্ষসী ত্রিজটা বলিলেন—দেবি, বিষণ্ণা হইও না। তোমার স্বামী জীবিত আছেন। দেবি, তোমাকে আমি কতকগুলি নিশ্চিত লক্ষণ বলিব, যাহা দ্বারা বুঝিতে পারিবে যে, রাম ও লক্ষ্মণ জীবিত রহিয়াছেন।

প্রভু নিহত হইলে সৈন্যগণের রোষ, হর্ষ ও উৎসাহ দেখা যাইত না। তুমি বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইলে এই দিব্য পুষ্পক-বিমান তোমাকে বহন করিত না। মৈথিলি, তোমার নির্মল চরিত্র ও মধুর আচরণ আমার চিত্তকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে। আমি কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই এবং কখনও বলিব না। এই বীর ভ্রাতৃযুগলকে সমরে দেবগণ এবং অসুরগণও জয় করিতে সমর্থ নহেন। মৈথিলি, সুমহান্ আশ্চর্যের বিষয় লক্ষ্য কর—শরাঘাতে অচেতন হইলেও শরীরের সহজ কান্তি এই ভ্রাতৃদ্বয়কে ত্যাগ করে নাই। উভয়ের

মুখশোভা অবিকৃত রহিয়াছে। গতপ্রাণ ব্যক্তির মুখমণ্ডল এরূপ অবিকৃত থাকে না। দেবি, তুমি শোক পরিত্যাগ কর।

ত্রিজটার আশ্বাস-বাক্য শুনিয়া জানকী জোড়হাতে কহিলেন—'তোমার কথা সত্য হউক।'

ত্রিজটা ও সীতাকে সঙ্গে লইয়া রাক্ষসীগণ অশোকবনে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এই প্রকরণে সীতার প্রতি ত্রিজটার স্নেহ ও শ্রদ্ধা যেরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেইরূপ তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও লক্ষণ-পরিজ্ঞানও প্রকাশ পাইয়াছে।

এই দৃশ্যের পরে ত্রিজটার সহিত আর আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটে না। অতঃপর সরমার ন্যায় ত্রিজটা সম্পর্কেও আমাদিগকে শুধু কল্পনাই করিতে হয়।

৫।২৭।৪

অহল্যা

হিন্দুদের প্রাতঃস্মরণীয়া পাঁচজন মহিলার মধ্যে রামায়ণে আমরা যে তিনজনকে দেখিতে পাই, তাঁহাদের দুইজনের (তারা ও মন্দোদরী) কথা বলা হইয়াছে। তৃতীয়ার নাম হইতেছে—অহল্যা।

রামায়ণের ঘটনার সহিত সম্পৃক্তদের ভিতরে যদিও অহল্যার নাম নাই, তথাপি প্রাসঙ্গিক চরিত্র হিসাবে তাঁহার চরিত্রও আলোচিত হইতেছে।

প্রজাপতি ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও দুঃখিত দেবরাজ ইন্দ্রকে বলিতেছেন—“প্রথমতঃ আমি যে-যকল প্রজা সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাদের অঙ্গকান্তি, ভাষা ও রূপ একই প্রকারের ছিল। পরে আমি একাগ্রচিত্তে প্রজাগণের পার্থক্য বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম।

> ততো ময়া রূপগুণৈরহল্যা স্ত্রী বিনির্মিতা।
> হলং নামেহ বৈরূপ্যং হল্যং তৎপ্রভবং ভবেৎ।
> যস্যা ন বিদ্যতে হল্যং তেনাহল্যেতি বিশ্রুতা॥

ইত্যাদি। ৭।৩০।২৪-৪৭

—‘হল’ শব্দের অর্থ কুরূপতা। তাহা হইতে যে নিন্দনীয়তা উৎপন্ন হয়, তাহাকে বলা হয়—‘হল্য’। যে নারীর কোনরূপ হল্য নাই, তাহারই নাম ‘অহল্যা। সেইজন্য আমি সেই নারীর নাম রাখিলাম—‘অহল্যা’। হে দেবেন্দ্র, সেই নারীটিকে নির্মাণ করিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম যে, নারীটি কাহার পত্নী হইবে। তুমি আপন পদমর্যাদায় অহঙ্কৃত হইয়া আমার অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই মনে মনে তাহাকে পত্নীরূপে বরণ করিয়াছিলে। আমি মহামুনি গৌতমের নিকট সেই নারীটিকে গচ্ছিত রাখিয়া দিলাম। বহু বৎসর পরে গৌতম তাহাকে আমার নিকট প্রত্যর্পণ করেন।

মহাতপস্বী গৌতমের চরিত্রবল ও তপঃসিদ্ধি অবগত হইয়া আমি অহল্যাকে পত্নীরূপে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলাম। এই ঘটনায় তুমি আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলে। তারপর তুমি কামোন্মত্ত হইয়া মুনির আশ্রমে যাইয়া অহল্যার উপর বলাৎকার করিয়াছ। মুনি তাহা জানিতে পারিয়া তোমাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন—'যেহেতু তুমি নির্ভয়ে আমার পত্নীর প্রতি বল প্রয়োগ করিয়াছ, সেইহেতু তুমি রণক্ষেত্রে শত্রুহস্তে বন্দী হইবে। হে দুর্বুদ্ধে, তোমার প্রবর্তিত এইপ্রকার ব্যভিচার মর্ত্যলোকেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। যে-কোন ব্যক্তি জারভাবে পাপাচার করিলে সেই পাপের অর্ধভাগ তোমার উপর পতিত হইবে। দেবরাজের পদ কখনও স্থায়ী হইবে না।"

অতঃপর মহাতেজস্বী গৌতম অহল্যাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—'দুষ্টে, তুমি আমার আশ্রমের নিকটে অদৃশ্য হইয়া অবস্থান কর। যেহেতু রূপগর্বে তুমি এইরূপ মহাপাপ করিয়াছ, সেইহেতু জগতে তুমিই একা রূপবতী থাকিবে না, আরও অনেক রূপবতী নারী জন্মগ্রহণ করিবেন।'

অহল্যা সবিনয়ে স্বামীকে কহিতেছেন—'ব্রহ্মর্ষে, দেবরাজ আপনারই রূপ ধারণ করিয়া আমাকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। অজ্ঞাতসারে যে অপরাধ করিয়াছি, আপনি তাহা ক্ষমা করুন।'

গৌতম পত্নীকে কহিলেন—'ইক্ষ্বাকুবংশে মহাপুরুষ রাম অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া তুমি পাপমুক্তা হইবে ও পুনরায় আমার সহিত বাস করিবে।'

এইকথা বলিয়া গৌতম আপন আশ্রমে চলিয়া আসিলেন ও ব্রহ্মবাদী মুনির পত্নী অহল্যা কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

অহল্যা ও ইন্দ্রঘটিত ব্যাপারের অন্যপ্রকার বর্ণনাও রামায়ণেই রহিয়াছে। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত রাম ও লক্ষ্মণ মিথিলায়

যাইতেছেন। মিথিলার সমীপে একটি প্রাচীন নির্জন আশ্রমতুল্য স্থান দেখিতে পাইয়া কৌতূহলী রাম সেই স্থানটির পরিচয় জানিতে চাহিলে বিশ্বামিত্র বলিতেছেন—

> হন্ত তে কথয়িষ্যামি শৃণু তত্ত্বেন রাঘব।
> যস্যৈতদাশ্রমপদং শপ্তং কোপান্মহাত্মনঃ ॥
>
> ইত্যাদি। ১।৪৮।১৪-১৮

—রাঘব, যে মহাত্মার কোপে এই আশ্রম অভিশপ্ত হইয়াছে, তাঁহার সকল কথা তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। দেবগণপূজিত এই আশ্রমে মহাত্মা গৌতম তপস্যা করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল—অহল্যা। একদা মহর্ষির অনুপস্থিতির সুযোগে শচীপতি ইন্দ্র গৌতমের বেষ ধারণ করিয়া সেই আশ্রমে উপস্থিত হন। তিনি অহল্যাকে বলিলেন—'হে তপস্বিনি, কামোন্মত্ত পুরুষ ঋতুকালের প্রতীক্ষা করিতে পারে না। আমি এখনই তোমাকে পাইতে ইচ্ছা করি।

> মুনিবেষং সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায় রঘুনন্দন।
> মতিঞ্চকার দুর্মেধা দেবরাজকুতূহলাৎ ॥ ইত্যাদি।১।৪৮।১৯-২১

—রঘুনন্দন, দুর্বুদ্ধি অহল্যা মুনিবেষধারী ইন্দ্রকে চিনিতে পারিয়াও দেবরাজের সহিত রতিক্রীড়ার কৌতূহলবশতঃ এই কর্মে সম্মতি দিয়াছেন। অনন্তর হৃষ্টচিত্তে অহল্যা দেবরাজকে বলিলেন—সুরশ্রেষ্ঠ, আমি কৃতার্থ হইয়াছি। তুমি শীঘ্র পলায়ন করিয়া নিজকে ও আমাকে রক্ষা কর।

হর্ষোৎফুল্ল দেবরাজ হাসিতে হাসিতে কুটির হইতে নির্গত হইতেছেন। তখনই গৌতমকে কুটিরদ্বারে সমাগত দেখিয়া ভয়ে ইন্দ্রের মুখ শুকাইয়া গেল। মুনিবেষধারী ইন্দ্রকে দেখিয়াই গৌতম সকল বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রকে অভিসম্পাত করিলেন—'রে দুষ্ট, এখনই তোর অণ্ডকোষ খসিয়া পড়িবে।' ইন্দ্রকে শাপ দিয়াই গৌতম

অহল্যাকে বলিলেন—'ওরে দুষ্টে, তুই আপন কার্যের জন্য অনুতপ্ত হইয়া নিরাহারে সর্বপ্রাণীর অদৃশ্যরূপে ভস্মশয্যায় শয়ন করিয়া এই স্থানে বাস কর্। মহাত্মা রামের দর্শনে নিষ্পাপ হইয়া পুনরায় আমার সহিত মিলিত হইবার যোগ্য দেহ প্রাপ্ত হইবি।'

মহাতেজস্বী গৌতম ব্যভিচারিণী অহল্যাকে এইরূপ বলিয়া এই আশ্রম পরিত্যাগপূর্বক তপস্যার নিমিত্ত হিমালয়-শিখরে চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনা বিবৃত করিয়া বিশ্বামিত্র রামকে লইয়া সেই আশ্রমে প্রবেশ করেন। রাম দেখিতে পাইলেন যে, অহল্যার কঠোর তপস্যার প্রভাবে সেই আশ্রম উদ্ভাসিত। ধূমাচ্ছাদিত অগ্নিশিখা-সদৃশী অহল্যা রামকে দেখিয়াই শাপমুক্তা হইলেন। রাম ও লক্ষ্মণ সানন্দে অহল্যার চরণবন্দনা করিলে পর অহল্যা পাদ্য-অর্ঘ্যাদি উপচারে তাঁহাদিগকে অর্চনা করেন। সেইসময় আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। মহর্ষি গৌতম তখনই আশ্রমে উপস্থিত হইয়া পত্নীকে গ্রহণ করিলেন এবং বিশ্বামিত্র ও রাম-লক্ষ্মণকে যথাবিধি সৎকার করিয়া বিদায় দিলেন।[১]

বর্ণিত দুইটি প্রকরণে পরস্পর বিরুদ্ধ কথা থাকিলেও অহল্যা যে পরে কঠোর তপস্যা দ্বারা বিশুদ্ধা হইয়াছেন, ইহাতে কোন সংশয়ের অবকাশ নাই। রাম-লক্ষ্মণও তাঁহাকে পায়ে ধরিয়া প্রণাম করিয়াছেন। তপশ্চরণের দ্বারা অহল্যা যেন জন্মান্তর লাভ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই তিনি আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়া।

রাজর্ষি জনকের পুরোহিত মহাতপস্বী শতানন্দ ছিলেন—গৌতম ও অহল্যার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহাদের অপর সন্তান-সন্ততির কথা কিছুই জানা যায় না।[২]

---

[১] ১।৪৯শ সর্গ

[২] ১।৫১।২

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	৩	ঋষ্যশৃঙ্গ	ঋষ্যশৃঙ্গ
১৪	২২	সংচ্চক্ষে	সংচচক্ষে
১৭	৫	সর্মসমক্ষে	সর্বসমক্ষে
	২০	পুত্রঝে	পুত্রকে
২২	১৯	অদেশ	আদেশ
	২৫	গতায়ুধঃ	গতায়ুষঃ
২৯	২	পডিয়াছে	পড়িয়াছেন
	২৫	পাণিমা	পাণিনা
৩৭	২৫	পৃক্ষু	পৃথু
৩৮	২০	লইয়া	হইয়া
৩৯	৯	রঘুন্দন	রঘুনন্দন
৪১	১৬	বিঘুর্ণিত	বিঘূর্ণিত
৪৮	৫	তীক্ষ্ম	তীক্ষ্ণ
৪৯	২৩	অভিবর্ধতি	অভিবর্ষতি
৫৩	৯	জননিগণ	জননীগণ
	২৪	বার্ধক্য	বার্দ্ধক্য
৫৮	১১	ক্রূদ্ধ	ক্রুদ্ধ
৮৭	৬	সহ	×
৮৯	১১	কালমিম	কালমিমং
৯০	২৫	রাজাভিলাষী	রাজ্যাভিলাষী
৯২	২৬	থাকিলে	থাকিল
৯৫	২৪	রাক্ষপ	রাক্ষস
৯৭	৩	নাশ্য	নাস্য
১০৭	১৬	এম-	এব-
১১৬	২৩	হয়	হন
১২৯	৮	রাত্রিতে ভরতই	রাত্রিতেই ভরত
১৪০	১২	যে	মে
১৫৮	১৩	সুমহনয়ম্	সুমহানয়ম্

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭৪	৫	হইয়াছে	হইয়াছেন
১৮০	২০	আছেন	আসেন
১৮৩	১১	পূর্বা-	পূর্ব-
১৯০	২৪	নিহত	নিধন
১৯৫	১৭	রাঘরমন্দন	রাঘবনন্দন
২৫০	৩	মহাযূপ-	মহাযূথ-
২৫১	১	বার্ধক্যে	বার্দ্ধক্যে
	১০	আশ্রিভ্য	আশ্রিত্য
২৫৪	১০	পাওয়া না	পাওয়া যায় না
২৫৬	১৫	-স্থিতে	স্থিতিতে
২৫৮	৫	সং প্রকাশেতে	সংপ্রকাশেতে
২৫৯	১৮	মূলবান্	মূল্যবান্
২৬৩	২	অভিজ্ঞা-	অভিজ্ঞান-
২৮১	২৫	এই সকল	এইসকল
২৯০	১০	জিতেন্দ্রিয়াং	জিতেন্দ্রিয়ং
২৯১	২	রাক্ষস চরিত্র	রাক্ষসচরিত্র
২৯৩	১৪	-ভূণের	-ভূষণের
	২৪	মধ্যো	মধ্যে
৩২৮	২৬	সে	মে
৩৩৭	১৭	শক্রুন্	শত্রূন্ ।
৩৪৬	২১	ইবাস্তকঃ	ইবান্তকঃ
৩৬৯	২২	শক্রভি-	শত্রুভি-
৩৭৭	২	রাসক্ষ	রাক্ষস
৩৮০	৭	কৃচ্ছ	কৃচ্ছ্র
৩৮১	২২	পরম—	কৌসল্যা পরম—
৩৮৮	৯	বাষ্পরুদ্ধণ্ঠে	বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে
৪২১	৮	—আর্ষা	—আর্যা
৪৩১	২২	অনার্ষ	অনার্য
৪৩৩	২১	ভূলুষ্ঠিতা	ভূলুণ্ঠিতা
৪৩৪	৯	রাসক্ষসী	রাক্ষসী
৪৬৩	১৫	পূর্বোধৃত	পূর্বোদ্ধৃত